-TIVE STORIES No. 133. দারোগার দপ্তর ১৩৩ সংখ্যা।

মতিয়া বিবি।

(অর্থাৎ মতিয়া নামক জনৈক বিবিজানের লাসের অদ্ভুত অন্তর্দ্ধান !)

শ্রীপ্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত।

১৪ নং হুজুরিমল্‌স লেন, কলিকাতা,
"দারোগার দপ্তর" কার্য্যালয় হইতে
শ্রীউপেন্দ্রভূষণ চৌধুরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

দ্বাদশ বর্ষ।]   সন ১৩১১ সাল।   [বৈশাখ।

প্রকাশকের নিবেদন।

দারোগার দপ্তর একাদশ বৎসর অতিক্রম করিয়া আজ দ্বাদশ বৎসরে পদার্পণ করিল। এই বঙ্গদেশে একখানি বাঙ্গালা মাসিক্ পত্রিকা বাঙ্গালি পাঠকগণ কর্ত্তৃক বিশেষরূপ সমাদৃত হইয়া এত দিবস পর্য্যন্ত যে সমভাবে চলিয়া আসিতেছে, ইহা অপেক্ষা দারোগার দপ্তরের ন্যায় মাসিক পত্রিকার বিশেষ গৌরব আর কি হইতে পারে? দারোগার দপ্তর যে তাহার পাঠকগণের হৃদয়কে বিশেষ রূপে আকৃষ্ট করিতে পারিয়াছে, এই দীর্ঘজীবনই তাহার জাজ্বল্যমান প্রমাণ। ইহা অপেক্ষা অধিক প্রমাণ প্রয়োগ করিবার চেষ্টা করা একেবারে নিষ্প্রয়োজন। দারোগার দপ্তরের গ্রাহক-সংখ্যা এখন সীমাবদ্ধ; কিন্তু বলিতে কি, সরকারি কার্য্যের গুরুভার বহন করিয়া তাহার উপর যদি প্রিয়নাথ বাবুকে এই কার্য্য সম্পন্ন করিতে না হইত, অর্থাৎ তাঁহার সমস্ত সময় যদি তিনি এই দারোগার দপ্তরের উপর নির্ভর করিতে পারিতেন, তাহা হইলে আমি নিশ্চয় বলিতে পারি, এই দারোগার দপ্তর অসংখ্য পাঠকের মনস্তুষ্টি করিত। যে কোন প্রদেশে বা যে কোন ভাষায় মাসিক পত্রিকা বাহির হইয়া থাকে, তাহাতে ভিন্ন ভিন্ন লেখকের লেখনি-প্রসূত ভিন্ন ভিন্ন প্রবন্ধ সকল স্থান পায়; কিন্তু দারোগার দপ্তরে কেবল প্রিয়নাথ বাবু ভিন্ন অপর কোন লেখকের কোন প্রবন্ধ স্থান পায় না বলিয়াই, সময় সময় পত্রিকা বাহির হইতে

বিলম্ব হয়। মাসিক পত্রিকা ঠিক মাসে মাসে বাহির না হইলে বিশেষ দোষের বিষয় সত্য, কিন্তু বর্ত্তমান ক্ষেত্রে পাঠকগণ বিশেষ অনুগ্রহ করিয়া সেই দোষের উপর ততটা লক্ষ্য করেন না; ইহাও লেখক ও কার্য্যাধ্যক্ষের পক্ষে কম সৌভাগ্যের বিষয় নহে। সে যাহা হউক, মাসিক পত্রিকা নিয়মিতরূপে বাহির করিতে হইলে লেখকের কর্ত্তব্য যে,—প্রবন্ধটী যাহাতে প্রত্যেক মাসে নিয়মিতরূপে লেখা হয়, তাহার দিকে বিশেষরূপে দৃষ্টি রাখা ও প্রকাশকের কর্ত্তব্য,—যাহাতে প্রবন্ধটী ঠিক সময়মত প্রকাশিত হয়, তাহার পক্ষে বিশেষরূপে সচেষ্ট থাকা। কিন্তু গত বৎসর লেখক ও প্রকাশক কেহই তাঁহাদিগের কর্ত্তব্য কর্ম্ম ঠিক প্রতিপালন করিয়া উঠিতে পারেন নাই বলিয়া, আমরা গ্রাহকগণের নিকট বিশেষরূপে লজ্জিত আছি ও যাহাতে এক মাসের দপ্তর অপর মাসে গ্রাহকগণের হস্তগত না হয়, তাহার নিমিত্তই এক বৎসর বাদ দিলাম, উহা কেবল কাগজ কলম বাদ হইল মাত্র। গ্রাহক-গণের উহাতে কিছুমাত্র ক্ষতি বৃদ্ধি নাই, সংখ্যায় সংখ্যায় যে নম্বরটী লেখা থাকে, তাহারও কোনরূপ ব্যতিক্রম হয় নাই। কেবলমাত্র কার্য্যের সুবিধার জন্য ও বিলম্বে দারোগার দপ্তর বাহির হইতেছে, ইহা গ্রাহকগণ যাহাতে আর বলিতে না পারেন, কেবল তাহারই জন্য আমরা ঐ উপায় অবলম্বন করি-লাম। কিন্তু এবার আমাদিগের সম্পূর্ণ ভরসা আছে যে, দারোগার দপ্তর বাহির হইতে সেইরূপ বিলম্ব আর ঘটিবে না। প্রিয়নাথ বাবু আমাকে বলিয়াছেন যে, তাঁহার উপর সরকারি-কার্য্যের যতই গুরু-ভার কেন ন্যস্ত হউক না, তাহারই মধ্যে যেরূপে হয়, মাসে মাসে তিনি একটা প্রবন্ধ লিখিয়া দিবেন, ও প্রকাশকও ঠিক সময়মত

তাহা প্রকাশিত করিয়া গ্রাহকগণের মনস্তুষ্টি করিতে রীতিমত চেষ্টা করিবেন। এরূপ অবস্থায় দারোগার দপ্তর বাহির হইতে যে বিলম্ব হইবে, তাহা আর আমার বোধ হয় না। এখন হইতে আশা করি, গ্রাহকগণ নিয়মিতরূপ মাসে মাসে দারোগার দপ্তর প্রাপ্ত হইবেন। দারোগার দপ্তর বাহির হইতে যাহাতে বিলম্ব না হয়, তাহার নিমিত্ত আরও এক উপায় অবলম্বন করিয়াছি। ইহার মধ্যেই ভাদ্রমাস পর্য্যন্ত দারোগার দপ্তর প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি, কিন্তু উহা এত অগ্রে একেবারে গ্রাহকগণকে না দিয়া প্রত্যেক মাসের ঠিক সময়ে পাঠাইয়া দিব। এ দিকে অবশিষ্ট সংখ্যাগুলিও ক্রমে প্রস্তুত করিয়া রাখিব।

গ্রাহকগণ যেরূপ ভাবে দারোগার দপ্তরের আদর করিয়া থাকেন, তাহাতে দারোগার দপ্তরের গ্রাহকগণকে কিছুমাত্র উপহার দেওয়ার প্রয়োজন নাই বলিয়াই আমার বিশ্বাস। কিন্তু যে নিয়ম বহুদিবস হইতে চলিয়া আসিতেছে, সেই নিয়মের হঠাৎ পরিবর্ত্তন করাও একেবারে অকর্ত্তব্য। সুতরাং এবারও আমাদিগের সাধ্যমত উপহার গ্রাহকগণকে প্রদত্ত হইবে। উপহারের পুস্তক কেবলমাত্র দুইখানি হইলেও উহা পাঠে যে গ্রাহকগণ বিশেষরূপ সন্তোষ লাভ করিবেন, তাহা আমাকে বলিয়া দিতে হইবে না, পাঠ করিলেই অবগত হইতে পারিবেন। উপহারের বিস্তৃত বিবরণ বিজ্ঞাপন স্তম্ভে প্রকাশিত হইয়াছে।

দারোগার দপ্তরের গ্রাহকগণ সম্বন্ধে এইস্থানে একটী কথা বলা বোধ হয়, বিশেষরূপে আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। দারোগার দপ্তর মাসে মাসে প্রেরিত হইলে ও তাহার কোন সংখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছেন কি না, তাহার কিছুই তাঁহারা প্রথমে বলেন না;

অনেক সময় তাঁহাদিগের অনবধানে অনেক সংখ্যা হারাইয়াও গিয়া থাকে। কিন্তু যখন বৎসর শেষ হয়, সেই সময় তাঁহারা সংখ্যাগুলি মিলাইয়া দেখেন ও অনেকগুলি সংখ্যা যখন প্রাপ্ত হন না, তখন আঁমাদিগকে পত্র লিখিয়া জানান যে, ঐ সকল সংখ্যা তাঁহারা প্রাপ্ত হন নাই। আমরাও সাধ্যমত তাঁহাদিগকে ঐ সকল সংখ্যা গুলির মধ্যে যতদূর পারি, পুনরায় প্রেরণ করিয়া থাকি। ইহাতে আমাদিগের যে কতদূর ক্ষতি হয়, তাহার দিকে গ্রাহকগণের একটু বিশেষ দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন, ইহাই আমার অনুরোধ।

শ্রীউপেন্দ্রভূষণ চৌধুরী।

কার্য্যাধ্যক্ষ।

মতিয়া বিবি।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

এক দিবস অতি প্রত্যুষে আমি আমার থানার আফিসে বসিয়া নিয়মিত দৈনিক কার্য্য সমাপন করিতেছি, এইরূপ সময় এক ব্যক্তি থানায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন ও আমাকে সম্মুখে দেখিতে পাইয়াই কহিলেন "মহাশয়, আমার একটী প্রজার ঘরে সিঁদ হইয়াছে। এই সংবাদ প্রদান করিবার মানসে আমি আপনার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি।"

আমি। সিঁদ হইয়াছে? কাহার ঘরে সিঁদ হইয়াছে?

আগন্তুক। আমার বাড়ীর সন্নিকটে আমার একখানি ভাড়াটিয়া বাড়ী আছে। ঐ বাড়ীতে তারামণি নাম্নী একটী স্ত্রীলোক বাস করে। ঐ তারামণির ঘরেই সিঁদ হইয়াছে।

আমি। এই সংবাদ প্রদান করিতে তারামণি আসে নাই কেন?

আগন্তুক। যে ঘরে সিঁদ হইয়াছে, তারামণি সেই ঘরে শয়ন করিত। তাহার ঘরের দরজা ভিতর হইতে বন্ধ আছে; কিন্তু অনেক ডাকাডাকি করিয়া তারামণির কোনরূপ উত্তর না পাইয়া, আমিই আপনাকে সংবাদ দিতে আসিয়াছি।

আমি। সিঁদটী আপনি স্বচক্ষে দেখিয়াছেন কি? ঐ ঘরের কোন্ স্থানে ও কি প্রকার সিঁদ?

আগন্তুক। যে ঘরে তারামণি শয়ন করেন, সেই ঘরের পশ্চাৎ দিকের দেওয়ালের মাটি কাটিয়া এক প্রকাণ্ড সিঁদ দিয়াছে। ঐ সিঁদ আমি স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়াছি।

সংবাদদাতার এই কথা শুনিয়া সেই সময় আমার মনে যে কিরূপ চিন্তা আসিয়া উপস্থিত হইল, তাহা পাঠকগণ কিছুমাত্র অনু[illegible] করিয়া উঠিতে পারিতেছেন কি? আমার মনে হইল, চোরে সিঁদ দিয়া কেবলমাত্র তারামণির মূল্যবান দ্রব্যাদি অপহরণ করিয়া লইয়া যায় নাই, সেই সঙ্গে তারামণিকেও শমন-সদনে প্রেরণ করিয়া গিয়াছে। নতুবা যে ঘরে তারামণি শয়ন করিয়াছিল, যে ঘরের দরজা তারামণি ভিতর হইতে বন্ধ করিয়া রাখিয়া দিয়াছিল, সেই ঘরেই সিঁদ হইয়াছে, অথচ এখন পর্য্যন্ত তারামণির কোনরূপ সন্ধান নাই কেন? কিন্তু ঘরের দরজা তারামণি যেরূপ ভাবে ভিতর হইতে বন্ধ করিয়া শয়ন করিয়াছিল, ঠিক সেইরূপ ভাবেই ভিতর হইতে বন্ধ আছে। ঘরের ভিতর প্রবেশ করিলেই দেখিতে পাইব, হয় তারামণি তাহার বিছানার উপর, না হয় ঘরের মেজের উপর মৃত অবস্থায় পড়িয়া আছে।

মনে মনে এইরূপ ভাবিয়া, আর কালবিলম্ব করিলাম না।

সেই সংবাদদাতার সঙ্গে তৎক্ষণাৎ থানা হইতে বহির্গত হইলাম। তারামণি যে বাড়ীতে বাস করিত, সেই বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, উহা একখানি খোলার ঘর, কিন্তু উহার পোঁতা বেশ উচু। ঐ একখানি ঘর লইয়াই একখানি বাড়ী। ঐ ঘরের সম্মুখে একটী বারান্দা আছে মাত্র। রন্ধনাদি ঐ বারান্দার এক পার্শ্বেই হইয়া থাকে। ঐ ঘরখানি প্রাচীর অথবা অপর কোনরূপ আবরণের দ্বারা বেষ্টিত নহে, উহার চতুষ্পার্শ্বই খোলা। চতুষ্পার্শ্ব হইতেই ঐ ঘরের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হওয়া যায়। ঐ ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিবার কেবল একটীমাত্র দরজা, উহা এখন পর্য্যন্ত ভিতর হইতে বন্ধ আছে। ঐ দরজায় একটু সামান্য ধাক্কা দিয়া দেখিলাম, কিন্তু উহা সহজে খুলিল না। ঐ ঘরখানির চতুর্দ্দিক উত্তমরূপে দেখিলাম। দেখিলাম, উহার পশ্চাদ্ভাগের পোঁতার গায়ে, বেড়ার নীচে একটী প্রকাণ্ড সিঁদ কাটা রহিয়াছে। সদাসর্ব্বদা যেরূপ পরিমাণের সিঁদ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা অপেক্ষা এই সিঁদের পরিমাণ একটু বড়। উহার মধ্য দিয়া ছোট বড় সকল প্রকার মনুষ্যই ঐ ঘরের ভিতর প্রবেশ ও ঘর হইতে বহির্গত হইতে পারে। খুব বড় বড় সিন্দুক, বাক্স, পেঁটরা প্রভৃতি অনায়াসেই উহা দিয়া বাহির করিয়া লওয়া যায়।

সিঁদের নিকট গমন করিয়া তাহার মধ্য দিয়া ঘরের ভিতরের অবস্থা যদি কিছু দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার চেষ্টা করিলাম; কিন্তু ঘরের মধ্যে অন্ধকার বলিয়া বোধ হইতে লাগিল, কিছুই দেখিতে পাইলাম না। তখন অনন্যোপায় হইয়া ঐ ঘরের দরজা ভাঙ্গিয়া ঐ ঘরের ভিতর প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিতে হইল।

জানিতে পারিলাম, ঐ পাড়ার মধ্যে একজন ছুতারের বাস; নিজে ঐ ঘরের দরজা ভাঙ্গিবার চেষ্টা না করিয়া সেই ছুতারকে ডাকাইয়া পাঠাইলাম। সে আসিয়া প্রথমে ঐ দরজার অবস্থা স্বচক্ষে দর্শন করিয়া, তাহার বাড়ী হইতে একখানি ছোট ও পাতলা হাত-করাত আনিয়া ঐ দরজার দুই পাটির মধ্য দিয়া কোনরূপে প্রবেশ করাইয়া দিল ও ভিতরে যে কাষ্ঠ-খিলের দ্বারা ঐ দরজা আবদ্ধ ছিল, তাহা আস্তে আস্তে কাটিয়া ফেলিল। দরজা খুলিয়া গেল। নিতান্ত সোৎসুক অন্তঃকরণে আমি ঐ ঘরের ভিতর প্রবেশ করিলাম। প্রবেশ করিবার সময় মনে করিয়াছিলাম যে, প্রবেশ করিবামাত্র তারামণির মৃতদেহ ঐ ঘরের ভিতর দেখিতে পাইব, কিন্তু ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া তাহা দেখিতে পাইলাম না। ঘরের ভিতর একপার্শ্বে একখানি তক্তাপোষ, তাহার উপর শয়ন করিবার একটী বিছানা বিছান রহিয়াছে। বিছানার অবস্থা দেখিয়া অনুমান হয়, উহার উপর কেহ শয়ন করিয়াছিল, কিন্তু এখন তাহার উপর কেহই নাই। ঐ তক্তাপোষের নীচে অনুসন্ধান করিয়াও কাহাকে দেখিতে পাইলাম না। ঐ তক্তাপোষের সন্নিকটে একটী লোহার সিন্দুক আছে দেখিলাম। সিন্দুকটী নিতান্ত ক্ষুদ্র নহে; দেখিয়া অনুমান হয়, উহার ওজন বোধ হয় পাঁচ মণের কম হইবে না। সিন্দুকটী নাড়িয়া দেখিলাম, দেখিলাম উহা বদ্ধ আছে। ঐ ঘরের অপর পার্শ্বে কয়েকটী বাক্স, কতকগুলি পিত্তল কাঁসার তৈজস ও কয়েকটী হাঁড়ি প্রভৃতি আছে। বাক্স কয়েকটী বদ্ধ অবস্থায় পাইলাম। পিত্তল কাঁসার তৈজস ইত্যাদি দেখিয়া উহার একটীও স্থানান্তরিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হইল না। ঘরের

সমস্ত দ্রব্য পূর্ব্ব হইতে যেরূপ ভাবে রক্ষিত ছিল, ঠিক যেন সেইরূপ ভাবেই রক্ষিত আছে বলিয়া অনুমান হইল। কিন্তু জীবিত অবস্থায় বা মৃত অবস্থায় তারামণিকে ঐ ঘরের মধ্যে কোনস্থানেই পাইলাম না।

চোরে তারামণির ঘরে সিঁদ কাটিয়াছে। ঐ সিঁদের মধ্য দিয়া কোন মনুষ্য যে গমনাগমন করিয়াছে, তাহার প্রমাণ সেই স্থানের মৃত্তিকোপরিস্থিত মনুষ্যের পদচিহ্ন প্রদান করিতেছে। অথচ ঘরের ভিতরের অবস্থা দেখিয়া অনুমান হইতেছে না যে, ঐ ঘর হইতে কোন দ্রব্য স্থানান্তরিত বা অপহৃত হইয়াছে। আমার যে অনুমান হইতেছে, তাহা প্রকৃত কি না, তারামণি ব্যতীত আর কেহই এ কথার প্রকৃত উত্তর প্রদান করিতে সমর্থ নহে; কিন্তু তারামণি উপস্থিত নাই। সেই স্থানের সমবেত প্রতিবেশীবর্গের মধ্যে কেহই বলিতে পারে না যে, তারামণি কোথায়। কিন্তু এ কথা সকলেই বলে যে, তারামণির কিছু অর্থ ও অলঙ্কার আছে; অলঙ্কার পত্র বন্ধক রাখিয়া, টাকাকড়ি ধার দিয়া সে বেশ দশ টাকা উপার্জ্জনও করিয়া থাকে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

ঘরে সিঁদ, ঘরের দরজা ভিতর হইতে বন্ধ, অথচ ঘরের ভিতর তারামণি নাই। এইরূপ অবস্থায় তারামণি কোথায় গেল? চোরের ভয়ে তারামণি যদি ঘরের দরজা খুলিয়া বাহির হইয়া গিয়া থাকে, তাহা হইলে ঐ চোর ঘরের ভিতর হইতে ঐ দরজা কেন বন্ধ করিয়া দিবে? তবে কি তারামণি ঐ সিঁদের মধ্য দিয়াই প্রস্থান করিয়াছে? তাহাই বা অনুমান করি কি প্রকারে? এরূপ কথাতো এ পর্য্যন্ত কখন শুনি নাই। আর যদি তারামণি কোনরূপে তাহার ঘরের ভিতর হইতে বহির্গত হইয়া পলায়ন করিয়াই থাকে, তাহা হইলেই বা এতক্ষণ পর্য্যন্ত সে পলায়িত রহিবে কেন? পূর্ব্বে মনে করিয়াছিলাম, তারা-মণিকে হত্যা করিয়া চোরে তাহার যথা-সর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে। আমার সে অনুমান যদি প্রকৃত হইত, তাহা হইলে তারামণির মৃতদেহ নিশ্চয়ই এই ঘরের কোন না কোন স্থানে প্রাপ্ত হইতাম। মনে মনে এইরূপ অনেক চিন্তা আসিয়া উপস্থিত হইল, কিন্তু কিছুই স্থির করিয়া উঠিতে পারিলাম না!

প্রাণের ভয়ে কোন স্থানে তারামণি যদি লুক্কায়িত থাকে, ইহা ভাবিয়া সেই গ্রামের মধ্যে ও তাহার নিকটবর্ত্তী গ্রাম সকলের মধ্যে তাহার উত্তমরূপে অনুসন্ধান করিলাম; কিন্তু কোন স্থানেই তারামণির কোনরূপ সন্ধান প্রাপ্ত হইলাম না। এরূপ অবস্থায় তখন যে আর কি কর্ত্তব্য, তাহা ভাবিয়া

চিন্তিয়া কিছুই অনুমান করিয়া উঠিতে পারিলাম না। কারণ, তারামণির ঘরের দ্রব্যাদির অবস্থা দেখিয়া অনুমান হইল যে, ঐ ঘরের কোন দ্রব্য কোনরূপে স্থানান্তরিত হয় নাই, যেস্থানে যে দ্রব্য যেরূপ ভাবে রক্ষিত ছিল, সেই সকল দ্রব্য সেই স্থানেই সেইরূপ ভাবে রহিয়াছে। লোহার সিন্দুক ও অপরাপর সিন্দুক বাক্স সকল যেরূপ ভাবে যেস্থানে ছিল, সেই সকল দ্রব্য সেই স্থানেই বন্ধ অবস্থায় রহিয়াছে। ঘরের ভিতর অনুসন্ধান করিয়া কোন স্থানে ঐ সকল সিন্দুক ও বাক্সের চাবিও পাইলাম না। অনুসন্ধানে তারামণিকে না পাইয়া ও ঐরূপ নানা কারণে ইহাই আমাদিগকে স্থির করিয়া লইতে হইল যে, তারামণি কোন না কোন স্থানে লুক্কায়িত আছে, দুই চারি দিবস পরে তাহাকে পাওয়া যাইবে। মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়া তারামণির ঘরে যে সিঁদ হইয়াছে, কেবল তাহারই অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম। কোন দ্রব্য অপহৃত না হইয়া কেবলমাত্র সিঁদ হইলে আমরা যেরূপ ভাবে অনুসন্ধান করিয়া থাকি, ইহাও সেইরূপ অনুসন্ধানে পরিণত হইল। ক্রমে ২।৩ দিবস অতীত হইয়া গেল; কিন্তু কাহার দ্বারা তারামণির ঘরে সিঁদ হইয়াছে, তাহার কিছুমাত্র অবগত হইতে পারিলাম না। প্রথম দিবসেই তারামণির ঘরে সিঁদ বন্ধ করিয়া দিতে বলিয়া আসিয়াছিলাম; কিন্তু তারামণি না থাকায় সেই সিঁদ কেহই বন্ধ করে নাই, এখন পর্য্যন্ত উহা সেইরূপ ভাবেই আছে।

প্রথম দিবস যে ব্যক্তি থানায় আসিয়া সিঁদের সংবাদ প্রদান করিয়াছিলেন, চতুর্থ দিবসে তিনি পুনরায় থানায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কথায় কথায় তাঁহার নিকট হইতে জানিতে

পারিলাম যে, এ পর্য্যন্ত তারামণি আসিয়া উপস্থিত হয় নাই ; সে যে কোথায় গেল, বা তাহার ভাগ্যে যে কি ঘটিল, তাহার কিছুই এ পর্য্যন্ত কেহই অবগত হইতে পারেন নাই। আজ তিনি তারামণির ঘরের মধ্যে পুনরায় গমন করিয়াছিলেন, ঘরের মধ্যে যেন অতি অল্প পরিমাণে দুর্গন্ধ বাহির হইতেছে, কিন্তু কোথা হইতে যে সেই দুর্গন্ধ আসিতেছে, তাহার কিছুই তিনি অনুমান করিতে সমর্থ হন নাই। তাঁহার বিবেচনায় ঘরের মধ্যে বা নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে হয়ত মৃত মূষিক পড়িয়া আছে, ও তাহা হইতেই ঐ অল্প পরিমিত দুর্গন্ধ বাহির হইতেছে। তাঁহার নিকট হইতে কথায় কথায় এই কয়েকটী কথা জানিতে পারিলাম সত্য, কিন্তু তিনি সেই দিবস কি নিমিত্ত যে আমার নিকট আগমন করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা না করিলে তিনি কহিলেন না। অন্যান্য বাজে কথার আন্দোলন করিয়া সময় অতিবাহিত করিতে লাগিলেন।

এইরূপে কিয়ৎক্ষণ অতিবাহিত হইয়া গেলে, আমি তাঁহাকে সেই দিবস আমার নিকট আসিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম ও তাহার উত্তরে জানিতে পারিলাম যে, তারামণি যে বাড়ীতে বাস করিত, তাহা তাঁহার নিজের ; ঐ বাড়ীর সহিত তারামণির কেবলমাত্র ভাড়া দিয়া বাস করা ব্যতিরেকে আর কোন রূপ সংশ্রব ছিল না। ভাড়াও সে নিয়মিতরূপ প্রদান করিত না, এখন পর্য্যন্ত প্রায় এক বৎসরের ভাড়া তাহার নিকট বাকী আছে। এরূপ অবস্থায় তারামণির যে সকল দ্রব্যাদি আছে, তাহা তিনি গ্রহণ করিতে সমর্থ কি না ; কারণ, তারামণি এখন পর্য্যন্ত ফিরিয়া আইসে নাই। আসিবে কি না, তাহারও এখন

পর্য্যন্ত স্থিরতা নাই। বিশেষ যদি কোন কারণে তাহার মৃত্যুই হইয়া থাকে, তাহা হইলে সে আর কোথা হইতে ফিরিয়া আসিবে? আর যদি ফিরিয়াই আইসে, তাহা হইলে সে তাহার দ্রব্যাদি তাঁহার নিকট হইতে অনায়াসেই গ্রহণ করিতে পারিবে। ঐ ঘর হইতে তারামণির দ্রব্যাদি স্থানান্তরিত না করিলে অপর কোন ব্যক্তিকে ঐ ঘর ভাড়া দেওয়া যাইতে পারে না।

বাড়িওয়ালার কথা শুনিয়া তাঁহার অভিসন্ধি যে কি, তাহা অনুমান করিতে উত্তমরূপে সমর্থ হইলাম। এতদিন পর্য্যন্ত তারামণি যখন প্রত্যাগমন করে নাই, তখন তারামণির প্রত্যাগমনের সম্ভাবনা নিতান্তই অল্প। তারামণি প্রত্যাগমন না করিলে ঐ সকল দ্রব্য আর কেহই তাঁহার নিকট হইতে চাহিবে না; সুতরাং আর কাহাকেও উহা প্রত্যর্পণ করিতে হইবে না, তারামণির সমস্ত বিষয় তাঁহার নিজেরই হইয়া যাইবে।

বাড়িওয়ালার কথা শুনিয়া আমি তাহাকে কহিলাম "তারা-মণি এখন পর্য্যন্ত প্রত্যাগমন করে নাই, প্রত্যাগমন করিবে কি না, তাহারও এখন কিছুমাত্র স্থিরতা নাই। যদি আর সে প্রত্যাগমন না করে, তাহা হইলে তাহার পরিত্যক্ত দ্রব্যাদির সহিত আপনার কোনরূপ সংশ্রব আছে বলিয়া আমার অনুমান হয় না। কারণ, ঐ সকল দ্রব্যের অধিকারী হইবেন—গবর্ণমেণ্ট। গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে আমি ঐ সকল দ্রব্য লইয়া আসিব, তাহা হইলেই আপনার ঘর খালি হইয়া যাইবে, তখন আপনি অনায়াসেই ঐ ঘর অপরকে ভাড়া দিতে পারিবেন। তারা-মণি প্রত্যাগমন না করিলে বা তাহার কোন ওয়ারিস্ আসিয়া ঐ সকল দ্রব্য গ্রহণ না করিলে, যখন উহা বিক্রয় করিয়া

উহার মূল্য গবর্ণমেণ্ট গ্রহণ করিবেন, সেই সময় আপনার ঘর-ভাড়ার নিমিত্ত যাহা কিছু পাওনা আছে, তাহা আপনি প্রাপ্ত হইবেন। অধিকন্ত তারামণি যদি অপর আর কাহার নিকট কোনরূপ ঋণগ্রস্তা থাকেন, তাহা হইলেও তাহার ঋণ পরিশোধ করিয়া দেওয়া যাইবে।

আমার কথা শুনিয়া বাড়িওয়ালা আর কোন কথা কহিতে সাহসী হইলেন না। আমি তাঁহাকে বলিয়া দিলাম, যদি সময় পাই, তাহা হইলে অদ্যই নতুবা কল্য প্রাতঃকালে আমি ঐ স্থানে গমন করিয়া তাহার সিন্দুক, বাক্স প্রভৃতি সমস্ত খুলিয়া দেখিব, তাহার কি কি দ্রব্যাদি আছে। আর ঐ সকল দ্রব্যের একটী তালিকা আপনাদিগের সকলের সম্মুখে প্রস্তুত করিয়া, সমস্ত দ্রব্য আমি থানায় উঠাইয়া আনিব। তাহা হইলেই আপনার ঘর খালি হইয়া যাইবে।

আমার কথা শুনিয়া বাড়িওয়ালা আর কোনরূপ দ্বিরুক্তি করিতে সাহসী না হইয়া, আস্তে আস্তে থানা হইতে প্রস্থান করিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

যে দিবস বাড়িওয়ালা আমার থানায় আসিয়াছিলেন, সে দিবস তারামণির গৃহে গমন করিবার সময় কোনরূপেই করিয়া উঠিতে পারিলাম না। পর দিবস প্রত্যুষেই গিয়া সেই স্থানে স্থানীয় দুই তিনজন ভদ্রলোককে ডাকাইয়া তারামণির ঘরের দরজা খুলিয়া সেই ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। বাড়িওয়ালা থানায় গিয়া পূর্ব্ব দিবস যাহা বলিয়া আসিয়াছিল, সেই ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়াই জানিতে পারিলাম যে, তাহার কথা প্রকৃত ; ঐ ঘরের মধ্য হইতে কেমন একটী অল্প অল্প দুর্গন্ধ বাহির হইতেছে। কোথা হইতে ঐ দুর্গন্ধ বাহির হইতেছে, তাহা জানিবার নিমিত্ত ঐ ঘরের মধ্যে পুনরায় উত্তমরূপে অনুসন্ধান করিয়া দেখিলাম ; কিন্তু কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না। ঘরের মধ্যস্থিত সিন্দুক বাক্সগুলি বিশেষরূপে লক্ষ্য করিয়া দেখিবার কালীন, লোহার সিন্দুকের গাত্রে দুই চারিটী ক্ষুদ্র পিপীলিকা দেখিতে পাইলাম। আরও বোধ হইল, ঐ দুর্গন্ধ যেন সেই লোহার সিন্দুকের নিকটেই অধিক পরিমাণে বোধ হইতেছে।

লোহার সিন্দুকের এই অবস্থা দেখিয়া আমার মনে এক ভয়ানক চিন্তা আসিয়া উপস্থিত হইল, ক্রমে ভয়েরও সঞ্চার হইতে লাগিল। কেন যে ভয় হইল, তাহা আমিই ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না, পাঠকগণকে বুঝাইব কি প্রকারে ?

এখন স্থির হইল, সর্ব্বাগ্রে ঐ লোহার সিন্দুক খুলিয়া দেখা। অনুসন্ধান করিয়া লোহার সিন্দুকের চাবি পাওয়া যায় নাই; সুতরাং অন্য উপায়ে ঐ লোহার সিন্দুক খুলিবার বা উহা ভাঙ্গিবার চেষ্টা দেখিতে হইল। জানিতে পারিলাম, অনতিদূরে জনৈক লোহার সিন্দূক নির্ম্মাতার একটী কারখানা আছে। সুতরাং তাহাকে ডাকাইতে হইল। তিনি আসিয়া প্রথমতঃ ঐ সিন্দুক খুলিবার নিমিত্ত বিশেষরূপ চেষ্টা করিলেন; কিন্তু কোনরূপে কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া, পরিশেষে কয়েকটী লোহার খিল বা "নেচি" কাটিয়া ঐ সিন্দুকের ডালা খুলিয়া দিল।

ডালাটী স্থানান্তরিত করিয়া দেখিলাম—সর্ব্বনাশ! ইতিপূর্ব্বে মনে যাহা ভাবিয়াছিলাম, দেখিলাম ঠিক তাহাই ঘটিয়াছে। ঐ সিন্দুকের মধ্যে তারামণির মৃতদেহ রহিয়াছে। ঐ মৃতদেহ ভয়ানক পচিয়া গিয়াছে, ও তাহা হইতে অতিশয় দুর্গন্ধ বাহির হইতেছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কতকগুলি পিপীলিকা কেবল উহার স্থানে স্থানে কাটিয়া খাইয়া ফেলিয়াছে। নিতান্ত সঙ্কীর্ণ স্থানের মধ্যে ঐ মৃতদেহ রক্ষিত আছে; কিন্তু উহার হস্ত পদ প্রভৃতির কোন স্থান কোনরূপে বন্ধন করিয়া রাখা হয় নাই। মৃতদেহ অতিশয় পচিয়া গিয়াছে এবং উহার মুখ দেখিয়াও বেশ চিনিতে পারা যাইতেছে না যে, উহা তারামণির মৃতদেহ কি না।

যেরূপ অবস্থায় তারামণিকে পাওয়া গেল, তাহা দেখিয়া এখন সহজেই অনুমিত হইল যে, কোন দস্যু তারামণির ঘরের দেওয়ালে সিঁদ দিয়া ঐ ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া তারামণিকে হত্যা করিয়া তাহার যথা-সর্ব্বস্ব অপহরণ পূর্ব্বক তারামণির মৃতদেহটীকে ঐ লোহার সিন্দুকের মধ্যে আবদ্ধ করিয়া এবং ঐ

সিন্দুকের চাবি লইয়া পুনরায় সেই সিঁদের মধ্য দিয়া বহির্গত হইয়া গিয়াছে।

এখন যাহা অনুমিত হইল তাহা সত্য ; কিন্তু এখন কর্ত্তব্য কি ?

পাঠকগণ বলিয়া বসিবেন, এখনকার কর্ত্তব্য কি, তাহা একটী পঞ্চমবর্ষীয় বালকও অনায়াসে বুঝিতে পারে। এখন পুলিসের কর্ত্তব্য, যে দস্যুর দ্বারা এই ভয়ানক কার্য্য সাধিত হইয়াছে, অনুসন্ধান করিয়া তাহাকে ধৃত করা ও যাহাতে দোষীর উপযুক্ত দণ্ড হয়, তাহার উপায় করা।

কথাটী যেরূপ সহজ, কার্য্যটী ততদূর সহজ নহে। গভীর অন্ধকারের মধ্যে আপনার শরীর আবৃত করিয়া যে দস্যু তারামণির গৃহে সিঁদ দিল, ও অপরের অলক্ষিতে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া সেই ঘরের একমাত্র অধিকারিণীকে হত্যা করিয়া নির্ব্বিবাদে বাহির হইয়া চলিয়া গেল, এখন বলুন দেখি, তাহার অনুসন্ধান কিরূপে হইতে পারে ? যাহাকে কেহ দেখিল না, যাহার কথা কেহ শুনিল না, অনুসন্ধান করিয়া তাহাকে বাহির করা ও হত্যাপরাধে তাহাকে দণ্ডিত করা, কিরূপ দুরূহ কার্য্য ; তাহা অনুমান করিয়াই স্থির করা যায় না। কার্য্যে পরিণত করা একেবারে অসম্ভব হইলেও, সেই অসম্ভবকে আমাদিগকে সম্ভবপর করিয়া লইতে হইবে। ইহা অপেক্ষা অসম্ভব বিষয় আর কি হইতে পারে ?

সম্ভব হউক আর অসম্ভব হউক, মনের ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত করিবার আশা থাকুক আর নাই থাকুক, এই অসম্ভব কার্য্য সম্ভবে পরিণত করিবার চেষ্টা আমাদিগকে দেখিতেই হইবে। যে কার্য্যের নিমিত্ত বেতন গ্রহণ করিয়া থাকি, পারি আর না পারি, সেই কার্য্য যাহাতে সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়, তাহার

চেষ্টা আমাদিগকে করিতেই হইবে। সুতরাং এই মোকর্দ্দমার কিনারা হইবার কোনরূপ আশা না থাকিলেও, ঐ অনুসন্ধানে বাধ্য হইয়া আমাদিগকে নিযুক্ত হইতে হইল।

মৃতদেহ সেই লোহার সিন্দুক হইতে বাহির করিলাম। পচিয়া নিতান্ত বিকৃতভাব ধারণ করিলেও, পরীক্ষার নিমিত্ত উহা ডাক্তারখানায় প্রেরিত হইল। আমরা উপরি উপরি যতদূর দেখিলাম, তাহাতে ঐ মৃতদেহের উপর কোনরূপ অস্ত্রাঘাতের বা অপর কোনরূপ চিহ্ন বা জখম দেখিতে পাইলাম না। পূর্ব্বে শুনিয়াছিলাম, তারামণির কিছু অর্থাদি অলঙ্কার পত্র আছে, তদ্ব্যতীত কিছু কিছু বন্ধকী কারবারও করিয়া থাকে; কিন্তু লোহার সিন্দুকের ভিতর তাহার কোনরূপ চিহ্ন দেখিতে পাইলাম না। এক তারামণির মৃতদেহ ও তাহার পরিহিত একখানি বস্ত্র ভিন্ন লোহার সিন্দুকের মধ্যে আর কিছুই ছিল না।

যাহার ঘরে লোহার সিন্দুক আছে, তাহার মূল্যবান দ্রব্যাদি সে সেই লোহার সিন্দুকের ভিতরই রাখিয়া থাকে; আর মূল্যবান দ্রব্যাদি ঘরে না থাকিলেও যে লোহার সিন্দুকের ভিতর কিছুই থাকে না, তাহাও একেবারে অসম্ভব। সুতরাং তারামণির লোহার সিন্দুকের অবস্থা দেখিয়া স্বভাবতই আমাদিগের মনে করিতে হইল যে, উহার ভিতর যাহা ছিল, তাহার সমস্তই দস্যুগণ অপহরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে, না হয়, স্থানান্তরে রাখিয়া দিয়াছে; নতুবা লোহার সিন্দুকের ভিতর কোনরূপ দ্রব্যের চিহ্নমাত্রও নাই কেন? মনে মনে এইরূপ ভাবিয়া ঐ ঘরের ভিতর অপরাপর যে সকল সিন্দুক বাক্স ছিল, তাহাও খুলিয়া দেখিতে ইচ্ছা করিলাম। অপর চাবির

দ্বারা যে যে বাক্স প্রভৃতি খুলিতে পারিলাম, তাহা খুলিয়া ফেলিলাম; আর যাহা খুলিতে পারিলাম না, তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলিলাম। ঐ সকল বাক্সের আভ্যন্তরীণ অবস্থা দেখিয়া বেশ বুঝিতে পারিলাম যে, ঐ সকল বাক্স দস্যু কর্তৃক খোলা হইয়াছিল, কিন্তু উহার মধ্যস্থিত বস্ত্র প্রভৃতি যে কিছু অপহৃত হইয়াছে, তাহা বোধ হইল না, কিন্তু কোনটীর ভিতর অর্থ বা কোনরূপ অলঙ্কার দৃষ্টি-গোচর হইল না। তারামণি ঐ সকল বাক্স ও সিন্দুক প্রভৃতির ভিতর যদি কোনরূপ অলঙ্কার বা নগদ অর্থ রাখিয়া থাকে, তাহার সমস্তই অপহৃত হইয়াছে।

পাড়ার অনেকেই কহিল, তারামণির অঙ্গে বালা, তাগা, হার প্রভৃতি কয়েকখানি সুবর্ণনির্ম্মিত অলঙ্কার প্রায়ই থাকিত। কিন্তু মৃতদেহের শরীরে অলঙ্কারের কোনরূপ চিহ্ন না দেখিয়া সহজেই অনুমান করিতে হইল যে, তারামণিকে হত্যা করিবার কারণ আর কিছুই নহে, কেবল তাহার যথাসর্ব্বস্ব অপহরণ করা। আরও মনে করিলাম, হয়তো এই কার্য্য তারামণির কোন পরিচিত লোকের দ্বারা হইয়া থাকিবে। তারামণির দ্রব্যাদি কেবলমাত্র অপহরণ করিয়া চলিয়া গেলে, পশ্চাৎ তারামণি তাহাদিগের নাম বলিয়া দেয়, এই ভয়েই তাহারা তারামণিকে হত্যা করিয়া গিয়াছে। এবং যাহাতে সহজে এ কথা প্রকাশিত হইয়া না পড়ে, এই নিমিত্ত তাহারা তারামণির মৃতদেহ লোহার সিন্দুকে বন্ধ করিয়া রাখিয়া গিয়াছে। তাহারা ভাবিয়াছিল, চাবি না পাইলে ঐ সিন্দুক সহজে কেহ খুলিবে না, সুতরাং তারামণির অবস্থাও কেহ অবগত হইতে পারিবে না।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

হত্যাকারী যাহা ভাবিয়া তারামণির মৃতদেহ লোহার সিন্দুকের ভিতর বন্ধ করিয়া তাহার চাবি সহিত প্রস্থান করিয়াছিল, তাহা হইল না; তারামণির মৃতদেহ পরিশেষে বাহির হইয়া পড়িল। আর আমরাও মনে মনে যাহা ভাবিয়া বা যেরূপ অনুমান করিয়া এই অনুসন্ধানে লিপ্ত হইতেছি, তাহাও যে কার্য্যে পরিণত হইবে, তাহাও অনুমান করা যাইতে পারে না। যাহা হউক, এখন হত্যা মোকর্দ্দমার অনুসন্ধানে আমাদিগকে লিপ্ত হইতে হইল। এরূপ মোকর্দ্দমার অনুসন্ধান করিতে হইলে সর্ব্ব প্রথমে অপহৃত মালের তালিকা আমরা প্রস্তুত করিয়া থাকি। তাহার পর কি উপায় অবলম্বন করিলে ঐ সকল অপহৃত দ্রব্য আমরা পুনরায় প্রাপ্ত হইতে পারি, তাহারই চেষ্টা দেখিয়া থাকি। কিন্তু বর্ত্তমানক্ষেত্রে আমাদিগকে সে উপায় পরিত্যাগ করিতে হইল। কারণ, তারামণির ঘর হইতে কি কি দ্রব্য অপহৃত হইয়াছে, তাহার তালিকা আমরা সেই সময় প্রস্তুত করিতে সমর্থ হইলাম না। কেবল এইমাত্র জানিতে পারিলাম যে, তারামণির অঙ্গে সময় সময় বালা, তাগা ও হার প্রভৃতি কয়েক খানি অলঙ্কার পরিহিত থাকিত এবং যে রাত্রিতে তাহার ঘরে সিঁদ হইয়াছে, তাহার পূর্ব্ব দিবস ঐ কয়েকখানি অলঙ্কার তাহার অঙ্গে পরিহিত ছিল, তাহাও কেহ কেহ দেখিয়াছে। সুতরাং কেবলমাত্র ঐ কয়খানি অলঙ্কারের উপর নির্ভর করিয়া আমাদিগকে এখন ঐ অনুসন্ধানে নিযুক্ত হইতে হইল।

অপহৃত অলঙ্কার কয়েকখানির অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম সত্য; কিন্তু কোন স্থানে তাহার কোনরূপ সন্ধান করিয়া উঠিতে পারিলাম না। অলঙ্কারের অনুসন্ধান ব্যতীত আরও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যে সকল বিষয় আমাদিগের কর্ণগোচর হইতে লাগিল, তাহারও আনুপূর্ব্বিক অনুসন্ধান সঙ্গে সঙ্গে শেষ করিতে লাগিলাম, কিন্তু আসল মোকর্দ্দমা সম্বন্ধীয় কোন কথাই কোনরূপ প্রাপ্ত হইলাম না। এইরূপে ক্রমে ক্রমে দিন অতিবাহিত হইতে লাগিল।

যে স্থানে তারামণি বাস করিত, তাহার অনতিদূরে একটী বাগান আছে, ঐ বাগানের ভিতর ঘাটবাঁধান একটী পুষ্করিণীও আছে। ঐ পুষ্করিণীর জল অনেকটা ভাল বলিয়া নিকটবর্ত্তী দরিদ্র লোকজন ঐ পুষ্করিণীর জলই প্রায় ব্যবহার করিয়া থাকে। এক দিবস আমি ঐ পুষ্করিণীর বাঁধাঘাটের এক পার্শ্বে বসিয়া রহিয়াছি, সন্ধ্যাকালীন তিমিরে আমাকে প্রায় আবৃত করিয়া সেই স্থানে লুক্কায়িত ভাবে রাখিয়াছে, এইরূপ সময়ে দুইটী কলসী কক্ষে দুইটী স্ত্রীলোক জল লইবার মানসে আস্তে আস্তে ঐ পুষ্করিণীতে অবতরণ করিল। উহাদিগের মধ্যে একটী স্ত্রীলোক অপর স্ত্রীলোকটীকে কহিল, "ভাই! সে পয়সা কয়টা দিলি নে?"

২য় স্ত্রীলোক। না ভাই, এখন পর্য্যন্ত যোগাড় করিয়া উঠিতে পারি নাই। যেমন হাতে হইবে, অমনি দিব, চাইতে হইবে না।

১ম স্ত্রীলোক। ইহার আগেও তো বলিয়াছিলে যে, দুই এক দিবসের মধ্যেই তুমি কোথায় পয়সা পাইবে, ও উহা পাইবামাত্রই আমার দেনা মিটাইয়া দিবে।

২য় স্ত্রীলোক। বলিয়াছিলাম সত্য, কিন্তু ভাই, সে পয়সা পাই নাই। আমাদিগের বাড়ীতে দুইজন ভদ্রলোক আসিয়া কয়েক দিবসের নিমিত্ত বাসা লইয়াছিল, তাহাদিগের নিকট হইতেই পয়সা পাওয়ার কথা ছিল, তাই তোমাকে বলিয়াছিলাম, ঐ পয়সা পাইলেই তোমাকে দিব।

১ম স্ত্রীলোক। তবে কি তাহাদিগের নিকট হইতে এখনও পয়সা পাও নাই?

২য় স্ত্রীলোক। না ভাই পাই নাই, পাইবার আর আশাও নাই।

১ম স্ত্রীলোক। কেন? পাইবার আশা নাই কেন, তাহারা কি দিবে না বলিয়াছে?

২য় স্ত্রীলোক। আমাদিগের ঘর ভাড়া প্রভৃতি একটী পয়সাও না দিয়া তাহারা হঠাৎ কোথায় চলিয়া গিয়াছে।

১ম স্ত্রীলোক। যাইবার সময় বলিয়া যায় নাই?

২য় স্ত্রীলোক। না ভাই, বলিয়াও যায় নাই বা একটী পয়সা দিয়াও যায় নাই।

১ম স্ত্রীলোক। তাহা হইলে তো দেখিতেছি যে, তাহারা খুব ভদ্রলোক।

২য় স্ত্রীলোক। কলিকাতায় ভদ্র বা অভদ্রলোক হঠাৎ চিনিয়া লওয়া বড়ই শক্ত। তাহাদিগের পোষাক পরিচ্ছদে ও কথা-বার্ত্তায় আমরা তাহাদিগকে ভদ্রলোকই স্থির করিয়া লইয়াছিলাম। কিন্তু এখন দেখিতেছি, তাহারা ভদ্রলোক নহে। যে ঘরের ভাড়া না দিয়া চোরের মত রাত্রিকালে হঠাৎ চলিয়া যায়, তাহাদিগকে ভদ্রলোক বলিব কি প্রকারে?

উভয় স্ত্রীলোকদ্বয় এইরূপে কথা কহিতে কহিতে আপনাপন কলসী জলে পূর্ণ করিয়া লইয়া সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিল। উহাদিগের ঐ কথা শুনিয়া আমিও মনে ভাবিলাম, এই স্ত্রীলোকদ্বয় যখন এই স্থানে জল লইতে আসিয়াছে, তখন তাহাদিগের বাসস্থান যে এই স্থান হইতে বহুদূরে, তাহা বোধ হয় না। আর দুইটী অপরিচিত লোক এই স্থানে আসিয়া বাসা লইয়াছিল, অথচ কাহাকেও কিছু না বলিয়া হঠাৎ তাহারা এই স্থান হইতে প্রস্থান করিল, ইহাও নিতান্ত সন্দেহের বিষয়। বিশেষ একথা আমরা ইতিপূর্ব্বে কিছুমাত্র অবগত হইতে পারি নাই। যাহা হউক, এখন দেখিতে হইবে যে, উহারা কোন্ বাড়ীতে আসিয়া কয়দিবস কাল অতিবাহিত করিয়াছিল, ও কোন্ দিবসই বা হঠাৎ এই স্থান পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল।

মনে মনে এইরূপ ভাবিয়া আমিও সেই স্থান হইতে গাত্রোত্থান করিলাম, ও দূর হইতে ঐ স্ত্রীলোকদ্বয়ের অনুসরণ আরম্ভ করিলাম। কিছুদূর একত্রে গমন করিবার পর, দুইটী স্ত্রীলোক দুইটী স্বতন্ত্র পথ অবলম্বন করিয়া গমন করিতে লাগিল। আমিও প্রথম স্ত্রীলোকটীর পশ্চাদ্‌গমন না করিয়া দ্বিতীয় স্ত্রীলোকটীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলাম ও দেখিলাম, ঐ স্ত্রীলোকটী কোন্ বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করে। এইরূপ উপায়ে ঐ স্ত্রীলোকটীর বাড়ী দেখিয়া লইয়া, সেই রাত্রিতে আমিও সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিলাম। কারণ মনে করিলাম, এই অনুসন্ধান রাত্রিকালে আরম্ভ করা কোন ক্রমেই কর্ত্তব্য নহে।

পরদিবস প্রত্যূষে আমি ঐ বাড়ীতে পুনরায় গিয়া উপস্থিত হইলাম। এই বাড়ীটি তারামণির বাড়ী হইতে বহুদূরবর্ত্তী ছিল না, একটু দূর হইলেও সেই পাড়ার মধ্যে। সেই স্থানে গমন করিয়া জানিতে পারিলাম, উহা কেশব কৈবর্ত্ত নামক একজনের বাসগৃহ। কেশব তাহার পরিবার-সহিত ঐ বাড়ীর একখানি ঘরে বাস করে, ও অপর একখানি বাহিরের ঘর প্রায়ই খালি থাকে, সময় সময় কেহ ঐ ঘর ভাড়া লইলে তাহাও সে দিয়া থাকে। আরও জানিতে পারিলাম, যে রাত্রিতে তারামণির ঘরে সিঁদ কাটিয়া তারামণিকে হত্যাপূর্ব্বক তাহার মূল্যবান দ্রব্যাদি অপহৃত হইয়াছে, তাহার প্রায় ১০।১২ দিবস পূর্ব্ব হইতে কেশব কৈবর্ত্তের বাড়ী দুই ব্যক্তি ভাড়া লইয়াছিল, ও সেই স্থানেই বাস করিতেছিল। যে দিবস তারামণির গৃহে সিঁদ হইয়াছে জানিতে পারা গিয়াছে, সেই দিবস হইতে তাহাদিগকেও সেই স্থানে আর কেহ দেখিতে পায় নাই। তাহারা যে কোথায় গিয়াছে, তাহা কেশব কৈবর্ত্ত বা অপর কেহ কিছুই বলিতে পারে না। ঐ স্থান পরিত্যাগ করিবার সময় তাহারা কাহাকেও কোন কথা বলিয়া যায় নাই, বা ঐ ঘরের ভাড়া প্রভৃতি কিছুই তাহারা কেশবকে দিয়া যায় নাই। তাহারা যে কে, কোথা হইতে আসিয়া ঐ স্থানে বাস করিতেছিল, বা কি কার্য্য করিয়া দিনযাপন করিত, তাহা কেহই কিছু বলিতে পারিল না। কেবল এইমাত্র জানিতে পারা গেল যে, তাহারা বলিত, বড়বাজারে তাহাদিগের কাপড়ের দোকান আছে; কিন্তু পীড়ার [illegible] তাহারা বহুলোকের অধিকৃত বড়বাজার পরিত্যাগ করিয়া এই নির্[illegible]স্থানে বাস

করিতেছে। সময় সময় তাহারা দিনমানে বাহির হইয়াও যাইত। যাইবার সময় জিজ্ঞাসা করিলে, তাহারা কহিত যে, তাহারা তাহাদিগের বড়বাজারের কাপড়ের দোকানে গমন করিতেছে। প্রকৃতপক্ষে তাহারা যে কি করিত, তাহা সেই স্থানের কেহই অবগত ছিল না। অধিকাংশ দিবসের দিবাভাগেই তাহারা প্রায়ই বাহিরে গমন করিত না, ঘরের মধ্যে থাকিয়াই সময় অতিবাহিত করিত। সময় সময় দুই একটী পশ্চিমদেশীয় লোক তাহাদিগের নিকট আগমন করিত। যাহারা আগমন করিত, তাহাদিগকে দেখিয়া অনুমান হইত, উহাদিগের মধ্যে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকই আছে। কিন্তু তাহাদিগের সংখ্যা খুব অধিক ছিল না; ঐ দুই ব্যক্তি যত দিবস ঐ স্থানে ছিল, তাহার মধ্যে বোধ হয়, চারিজনের অধিক লোককে কেহ সেই স্থানে দেখে নাই।

কেশব ও তাহার পরিবারবর্গের নিকট এই সকল বিষয় অবগত হইয়া, আমাদিগের মনে মনে বেশ অনুমান হইল যে, তারামণির হত্যাকাণ্ডে ইহারা স্বতঃ বা পরতঃ যেরূপ ভাবেই হউক, লিপ্ত আছে। সুতরাং তাহাদিগকে অনুসন্ধান করিয়া বাহির করা এখন আমাদিগের নিতান্ত কর্ত্তব্য কর্ম্মের মধ্যে পরিণত হইল; কিন্তু কি উপায় অবলম্বন করিলে ঐ সকল ব্যক্তির অনুসন্ধান করিতে সমর্থ হইব, ভাবিয়া চিন্তিয়া তাহার কিছুই অনুমান করিয়া উঠিতে পারিলাম না।

কেশব কৈবর্ত্ত ও তাহার পরিবারবর্গ ও পাড়ার অপরাপর ব্যক্তিগণ যাহারা তাহাদিগকে দেখিয়াছিল, তাহাদিগের নিকট হইতে ঐ সকল ব্যক্তির হুলিয়া বা দৈহিক বিবরণ যতদূর

সম্ভব সংগ্রহপূর্ব্বক লিপিবদ্ধ করিয়া লইলাম। ঐ সকল বিবরণ পাঠকগণের সুখপাঠ্য নহে বলিয়া এই স্থানে প্রদত্ত হইল না।

পূর্ব্ববর্ণিত ছয়জন ব্যক্তির দৈহিক বিবরণ যতদূর সম্ভব অবগত হইয়া মনে করিলাম, বহুদর্শী কর্ম্মচারিগণের সহিত এখন একবার পরামর্শ করার প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছে। মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়া, আমার সহিত যে সকল কর্ম্মচারী সেই অনুসন্ধানে নিযুক্ত ছিলেন, তাহাদিগকে, ও আমার জানিত যে সকল অপরাপর কর্ম্মচারী এই সহরের চোর বদমায়েসদিগের নিকট উত্তমরূপে পরিচিত, এক স্থানে সমবেত করিয়া, ঐ অজানিত ছয় ব্যক্তি সম্বন্ধে উত্তমরূপে আলোচনা করা হইল। কর্ম্মচারিগণের মধ্যে ঐ প্রকার আকৃতি ও প্রকৃতির লোক, ও যাহাদিগের দ্বারা ঐরূপ কার্য্য সম্পন্ন হইবার সম্পূর্ণরূপ সম্ভাবনা, তাহাদিগের একটী তালিকা প্রস্তুত করিলাম। বলা বাহুল্য, ঐ তালিকার মধ্যে যে সকল ব্যক্তির নাম স্থান পাইল, তাহাদিগের প্রত্যেকের দ্বারাই এইরূপ কার্য্য অনায়াসেই সম্পন্ন হইতে পারে।

এখন আমাদিগের প্রধান কার্য্য হইল, অনুসন্ধান করিয়া আমাদিগের তালিকার লিখিত ব্যক্তিগণকে বাহির করা ও কেশব কৈবর্ত্ত ও তাহার পরিবারবর্গকে দেখান যে, ঐ ব্যক্তিগণের মধ্যে কোন ব্যক্তি তাহাদিগের বাড়ীতে কখন আসিয়াছিল কি না।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

যে রাত্রিতে তারামণির ঘরে সিঁদ হয়, তাহার এক দিবস পরে আর একটী হত্যাকাণ্ড সংসাধিত হয়। এই হত্যার উদ্দেশ্য চুরি ছিল না, তাহার উদ্দেশ্য প্রতিহিংসা। ঐ মোকর্দ্দমার অনুসন্ধানে আমি নিযুক্ত না থাকিলেও উহার অবস্থা জানিতে আমার কিছুমাত্র বাকি ছিল না। আমি জানিতে পারিয়াছিলাম, যিনি হত হইয়াছিলেন, তাঁহার নাম মতিয়া বিবি। এবং ইহাও অনুমিত হইয়াছিল, মতিয়া বিবি কোনও সম্ভ্রান্ত মুসলমানের কন্যা ও তাঁহার পিতা জনৈক সম্ভ্রান্ত মুসলমান যুবকের হস্তে উহাকে অর্পণ করিয়াছিলেন। মতিয়া বিবির ইহ-জীবন পরিত্যাগ করিবার কারণ ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারা যায় না।

যে দিবস তাহার মৃত্যু হয়, সেই দিবস বা তাহার পর-দিবস উহার মৃতদেহ সৎকারের নিমিত্ত গোরস্থানে লইয়া যাওয়া হয়। গোরস্থানে যিনি মৃতদেহ পরীক্ষা করিয়া গোরের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন, তিনি মতিয়া বিবির মৃতদেহ দেখিয়া উহা কবরিত করিতে দেন না। মতিয়া বিবির মৃতদেহ দেখিয়া তাঁহার অনুমান হয় যে, বিষপানই মতিয়া বিবির মৃত্যুর কারণ। কিন্তু তিনি স্ব-ইচ্ছায় বিষপান করিয়াছেন, কি বিষ প্রয়োগ করিয়া তাহার জীবন নষ্ট করা হইয়াছে, তাহা তিনি বুঝিয়া উঠিতে পারেন না। যে সকল ব্যক্তি মতিয়া বিবিকে সেই কবর-স্থানে লইয়া গিয়াছিল, তাহা-দিগের মধ্যে মহম্মদ মস্‌লিম নামক এক ব্যক্তি ছিলেন। ঐ

মহম্মদ মস্‌লিমই মতিয়া বিবিকে তাঁহার স্ত্রী বলিয়া পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। মহম্মদ মস্‌লিমকে জিজ্ঞাসা করায় তিনিও মতিয়া বিবির মৃত্যুর কারণ যথাযথ বলিয়া উঠিতে পারেন না বা ইচ্ছা করিয়া বলেন না। সুতরাং বাধ্য হইয়া সেই কবরস্থানের কর্ম্মচারী এই সংবাদ নিকটবর্ত্তী থানায় প্রেরণ করেন। স্বাভাবিক মৃত্যুতে যে মরে নাই, তাহার মৃতদেহ কবরিত করিতে আদেশ দিবার ক্ষমতা সেই কর্ম্মচারীর নাই বলিয়াই, বাধ্য হইয়া এই সংবাদ তাঁহাকে থানায় প্রেরণ করিতে হয়। তিনি থানায় সংবাদ প্রদান করিলেন সত্য, কিন্তু যে পর্য্যন্ত পুলিশ আসিয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইতে না পারে, সেই পর্য্যন্ত ঐ মৃতদেহের উপর কোনরূপ লক্ষ্য রাখিলেন না। কেবলমাত্র জনৈক ডোমের উপর এই আদেশ প্রদান করিলেন যে, "দেখিস্, এই মৃতদেহ কেহ যেন লইয়া না যায়।" ডোম আদেশ শ্রবণ করিল সত্য, কিন্তু তাহাদিগের যেরূপ স্বভাব, সেইরূপ ভাবে কার্য্য করিল। অর্থাৎ ঐ মৃতদেহ কিরূপ ভাবে ও কোথায় রক্ষিত হইল, তাহার দিকে ক্ষণকালের নিমিত্তও দৃষ্টি রাখিল না।

সংবাদ পাইবামাত্র জনৈক পুলিশ কর্ম্মচারী সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, ও সেই স্থানের কর্ম্মচারীর নিকট সমস্ত অবস্থা অবগত হইয়া তাহার সহিত ঐ মৃতদেহ দেখিবার নিমিত্ত গমন করিলেন। কিন্তু গোরস্থানে ঐ মৃতদেহ দেখিতে পাইলেন না, বা যে ব্যক্তিগণ ঐ মৃতদেহ সেই স্থানে আনয়ন করিয়াছিল, অনুসন্ধান করিয়া তাহাদিগের কাহাকেও সেই স্থানে পাইলেন না। যে ডোমের উপর ঐ মৃতদেহ

দেখিবার আদেশ ছিল; তাহাকে জিজ্ঞাসা করায় সে প্রথমতঃ ঐ মৃতদেহের একবার অনুসন্ধান করিয়া আসিল ও পরিশেষে কহিল, যাহারা ঐ মৃতদেহ আনয়ন করিয়াছিল, তাহারাই ঐ মৃতদেহ লইয়া চলিয়া গিয়াছে। যাইবার সময় আমি তাহাদিগকে নিষেধ করিয়াছিলাম, কিন্তু তাহারা আমার নিষেধ না শুনিয়া এই কথা বলিয়া চলিয়া যায় যে, "কবরাধ্যক্ষ মহাশয় আমাদিগকে ঐ মৃতদেহ এই স্থান হইতে লইয়া যাইবার আদেশ প্রদান করিয়াছেন, তাহাই লইয়া যাইতেছি।" ডোমের কথা শুনিয়া বেশ বুঝিতে পারিলাম যে, সে সম্পূর্ণরূপে মিথ্যা কথা বলিতেছে। কবরাধ্যক্ষ ঐ মৃতদেহের উপর নজর রাখিবার জন্য তাহাকে যে আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, সে সেই আদেশ কেবল শুনিয়াছিল মাত্র, কিন্তু কার্য্যের দিকে একবার লক্ষ্যও করে নাই। সুতরাং তাহারই অমনোযোগে যে ঐ মৃতদেহ স্থানান্তরিত হইয়াছে, তাহার আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

মৃতদেহ দেখিতে না পাইয়া কবরাধ্যক্ষ সেই পুলিশ কর্ম্মচারীর সহিত উহার অনুসন্ধান আরম্ভ করিলেন। প্রথমতঃ কবরস্থানের অন্তর্গত সমস্ত স্থান তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু কোনও স্থানে ঐ মৃতদেহের চিহ্নমাত্রও দেখিতে না পাইয়া, পরিশেষে কবর-স্থানের বহির্ভাগে অনুসন্ধান আরম্ভ করিলেন। কিয়ৎক্ষণ অনুসন্ধান করিবার পর দেখিতে পাইলেন, মহম্মদ মস্‌লিম একটী দোকানের সম্মুখে উপবেশন করিয়া ধূমপান করিতেছে। বলা বাহুল্য, মস্‌লিমকে দেখিবামাত্রই তাঁহারা উহাকে ধৃত করিলেন। ও উহাকে মৃতদেহের

কথা জিজ্ঞাসা করায় সে কহিল, ঐ মৃতদেহ তাহারা স্থানান্তরিত করে নাই। কবর-স্থানের মধ্যে যে স্থানে উহারা প্রথমতঃ উহাকে রাখিয়াছিল, সেই স্থানে উহা পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিয়াছে ও একটু বিশ্রাম করিবার নিমিত্ত সেই স্থানে বসিয়া ধুমপান করিতেছে। যে ব্যক্তিগণ ঐ মৃতদেহ বহন করিয়া আনিয়াছিল, তাহাদিগের কথা জিজ্ঞাসা করায় মসলিম কহিল, যখন তাহারা জানিতে পারিল যে, পুলিশে সংবাদ প্রেরণ করা হইয়াছে, পুলিশের অনুসন্ধান শেষ না হইলে যখন ঐ মৃতদেহ কবরিত হইতে পারিবে না, তখন তাহারা উহা ঐ স্থানে নিক্ষেপ করিয়া আপন আপন স্থানে প্রস্থান করিয়াছে। মস্‌লিমের কথা শুনিয়া কিছুই অনুমান করিতে পারিলাম না যে, সে মিথ্যা কথা কহিতেছে, কি সত্য কথা বলিতেছে। যদি তাহার কথা প্রকৃত হইবে, তাহা হইলে ঐ মৃতদেহ কোথায় গেল? আর যদি তাহার কথা অপ্রকৃতই হইবে, তাহা হইলে সে স্থির অন্তঃকরণে কবরস্থানের নিকটবর্ত্তী দোকানের সম্মুখে বসিয়া ধুমপানই বা করিবে কেন? সে সেই স্থানের কাহারও নিকট পরিচিত নহে, কোন্ স্থানে তাহার বাসস্থান, তাহা কাহারও বিদিত নহে, সে সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিলে অনুসন্ধান করিয়া তাহাকে বাহির করা নিতান্ত সহজ হইত না। সে যাহা হউক, তাহার কোন্ কথা প্রকৃত ও কোন্ কথাই বা অপ্রকৃত, তাহা জানিতে না পারিলে বিশেষ কোনরূপ ক্ষতিবৃদ্ধি নাই সত্য, কিন্তু মৃতদেহের সন্ধান করা নিতান্ত আবশ্যক।

মতিয়া বিবি বিষপানে আত্মহত্যা করিলেও পুলিশের কর্ত্তব্য, তাহার যথাযথ অনুসন্ধান করা। আর যদি বিষপ্রয়োগ করাইয়া

কেহ তাহাকে হত্যা করিয়া থাকে, তাহা হইলে ঐ মৃতদেহের নিতান্ত আবশ্যক। মৃতদেহ প্রাপ্ত না হইলে কাহাকেও খুনী মোকর্দ্দমায় অভিযুক্ত করা যাইতে পারে না, অথচ যখন দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে, মতিয়া বিবি হত হইয়াছে, তখন মৃতদেহ ব্যতীত ঐ খুনী মোকর্দ্দমা কিরূপে প্রমাণিত হইতে পারিবে?

পুলিশ কর্ম্মচারী এইরূপ অবস্থা দৃষ্টে নিতান্ত অনন্যোপায় হইয়া এইরূপ মনে করিলেন যে, মস্‌লিম নিতান্ত মিথ্যাকথা কহিতেছে। তাহার সমভিব্যাহারী ব্যক্তিগণ ঐ মৃতদেহ লইয়া প্রস্থান করিয়াছে ও পুলিশের চক্ষে ধূলি প্রদান করিবার মানসে মস্‌লিম সেই স্থানে উপস্থিত আছে। সুতরাং ঐ সমস্ত ব্যক্তির বিশেষরূপ অনুসন্ধান করিয়া তাহাদিগকে বাহির করাই এখন নিতান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। মস্‌লিমকে জিজ্ঞাসা করায় মস্‌লিম নিতান্ত সরলান্তঃকরণে ঐ সকল ব্যক্তিগণের নাম ও ঠিকানা পুলিশ কর্ম্মচারীকে বলিয়া দিল ও কহিল, যদি আবশ্যক হয়, তাহা হইলে সে নিজে গিয়া উহাদিগকে দেখাইয়া দিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত নহে।

কার্য্যেতে মস্‌লিম করিলও তাহাই। ঐ পুলিশ কর্ম্মচারী ও গোরস্থানের কর্ম্মচারীকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়া যে সকল ব্যক্তি মতিয়া বিবির মৃতদেহ কবরস্থলে আনিয়াছিল, তাহাদিগের প্রত্যেককেই দেখাইয়া দিল। পুলিশ কর্ম্মচারী তাহাদিগের প্রত্যেককেই পৃথক্ পৃথক্‌রূপে জিজ্ঞাসা করিলেন ও প্রত্যেকের নিকট হইতেই একই প্রকারের উত্তর পাইয়া আরও বিস্মিত হইলেন। সকলেই কহিল—তাহারা ঐ মৃতদেহ কবরস্থানে রাখিয়া চলিয়া আসিয়াছে; তাহার পর যে কি হইয়াছে, তাহা তাহারা অবগত নহে। কবর-স্থানের কর্ম্মচারী ও পুলিশ

কর্ম্মচারী উভয়েই মৃতদেহের এইরূপ হঠাৎ অন্তর্ধান দেখিয়া, বিশেষরূপ চিন্তিত ও আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। নিতান্ত অল্প সময়ের মধ্যে এইরূপে যে একটী মনুষ্যের মৃতদেহ অন্তর্হিত হইয়া গেল, ইহা বড়ই আশ্চর্য্য। শৃগাল কুকুরে সহজে যে ঐ মৃতদেহ স্থানান্তরিত করিতে পারিবে, তাহাও বোধ হয় না। মৃতদেহের এইরূপ অদ্ভুত অন্তর্ধানের কথা তিনি আর গোপন রাখিতে পারিলেন না। এই সংবাদ তখন তাঁহার উর্দ্ধতন কর্ম্মচারীর নিকট প্রেরণ করিতে হইল। উর্দ্ধতন কর্ম্মচারীর আদেশ অনুযায়ী আরও কয়েকজন কর্ম্মচারী আসিয়া এই অনুসন্ধানে যোগদান করিলেন। কেহ মতিয়া বিবির মৃতদেহের অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন, কেহ বা অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন, ঐ মতিয়া বিবি কে, কাহার স্ত্রী, বাসস্থান কোথায় ও তাহার মৃত্যুর কারণই বা কি? মসলিম মতিয়া বিবিকে তাহার স্ত্রী পরিচয়ে কবরস্থানে লইয়া গিয়াছিল। এখনও সে তাহাকে আপন স্ত্রী বলিয়া পরিচয় প্রদান করিতে লাগিল, কিন্তু তাহাদিগের প্রকৃত থাকিবার স্থান যে কোথায়, তাহা কিন্তু কাহাকেও কহিল না বা দেখাইল না। একস্থানের একটী খালি ঘর দেখাইয়া দিয়া কহিল, ঐ স্থানে তাহারা বাস করিত; কিন্তু ঐ ঘরের মধ্যে বাসোপযোগী কোনও দ্রব্যই পরিলক্ষিত হইল না, বা নিকটবর্ত্তী কোনও ব্যক্তিই বলিতে পারিল না যে, তাহারা ঐ স্থানে বাস করিত।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

আমি যখন পূর্ব্ব-কথিত তারামণির হত্যাকারীর অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইতেছি ও কেশব কৈবর্ত্তকে সঙ্গে লইয়া তাহার বাড়ী হইতে হঠাৎ অন্তর্হিত ব্যক্তিগণের অনুসন্ধান করিতেছি, সেই সময় মতিয়া বিবির মোকর্দ্দমার অনুসন্ধানে নিযুক্ত সেই পুলিশ কর্ম্মচারীর সহিত আমার সাক্ষাৎ হইল। মস্‌লিম, ও তারামণির মৃতদেহ বহন করিয়া যে সকল ব্যক্তি কবরস্থানে লইয়া গিয়াছিল, তাহাদিগের সকলকে সেই সময় ঐ পুলিশ কর্ম্মচারীর সহিত দেখিতে পাইলাম। যে ব্যক্তি মহম্মদ মস্‌লিম বলিয়া কবরস্থানের কর্ম্মচারী ও পুলিশ কর্ম্মচারীর নিকট আত্মপরিচয় প্রদান করিয়াছিল, সে যে মুসলমান কি হিন্দু, তাহা এখন স্থির করা একরূপ কঠিন হইয়া পড়িল। উহার চেহারা দেখিয়া উহাকে হিন্দু বলিয়া অনুমান হয়, কিন্তু মস্‌লিম হিন্দু বলিয়া আপনাকে স্বীকার করে না। সে কহে সে মুসলমান। সে হিন্দুই হউক, আর মুসলমানই হউক, কেশব কৈবর্ত্ত উহাকে দেখিবামাত্র কহিল যে, যে দুই ব্যক্তি আসিয়া তাহার ঘর ভাড়া লইয়া কয়েক দিবস ঐ ঘরে বাস করিয়াছিল, তাহাদিগের এক ব্যক্তি এই। যে ব্যক্তিগণ মতিয়া বিবির মৃতদেহ বহন করিয়া লইয়া গিয়াছিল, তাহাদিগের মধ্যস্থিত দুই ব্যক্তিকে দেখাইয়া দিয়া কহিল "ইহারা মস্‌লিম ও তাহার বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত প্রায়ই তাহার বাড়ীতে গমন করিত।" ঐ দুই ব্যক্তির নাম জিজ্ঞাসা করায় একজন কহিল, তাহার নাম মহম্মদ হানিফ ও

অপর একব্যক্তি কহিল, তাহার নাম মহম্মদ কাছেম। মস্‌লিমকে জিজ্ঞাসা করায় সে যে কখনও কেশব কৈবর্ত্তের বাটীতে বাস করিয়াছিল, তাহা স্বীকার করিল না। হানিফ ও কাছেম্, কেশবের বাড়ীতে যাওয়া বা সেই স্থানে মস্‌লিম বা তাহার বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ করা, একবারে অস্বীকার করিল। কেশব কৈবর্ত্ত যদি উহাদিগকে ঠিক চিনিতে পারিয়াই না থাকে, এই ভাবিয়া উহা-দিগকে সঙ্গে লইয়া কেশব কৈবর্ত্তের বাড়ীতে গমন করিলাম। সেই স্থানে কেশবের স্ত্রী ও পাড়ার অপরাপর যে সকল লোক উহা-দিগকে সেই স্থানে দেখিয়াছিল, তাহারা সকলেই একবাক্যে উহাদিগকে সনাক্ত করিল; এখন আর আমাদিগের মনে কিছু মাত্র সন্দেহ রহিল না। এখন বেশ বুঝিতে পারিলাম যে, মহম্মদ মসলিম তাহার জনৈক পারিষদের সহিত ঐ স্থানে বাস করিয়াছিল ও হানিফ ও কাছেম উহাদিগের নিকট সেই স্থানে আগমন করিত। আরও বুঝিতে পারিলাম যে, তারামণি ইহাদিগের কর্ত্তৃকই হত হইয়াছে ও ইহারাই তাহার যথা-সর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়া লইয়া, তাহার মৃতদেহ লোহার সিন্দুকে বন্ধ করিয়া সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিয়াছে।

মনে মনে আমরা এই অনুমান করিলাম সত্য, কিন্তু কিরূপে উহাদিগের উপর এই ঘটনা প্রমাণিত করিতে সমর্থ হইব, সেই চিন্তা আসিয়া তখন উপস্থিত হইল। যে সকল কর্ম্মচারী তারামণির হত্যাকাণ্ডের অনুসন্ধান করিতেছিলেন, ও যে সকল কর্ম্মচারী মতিয়া বিবির মৃতদেহের অদ্ভুত অন্তর্ধানের অনুসন্ধানে লিপ্ত ছিলেন, এখন তাহারা সকলে একত্রে মিলিত হইয়া উভয় অনুসন্ধান সম্পন্ন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

এক দিকে তারামণি হত; তাহার যথাসর্ব্বস্ব অপহৃত ও তাহার মৃতদেহ লোহার সিন্দুকের ভিতর প্রাপ্ত। অপর দিকে মতিয়া বিবি হত ও তাহার মৃতদেহ অন্তর্হিত। ইহা বড়ই আশ্চর্য্য। ইহার ভিতর যে কি রহস্য আছে, তাহা বুঝিয়া উঠা মনুষ্যবুদ্ধির অসাধ্য। মতিয়া বিবি যদি মসলিমের স্ত্রী হয়, তাহা হইলে সে তাহাকে হত্যা করিবে কেন? আর যদি কোনও রূপ প্রতিহিংসা প্রতিপালন করিবার মানসে সে তাহার স্ত্রীকে হত্যা করিয়াই থাকে, তাহা হইলে ঐ মৃতদেহ কবরিত করিবার মানসে সে উহা গোরস্থানে আনিবে কেন? কারণ এ কথা বোধ হয়, কাহাকেই বলিয়া দিতে হইবে না যে, এইরূপ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলে তাহাকে কিরূপ বিপদে পতিত হইবার সম্ভাবনা। আর সেই বা ঐ মৃতদেহের হঠাৎ অন্তর্ধান করাইয়াই বা দিবে কেন? যদি প্রাণের ভয়ে মতিয়া বিবির মৃতদেহ সে স্থানান্তরিত করিয়াই থাকে, তাহা হইলে এত অল্প সময়ের মধ্যে সে উহাকে কোথায় রাখিবে? আর উহার অনুসঙ্গিগণ কেনই বা মিথ্যা কথা বলিয়া ভয়ানক ভাবি বিপদকে আপন আপন স্কন্ধে চাপাইয়া দিবে?

এদিকে মতিয়া বিবি কে? তাহারও ত কোন সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না। যে গৃহে মসলিম বাস করিত বলিয়া আমাদিগকে দেখাইয়া দিতেছে, সে গৃহে সে এক মুহূর্ত্তের জন্যও কখন বাস করে নাই, ইহা অকাট্য সত্য। যে সকল ব্যক্তি মতিয়া বিবির মৃতদেহ কবরস্থানে লইয়া গিয়াছিল, তাহারাই বা কে? তাহা-দিগের বাসস্থানই বা কোথায়, কি কার্য্য করিয়া তাহারা দিনপাত করিয়া থাকে, তাহারও ত কিছুই জানিতে পারা যাইতেছে না। কেবলমাত্র এক মাস হইতে একখানি ঘর ভাড়া লইয়া উহারা

একত্রে বাস করিতেছে। জিজ্ঞাসা করিয়া উহাদিগের নিকট হইতে এ পর্য্যন্ত কোনও কথা পাওয়া যায় নাই ও ভবিষ্যতেও যে তাহারা কোনও কথা প্রকাশ করিবে, তাহাও অনুমিত হইতেছে না।

যাহা হউক, উহাদিগকে লইয়া এখন উত্তমরূপে অনুসন্ধান করিতেই হইবে। মসলিম কে তাহা জানিতে হইবে; কোথায় তাহার বাসস্থান, কি করিয়া সে দিনপাত করিয়া থাকে, তাহা জানিতে না পারিলে এই অনুসন্ধান কিছুতে সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতে পারিবে না। তাহার আনুষঙ্গিক ব্যক্তিগণের পরিচয়ই বা কি এবং মতিয়া বিবিই বা কে, তাহা যে কোন উপায়ে হউক, জানিতেই হইবে। মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়া উহাদিগকে লইয়া অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলাম সত্য, কিন্তু উহাদিগের নিকট হইতে কোন কথাই প্রাপ্ত হইলাম না। এমন কি উহারা কোন্ দেশীয় লোক, কোথা হইতে তাহারা এই স্থানে আগমন করিয়াছে, তাহা পর্য্যন্ত অপর কাহার নিকট হইতে অবগত হইতে পারিলাম না। উহারাও সে সম্বন্ধে কোন কথা, আমরা বিশেষরূপে চেষ্টা করিলেও আমাদিগকে বলিল না। যে ঘর ভাড়া লইয়া উহারা বাস করিতেছিল, সেই ঘর উত্তমরূপে অনুসন্ধান করিলাম; এমন কি ঘরের মেঝে পর্য্যন্ত উত্তমরূপে খোদিয়া দেখিলাম, কিন্তু সন্দেহসূচক কোন দ্রব্যই পাওয়া গেল না। অনেক অনুসন্ধান করিবার পর, পরিশেষে কেবল এই মাত্র জানিতে পারিলাম যে, মসলিম আথজি নামক একটী বেশ্যার গৃহে কখন কখন গমন করিত। কিন্তু আথজি কে, কোথায় থাকে, কতদিন হইতে সেই স্থানে মসলিমের যাতায়াত আছে ও

তাহার সহিত উঁহার সদ্ভাব আছে কি না, তাহাও কিন্তু কেহ বলিতে পারিল না। পরিশেষে বহু অনুসন্ধানের পর আথজির সন্ধান পাইলাম। মসলিম ও তাহার বন্ধুগণের মধ্যে দুই এক জন কখন কখন যে তাহার ঘরে আসিত, তাহা সে স্বীকার করিল, ও মসলিম ও অপর দুই ব্যক্তিকে দেখাইয়া দিল। কিন্তু তাহারা যে কে, কোথায় তাহাদিগের বাসস্থান, তাহার কিছুই সে বলিতে পারিল না। সে কহিল, উঁহারা তাহাদিগের পরিচয় কখন তাহার নিকট প্রদান করে নাই। আথজিকে তাহাদিগের মধ্যে কেহ কখন কোন অলঙ্কারাদি প্রদান করিয়াছে কি না, জিজ্ঞাসা করায় সে এক জোড়া সোনার অনন্ত বা তাগা বাহির করিয়া আনিল, ও উঁহা আমাদিগের সম্মুখে রাখিয়া দিয়া কহিল, মসলিম তাহাকে কেবলমাত্র এই অলঙ্কারখানি প্রদান করিয়াছে।

আথজির ভাবগতিক দেখিয়া ও তাহার কথা শুনিয়া আমা-দিগের সম্পূর্ণরূপে অনুমান হইল যে, এই মহানগরী ও সহরতলীর মধ্যে যে সকল বারবনিতা বাস করিয়া থাকে, তাহাদিগের চরিত্র কার্য্যগতিকে উত্তমরূপে আলোচনা করিয়া যতদূর অবগত হইতে পারিয়াছি; তাহাতে উহাদিগের মধ্যে যে কেহ সত্যবাদী বা সরল প্রকৃতির স্ত্রীলোক আছে, তাহা এ পর্য্যন্ত দেখিতে পাই নাই; কিন্তু আজ দেখিলাম, আথজি বেশ্যা হইলেও তাহার প্রকৃতি অপর বেশ্যা অপেক্ষা কিয়ৎপরিমাণে অন্যতম। তাহার সহিত আমাদিগের যে দুই চারিটী কথা হইল, তাহাতেই বুঝিতে পারিলাম, সে কতকটা সরল প্রকৃতির স্ত্রীলোক, ও সে যাহা বলিতেছে, তাহা প্রকৃতই কহিতেছে। সে যে কোন কথা মিথ্যা বলিতেছে, তাহা আমাদিগের মনে হইল না।

তারামণির অঙ্গে তাগা ও বালা ছিল, ইহা পাঠকগণ পূর্ব্ব হইতেই অবগত আছেন। আর ঐ তাগা ও বালা যে অপহৃত হইয়াছে, তাহাও আপনারা শুনিয়াছেন। এখন যে তাগা আথজির নিকট হইতে প্রাপ্ত হওয়া গেল, তাহা তারামণির তাগা কি না?

ইহা যদি তারামণির তাগা বলিয়া প্রমাণিত হয়, তাহা হইলে তারামণির হত্যাকাণ্ডের নায়কগণের একজন যে মসলিম, সে বিষয়ে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। ঐ তাগা তারামণির হউক বা না হউক, কিন্তু ঐ তাগা সম্বন্ধে যে বিশেষরূপ অনুসন্ধান আবশ্যক, সে বিষয়ে আর কিছু সন্দেহ নাই। মনে মনে এইরূপ ভাবিয়া, ঐ তাগা লইয়া গিয়া তারামণির বাড়ীওয়ালাকে দেখাইলাম। তিনি দেখিবামাত্রই কহিলেন, ঐ তাগা তারামণির। তারামণি বাড়ীওয়ালার বাড়ীর ভিতর সর্ব্বদা গমনাগমন করিত, বাড়ীওয়ালার পরিবারবর্গের সকলেই ঐ তাগা দেখিয়া কহিল, উহা তারামণির তাগা। তদ্ব্যতীত ঐ পাড়ার স্ত্রীলোকগণ যাহার যাহার সহিত তারামণির জানা শুনা ছিল, তাহাদিগের প্রত্যেকেই ঐ তাগা দেখিয়া কহিল, উহা তারামণির তাগা ও ঐ তাগা তারামণি সর্ব্বদা পরিয়া থাকিত। সমস্ত লোকেই যখন ঐ তাগা তারামণির বলিয়া চিনিতে পারিল, তখন আমাদিগের মনেও আর কিছুমাত্র সন্দেহ রহিল না। তদ্ব্যতীত পরিশেষে যে কর্ম্মকার তারামণির তাগা প্রস্তুত করিয়াছিল, অনুসন্ধানে তাহাকেও পাওয়া গেল। সে ঐ তাগা দেখিবামাত্রই কহিল যে, ঐ তাগা তাহার নিজ হস্তে প্রস্তুত; সে তারামণির জন্য ঐ তাগা প্রস্তুত করিয়াছিল ও তারামণির অঙ্গে সে উহা সর্ব্বদাই দেখিয়াছে।

এই প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়াই মহম্মদ মস্‌লিম, মহম্মদ হানিফ ও মহম্মদ কাছেমকে তারামণিকে হত্যা করা ও তাহার অলঙ্কার পত্র অপহরণ করা অপরাধে ধৃত করিলাম। উহাদিগকে কেবলমাত্র ধৃত করিয়াই যে আমরা স্থির থাকিলাম, তাহা নহে; এই অনুসন্ধানে যে সকল পুলিশ-কর্ম্মচারী নিযুক্ত ছিলেন, সকলে একত্র মিলিত হইয়া উহাদিগকে লইয়া কঠোর অনুসন্ধানে নিযুক্ত হইলেন। এই অনুসন্ধানের প্রথম উদ্দেশ্য উহারা কে, উহাদিগের বাসস্থান কোথায় ও উহাদিগের জীবন ধারণের উপায়ই বা কি? দ্বিতীয় উদ্দেশ্য, যে কয়েকজন ব্যক্তিকে আমরা পাইয়াছি, তদ্‌ব্যতীত আর কোন্ ব্যক্তি উহাদিগের দলভুক্ত আছে? ও এই দলের কার্য্যই বা কি? তৃতীয় উদ্দেশ্য, তারামণির গৃহ ও তাহার অঙ্গ হইতে যে সকল মূল্যবান দ্রব্য অপহৃত হইয়াছে, তাহার উদ্ধারের চেষ্টা, ও ঐ সকল দ্রব্য কিরূপে ও কোথায় বিক্রয় করা হইয়াছে বা লুকাইয়া রাখা আছে, অনুসন্ধান করিয়া তাহা বাহির করা। আর চতুর্থ উদ্দেশ্য এই যে, মতিয়া বিবি কে, তাহার বাসস্থান কোথায়, তাহার হত্যাকারীই বা কে, ও যদি হত্যা হইয়া থাকে, তাহা হইলে সেই হত্যার উদ্দেশ্যই বা কি, ও এখন সেই মৃতদেহই বা কোথায় গেল?

আমাদিগের উদ্দেশ্য অনুযায়ী অনুসন্ধানের বিশেষরূপ চেষ্টা করিলাম, কিন্তু কিছুই জানিতে পারিলাম না। কখন বা উহা-দিগকে ভয় প্রদর্শন ও উহাদিগের উপর নিতান্ত কঠোর ব্যবহার আরম্ভ করিলাম, কখন বা উহাদিগের সহিত মিত্রতা করিয়া মিত্রভাব দেখাইতে লাগিলাম; কিন্তু আমাদিগের উদ্দেশ্য কিছুতেই সফল হইল না। যখন দেখিলাম, উহাদিগের

নিকট হইতে আমরা কোন কথা বাহির করিতে সমর্থ হইলাম না, আমাদিগের চেষ্টা, যত্ন, কৌশল প্রভৃতি সমস্তই ব্যর্থ হইয়া গেল, তখন অনন্যোপায় হইয়া আমরা পরিশেষে ঐ অপরাধের নিমিত্ত উহাদিগকে বিচারকের নিকট প্রেরণ করিলাম। কিন্তু বলা বাহুল্য, উহাদিগের উপর পূর্ব্বকথিত যে সকল প্রমাণ আদালতে প্রমাণিত হইল, তাহাতে কোন বিচারকই উহাদিগের সকলকে কোনরূপেই দণ্ড প্রদান করিতে পারেন না। তাহার উপর শবচ্ছেদকারী ডাক্তারের সাক্ষ্য। মৃতদেহ যেরূপ পচিয়া গিয়াছে, তাহাতে তিনি মৃত্যুর কারণ নির্ণয় করিতে সমর্থ হন না। তিনি উহার প্লীহা, যকৃৎ, হৃৎপিণ্ড প্রভৃতির কিয়দংশ কাটিয়া রাসায়নিক পরীক্ষার নিমিত্ত প্রেরণ করেন। রাসায়নিক পরীক্ষক পরীক্ষা করিয়া যে রিপোর্ট প্রদান করেন, তাহাতে জানিতে পারা যায়, বিষপানই উহার মৃত্যুর কারণ। ইহাতে আসামীগণের যে বিশেষ সুবিধাজনক বিষয়, তাহার আর কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। কারণ, আমরা প্রমাণ ও যুক্তির দ্বারা স্থির করিয়াছিলাম যে, উহারা তারামণিকে হত্যা করিয়া তাহার মৃতদেহ লোহার সিন্দুকে বন্ধ করিয়া দিয়া, তাহার যথা-সর্ব্বস্ব চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছিল, কিন্তু রাসায়নিক পরীক্ষকের পরীক্ষা-ফল পাইয়া সেই হত্যার যুক্তি অন্যরূপ ধারণ করিল। তখন মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম, বিষ-প্রয়োগে তারামণিকে হত্যা করিল কিরূপে? যাঁহার নিকট প্রথমে এই মোকর্দ্দমার বিচার হয়, তিনি মহম্মদ হানিফ ও মহম্মদ কাছেমকে অব্যাহতি দিয়া কেবল মহম্মদ মস্‌লিমকে বিচারার্থ উচ্চ আদালতে প্রেরণ করেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ॥

সময়মতে উচ্চ আদালতে পাঁচ জন জুরির সাহায্যে এই মোকর্দ্দমার বিচার হয়। মহম্মদ মসলিম নিতান্ত সাঙ্গিন অপরাধে অভিযুক্ত, সুতরাং বিচারকও জুরিগণের সাহায্যে বিশেষ বিবেচনার সহিত তাহার বিচার করিতে আরম্ভ করেন। তাহার উপর যে সকল প্রমাণ আমরা সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম, তাহাতে জজ ও জুরিগণের মনে বিশ্বাস হয় যে, মসলিম তারামণিকে হত্যা করিয়া তাহার সমস্ত দ্রব্যাদি অপহরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে। আর ইহাও সাব্যস্ত হয় যে, বিষ-প্রয়োগই তারামণির মৃত্যুর কারণ। কারণ, রাসায়নিক পরীক্ষকের নিকট হইতে যে রিপোর্ট প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাতে জানিতে পারা যায় যে, তারামণির শবচ্ছেদকারী ডাক্তার তাঁহার নিকট যে সকল পদার্থ প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহার মধ্য হইতে বিষ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। মসলিম হত্যাপরাধে অভিযুক্ত, কিন্তু বিচারালয়ে তাহার পক্ষ সমর্থন করিতে ব্যবহারজীবিগণের মধ্যে কেহই উপস্থিত ছিলেন না। মসলিমও তাহার নিজের পক্ষ সমর্থন করিবার নিমিত্ত কোন কথা কহিল না। তাহার বিপক্ষে প্রমাণ প্রয়োগ সমস্ত শেষ হইয়া গেলে, এ বিষয়ে তাহার কি বক্তব্য আছে, তাহা বিচারক তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। উত্তরে মসলিম কেবল এইমাত্র কহিল, সে যে তারামণিকে হত্যা করে নাই, তাহারই কেবল একটীমাত্র প্রমাণ সে

বিচারালয়ে উপস্থিত করিতে চাহে। যে ব্যক্তি ঐ প্রমাণ দিবে, তাহাকে দর্শন করিবামাত্রই বিচারক বুঝিতে পারিবেন যে, সে তারামণিকে হত্যা করিয়াছে, কি পুলিশ-কর্ম্মচারিগণ তাহার উপর এই মিথ্যা মোকর্দ্দমা আনিয়া তাহাকে চরমদণ্ডে দণ্ডিত করিবার চেষ্টা করিতেছেন। মস্‌লিম আরও কহিল, সে যাহাকে এইস্থানে উপস্থিত করিতে বাসনা করিয়াছে, সে নিকটবর্ত্তী একটী বাগানের ভিতর মহম্মদ কাছেম ও মহম্মদ হানেফের নিকট আছে। পুলিশ-কর্ম্মচারী ব্যতীত অপর কোন ব্যক্তিকে সেই স্থানে পাঠাইয়া দিয়া তাহাকে আনা হউক, এই তাহার প্রার্থনা।

এই বলিয়া বাগানের নাম ও ঠিকানা সে বিচারককে বলিয়া দিল। মসলিমের নিকট হইতে তাহার ছাপাই সাক্ষীর নাম পাইয়া, বিচারক তাহাকে কহিলেন, "তুমি যখন অবগত আছ যে, কোন্ তারিখে তোমার মোকর্দ্দমার বিচার হইবে ও ইহাও তোমার অবিদিত নাই যে, মোকর্দ্দমার দিনে ছাপাই সাক্ষিগণকে হাজির করিবার বন্দোবস্ত তোমাকে পূর্ব্ব হইতেই করিতে হইবে, তখন তুমি সেরূপ বন্দোবস্ত পূর্ব্ব হইতে করিয়া রাখ নাই কেন? এরূপ অবস্থায় এখন তোমার প্রার্থনা কিরূপে মঞ্জুর করিতে পারি?"

বিচারকের কথা শুনিয়া মস্‌লিম কহিল, "ধর্ম্মাবতার! আমি ইহার সমস্তই অবগত আছি, কিন্তু পূর্ব্ব হইতে যদি আমি আমার সাক্ষীর নাম প্রকাশ করিতাম বা তাহাকে আপনার সম্মুখে উপস্থিত হইবার যদি কোনরূপ বন্দোবস্ত করিয়া রাখিতাম, তাহা হইলে পুলিশের অনুগ্রহে সেই সাক্ষী কখনই আপনার সম্মুখে উপস্থিত করিতে পারিতাম না। এই জন্য আমার

প্রার্থনা যে, আমার সাক্ষীকে এইস্থানে এখন আনাইয়া দেখুন, তাহা হইলে আমি জোর করিয়া বলিতে পারি যে, আপনি নিশ্চয়ই আমাকে অব্যাহতি প্রদান করিবেন। বিশেষ আমার ঐ সাক্ষী অতি নিকটেই আছে।"

মস্‌লিমের কথা শুনিয়া বিচারক একটু চিন্তা করিলেন ও পরিশেষে তাঁহার বিচারালয়ের একজন কর্ম্মচারী ও এক জন চাপরাসীকে সেই স্থানে প্রেরণ করিলেন। মস্‌লিম যে বাগানের নাম বলিয়া দিয়াছিল, উহা বিচারালয় হইতে বহুদূরে স্থাপিত ছিল না। সুতরাং অতি অল্প সময়ের মধ্যেই ঐ বিচারালয়ের কর্ম্মচারী হানিফ, কাছেম ও একটী স্ত্রীলোকের সহিত সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

ঐ স্ত্রীলোকটী আসিয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইবামাত্র চতুর্দ্দিকে একটা ভয়ানক গোলযোগ উত্থিত হইল। কিসের গোলযোগ, তাহা প্রথমতঃ হঠাৎ বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না, কিন্তু যখন জানিতে পারিলাম, তখন একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া পড়িলাম। ভাবিলাম, কি ভয়ানক কাণ্ড আসিয়া উপস্থিত হইল!

কি ভয়ানক কাণ্ড উপস্থিত হইল, তাহার কিছুমাত্র পাঠকগণ অনুমান করিতে সমর্থ হইয়াছেন কি? মহম্মদ মস্‌লিমের প্রার্থনামত ঐ স্ত্রীলোকটীকে সেই স্থানে আনীত হইলে, মস্‌লিম বিচারককে কহিল, "ধর্ম্মাবতার! এই মোকর্দ্দমায় তারামণির বাড়িওয়ালা ও তাহার প্রতিবেশিগণ যাহারা আমার বিপক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছে, তাহাদিগকে আপনি একবার ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করুন, এই স্ত্রীলোকটী কে? তাহা হইলেই জানিতে পারিবেন, এই মোকর্দ্দমায় আমি কতদূর দোষী।"

মসলিমের কথা শুনিয়া বিচারক তারামণির বাড়ীওয়ালাকে ডাকাইলেন। তিনি সেই স্থানে উপস্থিত ছিলেন। আদেশমাত্র বাড়ীওয়ালা সেই স্থানে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলে বিচারক মসলিমকে কহিলেন, "তুমি ইহাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিতে চাহ, তাহা জিজ্ঞাসা করিতে পার।"

বিচারকের নিকট হইতে আদেশ প্রাপ্ত হইয়া মসলিম সেই বাড়িওয়ালাকে কহিল, "দেখুন দেখি মহাশয়, আপনি এই স্ত্রীলোকটীকে চিনিতে পারিতেছেন কি না?"

বাড়ীওয়ালা। হাঁ, চিনিতে পারিতেছি।

মসলিম। উহার নাম কি?

বাড়ি। তারামণি।

মসলিম। কোন্ তারামণি? যাহাকে হত্যা করা অপরাধে আমি অভিযুক্ত, সেই তারামণি, কি অপর কোন তারামণি?

মসলিম। যে তারামণি মরিয়া গিয়াছে বলিয়া আমরা স্থির করিয়াছিলাম, এ সেই তারামণি।

বাড়িওয়ালার কথা শুনিয়া বিচারক ও জুরিগণের মুখ দিয়া কিয়ৎক্ষণ বাঙ্ নিষ্পত্তি হইল না। কিয়ৎক্ষণ পরে বিচারক মহাশয় কহিলেন, "কি সর্ব্বনাশ! যাহাকে হত্যাপরাধে দণ্ড দিতে আমরা প্রস্তুত হইতেছিলাম, এখন দেখিতেছি, সে সম্পূর্ণরূপে নির্দ্দোষ! যে ব্যক্তি হত হইয়াছে বলিয়া আমরা স্থির-সিদ্ধান্ত করিয়া লইয়াছিলাম, এখন দেখিতেছি, সে জীবিত! কি ভয়ানক!!"

বিচারক সর্ব্বসমক্ষে এইরূপ বলিয়া, অপরাপর ব্যক্তিগণ যাহারা তারামণিকে চিনিত, তাহাদিগের প্রত্যেককেই এক এক করিয়া ডাকাইলেন, ও প্রত্যেককেই স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র রূপে

জিজ্ঞাসা করিলেন। সকলেই একবাক্যে কহিল, "যে তারামণি মরিয়া গিয়াছে বলিয়া এই মোকর্দ্দমার অবতারণা, সেই তারামণি এই, সে মরে নাই।"

সকলকে জিজ্ঞাসা করার পর বিচারক আর কাহাকেও কিছু না বলিয়া, মসলিমকে অব্যাহতি প্রদান করিলেন। মসলিম হাসিতে হাসিতে হানিফ ও কাছেমের সহিত সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিল। তারামণিও বাড়িওয়ালার সহিত আপন স্থানে প্রস্থান করিলেন।

ইহার পর পুলিশ-কর্ম্মচারিগণ মহম্মদ মসলিম, মহম্মদ হানিফ, মহম্মদ কাছেম ও তাহাদিগের সহিত অপর যে সকল ব্যক্তি মতিয়া বিবির মৃতদেহ কবরস্থানে লইয়া গিয়াছিল, তাহাদিগের বিশেষরূপ অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু কোন স্থানেই আর তাহাদিগকে প্রাপ্ত হওয়া গেল না। তাহারা যে কোথায় গমন করিল, তাহা কেহই বলিতে পারিল না।

তারামণিকে হত্যা করা অপরাধে বিচারক যে কেবলমাত্র মহম্মদ মসলিমকে অব্যাহতি দিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছিলেন, তাহা নহে; পুলিশ-কর্ম্মচারিগণের উপরও তিনি কঠোর সমালোচনা করিতে কিছুমাত্র ত্রুটী করেন নাই। যে সকল পুলিশ-কর্ম্মচারী এই অনুসন্ধানে নিযুক্ত ছিলেন, তাঁহাদিগের বিপক্ষে পরিশেষে ভয়ানক অনুসন্ধান আরম্ভ হয়। ঐ অনুসন্ধান কোন আদালত হইতে হয় নাই, পুলিশ-বিভাগের সর্ব্বপ্রধান কর্ম্মচারী এই অনুসন্ধান করিয়াছিলেন। ঐ অনুসন্ধানের মূল উদ্দেশ্য এই ছিল যে, পুলিশ কর্ম্মচারিগণ ইচ্ছা করিয়া মহম্মদ মসলিমকে বিপদগ্রস্ত করিবার মানসে, এই মোকর্দ্দমার অবতারণা করি-

য়াছে কি না, অথবা এই মিথ্যা মোকর্দ্দমা রুজু করিবার পুলিশ কর্ম্মচারিগণের কোন উদ্দেশ্য বা কোনরূপ স্বার্থ আছে কি না?

অনুসন্ধানের দ্বিতীয় উদ্দেশ্য, তারামণির লোহার সিন্দুকের ভিতর যে একটী স্ত্রীলোকের মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছিল, তাহাই বা কাহার মৃতদেহ ও কিরূপেই বা উহা ঐ বাক্সের ভিতর কাহার দ্বারা আনীত হইল? ঐরূপ মৃতদেহ ঐরূপে ঐস্থানে আনয়ন করিবার পুলিশ কর্ম্মচারিগণের কোনরূপ উদ্দেশ্য বা স্বার্থ আছে কি না? বলা বাহুল্য, ক্রমান্বয়ে ১৫ দিবসকাল পুলিশের প্রধান কর্ম্মচারীর দ্বারা এই অনুসন্ধান চালিত হইল, কিন্তু তিনি পুলিশ-কর্ম্মচারিগণের বিপক্ষে এরূপ কিছুই প্রাপ্ত হইলেন না যে, যাহাতে তিনি তাহাদিগকে দণ্ড প্রদান করিতে পারেন। সুতরাং আমরা সকলেই তাঁহার নিকট হইতে অব্যাহতি পাইলাম। কিন্তু তখনও আমাদিগের উপর আদেশ রহিল, "লোহার সিন্দুকের ভিতর যে মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছে, সে কাহার মৃতদেহ, অনুসন্ধান করিয়া তাহার রহস্য উদ্ঘাটন কর।"

সমাপ্ত।

জ্যৈষ্ঠ মাসের সংখ্যা,

গুপ্ত-রহস্য।

(অর্থাৎ তারামণির প্রমুখাৎ ভয়ানক গুপ্ত-রহস্য প্রকাশ!)

যন্ত্রস্থ।

DETECTIVE STORIES No. 134 দারোগার দপ্তর ১৩৪ সংখ্যা।

গুপ্ত-রহস্য।

[অর্থাৎ তারামণির প্রমুখাৎ ভয়ানক গুপ্ত-রহস্য প্রকাশ।

শ্রীপ্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত

১৪ নং হুজুরিমলস্ লেন, কলিকাতা,
"দারোগার দপ্তর" কার্য্যালয় হইতে
শ্রীউপেন্দ্রভূষণ চৌধুরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

দ্বাদশ বর্ষ।] সন ১৩১১ সাল। [জ্যৈষ্ঠ।

গুপ্ত-রহস্য

প্রথম পরিচ্ছেদ ।

তারামণি যে কে তাহা পাঠকগণ ইতিপূর্ব্বে "মতিয়া বিবি" নামক পুস্তক পাঠে অবগত আছেন। তাঁহারা আরও অবগত আছেন যে, কিরূপে সিঁদ হইয়া তাহার ঘর হইতে তাহার যথাসর্ব্বস্ব অপহৃত হয়, ও কিরূপে তাহার লোহার সিন্দুকের মধ্য হইতে একটী স্ত্রীলোকের মৃত দেহ প্রাপ্ত হওয়া যায়। আরও অবগত আছেন যে ঐ লোহার সিন্দুকের ভিতর-প্রাপ্ত মৃত দেহ তারামণির মৃত দেহ সাব্যস্ত করিয়া আমরা কি ভয়ানক ভ্রমে পতিত ও কিরূপ বিপদগ্রস্ত হইয়াছিলাম। ইতিপূর্ব্বে যদি আমাদিগের মনে কিছুমাত্র সন্দেহ হইত যে ঐ মৃত দেহ তারামণির নহে, অপর কোন স্ত্রীলোকের মৃত দেহ; তাহা হইলে মসলিমকে তারামণির হত্যাকারী বলিয়া কখনই আমরা সাব্যস্ত করিয়া লইতাম না, বা হত্যাপরাধে বিচারকের নিকট তাহাকে বিচারার্থ কখনই প্রেরণ করিতাম না।

সে যাহা হউক এখন তারামণি জীবিত, মসলিম্ বিচারকের নিকট হইতে অব্যাহতি পাইয়া তাহার দলবল বা বন্ধুবান্ধবের সহিত স্থানান্তরিত।

প্রধান কর্ম্মচারীর ইচ্ছা যে তারামণির ঘরস্থিত লোহার সিন্দুকের অভ্যন্তরিণ প্রাপ্ত মৃত দেহের রহস্য যাহাতে উদ্ঘাটিত হয়। এই নিমিত্তই তিনি আমাদিগের উপর ইহার পুনঃ অনুসন্ধানের ভার অর্পন করিয়াছেন।

এখন এই অনুসন্ধানে লিপ্ত হইবার পর আমাদের মনে এই সন্দেহ আসিয়া উপস্থিত হইল যে মতিয়া বিবির মৃত দেহের সহিত, তারামণির লোহার সিন্দুকের মধ্যস্থিত মৃত দেহের কোনরূপ সম্বন্ধ আছে কি না? আর যদি সম্বন্ধই থাকে তাহা হইলেই বা কিরূপে ইহার যথাযথ অবস্থা নির্ণয় করিতে আমরা এখন সমর্থ হইব। ইতিপূর্ব্বে যে পর্য্যন্ত মসলিম্ ও তাহার অনুচরবর্গ আমাদিগের আয়ত্তাধিনের ভিতর ছিল তখন তাহাদিগের নিকট হইতে এ সম্বন্ধে কোন কথা প্রকাশ পাই নাই। এখন উহারা সকলেই আমাদিগের হস্তের বহির্ভূত হইয়া পড়িয়াছে ও কোথায় যে এখন ইহারা গমন করিয়াছে তাহার কিছুই আমরা এখন স্থির করিয়া উঠিতে পারিতেছি না; সুতরাং এই মোকদ্দমায় প্রধান কর্ম্মচারীর শেষ আদেশ যে আমরা কত দূর প্রতিপালন করিতে পারিব, তাহা পাঠকগণ অনায়াসেই অনুমান করিয়া লইতে পারেন। সে যাহা হউক, এখন দেখা যাউক তারামণি রহস্য কি? যে তারামণি হত হইয়াছে বলিয়া সর্ব্বসাধারণে অবগত হইয়াছিলেন, যাহার হত্যা সংবাদ, সংবাদ পত্র সম্পাদকগণ দ্বারে দ্বারে প্রচারিত করিয়াছিলেন; সেই তারামণির এখন জীবিতাবস্থায় সর্ব্ব সমক্ষে

আসিয়া উপস্থিত হইবার রহস্যই বা কি? এত দিবস পর্য্যন্ত তারামণি কোথায় ছিল, কিরূপেই বা মসলিম্ তাহাকে বিচারালয়ে আনিয়া উপস্থিত করিতে সমর্থ হইয়াছিল এখন তাহাই দেখা যাউক। আরও দেখা যাউক তারামণির ঘর হইতে কোন মূল্যবান দ্রব্য অপহৃত হইয়াছে কি না? আর যদি অপহৃত হইয়াই থাকে তাহা হইলে কি কি দ্রব্য কিরূপে ও কাহা কর্ত্তৃক অপহৃত হইল।

মনে মনে এইরূপ ভাবিয়া আমরা তারামণিকে ডাকিলাম, আমাদিগের কথা শুনিয়া, তারামণি আমাদিগের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলে আমরা তাহাকে কহিলাম, "তারামণি তোমার ঘর হইতে তোমার কোন মূল্যবান দ্রব্য অপহৃত হইয়াছে কি? ও যদি হইয়াই থাকে তাহা হইলে বলিতে পার কি, কাহা কর্ত্তৃক তোমার সমস্ত দ্রব্য অপহৃত হইয়াছে? ও তুমিই বা কিরূপে তোমার ঘর হইতে স্থানান্তরিত হইয়াছিলে ও এত দিবস পর্য্যন্ত কোথায় ও কিরূপে অবস্থিতি করিতেছিলে? ইহার আনুপূর্ব্বিক অবস্থা আমরা জানিতে বাসনা করি। আমাদিগের প্রস্তাবে যদি তোমার কোনরূপ আপত্য না থাকে তাহা হইলে, এই সকল বিষয়ের নিগুঢ় রহস্য কি, তাহা প্রকাশ করিয়া আমাদিগের কৌতুহল নিবারণ ও আমাদিগের বাসনা পরিতৃপ্ত কর।"

আমাদিগের কথার উত্তরে তারামণি কহিল, "আমার ঘর হইতে দস্যুগণ কিরূপে আমার যথাসর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়া লইয়া যায় ও সেই সময় হইতে আমার অদৃষ্টে যে কিরূপ ভয়ানক কষ্ট ও দুঃখ আসিয়া উপস্থিত হয়, ও এত দিবস পর্য্যন্ত যেরূপে আমি দিনযাপন করিয়াছি তাহার আনুপূর্ব্বিক অবস্থা আমি যতদূর স্মরণ করিয়া

বলিতে পারিব তাহা আপনাদিগের নিকট বর্ণন করিতেছি। আমার অবস্থা শুনিলে, আমি কিরূপ দুর্ব্বিপাকে পতিত হইয়াছিলাম তাহা জানিতে পারিলে, আপনারা অনায়াসেই বুঝিতে পারিবেন যে, সভ্য অধিবাসীগণ পূরিত, ও সুবিজ্ঞ রাজ কর্ম্মচারীগণের দ্বারা শাসিত এই ভারত রাজধানীর মধ্যে এখন পর্য্যন্ত কিরূপ ভয়ানক ভয়ানক কার্য্য সকল চলিতেছে। আমার কথা শুনিলে আপনারা জানিতে পারিবেন যে, এই সুসভ্য ইংরাজ রাজত্যের মধ্যে শান্তির স্রোত প্রবাহিত থাকিলেও ভয়ানক ভয়ানক অশান্তি তরঙ্গ উত্থিত হইয়া নিরীহ অধিবাসীগণকে সময় সময় কিরূপে আপ্লুত করিতেছে। বিচারকগণের হস্তে শাসন দণ্ড স্থাপিত থাকিলেও সময়ে সময়ে সেই দণ্ড একেবারে অকর্ম্মণ্য হইয়া প্রজাহিতের পক্ষে অন্যরূপ ধারণ করিয়া নিরীহ অধিবাসীবর্গের সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছে। আমার চিরদিবসের বিশ্বাস ছিল যে পাপ করিলে তাহার প্রতিফল আছে, কিন্তু এখন দেখিতেছি আমার সেই বিশ্বাস ভ্রমাত্মক। আমার বিশ্বাস ছিল যে পুণ্যেরই সদা সর্ব্বদা জয় লাভ হইয়া থাকে, কিন্তু এখন দেখিতেছি পাপের জয় ক্রমে সর্ব্বব্যাপী হইয়া দাঁড়াইতেছে। আমার বিশ্বাস ছিল দুষ্কর্ম্ম করিলে তাহাকে রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইতে হয়, কিন্তু এখন দেখিতেছি যে যে দুষ্কর্ম্মকারী তাহারই জয়লাভ হইয়া থাকে; আর যে সৎপথ অবলম্বন করিয়া নিরীহ ভাবে দিনাতিপাত করিবার চেষ্টা করে, পদে পদে তাহাকেই বিপদ সাগরে পতিত হইয়া হাবুডুবু খাইতে হয়। আগে জানিতাম সর্ব্বস্থানে নিরীহ লোক মনের সুখে দিনযাপন করিয়া থাকে, কিন্তু এখন দেখিতেছি দুষ্ট লোকেই সুখ স্বচ্ছন্দে দিনযাপন করিতে

আরম্ভ করিয়াছে। যে সকল ব্যক্তি এখন পদে পদে দুষ্কর্ম্ম করিতেছে, প্রত্যেক কথায় মিথ্যা কথা কহিতেছে, পরের দ্রব্য সদা সর্ব্বদা অপহরন করিয়া যে জলের মত অর্থ ব্যয় করিতেছে, পরের কুলে কালি লাগাইয়া যে দূরে দাঁড়াইয়া হাঁসিতেছে এখন দেখিতেছি তাহাদিগেরই জয়। তাহারাই মনের সুখে দিনযাপন করিতেছে। জানি না এখনও ভগবান আছেন কি না, জানি না, ঐ সকল লোককে তাহাদিগের কৃত কর্ম্মের ফলাফল ভোগ করিতে হইবে কি না। সে যাহা হউক আমি দুষ্ট লোকের হস্তে পতিত হইয়া যেরূপ কষ্ট ও মনঃস্তাপ সহ্য করিয়াছি তাহাই আমি এখন আপনাদিগের নিকট বর্ণন করিতেছি।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

তারামণি কহিল যে দিবস ও যেরূপ ভাবে আমার ঘর হইতে চুরি হয় তাহাই আপনাদিগকে অগ্রে বলিতেছি।

যে রাত্রিতে আমার ঘরে সিঁদ হয় সেই রাত্রিতে নিয়মিতরূপ আহারাদি করিয়া আমি আমার ঘরের দরজা ভিতর হইতে বন্ধ করিয়া দিয়া নিয়মিতরূপ আপন শয্যার উপর শয়ন করি ও ক্রমে নিদ্রিত হইয়া পড়ি। রাত্রি আন্দাজ দুইটার সময় কোনরূপ শব্দ শুনিয়া হঠাৎ আমার নিদ্রা ভঙ্গ হয়; সেই সময় আমার ঘরের মধ্যে একটী প্রদীপ জ্বলিতেছিল। ঐ আলোর সাহায্যে আমি দেখিতে পাই আমার ঘরের ভিতর তিন জন লোক প্রবেশ

করিয়াছে ও আমার ঘরস্থিত দ্রব্যাদি অপহরণ করিবার চেষ্টা করিতেছে। আরও দেখিলাম আমার ঘরের পশ্চাৎ দিকের দেওয়ালে একটী প্রকাণ্ড সিঁদ হইয়াছে। বুঝিলাম ঐ সিঁদের মধ্য দিয়াই চোরগণ আমার ঘরে প্রবেশ করিয়াছে। আমি স্ত্রীলোক, বিশেষ ঐ ঘরের মধ্যে আমি একাকী শুইয়াছিলাম। হঠাৎ নিদ্রা ভঙ্গ হইলে, ঘরের ভিতর দস্যুদিগকে দেখিয়া আমি একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া পড়িলাম। আমার মুখ দিয়া একটী কথাও বহির্গত হইল না। এরূপ অবস্থায় সাহসিক পুরুষগণের অবস্থা যেরূপ হইয়া থাকে তাহা আপনারা অবগত আছেন। আমি স্ত্রীলোক, এরূপ অবস্থা দৃষ্টে সেই সময় আমার অবস্থা যে কিরূপ হইয়াছিল তাহা আর আপনাদিগের নিকট আমাকে বলিতে হইবে না। বিশেষ সেই অবস্থা বর্ণন করিবার ক্ষমতাও আমার নাই। আপনারা অনায়াসেই আমার সেই সময়ের অবস্থা অনুমান করিয়া লইতে সমর্থ হইবেন।

আমার নিদ্রা ভঙ্গ হইবার সঙ্গে সঙ্গে ঐ দস্যুগণের মধ্যস্থিত দুই ব্যক্তি আমার সন্নিকটে আসিয়া দণ্ডায়মান হইল। উহাদিগের মধ্যে এক জনের হস্তে এক খানি তীক্ষ্ণ ছুরিকা বা ভোজালী ছিল। সে ঐ অস্ত্র খানি আমার বুকের নিকট ধরিয়া, আমাকে কহিল, এখন যদি তুই কোনরূপ গোলযোগ করিবি বা চেঁচাইবার জন্য বা কথা কহিবার চেষ্টা করিবি তাহা হইলে দেখিবি এই তীক্ষ্ণ অস্ত্র এখনই তোর বুকের ভিতর প্রবিষ্ট হইবে।

সেই সময় অপর ব্যক্তি কহিল তোর বাক্স প্যাঁটরা প্রভৃতির চাবিগুলি কোথায়? উহা আমাদিগকে এখনই প্রদান কর। নতুবা আমার হস্তে এখনই তুই শমন সদনে গমন করিবি।

তাহাদিগের কথা শুনিয়া আমি ভাবিলাম, অপরের হস্তে অপঘাত মৃত্যু অপেক্ষা আমার যথা সর্ব্বস্ব অপহৃত হওয়াই মঙ্গল। এই ভাবিয়া আমার চাবিগুচ্ছ যাহা আমি আমার বিছানার নিম্নে লুকাইয়া রাখিয়াছিলাম, তাহা বাহির করিয়া উহার হস্তে প্রদান করিলাম। সেই ব্যক্তি উহা দ্বারা তৃতীয় ব্যক্তির সাহায্যে আমার ঘরস্থিত বাক্স প্যাঁটরা প্রভৃতি খুলিতে আরম্ভ করিল। যে ব্যক্তি ছুরিকা হস্তে আমার নিকট দণ্ডায়মান ছিল, সে আমার অঙ্গস্থিত অলঙ্কারগুলি খুলিয়া দিতে কহিল। আমি নিতান্ত ভীতি-বিহ্বল চিত্তে এক একখানি করিয়া আমার পরিহিত অলঙ্কারগুলি খুলিয়া তাহার হস্তে অর্পন করিলাম। যাহারা বাক্স প্যাঁটরা প্রভৃতি খুলিতেছিল তাহারা একটী বাক্সের মধ্য হইতে আমার লোহার সিন্দুকের চাবি বাহির করিল; ও ঐ চাবি দ্বারা ঐ লোহার সিন্দুক খুলিয়া তাহার ভিতর সোনা রূপার অলঙ্কার ও নগদ অর্থাদি যাহা কিছু ছিল তাহা সমস্তই বাহির করিয়া লইল। এইরূপে যাহা কিছু মূল্যবান দ্রব্য আমার ঘরে ছিল তাহার সমস্তই উহারা আত্মসাৎ করিয়া পরিশেষে দুই ব্যক্তি আমার ঘরের দরওয়াজা খুলিয়া ও আমাকে তাহাদিগের সঙ্গে লইয়া সেই ঘর হইতে বহির্গত হইল। আমরা ঘরের বাহিরে আসিলে তৃতীয় ব্যক্তি যে ঘরের ভিতর ছিল সে পুনরায় ঐ ঘরের দরওয়াজা ভিতর হইতে বন্ধ করিয়া দিয়া সিঁদের মধ্য দিয়া ঘরের বাহিরে আসিল, ও পরিশেষে তিন জন একত্রিত হইয়া অপহৃত দ্রব্য সকল ও আমাকে লইয়া সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিল। সেই সময়ে আমি উহাদিগের ভয় প্রদর্শনে এরূপ ভীত হইয়া পড়িয়াছিলাম যে আমার মুখ দিয়া একটী মাত্র কথাও বহির্গত হইল না।

ইহারা যেরূপ ভাবে আমাকে যাইতে বলিল, আমি সেইরূপ ভাবেই উহাদিগের সঙ্গে সঙ্গে গমন করিতে লাগিলাম। আমি জানি না যে কোথায় যাইতেছি ও কেনই বা যাইতেছি। উহারা আমাকে বলিল না যে আমাকে কোথায় লইয়া যাইতেছে ও কেনই বা লইয়া যাইতেছে; তথাপি কিন্তু আমি তাহাদিগের ইচ্ছানুবর্ত্তী হইয়া তাহাদিগের সমভিব্যাহারে গমন করিতে লাগিলাম। যে পাড়ার ভিতর আমার বাসস্থান, ক্রমে সেই পাড়া অতিক্রম করিয়া আমি তাঁহাদিগের সহিত চলিতে লাগিলাম। গভীর রজনীর আবরণে পাড়ার কেহই আমাদিগকে দেখিতে পাইল না—বা কেহই জানিতে পারিল না যে আমরা কোথায় যাইতেছি। ক্রমে আমরা সকলেই সদর রাস্তায় আসিয়া উপনীত হইলাম, দেখিলাম সেই স্থানে এক খানি গাড়ী দাঁড়াইয়া আছে। গাড়ীর উপরে এক জন কোচওয়ান ভিন্ন আর কেহই নাই, ভিতরেও কেহ ছিল না। গাড়ীর নিকট আগমন করিয়া ঐ তিন ব্যক্তি আমার ঘর হইতে অপহৃত দ্রব্যাদির সহিত সেই গাড়ীর ভিতর আরোহণ করিল। আমাকেও সেই সঙ্গে উঠাইয়া লইল। আমরা গাড়ীতে উপবিষ্ট হইবার পর, ঐ গাড়ীর উভয় পার্শ্বের দরওয়াজা উহারা বন্ধ করিয়া দিল ও গাড়ী চলিতে আরম্ভ করিল। অনেকক্ষণ চলিবার পর ঐ গাড়ী এক স্থানে আসিয়া দণ্ডায়মান হইল। সেই স্থানে ঐ গাড়ীর দরওয়াজা খুলিলে দেখিতে পাইলাম একটী দ্বিতল বাড়ীর সম্মুখে ঐ গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। ঐ স্থানে আরোহিগণ গাড়ী হইতে অবতরণ করিল ও আমাকেও গাড়ী হইতে নাবাইয়া লইয়া সেই বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিল। আমরা বাড়ীর ভিতর প্রবিষ্ট হইবা মাত্র ঐ বাড়ীর সদর দরওয়াজা এক ব্যক্তি ভিতর হইতে বন্ধ

করিয়া দিল। বাড়ীর ভিতর প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলাম যে বাড়ীটী নিতান্ত ক্ষুদ্র নহে। উপর ও নিম্নে প্রায় পোনের ষোলটী ঘর, কিন্তু ঘরগুলি অধিকাংশই শূন্য অবস্থায় পতিত আছে। কেবল মাত্র একটী ঘরে উহারা বাস করে, ও অপর একটী ঘরে উহাদিগের রন্ধনাদি হইয়া থাকে।

ঐ বাড়ীর ভিতর প্রবিষ্ট হইলে উহারা ঐ বাড়ীর মধ্যস্থিত একটী খালি ঘরে আমার থাকিবার স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিল। অনন্যোপায় হইয়া আমাকে সেই স্থানেই থাকিতে হইল। তখন পর্য্যন্ত আমি জানিতে পারিলাম না, যে কেনই বা উহারা আমাকে সেই স্থানে লইয়া গেল, ও কেনই বা আমাকে সেই স্থানে রাখিয়া দিল। আমি যখন সেই স্থানে উপস্থিত হইয়াছিলাম তখন রাত্রি ভোর হইয়া আসিয়াছিল ক্রমে সূর্য্যদেব উদয় হইলেন, আমিও আমার ঘর হইতে বহির্গত হইয়া দেখিলাম ঐ বাড়ীর সংলগ্ন আর কাহারও বাড়ী আছে কি না। আরও দেখিলাম ঐ বাড়ীর মধ্য হইতে বাহিরের কোন লোকের সহিত কথা কহিবার কোনরূপে উপায় আছে কি না ও আরও দেখিবার চেষ্টা করিলাম যে ঐ বাড়ীর মধ্য হইতে কোনরূপ উপায়ে পলায়ন করিবার পথ আছে কি না। কিন্তু দেখিলাম ঐ বাড়ীটী একটী বাগানের মধ্যে সংস্থাপিত। উহার এক দিকে রাস্তা ও অপর তিন দিকে আম্রাদি বৃক্ষ সংযুক্ত পতিত জমি; নিকটেও কাহারও বাসস্থান নাই, ঐ বাড়ী হইতে অপর কাহারও সহিত কথা কহিবার উপায় নাই বা কোন দিক্ দিয়া ঐ বাড়ী হইতে পলায়ন করিবার সুবিধা নাই। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে আমার থাকিবার নিমিত্ত উহারা ঐ বাড়ীর দ্বিতলের উপর একটী প্রকোষ্ঠ নির্দ্দিষ্ট করিয়া

দিয়াছিল। আমি দ্বিতল হইতে ক্রমে নিম্নতলে গমন করিলাম। যে প্রকোষ্ঠে আট দশজন দস্যু অবস্থিতি করিতেছিল, তাহারা প্রায় সকলেই আমাকে নিম্নতলে যাইতে দেখিল কিন্তু কেহই আমাকে কিছুই বলিল না বা জিজ্ঞাসা করিল না যে আমি কোথায় যাইতেছি উহাদিগের মধ্যে কেবল দুই এক জন আমার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া একটু হাসিল মাত্র। আমি নীচে গমন করিলাম, ঐ বাড়ীর নিম্নতলে গমন করিবার আমার এই মাত্র উদ্দেশ্য ছিল যে যদি দেখিতে পাই ঐ বাড়ীর কোন দরওয়াজা খোলা আছে বা ঐ বাড়ী হইতে বহির্গত হইবার অপর কোন উপায় আছে তাহা হইলে আমি ঐস্থান হইতে পলায়ন করিবার চেষ্টা করিব; কিন্তু নিম্নতলে গমন করিয়া দেখিলাম যে আমার উদ্দেশ্য সফল করিবার কোনরূপ উপায়ই নাই। বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিবার বা বাড়ী হইতে বহির্গত হইবার কেবল মাত্র দুইটী দরওয়াজা আছে। একটী সদর দরওয়াজা অপরটী খিড়কী। দরওয়াজার নিকট গমন করিলাম, কিন্তু দেখিলাম আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবার কোনরূপ উপায় নাই। দুইটী দরওয়াজার ভিতর হইতে তালা বন্ধ ও দুইটী দরওয়াজার নিকটেই দুই জন করিয়া লোক উপবিষ্ট। আমি উহাদিগের প্রত্যেককেই ঐ দরওয়াজা খুলিয়া দিতে বলিলাম, কিন্তু কেহই আমার কথা শুনিল না। অধিকন্তু আমাকে যৎপরোনাস্তি গালি দিয়া সেই স্থান হইতে আমাকে তাড়াইয়া দিল: আমি অনন্ত উপায় হইয়া আমার থাকিবার নির্দ্দিষ্ট ঘরে পুনরায় গমন করিলাম ও সেই স্থানে বসিয়া অশ্রুজলে আপন বস্ত্র অভিষিক্ত করিতে লাগিলাম। আমার দিকে কেহই দৃষ্টিপাত করিল না, বা কেহই আমাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা

করিল না। আমি সেই ঘরের মধ্যে শুইয়া কেবল ক্রন্দন করিতে লাগিলাম।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

এই রূপে ক্রমে বেলা দুই প্রহর অতীত হইয়া গেল। সেই সময় আমি দেখিলাম যে মসলিম্ (অবশ্য তাহার নাম আমি সেই সময় জানিতাম না) আমার ঘরের সম্মুখ দিয়া গমন করিতেছে। আমি তাহাকে ডাকিলাম, সেও আমার ঘরের ভিতর প্রবেশ করিল। তখন আমি তাহাকে কহিলাম, "বাবা তোমরা তো আমার যথা সর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়া লইয়া আসিয়াছ, কিন্তু তাহাতে আমি তোমাদিগকে কিছুই বলি নাই। আমার বৃদ্ধ বয়সের নিমিত্ত যাহা কিছু সংস্থান ছিল তাহার সমস্তই তোমরা গ্রহণ করিয়াছ বলিয়া আমি এখনও তোমাদিগকে কিছু বলিতেছি না; কিন্তু আমাকে এখানে ধরিয়া আনিলে কেন? আমি এখন বৃদ্ধা হইয়া পড়িয়াছি। আমার দ্বারা তোমাদিগের কোনরূপ উপকারের সম্ভাবনা নাই, বা আমার দ্বারা যে তোমাদের কোনরূপ কার্য্য সম্পন্ন হইবে এরূপ আশাও তোমরা করিও না। তোমরা আমাকে এখন ছাড়িয়া দেও; আমি আপন স্থানে গমন করি। আমি শপথ করিয়া বলিতেছি যে, তোমরা আমাকে ছাড়িয়া দিলে তোমাদিগের কথা, বা তোমাদিগের বাসস্থানের কথা আমি কাহাকেও বলিব না; এমন কি আমার ঘরে যে সিঁদ হইয়াছে তাহাও আমি কাহাকেও কহিব না।"

আমার কথার উত্তরে মসলিম্ কহিল, "আমাদিগের কোনরূপ উদ্দেশ্য আছে বলিয়াই আমরা তোমাকে এই স্থানে আনিয়াছি ও এই স্থানে তোমাকে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছি তুমি যতই কেন রোদন করনা বা এই স্থান হইতে পলায়ন করিবার যতই কেন চেষ্টা করনা কিছুতেই তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে না। অভাব পক্ষে পোনের দিবস কাল তোমাকে এই স্থানে থাকিতে হইবে, তাহার পর তোমাকে ছাড়িয়া দিব, তুমি ইচ্ছামত আপন স্থানে গমন করিও। এখানে যে কয় দিবস তুমি থাকিবে, সেই কয় দিবস তোমার কোনরূপ কষ্ট হইবে না, তুমি আমাদিগের প্রস্তুত আহারীয় খাইতে চাহিলে অনায়াসে খাইতে পারিবে; আর তাহা যদি না চাও তাহা হইলে তোমার যে কোন দ্রব্যের প্রয়োজন হইবে তাহা আমাদিগকে বলিবা মাত্রই প্রাপ্ত হইবে ও স্বহস্তে অনায়াসেই রন্ধনাদি করিয়া খাইতে পারিবে। এই স্থানে তোমাকে আর একটী কথা বলিয়া রাখি, মনোযোগ দিয়া তাহা শ্রবণ কর। তোমার যথা সর্ব্বস্ব যে আমরা অপহরণ করিয়া আনিয়াছি, তাহাতে আর কিছু মাত্র সন্দেহ নাই; কিন্তু জানিও, যে পোনের দিবস কাল তুমি এই স্থানে অবস্থিতি করিবে সেই পোনের দিবসের মধ্যে আমরা জানিতে পারিব তুমি কিরূপ চরিত্রের স্ত্রীলোক, তুমি কিরূপ আমাদের আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া চল ও তুমি কোনরূপ দয়ার পাত্রী কি না? যদি বুঝিতে পারি যে তুমি প্রকৃতই দয়ার পাত্রী, তাহা হইলে তুমি নিশ্চয় জানিও যে তোমার অপহৃত দ্রব্যের কিয়দংশ আমরা তোমাকে প্রত্যার্পন করিব। উহা লইয়া তুমিও আপন স্থানে প্রত্যাগমন করিতে পারিবে। আর যদি জানিতে পারি যে তুমি

দয়ার পাত্রী নহ, তাহা হইলে ঐ পোনের দিবস পরে তোমাকে এই স্থান হইতে দূরীভূত করিয়া দিব"। এই বলিয়া মসলিম্ সে স্থান হইতে প্রস্থান করিল।

মসলিমের প্রমুখাৎ এই অবস্থা অবগত হইয়া আমি মনে মনে স্থির করিলাম যে দস্যুগণের সহিত কলহ করিয়া কোন্ লাভ নাই। পোনের দিবস কাল উহারা আমাকে এই স্থানে রাখিবে বলিতেছে। এখন আমি যতই চেষ্টা করি না কেন ইহাদিগের হস্ত হইতে উদ্ধার পাইবার কোনরূপ উপায় করিয়া উঠিতে পারিব না; অথচ যদি উহাদিগের কথা প্রকৃত হয়, উহাদিগকে সন্তুষ্ট করিতে পারিলে আমার ঘর হইতে অপহৃত দ্রব্যের কিয়দংশ যদি প্রত্যর্পন করে, তাহা হইলেও আমার বৃদ্ধ বয়সে কিছু না কিছু সংস্থান হইবে। মনে মনে এইরূপ ভাবিয়া আমি সেই স্থানে পোনের দিবস কাল অবস্থিতি করিয়া যদি উহাদিগকে কোনরূপে সন্তুষ্ট করিতে পারি তাহার চেষ্টা করিতে লাগিলাম। আহারাদি করিবার নিমিত্ত যে কোন দ্রব্য আমি উহাদিগের নিকট হইতে যাচিঞা করিতাম তাহা প্রাপ্ত হইতাম। উহা স্বহস্তে রন্ধন করিয়া আমি ভক্ষণ করিতাম ও আমার নির্দ্দিষ্ট প্রকোষ্ঠে শয়ন ও উপবেশন করিয়াই দিনযাপন করিতাম।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

যে দিবস দিবা দ্বিপ্রহরের সময় মসলিমের সহিত আমার কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, সেই রাত্রিতে ঐ বাড়ীর ভিতর একটী ভয়ানক লোমহর্ষণ ব্যাপার সংঘটিত হয়। সেই দিবস সন্ধ্যার পর মসলিম্ ও অপর দুই ব্যক্তি ঐ বাড়ী হইতে বহির্গত হইয়া যায় ও রাত্রী আন্দাজ নয়টার সময় উহারা একটী স্ত্রীলোকের সহিত পুনরায় প্রত্যাগমন করে। ঐ স্ত্রীলোকটী যখন ঐ বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হয় তখন আমি উহাকে দেখিয়াছিলাম। ঐ স্ত্রীলোকটী অতিশয় সুন্দরী না হইলেও বয়ঃক্রমে তাহাকে যুবতী বলিয়া অনুমান করিয়াছিলাম ও দেখিয়াছিলাম উহার অঙ্গে অনেকগুলি স্বুবর্ণনির্ম্মিত অলঙ্কার ছিল। কিন্তু ঐ স্ত্রীলোকটী যে কে, কোথায় হইতে সে আনীতা হইল ও কেনই বা আসিল তাহা আমি কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। যে ঘরে আমার থাকিবার স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল, তাহারই পার্শ্বে একটী প্রকোষ্ঠে উহাকে রাখিল। কেবল একমাত্র স্ত্রীলোককে ঐ বাড়ীর ভিতর দেখিতে পাইয়া তাহার সহিত কথা কহিবার মানসে আমি তাহার নিকট গমন করিলাম, কিন্তু মসলিম্ উহা দেখিতে পাইয়া আমাকে উহার নিকট যাইতে নিষেধ করিল; সুতরাং অনন্যোপায় হইয়া আমি আপন প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলাম। এই উভয় প্রকোষ্ঠের মধ্যে একটী ক্ষুদ্র গবাক্ষ ছিল। উহা সর্ব্বদা বন্ধ থাকিত আমার প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিয়া ঐ গবাক্ষটী ধীরে ধীরে

অতি অল্প পরিমাণে উন্মোচীত করিলাম। অর্থাৎ এরূপ ভাবে ও এরূপ পরিমাণে উহা খুলিলাম যে উহা দেখিয়া কেহ অনুমান করিতে না পারেন যে আমি উহা খুলিয়াছি। অথচ উহার মধ্য দিয়া আমি দেখিতে পাই যে অপর প্রকোষ্ঠে কি হইতেছে।

ঐ স্ত্রীলোকটীকে মসলিম্ প্রথমতঃ সঙ্গে লইয়া সেই ঘরের ভিতর উপবেশন করিল। ঐ দস্যুগণের মধ্যে হইতে এক এক করিয়া ক্রমে আরও পাঁচ ছয় জন লোক ঐ ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া ক্রমে সকলে একত্রে উপবেশন করিল ও ঐ স্ত্রীলোকটীর সহিত ক্রমে উহারা হাসি ঠাট্টা আরম্ভ করিয়া সময় অতিবাহিত করিতে লাগিল। ক্রমে রাত্রি দশটা বাজিয়া গেল, যে বাড়ীটার কথা আমি বলিতেছি তাহা একে নির্জন স্থানে স্থাপিত ছিল, তাহার উপর রাত্রি অধিক হইবার সঙ্গে সঙ্গে ঐ স্থান আরও নিস্তব্ধ হইয়া পড়িল। সেই সময় দেখিলাম একটী সামান্য তুচ্ছ কথা অবলম্বন করিয়া ঐ স্ত্রীলোকটীর সহিত উহারা ক্রমে বচসা আরম্ভ করিল। আমি আমার ঘরে বসিয়া উহাদিগের আদ্যোপান্ত অবস্থা দর্শন ও উহাদিগের কথাবার্ত্তা সমস্তই শ্রবণ করিয়াছিলাম, সুতরাং আমি বেশ জানিলাম যে এই কলহে ঐ স্ত্রীলোকটীর কিছুমাত্র দোষ ছিল না, সমস্ত দোষই ঐ দস্যুগণের। স্ত্রীলোকটী ভাল কথা বলিলেও উহারা তাহার বিপরীত অর্থ করিয়া, তাহার সহিত মিথ্যা কলহ করিতে আরম্ভ করিল। প্রথম প্রথম আমি বুঝিতে পারিলাম না যে উহারা নিরর্থক ঐ স্ত্রীলোকটীর সঙ্গে কলহ করিতেছে কেন? আমি তখন বুঝিতে পারিলাম না যে এই নিরর্থক কলহের উদ্দেশ্য কি? ও তখন আমি বুঝিতে পারিলাম না যে ঐ কলহে ঐ দস্যুগণের কোনরূপ স্বার্থ আছে

কি না? কিন্তু পরে জানিতে পারিয়াছিলাম যে, কিরূপ ভয়ানক স্বার্থের বশবর্ত্তী হইয়া উহারা ঐ স্ত্রীলোকটীর সহিত এই মিথ্যা কলহ উপস্থিত করিয়াছিল। পরে জানিতে পারিয়াছিলাম যে উহারা সামান্য স্বার্থের বশবর্ত্তী হইয়া কি ভয়ানক নিস্থংস কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার মানসে এই কলহের সূত্রপাত করিয়াছিল। পরে জানিতে পারিয়াছিলাম যে সেই নিতান্ত সামান্য স্বার্থ কি ও সেই স্বার্থের বশবর্ত্তী হইয়া উহারা কিরূপ ভয়ানক কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল।

আপনারা অনেক দস্যু দেখিয়াছেন; দস্যুবৃত্তি যাহাদিগের ব্যবসা, দস্যুবৃত্তি করিয়া যাহারা জীবন ধারণ করিয়া থাকে এরূপ শত সহস্র দস্যু আপনাদিগের হস্তগত হইলেও এরূপ দস্যু আপনারা কখনই দেখেন নাই। আপনারা অনেক হত্যাকারী দেখিয়াছেন, অনেক হত্যা মোকদ্দমার আপনারা অনুসন্ধান করিয়াছেন, অনেক হত্যাকারী আপনাদিগের সম্মুখে দণ্ডনীয় হইয়া চির জীবনের নিমিত্ত ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া পরলোক গমন করিয়াছে; কিন্তু আমি বলিতে পারি এরূপ হত্যাকারী এ পর্য্যন্ত আপনাদিগের হস্তগত হয় নাই।

ঐ স্ত্রীলোকটীর সহিত কলহ বাধাইয়া দিয়া দেখিলাম সকলেই একপক্ষ অবলম্বন করিল। সকলেই ঐ স্ত্রীলোকটীর বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া তাহাকে যৎপরোনাস্তি গালিগালাজ করিতে লাগিল, কেহ কেহ বা তাহাকে অল্প অল্প প্রহার দিতেও পশ্চাৎপদ হইল না; কেহ বা তাহার অঙ্গ হইতে কতকগুলি অলঙ্কার উন্মোচিত করিয়া লইল। স্ত্রীলোকটীকে সকলই সহ্য করিতে হইল। প্রথম প্রথম সে একটু জোর করিয়াছিল, কিন্তু পরে বুঝিল সেই স্থানে

সেই অবস্থায় জোর করিলে তাহার অপকার ভিন্ন উপকারের সম্ভাবনা নাই। প্রথম প্রথম সে চিৎকার করিয়াছিল কিন্তু পরে দেখিল চিৎকার করিতে গিয়া হিতের পরিবর্ত্তে তাহার বিপরীত ফল ফলিতে আরম্ভ করিল। উহাদিগের মধ্যে একজন বলিয়া উঠিল যদি ও চিৎকার করিবার চেষ্টা করে তাহা হইলে উহার মুখের ভিতর একখানি বস্ত্র প্রবিষ্ট করাইয়া দেও। এই কথা শুনিয়া ঐ স্ত্রীলোকটী আর কোনরূপ কথা বলিতে সাহসী হইল না। সেই স্থানে বসিয়া বসিয়াই মনের দুঃখে কষ্টে ও যন্ত্রণায় কেবল অশ্রুজল বিসর্জ্জন করিয়া আপনার বুক ভাসাইতে লাগিল। ঐ স্ত্রীলোকটী যে কে কেনই বা সে ঐ স্থানে আসিল ও কি নিমিত্তই বা তাহার উপর এইরূপ অত্যাচার হইতেছে তাহার কিছুমাত্র আমি অনুমান করিয়া উঠিতে পারিলাম না। সেই সময় দেখিলাম আর একটী লোক সেই ঘরের ভিতর প্রবেশ করিল, তাহাকে দেখিয়া অপরাপর ব্যক্তিগণ যেন একটু জড়সড় হইয়া পড়িল। সেই ব্যক্তি উহাদিগকে গালি দিতে আরম্ভ করিল ও কহিল "এই নিঃসহায় স্ত্রীলোকটীর উপর তোরা এরূপ অত্যাচার করিতেছিস কেন? সামান্য স্ত্রীলোকের উপর অত্যাচার করিয়া তোদের কি লাভ হইতেছে?" এই বলিয়া ঐ স্ত্রীলোকটীর দিকে লক্ষ্য করিয়া কহিল—"তোমার দেখিতেছি বড়ই কষ্ট হইয়াছে, ও পিপাসায় তোমার মুখ শুখাইয়া গিয়াছে। জল আনিয়া আমি তোমাকে দিতেছি, পান করিয়া একটু সুস্থ হও, তাহার পর আমি তোমাকে তোমার স্থানে পাঠাইয়া দিব। এই বলিয়া এক গ্লাস জল আনিয়া সে ঐ স্ত্রীলোকটীর হস্তে প্রদান করিল। স্ত্রীলোকটী প্রকৃতই অতিশয় তৃষাতুরা হইয়া পড়িয়াছিল। জলপূর্ণ

গ্লাস তাহার হস্তে প্রদান করিবা মাত্র সে এক নিশ্বাসে ঐ এক গ্লাস জল পান করিল। জল পান করিবার পর হইতেই তাহার অবস্থা যেন কেমন একরূপ বোধ হইতে লাগিল। ক্রমে যন্ত্রণায় সে ছটফট করিতে আরম্ভ করিল; এইরূপে কিয়ৎক্ষণ পর্য্যন্ত সে ভয়ানক যন্ত্রণা ভোগ করিয়া ক্রমে সে সেই স্থানে শয়ন করিল, ও ক্রমে সে সমস্ত যন্ত্রণার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইল।

এই অবস্থা দৃষ্টে তখন আমার যেন অনুমান হইল যে যাহারা তাহার সহিত মিথ্যা কলহ উৎপাদন করিয়া তাহাকে নানারূপে যন্ত্রণা প্রদান করিতেছিল, তাহার উপর যাহারা তাহাকে প্রহারাদি করিয়া তাহার মনের কষ্ট ও যন্ত্রণাকে দ্বিগুণিত করিতেছিল, তাহাদিগকে নিতান্ত নির্দ্দয় ভাবে গ্রহণ করিলেও এখন দেখিতেছি ঐ স্ত্রীলোকের নিতান্ত ইষ্টকারী পরিচয়ে যিনি আসিয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন, তাহার অপেক্ষা উহারা সহস্র গুণে ভাল। উহারা শত্রু পরিচয়েই উহাকে কষ্ট প্রদান করিতেছিল কিন্তু মিত্র পরিচয়ে উহার সর্ব্বনাশ সাধন করে নাই। মিত্র জ্ঞানে যাহাকে বিশ্বাস করা যায়, তাহার দ্বারা এইরূপ কার্য্য সমাধান হইলে তাহাকে কি বলিয়া যে অভিবাদন করিতে হয়, তাহা আমার ন্যায় সামান্য বুদ্ধির স্ত্রীলোক অবগত নহে। জানিনা এই কার্য্য সকলের পরামর্শ মত হইল কি না, জানিনা সকলে পরামর্শ করিয়া কেহ বা তাহার শত্রু ও কেহ বা তাহার মিত্র সাজিয়া এই ভয়ানক কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়া ঐ স্ত্রীলোকটীর সর্ব্বনাশ সাধন ও তাহার পরিহিত অলঙ্কার গুলি অপহরণ করিল কি না? জানিনা এই হত্যা কাণ্ডে সকলেই সম্মিলিত আছে কি না?

এই রূপে হত হইয়া ঐ স্ত্রীলোকটী ঐ ঘরের মধ্যেই পড়িয়া

রহিল। দস্যুগণ উহার অঙ্গস্থিত অলঙ্কারগুলি খুলিয়া লইয়া, ঐ ঘরে তালাবদ্ধ করিয়া দিয়া তাহাদিগের থাকিবার ঘরে গমন করিল। এই অবস্থা দেখিয়া আমারও অন্তরাত্মা শুখাইয়া গেল, আমিও এক রূপ হতবুদ্ধি ও অজ্ঞান হইয়া আমার ঘরের মধ্যে পড়িয়া রহিলাম। পর দিবস প্রত্যুষে দেখিলাম যে ঘরের ভিতর উহারা ঐ মৃত দেহ তালাবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল ঐ ঘর উন্মোচিত অবস্থায় রহিয়াছে ও উহার ভিতর মৃত দেহ প্রভৃতি কিছুই নাই। রাত্রি-কালে উহারা যে ঐ মৃত দেহ কোথায় লইয়া গেল তাহার কিছু মাত্র অবগত হইতে পারিলাম না।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

সেই দিবস অতিবাহিত হইয়া গেল। আমি দ্বিতল হইতে সমস্ত দিবসের মধ্যে অবতরণ করিলাম না। সে দিবস আমার মনের গতিক এরূপ অবস্থায় পরিণত হইয়াছিল যে, আমার কিছুই ভাল লাগিল না, এমন কি সে দিবস আহারাদি করিতেও আমার প্রবৃত্তি হইল না। আমি আপন ঘরের মধ্যে অবস্থিতি করিয়াই সমস্ত দিবস অতিবাহিত করিলাম। সমস্ত দিবস এক স্থানে বসিয়া থাকিতে থাকিতে আমার মন যেন নিতান্ত অস্থির হইয়া পড়িল। তখন সন্ধ্যা অতীত হইয়া গিয়াছে সেই সময় আমি একবার ঐ বাড়ীর নিম্নতলে অবতরণ করিলাম কিন্তু দেখিতে পাইলাম এক খানি চারপায়ের উপর ঐ মৃত দেহটী একটী ঘরের মধ্যে রক্ষিত আছে।

রাত্রিকালে উহার মৃত্যু হইয়াছে, মৃত্যুর পর অবশিষ্ট রাত্রি অতি-বাহিত হইয়া গিয়াছে তাহার পর সমস্ত দিবস গত হইয়া পুনরায় রাত্রি আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, ইহার মধ্যে ঐ মৃত দেহের অন্তেষ্টী ক্রিয়া হয় নাই কেন? বা উহাকে ঐ ঘর হইতে স্থানান্তরিত করাই বা হয় নাই কেন। মনে মনে আজ নানা চিন্তা আসিয়া উপস্থিত হইল। কিন্তু সাহস করিয়া আমার মনের কথা কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিতে সাহসী হইলাম না। আর জিজ্ঞাসা করিলেইবা উহারা আমাকে তাহাদিগের অভিসন্ধির কথা বলিবেই বা কেন? সেই সময়ে আমার মনের যেরূপ অবস্থা হইয়াছিল তাহা আপনারা কিছু মাত্র অনুমান করিতে পারিবেন না। আমি মনে করিলাম ঐ স্ত্রীলোকটীর অবস্থা আমার সম্মুখে যাহা ঘটিল পরে আমার অদৃষ্টেও সেই অবস্থা ঘটিবে। এক দিবস না এক দিবস কোনরূপ ছল অবলম্বন করিয়া ইহারা আমাকেও ঐ স্ত্রীলোকটীর অনুগামিনী করিবে। মনে মনে এরূপ ভাবিয়া পুনরায় আমি আপন প্রকোষ্ঠে আগমন করিলাম ও সেই স্থানে শুইয়া নানারূপ চিন্তায় সেই রাত্রি অতি-বাহিত করিলাম। আমি ভয়ানক বিপদে পতিত হইয়া ঐ স্থানে আবদ্ধাবস্থায় অতিবাহিত করিলেও, সময় সময় নিদ্রাদেবী আমার উপর অনুকম্পা প্রকাশ করিতেন, কিন্তু জানিনা কি ভাবিয়া সমস্ত রাত্রির মধ্যে এক বারের নিমিত্ত তিনি আমাকে দর্শন দিলেন না। পর দিবস প্রত্যুষে আমি আপন প্রকোষ্ঠ পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় নিম্নতলে গমন করিলাম কিন্তু সেই সময় ঐ মৃত দেহ আর সেই স্থানে দেখিতে পাইলাম না। উহা যে কোথায় গেল, কে লইয়া গেল বা কখনই স্থানান্তরিত হইল, তাহা ও কিছু বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। মনে মনে ভাবিলাম রাত্রিকালে ঐ মৃত দেহের

অন্ত্যেষ্ঠী ক্রিয়া সমাপন হইয়া গিয়াছে বলিয়াই বোধ হয় উহাকে আর দেখিতে পাইলাম না।

যে দিবস প্রত্যুষে ঐ মৃত দেহ ঐ বাড়ীর ভিতর দেখিতে পাইলাম না সেই রাত্রিতে দস্যুগণের মধ্যে আপসে যে সকল কথা হইতেছিল তাহা শুনিয়া আমার তন্দ্রা ভঙ্গ হইল। কিন্তু আমি আমার বিছানা হইতে গাত্রোত্থান না করিয়া উহাদিগের কথা গুলি বিশেষরূপ লক্ষ্য করিয়া শুনিতে লাগিলাম। যাহা শুনিলাম তাহাতে আমার অন্তরাত্মা শুকাইয়া গেল। এই ভয়ানক বিপদে পড়িয়া, কয়েদীর ন্যায় এই স্থানে বন্দী হইয়া, আমার চির দিবসের উপার্জ্জিত সমস্ত অর্থ হইতে বঞ্চিত হইয়া আমি যেরূপ ভীত হইয়া পড়িয়াছিলাম দস্যুগণের কথা শুনিয়া আমার সেই ভীতি আরও শতগুণে বর্দ্ধিত হইল। মনে হইল উহারা আমার আরও যেরূপ ভয়ানক সর্ব্বনাশ সাধনের চেষ্টা করিতেছে তাহা অপেক্ষা আর কোনরূপ সর্ব্বনাশই সাধিত হইতে পারে না, কিন্তু উহারা কি স্বার্থের উপর নির্ভর করিয়া এই ভয়ানক কার্য্য সাধন করিয়া আসিয়াছে তাহারও কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। উহারা আপসে যে সকল কথাবার্ত্তা কহিতেছিল তাহার সারাংশে আমি আপনাদিগের নিকট বলিতেছি, আপনারা বিবেচনা করিয়া দেখুন উহাদিগের এরূপ কার্য্যের উদ্দেশ্য কি।

আমার তন্দ্রাভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে শুনিলাম, একজন দস্যু অপর আর এক জনকে কহিতেছে "অনন্যোপায় হইয়া ঐ মৃত দেহ, আমি এই বাড়ীতে রাখিয়া দিয়াছিলাম, কারণ কবরস্থানে যখন গোল উঠিল, আমাদিগের মনোবাঞ্ছা যখন সেই স্থানে পূর্ণ করিতে পারিলাম না অথবা বুঝিতে পারিলাম যে মৃতদেহের সহিত সেই

স্থানে পুলিষের হস্তে পতিত হইলে আমাদিগের আর কোনরূপেই নিষ্কৃতি নাই। তখন অনন্যোপায় হইয়া ঐ মৃতদেহ লইয়া আমি সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিলাম, ও উহা এই স্থানে লুকাইয়া রাখিয়া সেই সময়ের নিমিত্ত পুলিষের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিলাম। কিন্তু কিরূপ উপায়ে ঐ মৃতদেহের অস্তিত্ব নাশ করিতে পারিব ভাবিয়া চিন্তিয়া তাহার কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না। আমরা যে স্থানে বাস করিতেছি সেই স্থান হইতে একটী মৃতদেহের সহজে অস্তিত্ব নষ্ট করা নিতান্ত সহজ নহে। হিন্দু পরিচয়ে শব দাহ করিবার জন্য কোন স্থানে উহাকে লইয়া গেলে সহজে ঐ শব দাহ করিতে সমর্থ হইব না, কারণ ঐ মৃতদেহ যে দর্শন করিবে সেই বলিবে বিষপানই ইহার মৃত্যুর কারণ। সুতরাং পু লষের বিনা অনুমতিতে কিছুতেই উহারা ঐ মৃত দেহ ভস্মীভূত করিতে দিবে না। অথচ পুলিষের নিকট হইতে অনুমতি প্রাপ্ত হওয়াও সহজ নহে। মৃতদেহ ভস্মীভূত করিবার অনুমতি প্রাপ্ত হওয়াদূরের কথা, পুলিষ যখন ইহার মৃত্যুর কারণ অনুসন্ধান করিবে তখন আমাদিগের জীবন রক্ষা সহজ হইয়া পড়িবে না। আর কবর স্থানে ঐ মৃত দেহ প্রোথিত করিবার নিমিত্ত লইয়া গিয়া ভয়ানক বিপদ হইতে যেরূপে জীবন রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছি, তাহা তুমি নিজেই অবগত আছ; সুতরাং কিরূপ উপায় অবলম্বন করিলে আমরা কোনরূপে বিপদগ্রস্ত হইব না অথচ মৃতদেহের অস্তিত্ব নাশ করিতে সমর্থ হইব তাহাই ভাবিতেছিলাম, কিন্তু ভাবিয়া চিন্তিয়া তাহার কোনরূপ উপায় স্থির করিয়া উঠিতে পারিতেছিলাম না। আজ মনে করিতেছিলাম, যদি কোনরূপ উপায়ে ঐ মৃতদেহের অস্তিত্ব নাশের কোনরূপ উপায় স্থির করিয়া উঠিতে না পারি তাহা হইলে ঐ মৃতদেহ এই

রাড়ীর মধ্যে কবলিত করিয়া এই বাড়ী পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্থানান্তরে প্রস্থান করিব। সে যাহা হউক এখন দেখিতেছি আমাদিগকে আর এই বাড়ী পরিত্যাগ করিতে হইবে না, এই বাড়ী পরিত্যাগ করিলে আমাদিগের কার্য্যের সুবিধাজনক এরূপ বাড়ী আর যে কোন স্থানে সহজে প্রাপ্ত হইব তাহা বোধ হয় না।

প্রথম ব্যক্তির কথা শুনিয়া দ্বিতীয় ব্যক্তি কহিল আমি একরূপ উপায় করিয়া ঐ মৃত দেহ লুক্কায়িত করিয়া রাখিয়াছি কিন্তু ভবিষ্যতে যে কি হইবে তাহা এখন বলিতে পারিতেছি না।

প্রথম ব্যক্তি। ঐ মৃতদেহ কোথায় লুকাইত করিয়া রাখিয়া আসিয়াছ?

দ্বিতীয় ব্যক্তি। যে বৃদ্ধা আমাদিগের এই বাড়ীতে আবদ্ধা আছে তাহাকে আপনি জানেন তো?

প্রথম ব্যক্তি। খুব জানি। যাহার ঘরে সিঁদ কাটিয়া যাহার যথা সর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়া লইয়া আসিয়াছি ও যাহাকে সেই দিবস হইতে কয়েদ করিয়া এই স্থানে রাখিয়া দিয়াছি তাহাকে আর জানি না? ঐ পার্শ্বের ঘরে সে তো এখনও শুইয়া আছে।

দ্বিতীয় ব্যক্তি। তাহার ঘরে একটী লোহার সিন্ধুক আছে তাহা আপনার মনে আছে কি?

প্রথম ব্যক্তি। খুব মনে হয়, যাহা কিছু মূল্যবান দ্রব্য আমরা তাহার বাড়ী হইতে প্রাপ্ত হই, তাহার সমস্তই ঐ সিন্ধুকের ভিতর ছিল।

দ্বিতীয় ব্যক্তি। ঐ লোহার সিন্ধুকের চাবিও আমরা অপহরণ করিয়া আনিয়াছিলাম।

প্রথম ব্যক্তি। তাহাও আমার মনে আছে। লোহার সিন্ধুক

হইতে মূল্যবান দ্রব্য সকল বাহির করিয়া লইয়া পুনরায় ঐ সিন্দুক আমরা বন্ধ করিয়া দি ও চাবি লইয়া আসি।

দ্বিতীয় ব্যক্তি। আজ সন্ধ্যার পর আমি বেড়াইতে বেড়াইতে সেই স্থানে গমন করিয়াছিলাম ও দেখিয়াছিলাম ঐ ঘরে দরওয়াজার বাহির হইতে তালা বন্ধ আছে। যে সিঁদ কাটিয়া আমরা ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়াছিলাম সেই সিঁদ তখন পর্য্যন্ত বর্ত্তমান আছে। এই অবস্থা দেখিয়া আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতে পারিব বিবেচনা করিয়া সে স্থান হইতে চলিয়া আসি। যে সময় ঐ বাড়ীতে আমরা সিঁদ দিয়া চুরী করিয়াছিলাম, তাহার পূর্ব্ব হইতেই ঐ স্থানের অধিবাসিবর্গের অবস্থা আমরা উত্তমরূপে অবগত হইয়া ছিলাম। জানিতে পারিয়াছিলাম রাত্রি ১২টার পর ঐ পাড়ার ভিতর লোকের চিহ্ন মাত্রও দেখিতে পাওয়া যায় না। রাত্রি ১২টার পর ঐ স্থান হইতে একখানি গৃহ উঠাইয়া লইয়া গেলেও কেহ তাহা জানিতে পারে না। সেই সময় ঐ স্থানের অধিবাসিবর্গ ঘোর নিদ্রায় অভিভূত থাকে।

ঐ গৃহের অবস্থা দর্শন করিয়া আমি এই স্থানে আগমন করি ও আমাদিগের দলস্থিত অপর কয়েক ব্যক্তির সাহায্যে যে চারিপায়ার উপর ঐ মৃত দেহ রক্ষিত ছিল, সেই চারিপায়ার সহিত আমরা উহাকে লইয়া সেই স্থানে গমন করি। স্থানে স্থানে দুই একটী লোকের সহিত আমাদিগের সাক্ষাৎ হইয়াছিল বটে কিন্তু মৃত দেহ বহন করিয়া লইয়া যাইতেছি দেখিয়া কেহ আমাদিগকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিল না। ক্রমে আমরা সেই স্থানে গিয়া উপস্থিত হইলাম ও সিঁদের সন্নিকটে ঐ চারিপায়া সন্নিবেশিত করিয়া পরিশেষে ঐ মৃত দেহ লইয়া ঐ সিঁদ পথে আমরা সেই ঘরের ভিতর

প্রবেশ করিলাম। ঐ ঘরের মধ্যে যে লোহার সিন্দুক ছিল ও চুরি করিবার দিবস যাহার চাবি আমরা সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিলাম মৃত দেহ লইয়া যাইবার কালীন ঐ চাবি আমি সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়াছিলাম। মৃত দেহের সহিত ঐ ঘরের ভিতর প্রবিষ্ট হইয়া ঐ চাবির দ্বারা ঐ সিন্দুক খুলিলাম ও ঐ সিন্দুকের ভিতর ঐ মৃত দেহ আস্তে আস্তে সংস্থাপিত করিয়া ঐ সিন্দুকের চাবি বন্ধ করিলাম, ও চাবির সহিত পুনরায় ঐ সিঁদ পথে বহির্গত হইয়া ঐ চারিপায়ার সহিত সেই স্থান পরিত্যাগ করিলাম।

প্রথম ব্যক্তি। এরূপ ভাবে ঐ মৃত দেহ ঐ স্থানে রাখিয়া আসিবার উদ্দেশ্য কি?

দ্বিতীয় ব্যক্তি। বিনা উদ্দেশ্যে কি এই কার্য্য করিয়া আসিয়াছি? প্রথমতঃ এই সিঁদ চুরি মোকদ্দমার অনুসন্ধান নিশ্চয়ই পুলিশ করিয়াছে। পুলিশ নিশ্চয়ই এই ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া ঐ ঘরের অবস্থা উত্তম রূপে দর্শন করিয়া গিয়াছে। হয় তো লোহার সিন্দুক খুলিয়া লোহার সিন্দুকের ভিতর কি আছে না আছে তাহাও দেখিয়া লইয়াছে; এরূপ অবস্থায় দশ পাঁচ দিবসের মধ্যে কেহ যে ঐ সিন্দুক আর খুলিবে তাহা বোধ হয় না। দশ পাঁচ দিবস ঐ সিন্দুকের ভিতর ঐ মৃত দেহ থাকিলে ইহা পচিয়া প্রায় গলিয়া যাইবে। সেই অবস্থায় ঐ মৃত দেহ কেহ দেখিতে পাইলেও উহা যে কাহার মৃত দেহ তাহা জানিবার বা চিনিবার কোনরূপ উপায় থাকিবে না। মৃত দেহ সনাক্ত না হইলে আমাদিগের বিপদের আর কোন রূপ সম্ভাবনা থাকিবে না।

দ্বিতীয়তঃ তারামণির ঘরে সিঁদ হইয়া চুরি হইয়াছে। তারামণি আমাদিগের এই স্থানে আবদ্ধা আছে সুতরাং তাহার পর আর

কেহই তারামণিকে দেখিতে পায় নাই। ইহার পর যদি ঐ মৃত দেহ গলিত ভাবে সিন্ধুক হইতে বহির্গত হয় তাহা হইলে নিশ্চয়ই সকলকে ভাবিতে হইবে যে ঐ মৃত দেহ তারামণির, আর তারামণির গৃহে সিঁদ দিয়া তাহার যথা সর্ব্বস্ব অপহরণ, ও তাহাকে হত্যা করা অপরাধে যদি আমরা কেহ ধৃতই হই তাহা হইলে তারামণির অস্তিত্ব প্রমাণ করিতে পারিলে কোন বিচারকই আমাদিগকে কোনরূপ দণ্ড প্রদানে সমর্থ হইবেন না। মনে মনে এই অভিসন্ধি স্থির করিয়াই ঐ মৃত দেহটীকে তারামণির লোহার সিন্ধুকের ভিতর আমরা আবদ্ধা করিয়া রাখিয়া আসিয়াছি।

প্রথম ব্যক্তি। তোমরা যে অভিসন্ধি করিয়াছ, তাহা নিতান্ত মন্দ নহে কিন্তু আমাদিগকে এখন আর এই স্থানে থাকিবার প্রয়োজন কি? এই স্থান পরিত্যাগ করিয়া আপন আপন স্থানে প্রস্থান করিলে বোধ হয় এখন ভাল হয়; কারণ যে উদ্দেশ্যে আমরা এই ঘরটী লইয়াছিলাম, আমাদিগের সেই উদ্দেশ্য অনেক পরিমাণে সফলিত হইয়াছে। এখন বোধ হয় আমাদিগের এই স্থান পরিত্যাগ করাই মঙ্গল।

দ্বিতীয় ব্যক্তি। আমি আপনার এই প্রস্তাবে সম্মত নহি। কারণ সম্প্রতি যে দুইটী কার্য্য আমাদিগের দ্বারা সম্পন্ন হইয়াছে তাহার যে অনুসন্ধান পুলিশ কর্ত্তৃক হইতেছে না তাহা নহে। কোন্ কোন্ ব্যক্তি দ্বারা এই সকল কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে. পুলিশ নিশ্চয়ই তাহার অনুসন্ধান করিয়া ফিরিতেছে। এই রূপ অবস্থায় আমরা যদি হঠাৎ এই গৃহ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাই, তাহা হইলে পুলিশ নিশ্চয়ই আমাদের উপর সন্দেহ করিবে ও আমাদিগের নাম ধাম অবগত হইতে পারিলে আমরা যে ধৃত হইব না তাহাই বা বলি কি প্রকারে।

আমরা এই স্থান হইতে আপনাপন স্থানে গমন করিলে আমরা সকলেই পৃথক হইয়া পড়িব ও পৃথক পৃথক স্থানে প্রত্যেকে পৃথক পৃথক রূপে ধৃত হইলে প্রত্যেকে হয়ত পৃথক কথা বলিয়া প্রত্যেককে বিপদ গ্রস্থ করিয়া ফেলিবে। এদিকে যে কার্য্যের নিমিত্ত আমরা একত্রিত হইয়া এই গৃহ ভাড়া করিয়াছি, সেই কার্য্য আমরা এখনও এই স্থান হইতে বিস্তর সম্পন্ন করিতে পারিব; অথচ এই বাড়ী পরিত্যাগ করিলে এই রূপ সুবিধা জনক গৃহ যে আমরা সহজে প্রাপ্ত হইব তাহাও বোধ হয় না।

উহাদের মধ্যে এইরূপ ভাবে কথা বার্ত্তা হইবার পর আর যে কি কথা হইল তাহা আমি আর বুঝিতে পারিলাম না। ইহার পর হইতেই উহারা যেরূপ আস্তে আস্তে কথা কহিতে আরম্ভ করিল, তাহার এক কথার মর্ম্মও আমি বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না; কিন্তু যাহা আমি শুনিলাম তাহাতেই আমার অন্তরাত্মা শুকাইয়া গেল। অপরের মৃতদেহ আমার ঘরের মধ্যে, আমার লোহার সিন্ধুকের মধ্যে রাখিয়া আসিয়াছে জানিতে পারিয়া, আমার বুদ্ধি লোপ পাইল। একে আমার এই সর্ব্বনাশ হইয়াছে তাহার উপর আবার কি সর্ব্বনাশ আসিয়া উপস্থিত হইবে তাহা ভাবিয়াই আমি হতজ্ঞান হইয়া পড়িলাম। যাহা আমি শুনিলাম তাহা আমি কখন স্বপ্নেও ভাবি নাই। চোরে চুরি করে, হত্যাকারী হত্যা করে; কিন্তু এরূপ ভাবে এক স্থানের মৃত দেহ অপর স্থানে রাখিয়া আসিতে, বা যাহার ঘরে চুরি করে তাহাকে আবার অন্য স্থানে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে আমি ইতিপূর্ব্বে আর কখনও শ্রবণ করি নাই। আরও কিছু দিবস বাঁচিয়া থাকিলে যে দিন দিন আরও কতই কাণ্ড দেখিতে হইবে তাহার হিসাব নাই।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

তারামণির কথা শুনিয়া তখন আমরা বুঝিতে পারিলাম যে কেন আমরা মহাভ্রমে পতিত হইয়াছিলাম, তারামণিকে হত্যাকরা অপরাধে মসলিম্ প্রভৃতিকে বিচারার্থ প্রেরণ করিয়া কেনই বা আমরা বিশেষরূপে লাঞ্ছিত ও অবমানিত হইয়াছিলাম। তারামণির লোহার সিন্ধুকের ভিতর যে মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছিল, রাসায়ণিক পরীক্ষকের পরীক্ষায় ঐ মৃতদেহের অভ্যন্তর হইতে যে কেন বিষের চিহ্ন প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছিল তাহা এখন জানিতে পারিলাম। এখন জানিতে পারিলাম কবরস্থান হইতে মতিয়া বিবি নাম্নী স্ত্রীলোকের মৃতদেহের হঠাৎ অন্তর্ধানের রহস্য কি, এখন জানিতে পারিলাম সেই সময় বহু অনুসন্ধান করিয়াও আমরা কেন মতিয়া বিবির মৃতদেহের অনুসন্ধান করিয়া উঠিতে পারি নাই।

এই সমস্ত অবস্থা তারামণির নিকট হইতে অবগত হইয়া পুনরায় তাহাকে কহিলাম, "তারামণি তোমার কথা শুনিয়া আজ আমাদের চক্ষু ফুটিল। যে বিষয় আমরা কখনও স্বপ্নেও অনুমান করিতে পারি নাই, আজ দেখিতেছি দস্যুগণ, সেই সকল বিষয় হাঁসিতে হাঁসিতে সম্পন্ন করিয়া থাকে। যে সকল বিষয় মানব চক্ষুর অগোচর যে সকল বিষয় মানব হৃদয়ে সহজে স্থান পায় না, এখন দেখিতেছি সেই সকল বিষয় দস্যুগণের চক্ষুর সম্মুখে সতত বিদ্যমান থাকে ও উহা দস্যু হৃদয়ে সতত বিরাজ করে। দস্যুগণ ও মনুষ্য, কিন্তু জানি না কোনরূপ দৈব অনুগ্রহে

উহারা মনুষ্য জ্ঞানের অতিরিক্ত বুদ্ধি ও কৌশল অবগত হইয়া থাকি কি না? সে যাহা হউক তারামণির জন্য আমরা মসলিম্ ও তাহার কয়েক জন অনুচরকে ধৃত করিয়াছিলাম, সেই সময়ে উহারা একটী স্থান আমাদিগকে দেখাইয়া দিয়াছিল ও কহিয়াছিল যে উহারা সেই স্থানে বাস করিয়া থাকে। কিন্তু এখন তুমি যে বাড়ীর কথা বলিতেছ, যে বাড়ীতে উহাদিগকে বাস করিতে তুমি স্বচক্ষে দেখিয়াছ সেই বাড়ী, ও যে বাড়ী আমরা দেখিয়াছিলাম ইহা এক বাড়ী নহে। তুমি বলিতে পার ইহার ভিতরেও আর কোনরূপ রহস্য আছে কি না?”

তারামণি। আমার মনে হইতেছে, যে রাত্রিতে মতিয়া বিবি হত হয়, মসলিম্ তাহার সঙ্গিগণকে তাহার পর দিবসেই বলিয়াছিল, যদি কেহ কোনরূপে ধৃত হও তাহা হইলে আমাদিগের এই বাসস্থান কেহ পুলিশকে দেখাইয়া দিও না। কারণ পুলিশ যদি আমাদের এই বাসস্থান জানিতে পারে তাহা হইলে তারামণি বাহির হইয়া পড়িবে ও তারামণিকে প্রাপ্ত হইলে পুলিশ অনেক কথা তাহার নিকট হইতে জানিতে পারিবে। তাহা হইলে আমাদের বিপদের আর সীমা থাকিবে না। অথচ বাসস্থান দেখাইয়া না দিলে পুলিশ কোনরূপেই ছাড়িবে না। এরূপ অবস্থায় আমার বিবেচনায় অপর কোন স্থানে আর একটী ঘর স্থির করিয়া রাখ। পুলিশ যখন যাহাকে জিজ্ঞাসা করিবে তখন সে যেন ঐ ঘর পুলিশকে দেখাইয়া দেয়।

আমি। তারামণি, তোমার কথাই প্রকৃত বলিয়া বোধ হইতেছে। যখন আমরা উহাদিগকে ধরিয়াছিলাম তখন প্রকৃতই উহারা আমাদিগকে একটী ঘর দেখাইয়া দিয়াছিল, কিন্তু অনুসন্ধান

করিয়া আমাদের মনে প্রতীত জন্মিয়াছিল যে উহারা যে ঘর, আমাদিগকে দেখাইয়া দিতেছে সে ঘরে উহারা বাস্তবিকই বাস করে না। আচ্ছা তারামণি, তোমাকে আর একটী কথা জিজ্ঞাসা করি, বেশ মনে করিয়া দেখ, উহাদিগের নিকট হইতে মতিয়া বিবি সম্বন্ধে যদি কোন কথা শুনিয়া থাক? কারণ যে স্ত্রীলোকটীকে উহারা বিষ প্রয়োগে হত্যা করিয়াছিল, ও যাঁহাকে মসলিমের স্ত্রী মতিয়া বিবি পরিচয়ে কবর স্থলে লইয়া গিয়াছিল ও এখন জানতে পারিতেছি তোমার ঘরে তোমার লোহার সিন্ধুকের ভিতর যাহার মৃত দেহ উহারা লুকিয়া রাখিয়াছিল, সেই স্ত্রীলোকটী কে?

তারামণি। আমার যেন অল্প অল্প মনে হইতেছে, যে এক দিবস উহাদের মধ্যে এই রূপ কথা বার্ত্তা হইতেছিল—এক ব্যক্তি কহিল সহরে উহার সম্বন্ধে কোনরূপ উচ্চ-বাচ্য বা কোন রূপ কথাবার্ত্তা কিছু শুনিতে পাইতেছ?

অপর ব্যক্তি। না কিছুই তো শুনিতে পাইতেছি না। যাহার ত্রিকুলে কেহ নাই তাহার আর কে অনুসন্ধান করিবে?

প্রথম ব্যক্তি। ত্রিকুলে কেহ নাই একথা তুমি কিরূপে বলিতেছ। আমি শুনিয়াছি উহার একটী চাকর আছে দুইটা চাকরাণি আছে ও উপপতীর ন্যায় এক ব্যক্তির আশ্রয়ে সে বাস করিয়া থাকে; ইহা যদি প্রকৃত হয় তাহা হইলে উহাকে বেওয়ারিস্ বলিব কিরূপে?

দ্বিতীয় ব্যক্তি। তুমি যাহা বলিলে তাহা সত্য, কিন্তু সময়ে সময়ে ও একাকী বাহিরে গমন করিয়া থাকে ও এমন কি দশ পোনের দিবস পর্য্যন্ত কোন বাবুর বাগানে একাকী বাস করিয়া আমোদ আহ্লাদ করিতে পরাঙ্মুখ হয় না। এই জন্য উহার কেহ অনুসন্ধান করে না।

তারামণির নিকট হইতে মতিয়া বিবির কথা যাহা কিছু জানিতে পারিলাম তাহাতে বুঝিলাম যে ইহাতে আমাদিগের অনেকটা উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে। আরও জানিতে পারিলাম, মস্‌লিম্ মতিয়া বিবিকে তাহার বণিতা বলিয়া যে পরিচয় দিয়াছিল তাহা মিথ্যা, সে এক জনের বণিতা নহে, বার বণিতা। সে এক জনের আশ্রয়ে কখনও বাস করিত না—দশ জনের আশ্রয় অবলম্বন করিয়া জীবন ধারণ করিত। তাহার থাকিবার নির্দ্দিষ্ট স্থান থাকিলেও সময়ে সময়ে সে বাবুদিগের সহিত বাগানে গিয়া দিন যাপন করিত। এরূপ অবস্থায় মতিয়া বিবি যে কে, কোথায় তাহার বাস স্থান, তাহার চাকর চাকরাণী ও উপপতী প্রভৃতি কে কোথায় আছে তাহা এখন অনুসন্ধান করিয়া বাহির করিতে বিশেষরূপ কষ্ট হইলেও একেবারে দুঃসাধ্য হইবে না। আরও মনে করিলাম মতিয়া বিবির বন্ধু বান্ধব প্রভৃতিকে অনুসন্ধান করিয়া বাহির করিতে পারিলে আরও আনক নূতন কথা নিশ্চয়ই বাহির হইবে। তখন হয় ত মস্‌লিম্ ও তাহার অনুচরবর্গের পুনরায় অনুসন্ধানের বিশেষ প্রয়োজন হইয়া পড়িবে। তখন হয় ত উহাদিগের উপর মতিয়া বিবিকে হত্যা করার নিমিত্ত হত্যা মোকর্দ্দমার অবতারণা করিয়া পুনরায় ঐ মোকর্দ্দমার অনুসন্ধান ক্ষেত্রে আমাদিগকে বিচরণ করিতে হইবে। তারামণির মোকর্দ্দমায় উহাদিগকে কোনরূপ দণ্ড প্রদান করাইতে আমরা সমর্থ হয় নাই। কিন্তু জানি না, মতিয়া বিবির মোকর্দ্দমায় উহারা পুনরায় নিষ্কৃতি পাইবে কি না।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

তারামণিকে উহাদের সম্বন্ধে আরও অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিলাম কিন্তু আমাদিগের কার্য্যোপযোগী আর কোন বিশেষ কথা প্রাপ্ত হইলাম না।

আমাদিগের উপরিতন কর্ম্মচারীর আদেশ ছিল এই মোকর্দ্দমার পুনরায় অনুসন্ধান করা, মতিয়া বিবির মৃত্যু রহস্য উদ্ঘাটন করা, ও যাহাতে মস্‌লিম্‌ প্রভৃতির কৃত কর্ম্মের উপযুক্ত দণ্ড হয় তাহার সাধ্যমত চেষ্টা করা। সুতরাং তারামণির নিকট হইতে যে সকল বিষয় আমরা জানিতে পারিলাম তাহা কোনরূপে উপেক্ষা করিতে পারিলাম না। পুনরায় অনুসন্ধান ক্ষেত্রে উপনীত হইয়া এই কঠোর কার্য্য স্বহস্তে গ্রহণ করিলাম।

কলিকাতার মধ্যে যে যে স্থানে যেরূপ বারবণিতাদিগের বাস স্থান তাহা আমরা জানিতাম। যে সকল বারবণিতাগণ নৃত্য গীতে পটু ও বাবুদিগের বাগানে বাগানে অবস্থিতি করিয়া যাহারা আপনাপন জীবিকা নির্ব্বাহ ও অলঙ্কার ও অর্থের সংস্থান করিয়া থাকে তাহাদিগের অনেকেই আমাদিগের পরিচিত না থাকিলেও আমরা উহাদিগের অনেকেরই সন্ধান রাখিতাম।

এই বিষয়ের অনুসন্ধান করিবার প্রথম সোপান মতিয়া বিবির বাসস্থানের অনুসন্ধান; অর্থাৎ সে যে কোথায় থাকিত ও কাহার দ্বারা প্রতিপালিত হইত তাহার বিস্তারিত বিবরণ জানিবার নিমিত্ত আমরা প্রথমেই প্রবৃত্ত হইলাম। মতিয়া বিবি এই নাম শুনিয়া

আমাদিগের প্রথম হইতেই বিশ্বাস হইয়াছিল যে সে কোন মুসলমানী বেশ্যা। ঐ রূপ মুসলমান বেশ্যাগণের অধিকাংশই প্রায় ফৌজদারী বালাখানার সন্নিকটবর্ত্তী স্থানে বাস করিয়া থাকে। সুতরাং ঐ স্থানে আমরা গিয়া প্রথম অনুসন্ধান আরম্ভ করিলাম। মতিয়া বিবি নাম্নী কোন স্ত্রীলোক অথবা অপর নামধারিণী অপর কোন বিলাসিনী ঐ স্থান হইতে অন্তর্হিতা হইয়াছে কি না তাহা জানিবার জন্য বিশেষরূপ চেষ্টা করিলাম; কিন্তু ঐ স্থান হইতে কোন স্ত্রীলোকের অন্তর্হিতা হইবার কোনরূপ সন্ধানই প্রাপ্ত হইলাম না।

মৃত স্ত্রীলোকটীর নাম মতিয়া বিবি, ইহা দস্যুগণের মুখ হইতেই প্রকাশিত হইয়াছে ও উহাদিগের নিকট হইতে জানিতে পারা গিয়াছে যে মতিয়া বিবি জাতিতে মুসলমান। এদিকে মুসলমান বেশ্যাগণের মধ্য হইতে ওরূপ কোন স্ত্রীলোক অন্তর্হিতা হইয়াছে জানিতে না পারিয়া স্বভাবতই আমাদিগের মনে সন্দেহ হইল, যে দস্যুগণ যাহাকে হত্যা করিয়াছে তাহার নাম মতিয়া বিবি নহে ও সে জাতিতে মুসলমানও নহে। মস্‌লিম্ মিথ্যা কথা বলিয়া উহার মিথ্যা পরিচয় দিয়াছিল।

মনে মনে এইরূপ অনুমান করিয়া তখন হিন্দু বিলাসিনী-দিগের মধ্যে আমরা অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। যেরূপ প্রকৃতির স্ত্রীলোকের অনুসন্ধানে আমরা প্রবৃত্ত হইলাম তাহা-দিগের অধিকাংশই প্রায় সোনাগাছির ও তাহার নিকটবর্ত্তী স্থানে বাস করিয়া থাকে; সুতরাং ঐ স্থানে গিয়া আমাদিগকে অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইতে হইল। সোনাগাছির মধ্যে ঐরূপ প্রকৃতির অনেক স্ত্রীলোক বাস করিয়া থাকে। তাহাদিগের মধ্যে একটীকে আমি উত্তমরূপে জানিতাম, সেও আমাকে ভালরূপে

চিনিত। সম্ভ্রান্তশালী ব্যক্তিগণের বাগানে বাস করাই উহার প্রধান ব্যবসা। আমি সোনাগাছির মধ্যে প্রবেশ করিয়া সর্ব্ব প্রথম উহারই নিকট গমন করিলাম ও কিরূপ লোকের অনুসন্ধানের নিমিত্ত আমি সেই স্থানে গমন করিয়াছিলাম তাহার সমস্ত অবস্থা আমি তাহাকে কহিলাম। আমার কথা শুনিয়া সে পাঁচ সাতটী স্ত্রীলোকের নাম ও ঠিকানা আমাকে বলিয়া দিল ও কহিল ইহাদিগের মধ্যে বেলা নাম্নী স্ত্রীলোকটী অতিশয় মদ্যপায়ী। মদ্যপান না করিয়া সেএকটী দিবসও অতিবাহিত করিতে পারে না। কোন ধনশালী ব্যক্তি যদি তাহাকে বাগানে লইয়া যায় ও যদি নিয়মিতরূপে সে সেই স্থানে মদ্যপান করিতে পায় তাহা হইলে সময় সময় মাসাবধি পর্য্যন্ত সে সেইস্থানে পড়িয়া থাকে। সে আরও কহিল সে অনেক দিবস পর্য্যন্ত তাহাকে দেখে নাই ও বলিতে পারে না সে এখন কোথায় আছে। উহার নিকট হইতে এই অবস্থা অবগত হইবামাত্রই আমার উত্তমরূপ অনুমান হইল যে, মতিয়া বিবি বেলা ভিন্ন আর কেহই নহে। দস্যুগণ এই বেলাকেই এই স্থান হইতে লইয়া গিয়া তাহার সর্ব্বনাশ সাধন ও তাহার যথাসর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়া পরিশেষে তাহাকেই তারামণির লোহার সিন্ধুকের ভিতর আবদ্ধা করিয়া রাখিয়াছিল।

মনে মনে এরূপ ভাবিয়া বেলা যে বাড়ীতে বাস করিত সেই বাড়ীতে গিয়া উপনীত হইলাম ও জানিতে পারিলাম প্রকৃতই বেলা সেই সময় হইতে অন্তর্দ্ধান হইয়াছে। একটী অপরিচিত লোক যে বেলার ঘরে প্রায়ই সর্ব্বদা আসিত, সেই এক দিবস আসিয়া বেলাকে সঙ্গে করিয়া সেই স্থান হইতে লইয়া যায় কিন্তু এ পর্য্যন্ত বেলা আর প্রত্যাগমন করে নাই। বেলার একটী

চাকর ও একটী চাকরাণী এখন পর্য্যন্ত ঐ বাড়ীতে বেলার ঘরে, বেলার প্রত্যাগমনের প্রত্যাশায় বাস করিতেছে। বেলার একটী উপপতি আছে। সে কোন ভদ্রবংশসম্ভূত জনৈক ধনাঢ্য ব্যক্তির গৃহতাড়িত পুত্র। নানারূপ দুষ্কর্ম্মে রত ও মদ্যপানে অনুরক্ত হইয়া পিতার যথেষ্ট অর্থ নষ্ট করায়, তাহার পিতা তাহাকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছেন। পূর্ব্বে এই বেলার নিমিত্ত সে বিস্তর অর্থ নষ্ট করিয়াছিল ও অলঙ্কার ও অর্থে অনেক টাকা সে বেলাকে দিয়াছিল। কিন্তু যে পর্য্যন্ত তাহার পিতা তাহাকে তাহার বাড়ী হইতে বহির্গত করিয়া দিয়াছে সেই পর্য্যন্ত সেও কপর্দ্দক শূন্য হইয়া পড়িয়াছে; এখন বেলাকে কোনরূপে সাহায্য করা দূরে থাকুক বেলার দ্বারাই এখন তিনি প্রতিপালিত। তাহার আহারীয়, পরিধেও ও সুরাপান প্রভৃতির সমস্ত খরচই এখন বেলা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে।

আমি বেলার বাড়ীতে উপনীত হইবা মাত্রই ঐ বাবুটীর সহিত আমার প্রথম সাক্ষাৎ হইল। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া অবগত হইলাম যে, যে সময়ে তারামণির গৃহে সিঁদ দিয়া তাহার যথাসর্ব্বস্ব অপহৃত হইয়াছে প্রায় সেই সময় হইতে বেলাও তাহার ঘর পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। নাম ধাম অজ্ঞাত একটী লোক উহার কিছু দিবস পূর্ব্ব হইতে বেলার ঘরে গমনাগমন করিত। বেলা তাহারই সহিত ঐ স্থান পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু এ পর্য্যন্ত আর প্রত্যাগমন করে নাই। যাইবার সময় বেলা বলিয়া গিয়াছিল যে, কোন ধনাঢ্য ব্যক্তির বাগানে সে যাইতেছে। সেই স্থানে বোধ হয় তাহার দুই চারি দিবস বিলম্ব হইলেও হইতে পারে। সে অনেক দিবসের কথা, সেই

দুই চারি দিবসের পর আরও কত দুই চারি দিবস অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু বেলা এখন পর্য্যন্তও প্রত্যাগমন করে নাই। বেলার প্রত্যাগমন করিতে বিলম্ব দেখিয়া নানা স্থানে ও নানা বাগানে উহার অনুসন্ধান করা হইয়াছে কিন্তু এ পর্য্যন্ত কোন স্থানে বেলার সন্ধান পাওয়া যায় নাই। যে ব্যক্তি বেলাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়াছিল তাহাকেও সেই পর্য্যন্ত কেহ দেখিতে পায় নাই। উহার নিকট হইতে আরও অবগত হইলাম যে বেলার অনেকগুলি সুবর্ণ নির্ম্মিত অলঙ্কার আছে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে মদের নেশায় বিভোর করিয়া বেলার অঙ্গ হইতে অনেকগুলি সোণার অলঙ্কার কোন ব্যক্তি চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছিল। সেই সময় হইতে বেলা কিছু সতর্ক হয় তাহার সুবর্ণ নির্ম্মিত যে সকল অলঙ্কার আছে ঠিক সেইরূপ কতকগুলি পিতলের অলঙ্কার বেলা প্রস্তুত করাইয়া তাহাতে সোণার গিল্টী করাইয়া লয়। ঐ গহণাগুলি বেলা এরূপ ভাবে প্রস্তুত করাইয়া লইয়াছিল যে তাহা দেখিয়া পিতলের গহণা বলিয়া কেহ অনুমান করিতে পারিত না। সকলেই ভাবিত যে উহা বিশুদ্ধ সুবর্ণ নির্ম্মিত অলঙ্কার। বেলা যে সময় আপন গৃহে থাকিত কিম্বা যে সময় মদ্যাদি পান করিত না সেই সময় সে তাহার সুবর্ণ নির্ম্মিত অলঙ্কার গুলি পরিধান করিত, আর যখন সে মদ্যাদি পান করিয়া আমোদ প্রমোদে রত থাকিত, অথবা সে যখন কোন অপরিচিত স্থানে বা বাগানে গমন করিত তখন সে তাহার সেই কৃত্রিম অলঙ্কার গুলি ব্যবহার করিত। এবারও যখন সে সেই অপরিচিত ব্যক্তির সহিত গমন করিয়াছিল তখনও তাহার অঙ্গে দুই এক খানি সুবর্ণ অলঙ্কার ব্যতিত প্রায় সমস্তই পিতলের গহনা ছিল।

বেলা সম্বন্ধে ঐ সমস্ত বিষয় অবগত হইয়া যে প্রকোষ্ঠে বেলা বাস করিত তাহার ভিতর প্রবেশ করিলাম, দেখিলাম সোণাগাছী অঞ্চলে একটু ইজ্যৎদার বা অর্থশালী বেশ্যাগণ যেরূপ ধরণে বাস করিয়া থাকে ইহার বাসগৃহের অবস্থাও সেই রূপ। ঘরটী উত্তম রূপে সুসজ্জিভূত ও ঘরের অভ্যন্তরীণ দ্রব্যাদি যথাযথ স্থানে বিন্যস্ত। ঘরের এক প্রান্তে একটী লোহার সিন্ধুক আছে। ঐ সিন্ধুকটী দেখিয়া আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম বেলা তাহার মূল্যবান অলঙ্কার প্রভৃতি কি এই সিন্ধুকের ভিতর রাখিয়া থাকে? আমার প্রশ্নের উত্তরে জানিতে পারিলাম ঐ লোহার সিন্ধুক ব্যতিরেকে তাহার মূল্যবান দ্রব্য রাখিবার অপর কোন স্থান নাই। আরও জানিতে পারিলাম এবার যখন সে তাহার গৃহ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে তাহার পূর্ব্বে তাহার মূল্যবান অলঙ্কারাদি ঐ সিন্ধুকের ভিতর রাখিয়া দিয়াছিল। লোহার সিন্ধুকের চাবি ও সে কখনও তাহার সঙ্গে করিয়া লইয়া যায় না; ঐ ঘরের মধ্যস্থিত একটী বাক্সের মধ্যে সে উহা বন্ধ করিয়া রাখে, কেবল ঐ বাক্সের চাবিটী তাহার সঙ্গে থাকে মাত্র।

এই সমস্ত বিষয় অবগত হইয়া আমি বেশ বুঝিতে পারিলাম এই বেলাই সেই মতিয়া বিবি। বেলার বাগানে বেড়াইবার সাধ মস্‌লিমের গৃহেই শেষ হইয়া গিয়াছে। পূর্ব্বে তারামণির প্রমুখাৎ অবগত হইয়াছিলাম যে মতিয়া বিবি হত হইবার পর তাহার অঙ্গস্থিত সমস্ত অলঙ্কারই অপহৃত হইয়াছিল, কিন্তু এখন যত দূর অবগত হইলাম তাহাতে সম্যক রূপে বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না যে, বেলার অঙ্গস্থিত যে সকল অলঙ্কার অপহৃত হইয়াছে তাহা মূল্যবান সোণার অলঙ্কার কি পিতলের গহনা।

আমার মনের এই সন্দেহ মিটাইতে আর অধিক বিলম্ব করিলাম না, যে বাক্সের মধ্যে বেলার লোহার সিন্দুকের চাবি থাকিত সেই বাক্স খুলিবার নিমিত্ত প্রথমতঃ চেষ্টা করিলাম কিন্তু খুলিতে না পারিয়া উহা ভাঙ্গিয়া ফেলিলাম; ও ঐ বাক্সের ভিতর অনুসন্ধান করিতে করিতে দেখিতে পাইলাম যে উহার মধ্যে এক স্থানে সিন্দুকের চাবি লুক্কায়িত অবস্থায় রক্ষিত আছে। ঐ বাক্স হইতে সেই চাবি বাহির করিয়া সেই বাড়ীর সমস্ত লোকের সম্মুখে ঐ লোহার সিন্দুক খুলিলাম। দেখিলাম বেলার যতগুলি স্বর্ণ নির্ম্মিত অলঙ্কার ছিল তাহার সমস্তই ঐ সিন্দুকের ভিতর রক্ষিত আছে, সামান্য সামান্য দুই এক খানি স্বর্ণ অলঙ্কার যাহা সে সদা সর্ব্বদা ব্যবহার করিত কেবল তাহাই দেখিতে পাইলাম না। ঐ ঘরের মধ্যে উত্তমরূপে অনুসন্ধান করিয়াও তাহার যে সকল পিতলের গহনা ছিল তাহার এক খানিও প্রাপ্ত হইলাম না। বুঝিলাম মস্‌লিম ও তাহার দলস্থিত ব্যক্তিবর্গ বিষম ভ্রমে পতিত হইয়া বেলার সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছে, যে উদ্দেশ্যে তাহারা উহাকে হত্যা করিয়াছে তাহাদিগের সে উদ্দেশ্য সফল হয় নাই।

যে সময় ভারামণীর লোহার সিন্দুকের ভিতর স্ত্রীলোকের মৃত দেহ প্রাপ্ত হওয়া যায় সেই সময় উহার অবস্থা এরূপ ছিল না যে আমরা তাহার প্রতিমূর্ত্তি কোনরূপে উঠাইয়া লই; সুতরাং ঐ মৃতদেহ, যে বেলার তাহা আমরা বেশ বুঝিতে পারিলেও আইন অনুযায়ী কিন্তু আমরা সে কথা বলিতে পারি না। ঐ মৃত দেহ যে কাহার তাহা যখন সনাক্ত হইবার এখন কোন উপায় নাই তখন মস্‌লিম প্রভৃতি যে বেলাকে হত্যা করিয়াছে একথা আইন অনুসারে কিরূপে বলিতে সমর্থ হই ও কি রূপেই বা বেলাকে হত্যা করার নিমিত্ত

মস্‌লিম প্রভৃতির নামে হত্যা মোকর্দ্দমার অবতারণা করি। তাহা বলিয়াই যে এ মোকর্দ্দমার অনুসন্ধান একেবারে পরিত্যাগ করিতে হইবে তাহাই বা বলি কি প্রকারে। ঐ মৃত দেহ বেলার মৃত দেহ বলিয়া সনাক্ত না হইলেও এখনও একটু সামান্য পথ আছে। বেলার অঙ্গে সুবর্ণ বা পিত্তল নির্ম্মিত যে সকল অলঙ্কার ছিল তাহার কোন অলঙ্কার যদি মস্‌লিম বা তাহার দলস্থিত অপর কোন ব্যক্তির নিকট হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহা হইলেও এই মোকর্দ্দমার অনুসন্ধানের পথে আমরা অনেক দূর অগ্রগামী হইতে পারিব।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

দস্যুগণ যে বাড়ীতে তারামণীকে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল, প্রথমতঃ তারামণীর সাহায্যে সেই বাড়ীটী কোথায় তাহার অনুসন্ধান করিতে আরম্ভ করিলাম। পূর্ব্বে যখন তারামণীকে উহারা তারামণীর বাড়ী হইতে আনয়ন করিয়াছিল তখন তাহারা গাড়ীর ভিতর তারামণীকে বন্ধ করিয়া আনিয়াছিল ও পরিশেষে যখন তাহারা তারামণীকে লইয়া বিচার গৃহে উপনীত হয় তখনও তারামণীকে গাড়ীর ভিতর বন্ধ করিয়া লইয়া গিয়াছিল; অথচ যে পর্য্যন্ত তারামণী সেই গৃহে বাস করিয়াছিল তাহার মধ্যে ক্ষণ কালের নিমিত্ত সে ঐ বাড়ীর বাহিরে যাইতে পারে নাই। সুতরাং ঐ বাড়ীটী যে কোন স্থানে স্থাপিত তাহা তারামণী জানিত না, সুতরাং অনুসন্ধান করিয়া ঐ বাড়ী বাহির করা নিতান্ত সহজ হইল না। ঐ বাড়ীর দরওয়াজার সম্মুখে যে রাস্তা আছে তাহাতে গাড়ী যাইতে পারে, এ কথা তারামণী আমাদিগকে বলিয়াছিল।

তারামণীকে সঙ্গে লইয়া সহর, সহরতলি ও তাহার নিকটবর্ত্তী স্থান সকলের মধ্যে যে যে রাস্তায় গাড়ী যাইতে পারে সেই সেই রাস্তায় গমন করিয়া ঐ বাড়ীর অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম।

অনবরত দুই তিন দিবস ঘুরিয়া ঘুরিয়া পরিশেষে তারামণী একটী বাড়ী দেখাইয়া দিয়া কহিল, যে বাড়ীতে তাহাকে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল তাহা ঐ বাড়ীর ন্যায় কিন্তু ভিতরে গিয়া দেখিতে না পারিলে ঠিক সে বলিতে পারে না ঐ বাড়ী কি না। ঐ বাড়ীর সদর দরওজায় একটী তালা লাগান ছিল সুতরাং অনুমান হইল যে ঐ বাড়ী এখন শূন্য অবস্থায় আছে। অনুসন্ধানে জানিতে পারিলাম ঐ বাড়ীর কিয়দ্দূরে এক খানি মুদিখানার দোকান আছে, সেই মুদির নিকট ঐ বাড়ীর চাবি থাকে। মুদির নিকট গমন করিয়া জানিতে পারিলাম ঐ বাড়ী খানি কলিকাতা সহরের জনৈক প্রসিদ্ধ ধনাঢ্য ব্যক্তির। সহর হইতে অনেক দূরে ঐ বাড়ী খানি স্থাপিত আছে বলিয়া উহাতে প্রায়ই স্থায়ী ভাড়া হয় না; সময় সময় আবশ্যক অনুযায়ী কোন ব্যক্তির কিছু দিবসের জন্য উহার প্রয়োজন হইলে ঐ বাড়ীর ভাড়া হয়, নতুবা ঐ বাড়ী প্রায়ই খালি থাকে। ঐ মুদির নিকট হইতে আরও জানিতে পারিলাম যে গত ছয় মাস হইতে কয়েকটী লোক ঐ বাড়ীতে বাস করিতেছিল। সম্প্রতি তাহারা ঐ বাড়ী পরিত্যাগ করিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহারা যে কে, কোথায় তাহাদিগের বাসস্থান ও কি কার্য্য করিত তাহার কিছুই সে বলিতে পারিল না। ঐ মুদির নিকট হইতে চাবি লইয়া ঐ বাড়ীটী খুলিলাম। বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিবা মাত্র তারামণী কহিল ঐ বাড়ীতেই সে এত দিবস বাস করিয়া গিয়াছে ও মসলিম প্রভৃতি সকলে ঐ বাড়ীতে বাস করিত। ঐ বাড়ীতে মতিয়া বিবি

হত হয় ও ঐ বাড়ী হইতেই তাহার মৃত দেহ স্থানান্তরিত হয়। যে ঘরে তারামনী বাস করিত সে ঘর আমাদিগকে দেখাইয়া দিল, যে ঘরে মতিয়া বিবি হত হইয়াছিল, যে ঘরে মসলিম প্রভৃতি সকলে বাস করিত, মতিয়া বিবির মৃত্যুর পর যে ঘরে তাহার মৃত দেহ রাখিয়া দিয়াছিল তাহা সমস্তই আমরা দেখিয়া লইলাম। ঘরের অবস্থা দেখিয়া বেশ বুঝিতে পারিলাম যে তারামনী আমাদিগকে যাহা যাহা বলিয়াছিল, তাহার একটী কথাও মিথ্যা নহে।

ঐ বাড়ীর ভিতর আমরা উত্তম রূপে অনুসন্ধান করিলাম, কিন্তু আমাদিগের আবশ্যক উপযোগী কোন দ্রব্য উহার মধ্যে প্রাপ্ত হইলাম না। সমস্ত ঘর গুলি বিশেষ পরিষ্কার অবস্থায় রক্ষিত ছিল, কোন দ্রব্যাদি উহার মধ্যে ছিল না। ঐ বাড়ীর দ্বিতলের উপর কিছু মাত্র প্রাপ্ত না হইয়া নিম্নতলে আসিলাম। সমস্ত ঘর পরিষ্কার করিয়া সমস্ত ঘরের আবর্জ্জনা যে স্থানে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, সেই স্থানটী উত্তমরূপে দেখিলাম। দেখিলাম উহার মধ্যে নিতান্ত ছিন্ন অবস্থায় দুই এক খান পত্র পড়িয়া আছে; ঐ ছিন্ন পত্রগুলি বিশেষ সতর্কতার সহিত সংগ্রহ করিলাম, দেখিলাম, উহা নাগরি ভাষায় লিখিত। পত্র ডাকে আসিয়াছে বলিয়া অনুমান হইল। আমাদিগের মধ্যে যে সকল কর্ম্মচারী ছিলেন তাহাদিগের মধ্যে একজন কিছু নাগরি জানিতেন, ঐ ছিন্ন পত্রগুলি তাহাকেই প্রদান করিলাম, উহাতে যে কি লেখা আছে তাহা জানিতে তাহার প্রায় সমস্ত দিবস অতিবাহিত হইয়া গেল। ঐ পত্র হইতে অবগত হইলাম, ঐ পত্রগুলি বাইবেরেলী জেলার অন্তর্গত কোন এক খানি পল্লি হইতে মহম্মদ আলি নামক এক ব্যক্তি তাহার

পুত্র ওসমান আলিকে লিখিতেছে—ঐ পত্রের সার মর্ম্ম এইরূপ;— অনেক দিবস ওসমান আলি কলিকাতা হইতে তাহার দেশে যায় নাই, তাহার পরিবারবর্গ তাহার নিমিত্ত অতিশয় ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে, যাহাতে ওসমান অভাব পক্ষে দুই চারি দিবসের নিমিত্তও বাড়ীতে যাইয়া তাহার পরিবারবর্গের সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিয়া আসিতে পারে এই নিমিত্ত ওসমান এই পত্র লিখিতেছে। আরও লিখিয়াছে ওসমান আলি ডাকে যে সকল দ্রব্য পাঠাইয়া দিয়াছিল তাহার সমস্তই মহম্মদ আলি প্রাপ্ত হইয়াছে।

ঐ নাগরি পত্র হইতে যাহা কিছু অবগত হইতে পারিলাম তাহাতে বুঝিতে পারিলাম ঐ বাড়ীতে যাহারা বাস করিত তাহাদিগের মধ্যে ওসমান আলি নামক এক ব্যক্তি ছিল ও তাহার বাসস্থান রায়বেরেলী।

মস্‌লিম্ ও তাহার অনুচরবর্গ এখানে যে যে স্থানে বাস করে বলিয়া আমাদিগকে দেখাইয়া দিয়াছিল পুনরায় আমরা সেই সকল স্থানে উহাদিগের অনুসন্ধান করিলাম ও সহর ও সহরতলীর মধ্যে তন্ন তন্ন করিয়া উহাদিগের অনুসন্ধান করিতে ক্রটী করিলাম না, কিন্তু কোন স্থানেই উহাদিগের কিছুমাত্র সন্ধান প্রাপ্ত হইলাম না। তখন একবার রায়বেরেলী গমন করিয়া ওসমান আলির অনুসন্ধান করিতে প্রস্তুত হইলাম।

উহাদিগের দলস্থিত প্রায় সমস্ত ব্যক্তিকেই আমি চিনিতাম, সুতরাং উহাদিগকে দেখাইয়া দিবার নিমিত্ত অপর কোন ব্যক্তি বা তারামণীকে সঙ্গে লওয়ার কোন রূপ প্রয়োজন হইল না। আমি কেবলমাত্র একটী কনেষ্টবল সঙ্গে লইয়া রায়বেরেলী

অভিমুখে গমন করিলাম। যে গ্রামে ওসমান আলির বাসস্থান সেই গ্রামে না গিয়া মহম্মদ আলির অনুসন্ধান করায় জানিতে পারিলাম যে সেই গ্রামে মহম্মদ আলি নামক এক ব্যক্তি আছে, তাহার একটী পুত্রও আছে; উহার নাম ওসমান আলি। আজ কয়েক দিবস ওসমান আলি কলিকাতা হইতে বাড়ী আসিয়াছে।

এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া সেই স্থানের স্থানীয় পুলিশের জনৈক কর্ম্মচারীকে সঙ্গে লইয়া সেই গ্রামে গিয়া উপস্থিত হইলাম ও ওসমান আলিকেও প্রাপ্ত হইলাম। উহাকে দেখিবা মাত্রই চিনিতে পারিলাম। সেও আমাকে উত্তমরূপে চিনিল। ঐ ব্যক্তি আমাদিগের সেই সর্ব্বজন পরিচিত মস্‌লিম্ ভিন্ন আর কেহই নহে। মস্‌লিমের ঘরের খানা তল্লাসি করিয়া কতকগুলি অর্থ প্রাপ্ত হইলাম, ও কতকগুলি অলঙ্কারও পাইলাম। ঐ সকল অলঙ্কারের মধ্যে কতকগুলি তারামণীর ঘর হইতে অপহৃত অলঙ্কার বলিয়া পরিশেষে তারামণী সনাক্ত করিয়াছিল। আর যে সকল গিল্‌টীর গহনা পাওয়া গিয়াছিল তাহার অধিকাংশই বেলার গহনা বলিয়া পরিশেষে সাব্যস্ত হইয়াছিল।

মস্‌লিমকে ধৃত করিবার পর তাহার নিকট হইতে তাহার অনুসঙ্গিগণের ঠিকানা জানিয়া লইবার নিমিত্ত বিশেষরূপে চেষ্টা করা হইয়াছিল, কিন্তু কিছুতেই তাহার নিকট হইতে কোন কথা বাহির করিতে পারি নাই। এমন কি মস্‌লিমের সঙ্গে তাহার যে সকল পারিষদ, তারামণীকে হত্যা করা অপরাধে ধৃত হয়, এখন সে তাহাদিগের পর্য্যন্ত নাম বলিল না, কহিল তাহারা কে জানি না, তাহাদিগকে চিনি না, বা তাহাদিগের সহিত একত্র কখন সে বাস করে নাই। তাহার কথা শুনিয়া তাহাকে লইয়া

যখন আমরা নিতান্ত পিড়াপিড়ি করিতে লাগিলাম তখন সে মুক্তকণ্ঠে কহিল সে কোন কথার উত্তর প্রদান করিবে না, তাহাকে মারিয়া ফেলিলে বা তাহাকে টুকরা টুকরা করিয়া কাটিয়া ফেলিলেও সকলে দেখিবে যে তাহার একই কথা, সে কিছুতেই কোন কথার উত্তর প্রদান করিবে না। যাহা হউক মস্‌লিম্‌কে সেই স্থান হইতে কলিকাতায় আনিলাম।

অপরাপর যে সকল কর্ম্মচারী এই মকর্দ্দমার অনুসন্ধানে নিযুক্ত ছিলেন তাহারাও মস্‌লিম্‌কে লইয়া নানারূপ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কেহ বা তাহাকে নানারূপ ভয় প্রদর্শন করিতে লাগিলেন, কেহ বা তাহাকে মিষ্ট কথায় ভুলাইয়া তাহার অন্তরের কথা বাহির করিয়া লইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন কিন্তু কেহই কোনরূপে কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। মস্‌লিমের অনুচরগণ যখন প্রথম ধৃত হয় সেই সময় আমরা তাহাদিগের দেশ প্রভৃতির বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়া ছিলাম, ও তাহার উত্তরে তাহারা যাহা বলিয়াছিল তাহা লিখিয়াও লইয়াছিলাম, সেই সকল স্থানে লোক পাঠাইয়া অনুসন্ধান করা হইল, কিন্তু সেই নামের কোন ব্যক্তি বা সেরূপ কোন স্থান পাওয়া গেল না।

মস্‌লিমের ঘরে যে সকল অলঙ্কার পাওয়া গিয়াছিল কেবল ঐ সকল অলঙ্কার লইয়াই উহার উপর দুইটী মকর্দ্দমা পুনরায় রুজু হইল। একটী তারামণীর গৃহে সিঁদ দিয়া তাহার যথা সর্ব্বস্ব অপহরণ করায়, অপরটী বেলা নাম্নী স্ত্রীলোকের অঙ্গে যে সকল অলঙ্কার ছিল, ও যে সকল অলঙ্কারের সহিত তাহাকে পাওয়া যাইতেছে না, সেই সকল অলঙ্কার অপহরণ করায়।

বেলা যে হত হইয়াছে তাহার মৃতদেহ তারামণীর লোহার

সিন্দুকের ভিতর পাওয়া গিয়াছে; ইহা অকাট্য সত্য হইলেও ইংরাজ আইনের গুণে যে কথা প্রমাণিত করিতে পারিলাম না। বেলাকে হত্যা করার প্রধান প্রমাণ তারামণী, কিন্তু সে বলিতে পারে না যে স্ত্রীলোকটীকে তাহার সম্মুখে হত্যা করা হইয়াছে তাহার নাম বেলা। যে মৃতদেহ লোহার সিন্দুকের মধ্যে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে উহা যে বেলার মৃতদেহ তাহা প্রমাণ করিবার ক্ষমতাও আমাদিগের নাই কারণ সেই সময় ঐ মৃতদেহ সনাক্ত হয় নাই বা উহার ফটোগ্রাফ প্রভৃতি কিছুই সেই সময় লওয়া হয় নাই, কারণ মৃতদেহ যখন পাওয়া যায় সেই সময় উহা নিতান্ত গলিত অবস্থায় ছিল; ফটোগ্রাফ লইবার কোনরূপ উপায় ছিল না। সুতরাং মস্‌লিম্ ওরফে ওসমান আলির উপর খুনি মকর্দ্দমা কোন রূপেই রুজু হইত পারিল না।

উভয় মোকর্দ্দমাই কিন্তু আমরা পরিশেষে বিচারার্থ প্রেরণ করিলাম। মেজিষ্ট্রেট সাহেব সমস্ত প্রমাণাদি গ্রহণ করিয়া তিনিও এই মোকর্দ্দমার প্রকৃত অবস্থা উত্তমরূপে বুঝিতে পারিলেন কিন্তু তিনি নিজে উহাদিগকে কোনরূপ দণ্ডে দণ্ডিত না করিয়া উপযুক্ত দণ্ডে দণ্ডিত হইবার নিমিত্ত তিনি উহাদিগকে দায়রায় সোপরদ্দ করিলেন।

দায়রার বিচারে সর্ব্বপ্রথম এক মহাতর্ক উত্থিত হইল। একবার যখন তারামণীকে হত্যাকরা অপরাধে ও তাহার অলঙ্কারপত্র অপহরণ করা অপরাধে মস্‌লিমের বিচার হইয়া সে অব্যাহতি পাইয়াছে তাহার উপর তখন এই মোকর্দ্দমা পুনরায় চলিতে পারে না। এই তর্কের মিমাংসা পরিশেষে হাইকোর্ট হইতে হইয়া মস্‌লিমের পুনরায় বিচার হয়, ও বিচারে তারামণীর

অলঙ্কার অপহরণের নিমিত্ত তাহার কঠিন পরিশ্রমের সহিত পাঁচ, বৎসর কারাদণ্ড হয়। খেলার মোকর্দ্দমা বেলায় অবর্ত্তমানে প্রমাণিত হয় না সুতরাং ঐ মোকর্দ্দমায় তাহাকে কোনরূপে দণ্ড গ্রহণ করিতে হয় না। *

---

* আষাঢ় মাসের সংখ্যা,

মণিপুরের

"সেনাপতি।"

(প্রথম অংশ।)

(অর্থাৎ টিকেন্দ্রজিৎ সিংহের জন্ম হইতে ১৩ই আগষ্ট ফাঁসী হওয়ার, দিবস পর্য্যন্ত যাবতীয় ঘটনার আশ্চর্য্য রহস্য!)

যন্ত্রস্থ।

DETECTIVE STORIES No. 135. দারোগার দপ্তর ১৩৫ সংখ্যা।

মণিপুরের

সেনাপতি।

(প্রথম অংশ।)

(অর্থাৎ টিকেন্দ্রজিৎ সিংহের জন্ম হইতে ১৩ আগষ্ট ফাঁসী হওয়ার দিবস পর্য্যন্ত যাবতীয় ঘটনার আশ্চর্য্য রহস্য !)

শ্রীপ্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত।

১৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, বৈঠকখানা,
"দারোগার দপ্তর" কার্য্যালয় হইতে
শ্রীউপেন্দ্রভূষণ চৌধুরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

দ্বাদশ বর্ষ।] [আষাঢ়।

PRINTED BY B. H. PAUL at the

HINDU DHARMA PRESS.

70 Aheereetola Street, Calcutta.

ভূমিকা।

—:-০-:—

১৮৯১ সালের ২৩ শে মার্চ্চের পূর্ব্বে টিকেন্দ্রজিতের নাম কেহ শুনিয়াছিলেন কি না সন্দেহ। আসামের চিফ-কমিসনর যদি টিকেন্দ্রজিৎকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য সসৈন্যে যাত্রা না করিতেন এবং সেই অভিযানে যদি চিফ-কমিসনর হত না হইতেন, তাহা হইলে অদ্যাপি তাহার নাম কাহারও শ্রুতিগোচর হইবার সম্ভাবনা ছিল না।

অনেক বন্ধুর অনুরোধে টিকেন্দ্রজিতের জীবনী লিখিত হইল। টিকেন্দ্রজিৎ যে বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, ক্ষত্রিয়কুল-ধুরন্ধর অর্জ্জুনাত্মজ বভ্রুবাহন সেই বংশের আদিপুরুষ। অতি প্রাচীন-কাল হইতেই এই বংশধরগণ মণিপুরে রাজত্ব করিতেছেন; ফলতঃ মণিপুরের বিস্তৃত বিবরণী এগ্রন্থে সম্যক্‌রূপে বিবৃত না থাকিলেও, যে সময় হইতে ইংরাজরাজের সহিত মণিপুর রাজন্যবর্গের বন্ধুত্ব-ভাব চলিয়া আসিতেছিল, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণী প্রদত্ত হইয়াছে। মণিপুরের বিবরণী বাঙ্গালা-সাহিত্যানু-রাগীদিগের নিকট নিতান্ত নূতন বলিয়া আদৃত হইবার সম্ভাবনা।

টিকেন্দ্রজিৎ ক্ষত্রিয় সন্তান হইয়া ঊনবিংশতি শতাব্দীতে যে সকল বীরোচিত কার্য্যের পরিচয় দিয়াছেন, তাঁহার জীবনের সমালোচনায় তাহা সম্যক উপলব্ধি হয়। অধিকন্তু প্রাচীন কিম্বদন্তীতে ক্ষত্রিয়শোণিতের যেরূপ তেজ শুনা যায়, টিকেন্দ্র-

জিতের শৈশব হইতে ১৮৯১ সালের ২৪ মার্চ্চ পর্য্যন্ত কার্য্যকলাপ পর্য্যবেক্ষণ করিলে ইহাঁকে প্রকৃত ক্ষত্রিয় সন্তান বলিয়াই স্বীকার করিতে হয়। শুদ্ধ হিন্দুসন্তান কেন, বিলাতের অনেক খ্যাতনামা মহাপুরুষেরাও টিকেন্দ্রজিতের বীরত্বের কাহিনী শ্রবণ করিয়া ইহাঁর প্রশংসা করিয়াছেন। কিন্তু হায়! টিকেন্দ্রের জীবনের বীরোচিত কার্য্যই তাঁহার কাল হইল। টিকেন্দ্রের সৎসাহসিকতা, ধর্ম্মনিষ্ঠা প্রভৃতিই তাঁহার এই শোচনীয় পরিণামফল ভোগ করিবার প্রধান অস্ত্র হইল।

টিকেন্দ্রের জীবনীতে শিখিবার বিষয় অনেক আছে। টিকেন্দ্রের গুরুভক্তি, পরদুঃখকাতরতা এবং ধর্ম্মনিষ্ঠা মনুষ্য মাত্রেরই অনুকরণীয়। এতদ্ভিন্ন টিকেন্দ্রের জীবনী পাঠ করিয়া সকলকেই অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে হইবে; কেন করিতে হইবে, তাহা আমরা এস্থলে বলিব না। পাঠক, পুস্তকখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিলেই তাহা সম্যক উপলব্ধি করিতে পারিবেন। অধিক বলা বাহুল্য মাত্র।

গ্রন্থকার।

গ্রন্থোল্লিখিত ব্যক্তিগণের

নামের সূচীপত্র।

নাম		পরিচয়
গম্ভীর সিংহ	... ...	মণিপুরের মহারাজা।
নর সিংহ	... ...	গম্ভীর সিংহের ভ্রাতা ও সেনাপতি এবং মণিপুরের রাজা।
চন্দ্রকীর্ত্তি সিংহ	... ...	গম্ভীর সিংহের পুত্র এবং মণিপুরের মহারাজা।
দেবেন্দ্র সিংহ	...	নরসিংহের ভ্রাতা এবং মণিপুরের মহারাজা।
নবীন সিংহ	... ...	দেবেন্দ্র সিংহের অনুচর।
সেতু সিংহ	... ...	চন্দ্রকীর্ত্তির সেনাপতি।
ভুবন সিংহ	... ...	চন্দ্রকীর্ত্তির মন্ত্রী।
সুরাচন্দ্র সিংহ	... ...	চন্দ্রকীর্ত্তি সিংহের প্রথম পুত্র।
কেশরজিৎ সিংহ বা সামুহানজামা	...	ঐ পঞ্চম পুত্র।
ভৈরবজিৎ সিংহ বা পাকা সেনা বা মগলহানজামা	...	ঐ ষষ্ঠ পুত্র।
পদ্মলোচন সিংহ বা গোপাল সেনা বা কুলাচন্দ্র সিংহ	...	ঐ দ্বিতীয় পুত্র।
গান্ধার সিংহ	... ...	ঐ নবম পুত্র।
টীকেন্দ্রজিৎ সিংহ বা কৈরেং বা সেনাপতি	...	ঐ ৪র্থ পুত্র।
ঝীনক্কতি সিংহ	... ...	ঐ তৃতীয় পুত্র।
ভুবন সিংহ বা অঙ্গো সেনা বা দোলারিহানজামা	...	ঐ সপ্তম পুত্র।

জিলা সিংহ … …	চন্দ্রকীর্ত্তি সিংহের দশম পুত্র।
বাদাম সিংহ … …	চন্দ্রকীর্ত্তির অশ্বাধ্যক্ষ।
এনকাইবা চাওবা … …	অস্ত্রশিক্ষক।
ধনেশ্বর সিংহ …	মণিপুরি ও বাঙ্গালা-ভাষা-শিক্ষক।
বড় চাওবা সিংহ … …	নরসিংহের পুত্র।
মেকজিন সিংহ … …	ঐ
বঙ্কোরাপো … …	মন্ত্রী ভুবনসিংহের পুত্র।
লাইরেন জা … …	বঙ্কোরাপোর পুত্র।
মাইপা … …	ঐ
তমহু … …	কুকি সর্দ্দার।
যোগেন্দ্র সিংহ … …	রাজবংশীয় এক ব্যক্তি।
ওঁকাইবাপুচা … …	মণিপুরি প্রজা।
গ্রিমউড … …	মণিপুরের পলিটিকেল এজেণ্ট।
মণিলাল দে … …	পাকা সেনার কর্ম্মচারি।
সামু সিংহ থানা রাজা … …	কর্ণেল।
জাম্বুবান সিংহ … …	মেজর।
থঙ্গেল … …	জেনারেল।
আয়াপুরেল … …	মন্ত্রী।
মেলভাইল …	আসাম টেলিগ্রাফ ডিপার্টমেণ্টের কর্ম্মচারি।
স্কেন … …	কর্ণেল।
বুচার … …	কাপ্তেন।
চেটারটন … …	লেপ্টেনাণ্ট।
ব্রাকেন্‌বারি … …	ঐ

মণিপুরের

সেনাপতি।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

গম্ভীরসিংহের রাজত্ব।

মহারাণীর রাজত্বের প্রারম্ভেই হিন্দুরাজত্ব মণিপুরের সিংহাসনে মহারাজ গম্ভীরসিংহ নামীয় একজন নরপতি স্থাপিত ছিলেন। ইংরাজের কার্য্যের নিমিত্তই ইহাঁর মন একেবারে উৎসর্গীকৃত ছিল। কোন বিষয়ে আপনার অনিষ্ট হইলেও, সেই অনিষ্টের দিকে মুহূর্ত্তের নিমিত্ত দৃকপাত না করিয়া, ইংরাজ-গবর্ণমেণ্টকে বিশেষরূপে উপকৃত করিতে সতত যত্নবান থাকিতেন। ইংরাজ-গবর্ণমেণ্টও ইহাঁর উপর অতিশয় সদয় ছিলেন। কোনরূপে ইহাঁর বিপদ উপস্থিত হইলে, অর্থ-বলে, সৈন্য-বলে বা যে কোন উপায়েই হউক, তাঁহাকে সেই বিপদ হইতে উদ্ধার করিতেন। বন্ধুর সহিত যেরূপে বন্ধুত্বরক্ষা করিতে হয়, কোন পক্ষেরই সেই

বিষয়ে কোনরূপ ত্রুটি হইত না। মণিপুরের রাজবংশীয়দিগের মধ্যে ইনিই ইংরাজ-গবর্ণমেণ্টের সহিত ১৮৩৩ সালে প্রথম সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হয়েন।

রাজা নরসিংহ মহারাজা গম্ভীরসিংহের ভ্রাতা। ইনি একজন অতিশয় বলশালী ও সাহসী পুরুষ ছিলেন। মহারাজা ইঁহার সাহস ও রণ-পাণ্ডিত্যে অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া ইঁহাকে সেনা-

* (A Translation of the conditions entered into by Rajah Gumbheer Sing of Munipore, on the British Government agreeing to annex to Munipore the two ranges of Hills situated between the eastern and western bends of the Barak. Dated 18th April, 1833.)

The Governor-General and Supreme Council of Hindoostan declare as follows :—With regard to the ranges of Hills, the one called the Kalanaga Range, and the other called the Noon-jai Range, which are situated between the eastern bend of the Barak and the western bend of the Barak, we will give up all claim on the part of the Honorable Company thereunto and we will make these Hills over in possession to the Rajah, and give him the line of the Jeeree and the western bend of the Barak as a boundary, provided that the Rajah agrees to the whole of what is written in this paper, which is as follows ;—

1st—The Rajah will agreeably to instructions received, without delay, remove his Thanna from

পতিত্বে (Commander-in-chief) বরণ করেন। ইনি রণ-বিভাগের সর্ব্বোচ্চপদে অধিষ্ঠিত হইয়া যশের সহিত বহুদিবস পর্য্যন্ত আপনার কর্ম্ম সমাপন করেন। গম্ভীরসিংহ যত দিবস রাজত্ব করিয়াছিলেন, তত দিবস তাঁহার বুদ্ধি-কৌশলে এবং নরসিংহের রণ-কৌশলে, কেহই তাঁহাদিগের সহিত প্রতিযোগীতা প্রদর্শন করিতে সমর্থ হন নাই।

Chundrapore, and establish it on the eastern bank of the Jeeree.

2nd—The Rajah will in no way obstruct the trade carried on between the two countries by Bengals or Munipuree merchants. He will not extract heavy duties, and he will make a monopoly of no articles of merchandise whatsoever.

3rd.—The Rajah will in no way prevent the Nagas inhabiting the Kalanaga and Noon. Ranges of Hill, from selling or bartering ginger, cotton, pepper, and every other article, the product of their country, in the plain of Cachar, at the Banskandee and Oodharbun bazaars, as has been their custom.

4th.—With regard to the road commencing from the eastern bank of the Jeeree and continued via Kalanaga and Kowpoom, as far as the valley of Munipore—after this road has been finished, the Rajah will keep it in repairs, so as to enable laden bullocks to pass during the cold and dry seasons. Further at the making of the road, if British

গম্ভীরসিংহের রাজত্বের শেষ অংশে তাঁহার প্রথমা পত্নী গর্ভবতী হন। মহারাজ পুত্রমুখ-সন্দর্শনে অপার আনন্দ অনুভব করিবেন ভাবিয়া তাঁহার প্রিয়তমাকে প্রাণের অপেক্ষা আরও প্রিয়তম দেখিতে লাগিলেন। মহারাণী যখন যাহা আদেশ করিতে লাগিলেন, তখনই তাহা সম্পাদিত হইতে লাগিল।

Officers be sent to examine or superintend the same, the Rajah will agree to everything these Officers may suggest.

5th.—With reference to the intercourse already existing between the territories of the British Government and those of the Rajah, if the intercourse be farther extended, it will be well in every respect, and it will be highly advantageous to both the Rajah and his country. In order, therefore that this may speedily take place, the Rajah, at the requisition of the British Government, will furnish a quota of Nagas to assist at the construction of the road.

6th.—In the event of war with the Burmese, if troops sent to Munipore, either to protect that country, or to advance beyond the Ningthee, the Rajah, at the requisition of the British Government, will provide Hill porters to assist in transporting the ammunition and baggages of such troops.

7th.—In the event of anything happening on the Eastern Frontier of the British territories, the Rajah will, when required, assist the British Government with a portion of his troops.

এখন মহারাজ পূর্ব্ব অপেক্ষা তাঁহাকে আরও যত্ন করিতে লাগিলেন। একদিবস তিনি রাজ্ঞীকে রাজ-সিংহাসনে উপবেশন করাইয়া কহিলেন,—"দেখ রাজ্ঞী, আজ আমি তোমাকে এই রাজ-সিংহাসনে বসাইয়াছি। যদি তুমি পুত্র প্রসব করিতে পার, তাহা হইলে জানিও, এই সিংহাসন তাহারই। সেই রাজ-ছত্র ধারণ-পূর্ব্বক এই সিংহাসনে বসিয়া রাজত্ব করিবে।"

8th —* The Rajah will be answerabla for all the ammunition he received from the British Government, and will, for the information of the British Government, give in every month a statement of expenditure to the British Officer attached to the Levy.

(SEAL.)

I, Sree Joot Gumbheer Sing of Munipore, agree to all that is written above in this paper sent by the Supreme Council. Dated 18th April, 1833.

(A true translation.)

(Signed) Geo. Gordon. Lieut, Adjutant, Gumbheer Sing's Levy.

(Signed) Sree Joot Rajah Gumbheer Sing.

Signed and sealed in my presence.

(Signed) F. J. Grant. Commissioner.

---

* As the connection of the British Government with the Munipore Levy and the supply of ammunition to the Levy have ceased, this clause is inapplicable to present circumstances.

মহারাজ যাহা ভাবিয়াছিলেন, হইলও তাহাই। সময়ে মহারাণী একটী পুত্র-সন্তান প্রসব করিলেন; পুত্রের জন্ম

[Agreement regarding compensation for the Kubo valley.]

Major Grant and Captain Pemberton, under instructions from the Right Honorable the Governor-General in Council, having made over the Kubo Valley to the Burmese Commissioners deputed from Ava, are authorized to state,—

1st.—That it is the intention of the Supreme Government to grant a monthly stipend of five hundred Sicca Rupees to the Rajah of Munipore to commence from the Ninth day of January, One Thousand Eight Hundred and Thirty four, the date at which the transfer of Kubo tookplace, as shown in the Agreement mutually signed by the British and Burmese Commissioners.

2nd.—It is to be distinctly understood, that should any circumstances hereafter arise by which the portion of territory lately made over to Ava again reverts to Munipore, the allowance now granted by the British Government will cease from the date of such reversion.

(Signed) F. J. Grant. *Major.*
R. Boileau Pemberton, Capt.
Commissioners.

Langthabal Munnipore.
January 25th, 1834.

উপলক্ষে ধূমধাম যথেষ্ট হইল। নাচ, তামাসা, গান, বাদ্য, দান, ধ্যান প্রভৃতি কিছুই বাকী থাকিল না। মহারাজ সখ করিয়া পুত্রের নাম রাখিলেন, চন্দ্রকীর্ত্তি সিংহ।

ইহার অল্প দিবস পরেই মহারাজ গম্ভীরসিংহ ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন। মৃত্যুকালে কিন্তু তিনি আপনার প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন করিতে ভুলিলেন না। যখন তিনি মৃত্যু-শয্যায় শায়িত, সেই সময় তিনি তাঁহার ভ্রাতা সেনাপতি নরসিংহকে ডাকাইলেন, ও আপনার পুত্রটীকে আনাইয়া তাঁহার হস্তে অর্পণ-পূর্ব্বক কহিলেন,—"ভাই, আমার এই নাবালক পুত্রটী রহিল। আমি ইহাকে আমার সিংহাসন অর্পণ করিয়াছি; কিন্তু এখন এ নিতান্ত শিশু। যত দিবস এ বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া রাজ্য-পালনে সমর্থ না হয়, তত দিবস তুমিই রাজকার্য্য ও সেনাপতির কার্য্য, উভয় কার্য্যই সমাপন করিও। পরিশেষে চন্দ্রকীর্ত্তি উপযুক্ত হইলে তাহার হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করিও।" নরসিংহ মহারাজের নিকট তাহাই স্বীকার করিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

দেবেন্দ্রসিংহের রাজত্ব।

দেবেন্দ্রসিংহ, রাজা নরসিংহের সহোদর ভ্রাতা; কিন্তু উভয়ের মধ্যে সৌহাদ্যভাব অতি অল্পই পরিলক্ষিত হইত। রাজা নরসিংহকে রাজ্য করিতে দেখিয়া তিনি সর্ব্বদাই দুঃখিত থাকিতেন, ও কোন্ উপায় অবলম্বন করিলে রাজা নরসিংহকে সিংহাসন-চ্যুত করিয়া নিজে রাজা হইতে পারিবেন, সতত সেই চিন্তাতেই দিনযাপন করিতেন।

নবীনসিংহ নামীয় একজন মণিপুরী দেবেন্দ্রের নিতান্ত বিশ্বাস-ভাজন ছিলেন। তিনি দেবেন্দ্রসিংহকে আপনার প্রাণ অপেক্ষাও অতিশয় প্রিয়তর দেখিতেন। নরসিংহ রাজ-সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর, নবীন কিরূপে দেবেন্দ্রের উপকার-সাধন করিতে পারিবেন, তাহারই সুযোগ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া ও পরামর্শ করিয়া দেখিলেন যে, কোন প্রকারে রাজা নরসিংহকে সমন-সদনে প্রেরণ করিতে না পারিলে, দেবেন্দ্রসিংহ কোন প্রকারে সেই সিংহাসন অধিকার করিতে সমর্থ হইবেন না, এবং ভবিষ্যৎ শত্রু চন্দ্রকীর্ত্তির ভবিষ্যৎ আশাও নিবারণ করিতে পারিবেন না।

রাজা নরসিংহ একজন প্রধান বৈষ্ণব ছিলেন। প্রত্যহই নিয়মিতরূপে আপনার ধর্ম্মালোচনা ও দেব-দেবীর পূজা করিতেন।

এক দিবস নবীনসিংহ দেখিতে পাইলেন যে, রাজা নরসিংহ দেব-মন্দিরে বসিয়া ঈশ্বর-আরাধনায় নিযুক্ত আছেন। সঙ্গে লোক-জন বা অনুচরবর্গ কেহই নাই। এই সময়ে নিজের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবার আশয়ে নবীন প্রোৎসাহিত হইলেন। তখনই দ্রুতপদে আপন স্থানে প্রবেশপূর্ব্বক একখানি সুতীক্ষ্ণ তরবারী সহ প্রত্যাগমন করিলেন, এবং রাজা নরসিংহের অজ্ঞাতে সেই মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিলেন। যে সময়ে নবীন মন্দিরে প্রবেশ করেন, সেই সময়ে রাজা নরসিংহ আপনার পূজাদি সমাপন করিয়া সাষ্টাঙ্গে দেবীকে প্রণাম করিবার উদ্যোগ করিতে-ছিলেন। তিনি যেমন প্রণিপাত করিবেন, নবীনও সেই সময় তাঁহাকে দেবী-সম্মুখে বলিদান দিবার অভিপ্রায়ে, তাঁহার সেই সুশাণিত সুতীক্ষ্ণ তরবারী উত্তোলন করিয়া, তাঁহার শরীর হইতে মস্তককে বিচ্ছিন্ন করিবার আশয়ে, সজোরে এক আঘাত করি-লেন। রাজা নরসিংহ নিতান্ত চতুর ছিলেন। তিনি দেবীকে প্রণিপাত করিতে গিয়া কি জানি, কি ভাবিয়া হঠাৎ উত্থিত হইলেন, এবং পশ্চাদ্ভাগে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া দেখিলেন যে, নবীন তাঁহার উপর ভীষণ তরবারি আঘাতের উদ্‌যোগ করিতেছে। তখন অনন্যোপায় হইয়া রাজা নরসিংহ স্বীয় হস্ত উত্তোলন পূর্ব্বক আপন মস্তক বাঁচাইবার চেষ্টা করিলেন; কিন্তু নবীনের সেই ভীষণ আঘাত নরসিংহের বুদ্ধি-কৌশলে একেবারে ব্যর্থ হইল না। শরীর হইতে মস্তক বিচ্ছিন্ন হইতে পারিল না সত্য, কিন্তু সেই তরবারি আঘাতে তাঁহার দক্ষিণ বাহু শরীর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া দেবী সম্মুখে পতিত হইল।

রাজা নরসিংহ তাঁহার দক্ষিণ বাহু সেই দেবী-মন্দিরে রাখিয়া

আপন ঘরে প্রবেশ করিলেন। যে বাহুবলে তিনি এতদ্দিবস রাজত্ব করিতেছিলেন, যখন তিনি সেই বাহুশূন্য হইলেন, তখন আর রাজত্ব থাকে কি প্রকারে? তাঁহার সেই পাষণ্ড ভ্রাতা দেবেন্দ্রসিংহ তখন সেই রাজ্য অপহরণ করিয়া আপনি রাজা হইলেন।

রাজা নরসিংহের মৃত্যুর পরই তিনি আপনাকেই সর্ব্বেসর্ব্বা মহারাজ বলিয়া প্রচার করিলেন। তখন তাঁহার প্রতিযোগী আর কেহই ছিল না। সুতরাং নির্ব্বিবাদে তিনি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া আপনার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতে সমর্থ হইলেন।

দেবেন্দ্রসিংহ এইরূপ বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াই যে সন্তুষ্ট হইলেন, তাহা নহে; চন্দ্রকীর্ত্তিকে একজন সামান্য ব্যক্তির ন্যায় অবহেলার চক্ষে দেখিতে লাগিলেন। যাহাতে তাঁহার বিশেষ অনিষ্ট হয়, সততই তাহার উপায় উদ্ভাবন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। চন্দ্রকীর্ত্তির বয়ঃক্রম যতই অধিক হইতে লাগিল, ততই তাঁহার নানারূপ বিপদ আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিল। যখন তাঁহার বয়ঃক্রম ১৩ বৎসর, সেই সময় দেবেন্দ্রসিংহ এমন একটী কৌশল-জাল বিস্তীর্ণ করিলেন যে, সেই জালে পতিত হইলেই চন্দ্রকীর্ত্তির নিশ্চয়ই মৃত্যু।

চন্দ্রকীর্ত্তি যদিও বালক, কিন্তু তাঁহার বুদ্ধির অতিশয় তীক্ষ্ণতা ছিল। তিনি সহজেই কৌশলচক্র বুঝিতে পারিয়া, সেই দুর্ভেদ্য বিপদ-সঙ্কুল মায়াজাল ছিন্ন করিয়া, রাত্রিযোগে রাজধানী পরিত্যাগ পূর্ব্বক আপনার প্রাণ-রক্ষা করিলেন। চন্দ্রকীর্ত্তি এইরূপে আপনার বাসস্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক শ্রীহট্টে গিয়া ছয় বৎসর অতিবাহিত করিলেন।

যে সময়ে তিনি শ্রীহট্টে অবস্থিতি করিয়াছিলেন, সেই সময়ে তিনি আপনার রাজ্য পাইবার প্রত্যাশায় ইংরাজ-গবর্ণমেণ্টের আশ্রয় গ্রহণ করেন। আপনার রাজ্যে অভিষিক্ত হইবার নিমিত্ত তিনি ইংরাজ-গবর্ণমেণ্টের নিকট অনুনয়-বিনয় করিয়া অনেক দরখাস্ত করেন; কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় না,—ইংরাজ-রাজ তাঁহার দুঃখে কর্ণপাত করেন না। তখন তিনি অনন্তোপায় হইয়া, অন্য উপায় অবলম্বনে কৃতসঙ্কল্প হন।

চন্দ্রকীর্ত্তি এইরূপে প্রায় ছয় বৎসর শ্রীহট্টে থাকিয়া পরে জানিতে পারিলেন যে, ইংরাজের দ্বারা তাঁহার বিশেষ কোন সাহায্যই হইবে না। তখন তিনি কাহাকেও কিছু না বলিয়া সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন, এবং মণিপুরে আগমন-পূর্ব্বক লোকজন সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

সেই সময়ে দেবেন্দ্রসিংহ অতিশয় প্রজা-পীড়ক হইয়া উঠিয়াছিলেন। সমস্ত প্রজা একত্রিত হইয়া তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করিবার সুযোগ অনুসন্ধান করিতেছিল। এরূপ সময়ে তাহারা আপনাদিগের প্রকৃত রাজাকে পাইয়া সকলেই চন্দ্রকীর্ত্তির নিকট গমন করতঃ তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিল; এবং লোকজন ও অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ পূর্ব্বক চন্দ্রকীর্ত্তিকে বিশেষরূপে সাহায্য করিতে প্রবৃত্ত হইল। তাহাদের মধ্যে অনেকেই রাজপুত্রের সহিত অস্ত্র ধরিতেও প্রস্তুত হইল। তখন চন্দ্রকীর্ত্তি প্রজাদিগের উপর নির্ভর ও নিজের সাহসের উপর ভর করিয়া, একদিবস হঠাৎ রাজধানী আক্রমণ করিলেন। দেবেন্দ্রসিংহের সহিত তাঁহার তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত হইল, এবং পরিশেষে চন্দ্রকীর্ত্তিই সেই যুদ্ধে জয়-লাভ করিয়া আপনার পৈত্রিক সিংহাসন অধিকার করিয়া লইলেন।

ইংরাজ-গবর্ণমেণ্ট যখন দেখিলেন যে, চন্দ্রকীর্ত্তি আপন বীরত্বের গুণে রাজ্য অধিকার করিয়া রাজা হইলেন, তখন তাঁহাকে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ করা কর্ত্তব্য। এই ভাবিয়া সন্ধির প্রস্তাব হইল। চন্দ্রকীর্ত্তিও সেই প্রস্তাবে অনুমোদন করিয়া ইংরাজের সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইলেন, ও তাঁহাদের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিলেন।

চন্দ্রকীর্ত্তি সেতুসিংহ নামীয় একজন রাজবংশীয়কে আপনার সেনাপতির পদে (Commander-in-chief) বরণ করিলেন, এবং ভুবনসিংহকে মন্ত্রিপদে (Minister) প্রতিষ্ঠিত করিলেন। ইংরাজ-রাজের সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইয়া মহারাজ চন্দ্রকীর্ত্তি নির্ব্বিবাদে একাদিক্রমে ৩৫ বৎসর রাজত্ব করেন।

মহারাজ চন্দ্রকীর্ত্তি ক্রমান্বয়ে আটটী বিবাহ করেন। প্রথম স্ত্রী চারিটী পুত্র প্রসব করেন; যথা :—সুরাচন্দ্র সিংহ, কেশরজিৎ সিংহ, ভৈরবজিৎ সিংহ বা পাকা সেনা, এবং পদ্মলোচন সিংহ বা গোপাল সেনা। দ্বিতীয় রাণীর গর্ভে কুলাচন্দ্র সিংহ ও গান্ধার সিংহ, তৃতীয় রাণীর গর্ভে টিকেন্দ্রজিৎ সিংহ বা কৈরং, চতুর্থ রাণীর গর্ভে ঝালকৃতি সিংহ, পঞ্চম রাণীর গর্ভে ভুবনসিংহ বা অঙ্গো সেনা, এবং ষষ্ঠ রাণীর গর্ভে জিনা সিংহ জন্মগ্রহণ করেন। সপ্তম ও অষ্টম স্ত্রীর কোন পুত্রাদি হয় নাই। এই আটটী মহিষীর মধ্যে দ্বিতীয় ও তৃতীয় রাণী সহোদরা ভগ্নী।

আমরা যাঁহার জীবনচরিত লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, সেই সেনাপতি টিকেন্দ্রজিৎ সিংহ বা কৈরং, চন্দ্রকীর্ত্তি মহারাজের ঔরসে এবং তৃতীয় রাণীর গর্ভে ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

(১৮৫৮ হইতে ১৮৬৭।)

বাল্য-জীবনের প্রথম দশ বৎসর।

ইংরাজী ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে তৃতীয়া রাণীর গর্ভে মহারাজ চন্দ্রকীর্ত্তির বিখ্যাত পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। ইনি তৃতীয়া রাণীর যদিও প্রথম বা একমাত্র পুত্র, কিন্তু মহারাজের ইনিই চতুর্থ সন্তান। মহারাজের প্রথম পুত্র সুরাচন্দ্র সিংহ, ইনি প্রথমা রাণীর গর্ভে প্রথমে জন্মগ্রহণ করেন। মহারাজের দ্বিতীয় পুত্র কুলাচন্দ্র সিংহ, ইনি দ্বিতীয়া মহিষীর প্রথম পুত্র। মহারাজের তৃতীয় পুত্র ঝালকৃতি সিংহ, ইনি চতুর্থ রাণীর কেবল মাত্র সন্তান; আর টীকেন্দ্রজিৎ সিংহ বা কৈরং মহারাজের চতুর্থ সন্তান।

মহারাজের প্রথম তিন পুত্রের জন্মগ্রহণ কালে মণিপুরে যে প্রকার আনন্দ-স্রোত বহিয়াছিল, প্রত্যেক ঘরে ঘরে, প্রত্যেক দ্বারে দ্বারে যেরূপ আনন্দ উৎসব উচ্ছলিত হইয়াছিল, টিকেন্দ্রের জন্মদিনেও সেইরূপ আনন্দের কিছুমাত্র তারতম্য পরিলক্ষিত হয় নাই। ইহাঁর জন্ম-উপলক্ষে নগরের সমস্ত দেব-মন্দির শঙ্খ-ঘণ্টা-নাদে প্রতিধ্বনিত হইয়াছিল। অসংখ্য দরিদ্রদিগের মধ্যে অন্নবস্ত্র অপর্য্যাপ্তরূপে বিতরিত হইয়াছিল। রাজ-সংসারস্থ দাসদাসী ও কর্ম্মচারী-মাত্রই নববস্ত্রে সুশোভিত ও উপযুক্তরূপ পারিতোষিকে পরিতুষ্ট হইয়াছিল। সৈন্যগণকে চর্ব্ব্যচোষ্য-লেহ্য-

পেয় প্রভৃতি আহারীয় দ্রব্যে পরিতৃপ্ত-পূর্ব্বক প্রত্যেককে তিন মাসের বেতন পারিতোষিক প্রদত্ত হইয়াছিল। কারাগারের দ্বার একেবারে উন্মোচিত হইয়াছিল। এই সমস্ত ব্যতীত নৃত্য, গীত, বাদ্য, বাজানা প্রভৃতির তো কথাই নাই। বৈঠকখানায় মধুর হরিনাম সম্মিলিত খোল ও করতালের বাদ্যে দিঙ্‌মণ্ডল পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল।

সময় মতে মহারাজ পণ্ডিতমণ্ডলীর পরামর্শ-অনুযায়ী হোম-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া এই বালকের নামকরণ সমাপন করিলেন। সেই দিবস হইতেই সকলে এই বালককে টিকেন্দ্রজিৎ বলিয়া সম্বোধন করিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে টিকেন্দ্র ক্রমে বড় হইতে লাগিলেন। তাঁহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গে ক্রমে বলের সঞ্চার হইতে আরম্ভ হইল। টিকেন্দ্র বসিতে শিখিলেন; হামাগুড়ি দিতে আরম্ভ করিলেন। সেই সময় হইতেই তাঁহার অস্ত্রশস্ত্রের উপর লক্ষ্য পতিত হইতে লাগিল। হামাগুড়ি দিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে একস্থানে যদি আহারীয় দ্রব্য ও অস্ত্রাদি দেখিতে পাইতেন, তাহা হইলে সেইস্থানে গমন-পূর্ব্বক সেই অস্ত্র লইতেই চেষ্টা করিতেন,—আহারীয় দ্রব্যের প্রতি একবারও লক্ষ্য করিতেন না। নিতান্ত শৈশবকাল হইতেই অস্ত্রশস্ত্রের উপর টিকেন্দ্রের অনুরাগ দেখিয়া মহারাজ চন্দ্রকীর্ত্তি বেশ বুঝিতে পারিলেন যে, কালে টিকেন্দ্রজিতের বলবিক্রম জনসমাজে প্রচারিত হইবে—সময়ে সকলের হৃদয়ে টিকেন্দ্রজিতের নাম অঙ্কিত হইবে—তাঁহার বীরত্বে দিঙ্‌মণ্ডল প্রকম্পিত হইবে। বাল্যকাল হইতেই টিকেন্দ্রের এইরূপ অবস্থা দেখিয়া মহারাজ তাঁহাকে অতিশয় ভালবাসিতে লাগিলেন। এইরূপে পাঁচ বৎসর কাল

উত্তীর্ণ হইয়া গেল। টিকেন্দ্রজিৎ এখন ষষ্ঠ বৎসরে পদার্পণ করিলেন।

মহারাজ চন্দ্রকীর্ত্তির মনে স্পষ্টই ধারণা হইয়াছিল যে, উপযুক্ত-রূপ শিক্ষাপ্রাপ্ত হইলে টিকেন্দ্রজিৎ একজন বীরপুরুষ হইতে পারিবেন। বাদামসিংহ নামীয় এক ব্যক্তি সেই সময়ে চন্দ্র-কীর্ত্তি মহারাজের অশ্বাধ্যক্ষ ছিলেন; এবং এনকাইবা চাওবা নামক একব্যক্তি অস্ত্র-চালনে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন; টিকেন্দ্র-জিৎকে শিক্ষা দিবার নিমিত্ত মহারাজ উভয়কেই নিযুক্ত করিলেন, উভয়েই বিশেষ যত্নের সহিত টিকেন্দ্রজিৎকে শিক্ষা দিতে লাগিলেন।

সকলে শুনিয়া আশ্চর্য্য হইবেন যে, ছয় বৎসর বয়স হইতে আরম্ভ করিয়া দশ বৎসর বয়ঃক্রমের মধ্যে টিকেন্দ্রজিৎ সিংহ অশ্বারোহণে একজন বিশেষ উপযুক্ত হইয়া উঠিলেন। মহারাজের অশ্বশালায় এমন কোন অশ্ব ছিল না যে, সেই বয়সে টিকেন্দ্রজিৎ তাহার উপর আরোহী না হইয়াছেন। টিকেন্দ্র এরূপ দ্রুত-গতিতে অশ্ব চালাইতে শিক্ষা করিয়াছিলেন যে, তাঁহার শিক্ষক বাদামসিংহ পর্য্যন্তও সময় সময় আশ্চর্য্যান্বিত হইতেন। এই সামান্য বয়সেই কেবল যে তিনি অশ্বারোহীই হইয়াছিলেন, তাহা নহে; এনকাইবা চাওবারও তিনি একজন অতিশয় প্রিয় শিষ্য হইয়া উঠিলেন। অস্ত্র-চালনায় তিনি সকল শিষ্য অপেক্ষা প্রধান হইলেন। অশ্বের উপর আরোহণ করিয়া তিনি সেই তরুণ বয়সে এরূপ অস্ত্রচালনা করিতে শিখিয়াছিলেন যে, দর্শক-মণ্ডলী তাঁহার কৌশল দেখিয়া নিতান্ত বিস্মিত হইতেন।

মহারাজ তাঁহাকে কেবলমাত্র অশ্বারোহণ ও অস্ত্রচালন

শিখাইয়াই যে ক্ষান্ত ছিলেন, তাহা নহে। তিনি লেখাপড়া শিক্ষা দিবার নিমিত্ত যত্ন করিতেও ক্রটী করেন নাই। মণিপুরী ও বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা দিবার নিমিত্ত ঘনেশ্বর সিংহ নামক একজন পণ্ডিতকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ঘনেশ্বর যদিও বিশেষ সাবধান এবং যত্নের সহিত তাঁহাকে মণিপুরী ও বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা দিতেন সত্য, কিন্তু অন্যান্য ছাত্রদিগের অপেক্ষা টিকেন্দ্র উত্তমরূপ পারদর্শিতা প্রদর্শন করিতে সমর্থ হইলেন না। অশ্বারোহণে এবং অস্ত্রচালনে তিনি যেরূপ কৃতবিদ্য হইয়াছিলেন, লেখা-পড়ায় কিন্তু ততদূর অগ্রসর হইতে সমর্থ হইতে পারিলেন না।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

(১৮৬৮ হইতে ১৮৮৩।)

বাল্য-শিক্ষা।

ইংরাজী ১৮৬৮ সালে এক দিবস মহারাজ চন্দ্রকীর্ত্তি দেখিলেন যে, টিকেন্দ্রজিৎ একাদশ বৎসর বয়সে পদার্পণ করিয়াছেন। তাঁহার যজ্ঞোপবিতের সময় উপস্থিত হইয়াছে। দ্বিজদিগের উপনয়নের বয়ঃক্রম ৯ বৎসর। বালক ৯ বৎসর উপনীত হইলেই যজ্ঞোপবিতের ব্যবস্থা হিন্দু-শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু যদি কেহ কোন কারণবশতঃ ৯ বৎসর বয়সের সময় বালকের যজ্ঞোপবিত দিতে সমর্থ না হন, তাহা হইলে ১১ বৎসর বয়ঃক্রমের

সময় তাঁহাকে সেই শুভকর্ম্ম সমাপন করিতেই হইবে। সেই সময়ে না হইলে ১৩ বৎসর ভিন্ন যজ্ঞোপবিত ধারণের আর সময় নাই; কিন্তু সেই সময় শাস্ত্রানুমোদিত উপযুক্ত সময় নহে। চন্দ্রকীর্ত্তি দেখিলেন, বালক যখন ১১ বৎসর বয়ঃক্রমে উপনীত হইয়াছেন, তখন আর নিরস্ত থাকা যুক্তিযুক্ত নহে। তিনি তৎক্ষণাৎ পুরোহিতকে সমাচার প্রদান করিলেন। সংবাদ পাইবা-মাত্র রাজ-পুরোহিত আসিয়া মহারাজের নিকট উপস্থিত হইলেন। মহারাজের অভিমতে পাঁজি-পুঁথি খুলিয়া, গণিয়া পড়িয়া, যজ্ঞ-উপবিতের উপযুক্ত একটী শুভদিন স্থির করিয়া দিলেন। সেই নির্দ্দিষ্ট দিনে টিকেন্দ্র যজ্ঞ-উপবিত ধারণ করিবেন, এই সংবাদ দেখিতে দেখিতে, কর্ণে কর্ণে, মণিপুরময় রাষ্ট্র হইয়া গেল। সেই শুভদিন ক্রমে নিকট হইয়া আসিল। উদ্‌যোগ-আয়োজন যথেষ্টই হইতে লাগিল। পরিশেষে সেই শুভদিনে পুরোহিত আগমন করিলেন ও হিন্দু-শাস্ত্রানুযায়ী হোম-যজ্ঞ করিয়া টিকেন্দ্রের উপনয়ন-কার্য্য সমাপন করিয়া দিলেন। বলা বাহুল্য, সেই উপলক্ষে মণিপুরে আমোদ-আহ্লাদ যথেষ্টই হইয়াছিল।

যে বৎসর টিকেন্দ্রের উপনয়ন হয়, তাহার পর বৎসর অর্থাৎ ইংরাজী ১৮৬৯ সালে মণিপুরের পলিটিকেল এজেন্ট ছিলেন—কর্ণেল ম্যাক্‌লক সাহেব। ইনি যদিও একজন সৈনিক কর্ম্মচারী, কিন্তু অতিশয় পণ্ডিত বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। ইংরাজী-সাহিত্যে ইহার অতিশয় ব্যুৎপত্তি ছিল; সেই সময়ের প্রধান প্রধান কলেজের প্রফেসারদিগের অপেক্ষা ইংরাজী-সাহিত্যে ইনি কোন অংশে ন্যূন ছিলেন না। রাজবাড়ীর অতি নিকটে ইহাঁর রেসি-ডেন্সি ছিল। বোধ হয়, এক চতুর্থ মাইলেরও কম হইবে।

মহারাজ চন্দ্রকীর্ত্তি তাঁহার পুত্রদিগকে ইংরাজী শিখাইবার অভিলাষ করেন; কিন্তু সেই স্থানে এমন কোন ব্যক্তিই ছিল না যে, সেই ভার আপনার স্কন্ধে লইতে সমর্থ হয়। এক দিবস মহারাজ চন্দ্রকীর্ত্তি গল্পচ্ছলে ম্যাক্‌লক সাহেবকে তাঁহার মনের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন, ও একজন উপযুক্ত ইংরাজী-শিক্ষক পাইতেছেন না, তাহাও তাঁহাকে কহিলেন। ম্যাক্‌লক সাহেব মহারাজের মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া নিজেই তাঁহার বালকগণকে ইংরাজী-শিক্ষা দিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। মহারাজ চন্দ্রকীর্ত্তি তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইয়া, তাঁহার উদারতার নিমিত্ত বারবার তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিলেন। সেই দিবস হইতেই অন্যান্য ভ্রাতা কয়েকটির সহিত টিকেন্দ্রজিৎ ম্যাক্‌লক সাহেবের ছাত্ররূপে পরিণত হইয়া, তাঁহার নিকট ইংরাজী-ভাষা শিক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

টিকেন্দ্রজিৎ প্রত্যহ অশ্বারোহণে সাহেবের নিকট ইংরাজী শিখিতে গমন করিতেন; কিন্তু নিরস্ত্রে কখনও বাড়ীর বাহির হইতেন না। কোন দিবস বন্দুক, কোন দিবস তরবারী প্রভৃতি কোন না কোন একটী অস্ত্র সঙ্গে লইয়া গমন করিতেন। এইরূপে কয়েক বৎসর তিনি সাহেবের নিকট গমনাগমন করিলেন, কিন্তু লেখা-পড়া কিছুই শিখিতে পারিলেন না। লেখা-পড়ায় তিনি মন-সংযোগ করিতে পারিতেন না। কাজেই পড়াশুনা তাঁহার ভাল লাগিল না। দেখিয়া শুনিয়া সাহেবও ঢিল দিলেন, তিনিও ঐ রাস্তা পরিত্যাগ করিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

টিকেন্দ্রের মৃগয়া এবং কৈরৎ নাম ধারণ।

এখন টিকেন্দ্র তাঁহার নিজের সখ মিটাইবার অনেক সময় পাইলেন। প্রায় প্রত্যহই তিনি লোকজন সমভিব্যাহারে অশ্বারোহণে শিকার-অন্বেষণে বহির্গত হইতেন। তাঁহার হস্তের নিশান অতি অদ্ভুত ছিল। উড্ডীয়মান পক্ষিগণকে তিনি দ্রুতগামী অশ্বোপরি হইতে গুলি করিতে পারিতেন। দিবসের অধিকাংশ সময়ই তিনি জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরিয়া নানা-প্রকারের পক্ষী ও মৃগ প্রভৃতি শিকার করিয়া লইয়া আসিতেন। ইহার ভিতর আহারোপযোগী যে কোন পক্ষী প্রভৃতি থাকিত, তাহা তিনি নিজ হস্তে পাক করিয়া নিজে আহার করিতেন, এবং তাঁহার আনুসঙ্গী এবং ভৃত্যবর্গকে প্রদান করিতেন।

এই সময়ে টিকেন্দ্রজিৎ সিং কৈরৎ নাম ধারণ করেন। যে ব্যক্তি অন্য কার্য্য পরিত্যাগ-পূর্ব্বক রাত্রিদিন কেবল জঙ্গলে জঙ্গলে শিকার অন্বেষণ করিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়, মণিপুরিরা তাহাকেই কৈরৎ কহে। টিকেন্দ্রের সেইরূপ অবস্থা দেখিয়া মহারাজ উঁহাকে একদিবস 'কৈরৎ' বলিয়া সম্বোধন করেন। সেই দিবস হইতেই সকলে তাঁহাকে 'কৈরৎ' শব্দে অভিহিত করিত।

টিকেন্দ্রজিৎ প্রচুর পরিমাণে আহার করিতে পারিতেন। কিন্তু কোন পাচকের দ্বারা যে খাদ্য প্রস্তুত হইত, তাহা তিনি খাইতে ভাল-বাসিতেন না। তিনি স্বহস্তে ইচ্ছামত রন্ধন করিয়া, পরিতৃপ্তির সহিত উদর পূরিয়া আহার করিতেন ও সকলকে আপন সম্মুখে

বসাইয়া আহার করাইতেন। ইনি মাংসের উপর এত অনুরক্ত ছিলেন যে, যে দিবস তিনি শিকারে গমন করিতে সমর্থ হইতেন না, বা শিকারে আহারোপযুক্ত পশু পক্ষী প্রভৃতি প্রাপ্ত হইতেন না, সেই দিবস তাঁহার আহারই হইত না।

ইনি যেরূপ মাংসভক্ত ছিলেন, মৎস্যের উপরও ইহার সেইরূপ অনুরাগ ছিল। ইনি স্বহস্তে জাল ফেলিয়া মৎস্য ধরিতেন ও সেই মৎস্য স্বহস্তে রন্ধন করিয়া নিজে আহার করিতেন, ও সকলকে প্রদান করিতেন।

রন্ধনে ইনি অতিশয় উপযুক্ত ছিলেন। ইনি নিজহস্তে যে সকল দ্রব্যাদি রন্ধন করিতেন, তাহা এক দিবসের নিমিত্তও যিনি আহার করিয়াছেন, তিনি জন্মে তাহার সুমধুর তার ভুলিতে পারিবেন না। টিকেন্দ্র বিশেষ যত্ন ও পরিশ্রম করিয়া রন্ধন করিতে শিখিয়াছিলেন। যে ব্যক্তি যে দ্রব্য উত্তমরূপে রন্ধন করিতে পারিত, তিনি তাহারই নিকট গমন করিয়া সেইরূপ রন্ধন করিতে শিক্ষা করিতেন। এমন কি, সময় সময় তিনি অনেক মুসলমানদিগের বাড়ীতে গমন করিয়া তাহাদের রন্ধন-পদ্ধতি স্বচক্ষে দেখিয়া লইতেন, এবং বাড়ী আসিয়া নিজহস্তে সেইরূপ রন্ধন করিতে অভ্যাস করিতেন।

টিকেন্দ্রজিতের বয়ঃক্রম যখন ১৮ বৎসর, সেই সময় হইতে তিনি শিকার করিতে গিয়া যে কেবলমাত্র মৃগ ও পক্ষী মারিতেন, তাহা নহে। তিনি যে কত ভয়ানক ভয়ানক ব্যাঘ্র শিকার করিয়াছেন, তাহার সংখ্যা করা সহজ নহে। তাঁহার ব্যাঘ্র-শিকার সম্বন্ধে মণিপুরে অনেক কথা অনেকে বলিয়া থাকেন। তাহার একটী মাত্র এই স্থানে সন্নিবেশিত হইল। এক দিবস

টিকেন্দ্রজিৎ পাঁচটী ব্যাঘ্র শিকার করিয়া আনিয়াছিলেন। কিন্তু সহরের ভিতর একটী সামান্য কথা হইলে কাণে কাণে উহা যেমন বিস্তীর্ণ হইয়া পড়ে ও জনস্রোতে পরিশেষে ক্রমে উহা এরূপ আকার ধারণ করে যে, তাহার ভিতর হইতে প্রকৃত কথা বুঝিয়া লওয়া সহজ হয় না; সেইরূপ এই ব্যাঘ্র-শিকারের কথাও ক্রমে ক্রমে বিস্তীর্ণ হইয়া পড়িল। পাঁচটী ব্যাঘ্র স্থানে ক্রমে পঞ্চাশটী হইল, পঞ্চাশটীও ক্রমে শতে পরিণত হইল। টিকেন্দ্রজিৎ তাঁহার একজন কর্ম্মচারীকে ডাকিয়া, তাঁহার আনীত ব্যাঘ্রগুলিকে মৃত্তিকার ভিতর পুঁতিয়া ফেলিতে কহিলেন। সে মৃত ব্যাঘ্রগুলিকে পুঁতিবার নিমিত্ত একটী প্রকাণ্ড খাদ খনন করিল। সে শুনিয়াছিল যে, টিকেন্দ্রজিৎ একশত ব্যাঘ্র মারিয়া আনিয়াছেন; সুতরাং সেই সমস্ত ব্যাঘ্রের স্থান হইতে পারে, এরূপ প্রকাণ্ড খাদ খনন করার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। সেই ভৃত্য তাঁহাকে কহিল,— "আপনি একশত ব্যাঘ্র শিকার করিয়া আনিয়াছেন, এত বড় খাদ ভিন্ন সঙ্কুলান হইবে কেন?" এই কথা শুনিয়া তাঁহার একটি ভ্রাতা একটু হাসিলেন, ও যেন নিতান্ত তাচ্ছিল্যভাবে কহিলেন,— "একশত ব্যাঘ্র শিকার করা যদি যাহার তাহার কর্ম্ম হইত, তাহা হইলে আর ভাবনা কি?" এই কথা টিকেন্দ্রের ভাল লাগিল না। তিনি ঐ ব্যাঘ্র পোঁতা স্থগিত রাখিয়া সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন, এবং প্রতিজ্ঞা করিলেন, যে পর্য্যন্ত এক শত ব্যাঘ্র শিকার না করিতে পারিবেন, সেই পর্য্যন্ত রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিবেন না। হইলও তাহাই। জন্মেজয় যেরূপ সর্পযজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছিলেন, টিকেন্দ্রজিতও সেইরূপ ব্যাঘ্রযজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। নানাস্থান ভ্রমণ করিয়া তিনি পূর্ণ শত ব্যাঘ্র

শিকার করিয়া প্রত্যাগমন করিলেন, ও সেই সমস্ত ব্যাঘ্রই সেই স্থানে প্রোথিত হইল।

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, তিনি অনেক ভল্লুক এবং সিংহও শিকার করিয়াছেন। শিকার করিতে গিয়া তিনি যে কত দিন কত বিপদে পড়িয়াছেন, তাহার শেষ নাই; কিন্তু সেই সকল বিপদকে তিনি ভ্রূক্ষেপও করিতেন না। যে দিবস ভয়ানক বিপদে পড়িয়া তিনি কষ্টে জীবন রক্ষা করিয়া ফিরিয়া আসিতেন, তাহার পরদিবস সে কথা আর তাঁহার মনে থাকিত না। পর দিবস হৃষ্ট-মনে আবার শিকার-অন্বেষণে বহির্গত হইতেন। তাঁহার এতদূর সাহস ছিল, এতদূর ক্ষমতা ও বিক্রম ছিল যে, ব্যাঘ্রাদি দেখিলে তিনি দূর হইতে গুলি করিয়া তাহাকে মারিতেন না। ব্যাঘ্রাদি দেখিলেই অমনি অশ্ব-পৃষ্ঠ হইতে অসিহস্তে লম্ফপ্রদান করিয়া ভূমিতে অবতরণ করিতেন ও দ্রুতপদে সেই ব্যাঘ্রাভিমুখে গমন করিতেন। এইরূপে ব্যাঘ্রের নিকটে গমন করিলে, যদি সেই ব্যাঘ্র তাঁহার উপর আক্রমণ করিত, ভালই; নচেৎ সেই স্থান হইতে লোষ্ট্রাদি কোন দ্রব্য উঠাইয়া লইয়া তাহার উপর নিক্ষেপ করিতেন। কাজেই সেও ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার উপর আক্রমণ করিত। যেমন সে লম্ফ প্রদান করিয়া তাঁহার উপর পতিত হইত, অমনি তিনি তাঁহার দৃঢ় মুষ্টি-আবদ্ধ তরবারি দ্বারা সজোরে এমন এক আঘাত করিতেন যে, সেই ব্যাঘ্র তখনই দ্বিখণ্ডিত হইয়া ভূতলে পতিত হইত। টিকেন্দ্র যে সকল ব্যাঘ্রাদি শিকার করিয়াছেন, তাহা কেহ কখন সম্পূর্ণ দেখে নাই। সমস্তই দুইখণ্ডে পরিণত হইত।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

নাগা-যুদ্ধ।

ইংরাজী ১৮৭৮ সালে মণিপুরের সীমান্ত-প্রদেশীয় নাগা-দিগের সহিত ইংরাজ-গবর্ণমেণ্টের এক তুমুল যুদ্ধ হয়। কি কারণে এই যুদ্ধের সূত্রপাত, কি নিমিত্তই বা ইংরাজরাজ উহা-দিগের উপর অসন্তুষ্ট হইয়া এই ভীষণ যুদ্ধের ঘোষণা করেন ও কি কারণেই বা নাগাগণ বীরমদে মত্ত হইয়া ইংরাজের সহিত রণ-ভেরী বাজায়, তাহা প্রায় বর্ত্তমান পাঠকমণ্ডলী সকলেই অবগত আছেন। কাজেই সে সকল বিষয়ের বর্ণনা এস্থলে পরিত্যক্ত হইল। বিশেষ সেই যুদ্ধের ইতিহাসের সহিত উপস্থিত বিষয়ের বিশেষ কোন সংশ্রব নাই। তবে টিকেন্দ্রজিৎ সম্বন্ধীয় যে যে বিষয়ের আবশ্যক, তাহাই সংক্ষেপে নিম্নে আলোচিত হইল।

কর্ণেল জনষ্টন সাহেব এই সময় মণিপুরের 'পলিটিকেল এজেণ্ট' ছিলেন। এই নাগা-যুদ্ধের ভার তাঁহারই উপর অর্পিত হয়। এই গুরুভার হস্তে লইয়া জনষ্টন সৈন্য-সামন্তের সহিত নাগাদিগকে পরাজয় করিবার অভিলাষে সেইস্থানে গমন করেন। মণিপুরের সীমান্ত ছাড়িয়া, নাগাদিগের সীমান্তের মধ্যে আপনা-দিগের শিবির সন্নিবেশিত পূর্ব্বক, বীরদর্পে নাগাদিগের সহিত যুদ্ধ-ক্ষেত্রে উপস্থিত হন। নাগাগণও বলবীর্য্যে কম নহে, যুদ্ধ-বিষয়ে ইহারা পরাঙ্মুখ নহে, ও সহজে ব্রিটিশ-ভয়ে ভীত হইবার জাতিও নহে। কাজেই উভয়পক্ষে তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হইল।

ইংরাজ-কামানের ভীষণ গর্জ্জনে ভীত না হইয়া, চাকচিক্যময় সারি সারি সঙ্গীনের দিকে দৃকপাতও না করিয়া, তাহারা ইংরাজ-শিবির আক্রমণ করিল। রাস্তঘাট বন্ধ করিয়া দিল, টেলিগ্রাফের তার ছিন্ন ভিন্ন করিল, সৈন্যের রশদ লুটিয়া লইল। এইরূপ দুর্ব্বিপাকে পড়িয়া ইংরাজ-সৈন্য ক্রমে লোপ পাইতে লাগিল। সংবাদ পাইবার উপায় নাই, অন্য সৈন্য আসিয়া উপস্থিত হইবার রাস্তা বন্ধ! কাজেই জনষ্টনকে বিশেষ বিপদগ্রস্ত হইতে হইল।

এই ঘটনার অবস্থা দেখিয়া প্রসিদ্ধ সিপাহি-বিদ্রোহের ইতিহাস বৃত্তান্ত মনে উদয় হইল। সেই প্রদেশে যত ইংরাজ-কর্ম্মচারী ছিলেন, তাঁহারা সকলেই অতিশয় ভীত অন্তঃকরণে স্ত্রীপুত্রাদির সহিত কহিমার দুর্গে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। গুলি বারুদ কামান প্রভৃতি সমস্তই সেই দুর্গে ছিল। নাগাগণ সেই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া সেই কহিমা-দুর্গ আক্রমণ করিল। সেই স্থানের গমনাগমনের রাস্তা বন্ধ হইল; টেলিগ্রাফের তার বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল; খাদ্যাদি সমস্তই লুঠিয়া লইতে লাগিল। কেল্লার ভিতর আর কোনরূপে সংবাদ পাঠাইবার উপায় রহিল না। ইংরাজগণ যেন কয়েদীর মত সেই স্থানে আবদ্ধ থাকিয়া আপন আপন প্রাণের আশায় জলাঞ্জলি দিতে লাগিলেন। স্ত্রী-পুত্র-কন্যার মায়া-জাল ছিন্ন করিবার চেষ্টা দেখিতে লাগিলেন। নাগাগণ তাঁহাদিগের যে কিরূপ দুর্গতি করিবে, তাহাই ভাবিয়া অস্থির হইতে লাগিলেন; আর সিপাহি-বিদ্রোহের সেই ভয়াবহ দৃশ্য স্মরণ করিয়া একেবারে অজ্ঞান হইতে লাগিলেন।

এই দুর্ব্বিপাকের সময় জনষ্টন সাহেব কোনরূপে তাঁহার ঊর্দ্ধতন কর্ম্মচারির নিকট সংবাদ পাঠাইলেন। জনষ্টন সাহেব

মহারাজ চন্দ্রকীর্ত্তির বলবীর্য্যের বিষয় বিশেষরূপে অবগত ছিলেন। তাঁহার সাহায্য-ব্যতীত এই বিপদ হইতে উদ্ধারের আর উপায় নাই ভাবিয়া, মহারাজ চন্দ্রকীর্ত্তির সাহায্য-প্রার্থনা করিতে পরামর্শ দিলেন। এই সংবাদ পাইয়া, ইংরাজ-রাজ জনষ্টনের পরামর্শই সুপরামর্শ ভাবিয়া, মহারাজ চন্দ্রকীর্ত্তির নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। মহারাজ ইংরাজদিগের একজন পরম মিত্র ছিলেন। তিনি মিত্রের মিত্রতা রক্ষা করিলেন; নাগাযুদ্ধে ইংরাজদিগকে বিশেষরূপে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন।

চন্দ্রকীর্ত্তি মহারাজের সেনাপতি তখন সেতুসিংহ। সেতু-সিংহের বলবিক্রম যদিও কিছুমাত্র কম ছিল না, কিন্তু সেই সময়ে তিনি অতিশয় বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন। সেতুসিংহের ইচ্ছা-সত্বেও মহারাজ এই বৃদ্ধ বয়সে আপনার প্রধান সেনাপতিকে নাগা-যুদ্ধে পাঠাইতে অসম্মত হইলেন ও এই যুদ্ধে আপনার পুত্রগণের বল-বীর্য্যের পরিচয় লইবার ইচ্ছা করিলেন। প্রকাশ্য দরবারে এক দিবস মহারাজ আপনার সমস্ত পুত্রগণকে ডাকা-ইলেন। নিজের মনের ভাব সর্ব্বসমক্ষে তাহাদিগের নিকট প্রকাশ করিলেন, ও কহিলেন,—"পুত্রগণ, আমার সৈন্যগণের মধ্য হইতে কম সৈন্য লইয়া যে এই যুদ্ধ জয় করিতে পারিবে, প্রস্তুত হও। আমার দেখিতে ইচ্ছা হইয়াছে যে, সামান্য সৈন্যের সাহায্যে তোমাদিগের মধ্যে কে বিশেষ বীরত্ব দেখাইতে সম্মত হয়।"

মহারাজের এই কথা শুনিয়া সকলেই যুদ্ধ-গমনে প্রস্তুত হইবার আজ্ঞা প্রার্থনা করিল। কিন্তু টিকেন্দ্রজিৎ সকলের প্রার্থিত সৈন্যের অপেক্ষা অনেক কম সৈন্য লইয়া সেই যুদ্ধে

গমন করিলেন। শুরাচন্দ্র সিংহ টিকেন্দ্রের সহিত মিলিত হইলেন। তখন উভয় ভ্রাতা কেবলমাত্র দুই সহস্র সৈন্য লইয়া সেই ভীষণ নাগাযুদ্ধে ইংরাজের সাহায্য করিতে অগ্রসর হইলেন।

একোবিংশ মাত্র বয়ঃক্রমের সময় টিকেন্দ্রজিৎ এই সামান্য সৈন্য লইয়া সেই মহাসমরে প্রথম পদার্পণ করিলেন। দুই ভাই সৈন্য-সামন্ত লইয়া সেই স্থানে উত্তীর্ণ হইবা-মাত্রই নাগাদিগের সহিত প্রথম এক যুদ্ধ হইল। সেই যুদ্ধেই নাগাগণ পরাস্ত হইয়া পলায়ন করিল। তখন যদিও পলায়ন করিল, কিন্তু দুই এক দিবস পরে আবার অধিক পরিমাণ নাগার সহিত মিলিত হইয়া পুনরায় যুদ্ধ করিল। পুনরায় পলায়ন করিল। পুনরায় আসিল, পুনরায় পলাইল। এইরূপে ক্রমান্বয়ে দেড়মাস কাল নাগাদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া, পরিশেষে টিকেন্দ্রজিৎ তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিলেন। টিকেন্দ্রজিৎ যেরূপ উৎসাহ ও সাহসের সহিত, যেরূপ বীরত্ব ও পরাক্রমের সহিত, যেরূপ বুদ্ধি ও কৌশলের সহিত, এই নাগাযুদ্ধ জয় করিয়াছিলেন, তাহা শুনিলে অবাক্ হইতে হয়। ইহার বুদ্ধি-কৌশল, মন্ত্রণা-কৌশল ও রণ-কৌশল দেখিয়া ইংরাজগণ একেবারে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন। জনষ্টন সাহেব একেবারে মোহিত হইয়াছিলেন! একজন যুবকের যে এতদূর পরাক্রম, তাহা দেখিয়া কর্ণেল সাহেব আপনার পদ-গৌরব ভুলিয়াছিলেন। উপযুক্ত পরিমাণ আহার প্রাপ্ত না হইয়া, তৃষ্ণায় উপযুক্ত জলপান করিতে না পাইয়া, বিনা নিদ্রায় ক্রমান্বয়ে দেড়মাস কাল যুদ্ধ করিয়া বৃটিশ কর্ম্ম-চারিদিগকে এ বিপদ হইতে রক্ষা করা—স্ত্রী-পুত্র প্রভৃতির সহিত

অন্যান্য সাহেবগণের জীবনে জীবন দান করা—দুর্গের ভিতরস্থিত গুলি-বারুদ প্রভৃতি রক্ষা করা কি সহজ কথা?* এদেশীয়দিগের এইরূপ অসম্ভাবনীয় কার্য্য দেখিয়া ইংরাজ বিস্মিত না হইবেনই বা কি প্রকারে?

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

পুরস্কার।

ক্রমান্বয়ে দেড়মাস কাল কঠোর যুদ্ধ করিয়া টিকেন্দ্রজিৎ নাগাদিগকে সেই স্থান হইতে একেবারে দূরীভূত করিয়া দিলেন। তাহাদিগের বাসস্থান প্রভৃতি কুটীর সকল ভস্মরাশিতে পরিণত করিয়া দিলেন, এবং কহিমার দুর্গ রক্ষা করিয়া সেইস্থান হইতে নাগাদিগকে বিতাড়িত করিয়া, তিনি যে কত ইংরাজের প্রাণ বাঁচাইলেন, কত ইংরাজ-রমণীর সতীত্ব রক্ষা করিলেন, কত

---

* "He saved valuable lives of British officers, ladies, children and the garrison at Kohima during the Naga expedition of 1878, and the Government of India very warmly acknowledged him then as the principal hero of the operations which were so successfully and speedily terminated."

ইংরাজ-বালককে অকাল মৃত্যুর হস্ত হইতে উদ্ধার করিলেন, তাহার সংখ্যা কে করে? ইংরাজের "ম্যাগাজিন" বাঁচাইয়া তাঁহাদিগের যে কি মহৎ উপকার করিলেন, তাহার বর্ণনাই বা কে করে?

এই দেড়মাস কাল কঠোর যুদ্ধের পর টিকেন্দ্রজিৎ সিংহের রণ-বিক্রমে ইংরাজ-রাজ এই ভয়ানক বিপদ হইতে যে কেবলমাত্র উত্তীর্ণ হইলেন, তাহা নহে। সেই প্রদেশে ইংরাজের বিজয়-নিশান উড্ডীন হইল। ইংরাজ-দর্পে সেই স্থান প্রকম্পিত হইল। কর্ণেল জনষ্টন সাহেব বিজয়-ডঙ্কা বাজাইয়া সেইস্থান হইতে আপন স্থানে গমন করিলেন।

ভারত-গবর্ণমেণ্ট মহারাজ চন্দ্রকীর্ত্তির উপর যে কতদূর সন্তুষ্ট হইলেন, তাহা বর্ণন অসম্ভব। মহারাজকে ধন্যবাদ দিবার নিমিত্ত একটী প্রকাশ্য দরবার আহুত হইল। সেই দরবারে প্রধান প্রধান ইংরাজ-কর্ম্মচারিগণ আগমন করিলেন। মহারাজ চন্দ্রকীর্ত্তি অমাত্য, পুত্র ও সৈন্যগণের সহিত সেই সভায় উপস্থিত হইলেন। মহারাজ চন্দ্রকীর্ত্তির যশোগান কীর্ত্তন করিয়া, তাঁহার সাহায্যের নিমিত্ত শত শত ধন্যবাদ প্রধান করিয়া, ভারত-গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে কে, সি, এচ, আই, এই সম্মান-সূচক উপাধি প্রদান এবং তাঁহার পুত্র ও সৈন্যগণের বীরত্বের নিমিত্ত দুই সহস্র উৎকৃষ্ট বন্দুক মহারাজকে উপঢৌকন প্রদান করিলেন। পরিশেষে মহারাজের পুত্র টিকেন্দ্রজিৎ সিংহের বীরত্ব, সাহস, ধৈর্য্য এবং উৎসাহকে অশেষরূপে ধন্যবাদ প্রদান করিয়া ভারত-গবর্ণমেণ্ট কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ তাঁহাকে একটী অত্যুৎকৃষ্ট সুবর্ণ-পদক অর্পণ করিলেন। আর সেই কঠোর পরিশ্রমকারী রণবিজয়ী দুই সহস্র

মণিপুরি হিন্দুসৈন্যদিগের প্রত্যেককেই কোং ১০৲ টাকা পারি-তোষিক ও এক একটী মেডেল অর্পিত হইল।

মহারাজ চন্দ্রকীর্ত্তি ভারত-গবর্ণমেণ্ট হইতে এইরূপে সম্মানিত হইয়া, ইংরাজের সহিত বিশেষ মিত্রতা-সূত্রে আবদ্ধ থাকিয়া, মনের সুখে আপনার রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতে লাগিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

টিকেন্দ্র গুরুমন্ত্রে দীক্ষিত।

মণিপুরের রাজবংশীয়গণ সকলেই বৈষ্ণব-ধর্ম্মে দীক্ষিত। বৈষ্ণব ধর্ম্ম যে কি, ইহা কিরূপে যে পালন করিতে হয়, তাহা মণিপুরের রাজবংশীয়গণ যেমন জানেন, তাহা নবদ্বীপের বৈষ্ণবগণও জানেন কি না, সন্দেহ। এই বংশের দীক্ষা-গুরু পিতা। পিতাই পুত্র-গণকে মন্ত্রদানে দীক্ষিত করিয়া থাকেন।

মহারাজ চন্দ্রকীর্ত্তি একজন গোঁড়া বৈষ্ণব ছিলেন। বৈষ্ণবের পক্ষে মাংস অত্যন্ত নিষিদ্ধ খাদ্য। টিকেন্দ্রজিতকে সেই মাংস প্রত্যহ ভোজন করিতে দেখিয়া চন্দ্রকীর্ত্তি মনে মনে নিতান্ত অসন্তুষ্ট হইতেন; কিন্তু প্রাকাশ্যে টিকেন্দ্রকে কিছুই বলিতেন না। ইংরাজী ১৮৮২ সালে অর্থাৎ টিকেন্দ্রের বয়ঃক্রম যখন ২৫ বৎসর, সেই সময়ে একদিবস মহারাজ মনে মনে ভাবিলেন, কিরূপ উপায় অবলম্বন করিলে টিকেন্দ্র মাংস পরিত্যাগ করিয়া

কুলধর্ম্ম বৈষ্ণব-ধর্ম্মের উপর আপনার মনপ্রাণ সমর্পণ করিতে সমর্থ হয়। এক দিবস মহারাজা আপনার পুরোহিতকে ডাকাইলেন, তাঁহার সহিত এসম্বন্ধে অনেকপ্রকার কথাবার্ত্তা হইল, ও অনেকক্ষণ পরামর্শের পর ইহাই স্থির হইল যে, টিকেন্দ্রকে এখন গুরুমন্ত্রে দীক্ষিত করাই কর্ত্তব্য। গুরুমন্ত্র পাইলে, গুরুমন্ত্র মনের ভিতর ধর্ম্মবীজ রোপণ করিতে সমর্থ হইলে, টিকেন্দ্র নিশ্চয়ই সমস্ত নিষিদ্ধ বিষয় পরিত্যাগ করিবেন—এই পরামর্শই সুপরামর্শ বলিয়া স্থিরীকৃত হইল। সময়-মত একদিবস মহারাজ টিকেন্দ্রকে ডাকাইলেন। আপনার মনের ইচ্ছা তাঁহাকে কহিলেন। টিকেন্দ্র পিতৃ-আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া গুরুমন্ত্রে দীক্ষিত হইবার অভিলাষ প্রকাশ করিলেন।

গুরুমন্ত্রের দিন স্থির হইল। দীক্ষা-উপযোগী সমস্ত দ্রব্য আহরিত হইল। ব্রাহ্মণমণ্ডলী নিমন্ত্রিত হইলেন। শাস্ত্রানুযায়ী যে যে বিষয়ের আবশ্যক, তাহার কিছুই বাকি থাকিল না। তখন মহারাজ চন্দ্রকীর্ত্তি শুভলগ্নে আপনার পুত্রের কর্ণে বীজমন্ত্র অর্পণ করিলেন। টিকেন্দ্রজিৎ অদ্য হইতে শাক্তপদ্ধতি পরিত্যাগ পূর্ব্বক বৈষ্ণব-রীতিনীতির অনুসরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

টিকেন্দ্র বৈষ্ণব হইলেন, কিন্তু মৃগয়া-পদ্ধতি পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হইলেন না। পূর্ব্বে যেরূপ মৃগয়ার্থ গমন করিতেন, এখনও নিত্য নিত্য সেইরূপ ভাবেই মৃগয়ায় বহির্গত হইতে লাগিলেন; এবং মৃগয়া-উপলব্ধ আহারোপযোগী মৃগাদিও পূর্ব্বমত আনয়ন করিতে লাগিলেন, ও উহা পূর্ব্বের ন্যায় আপন হস্তে রন্ধন করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বের মত নিজের সম্মুখে সকলকে ভক্ষণ করাইতে লাগিলেন। কিন্তু এখন আর নিজে আহার করিতেন না; অপরকে

আহার করাইয়াই সন্তুষ্ট হইতেন। গুরুমন্ত্রে দীক্ষিত হওয়ার দিন হইতেই টিকেন্দ্রজিৎ মাংস পরিত্যাগ পূর্ব্বক বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রতিপালন করিতে লাগিলেন।

ইহার কিছু দিবস পরে মহারাজ চন্দ্রকীর্ত্তি ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন। মৃত্যুর পূর্ব্বেই মণিপুর রাজবংশের রীত্যনুসারে তিনি তাঁহার প্রথম পুত্র সুরাচন্দ্রকে আপনার সিংহাসন অর্পণ করিলেন। দ্বিতীয় পুত্র কুলাচন্দ্র-সিংহ যুবরাজ হইলেন। তৃতীয় পুত্র ঝালকৃতি-সিংহ সেনাপতির বা 'কমেণ্ডার-ইন্-চিফের' পদ প্রাপ্ত হইলেন। চতুর্থ পুত্র টিকেন্দ্রজিৎ বা কৈরৎ হইলেন,—কমেণ্ডার। পঞ্চম পুত্র কেশরজিৎ—কমেণ্ডিং জেনারেল; ষষ্ঠ পুত্র ভৈরবজিৎ—লেফ্‌টেনেণ্ট জেনারেল বা পাকাসেনার পদ অধিকার করিলেন। সপ্তম পুত্র ভুবন সিংহ—মেজর জেনারেলের বা অঙ্গো-সেনার পদ পাইলেন। অষ্টম পদ্মলোচন সিংহ হইলেন,—সিভিল মিনিষ্টার বা গোপাল-সেনা। এইরূপ রাজকার্য্যের বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া, ইংরাজী ১৮৮৪ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে মহারাজ ইহলোক পরিত্যাগ-পূর্ব্বক স্বর্গারোহণ করিলেন।

নবম পরিচ্ছেদ।

(ইংরাজী ১৮৮৪ সাল।)

বড়চাওবার সহিত যুদ্ধ।

মহারাজ গম্ভীর সিংহের ভ্রাতা, সেনাপতি নরসিংহের পরিচয় পাঠকগণ পূর্ব্বেই অবগত হইয়াছেন। এই নর-সিংহের ভ্রাতার বিশ্বাসঘাতকতাতেই মহারাজ চন্দ্রকীর্ত্তি প্রাণের ভয়ে বাল্যকালে আপনার জন্মস্থান পরিত্যাগ করেন। যখন নরসিংহের মৃত্যু হয়, সেই সময় তাঁহার দুইটী অল্প বয়স্ক পুত্র ছিল। তাহারা বড়-চাওবা সিংহ এবং মেকজিন সিংহ নামেই পরিচিত; এখন বড়-চাওবা একজন বলবান ব্যক্তি এবং রাজপুত্র বলিয়া কতকগুলি লোকও তাঁহার বশীভূত।

যে সময়ে মহারাজ চন্দ্রকীর্ত্তি-সিংহের মৃত্যু হয়, যে সময়ে তাঁহার মৃতদেহ সেই রাজপ্রাঙ্গনে পতিত থাকে, যে সময়ে তাঁহার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার আয়োজন নিমিত্ত পুত্রগণ বিশেষরূপ ব্যস্ত থাকেন, যে সময়ে রাজার মৃত্যুতে অন্তঃপুরবাসিনীরা শোকাভিভূতা হইয়া করুণস্বরে রোদন করিতে থাকেন, যে সময়ে সৈন্য-সামন্ত সমস্ত লোকই রাজার পরলোক-হেতু আপন আপন কার্য্য পরিত্যাগ-পূর্ব্বক শোকসাগরে ভাসমান হন, সেই সময় হঠাৎ একটী নূতন দৃশ্যের আবির্ভাব হইল; সেই দৃশ্যে সকলেই স্তম্ভিত, চিন্তিত এবং ভীত হইয়া পড়িলেন।

সেই সময়ে হঠাৎ সৈন্যের কোলাহলধ্বনি অন্তঃপুরের ভিতর প্রবেশ করিল। রণবাদ্য ঘোর রোলে নিনাদিত হইতে লাগিল। ঘন ঘন বন্দুকের শব্দে সকলের কর্ণ বধিরপ্রায় হইল। রাজ-প্রাসাদের চতুর্দ্দিকে এই ভয়ানক দৃশ্য দেখিয়া সকলেই বিস্মিত এবং কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। বাদ্য-ধ্বনীতে সকলেই বুঝিতে পারিলেন যে, উহা রণবাদ্য। ঘন ঘন বন্দুকের শব্দে সকলেই জানিলেন যে, কোন প্রবল শত্রু রাজ-সিংহাসন অধিকার করিয়া লইবার মানসে সসৈন্যে সেই রাজপুরি পরিবৃত্ত করিয়াছেন। কিন্তু শত্রু কে ? সেই রাজ-বংশীয় কোন ব্যক্তি বা অপর কোন ব্যক্তি, তাহা সেই সময়ে কেহই বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না। পরন্তু ইহা বুঝিলেন, সেই শত্রু যিনিই হউন না কেন, তাঁহার হৃদয় নাই, তিনি শোক দুঃখের বশীভূত নহেন, তাঁহার হৃদয় পিশাচের অপেক্ষাও কঠিন, নিষ্ঠুর অপেক্ষাও অপকৃষ্ট।

সেনাপতি টিকেন্দ্রজিৎ, যিনি সেই সময়ে কমেণ্ডার (Commander) মাত্র ছিলেন, তিনি এই অদ্ভুত দৃশ্য অবলোকনে কিছু-মাত্র ভীত বা বিস্মিত না হইয়া মুহূর্ত্তের মধ্যে কতকগুলি সৈন্য সুসজ্জিত করিয়া শত্রুর গতিরোধ করিতে অগ্রসর হইলেন ; এবং কমেণ্ডিং জেনারেল (Commanding General) কেশরজিৎ সিংহ অবশিষ্ট সৈন্য সুসজ্জিত করিয়া তাঁহার অনুগমন করিলেন। যখন তাঁহারা রণসজ্জায় সুসজ্জিত হইয়া শত্রুর সম্মুখীন হইলেন, তখন পর্য্যন্তও তাঁহারা অবগত নহেন যে, কাহার সহিত যুদ্ধ করিতে যাইতেছেন, বা কোন্ ব্যক্তি এই বিপদের সময় সিংহাসন অধিকার করিবার চেষ্টায় আগমন করিয়াছেন। টিকেন্দ্রজিৎ

সিংহ যখন রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন, তখন দেখিলেন যে, সেই নরসিংহ সিংহের পুত্র বড়চাওবা ও মেক্কজিন আজ এই যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া রাজ-সিংহাসন অধিকার করিবার চেষ্টায় আগমন করিয়াছেন। তাহাদিগকে দেখিয়া, সেই সময়ে যাহাতে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইতে না হয়, টিকেন্দ্রজিৎ তাহার নিমিত্ত বিশেষ রূপ চেষ্টা করিলেন। প্রথমতঃ তাহাদিগের উভয়কেই কহিলেন, "প্রথমে মৃতের সৎকার্য্য হউক, তাহার পর সিংহাসন অধিকার করিয়া লইবার চেষ্টা করিবেন। যুদ্ধক্ষেত্রে রণভেরী বাজাইতে চাহেন, তখন তাহা বাজাইবেন। সেই সময় টিকেন্দ্রজিৎ বা অপর কেহই তাহাতে দৃকপাতও করিবেন না, আপন কর্ত্তব্য প্রতি-পালন করিয়া প্রবল আগ্নেয় অস্ত্রের সম্মুখে আপন বক্ষ সর্ব্ব-সমক্ষে বিস্তৃত করিয়া রাখিবেন। কিন্তু এই অবস্থায় যুদ্ধ করিলে, এই রাজবংশের—বিশেষ হিন্দু রাজবংশের এই নিন্দা কখনই তিরোহিত হইবে না। আপনাদিগের নাম ক্রমে এই জগৎ হইতে লোপ পাইবে, কিন্তু এই দুর্নাম কিছুতেই তিরোহিত হইবে না। আপনারা অপেক্ষা করুন, প্রথমত মৃতদেহের সৎকার হইয়া যাউক; যে হস্তে এই মৃতদেহের সৎকার করিব, সেই হস্তে অসি ধারণ করিতে আর কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইব না।"

টিকেন্দ্র এইরূপ ভাবে বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন সত্য, কিন্তু, তাহার প্রস্তাব কোন রূপেই স্থান পাইল না, তখন টিকেন্দ্রজিৎ বুঝিতে পারিলেন যে, বিনা যুদ্ধে বড়চাওবা ক্ষান্ত হইবেন না, বিজয় বা পরাজয় ভিন্ন এই যুদ্ধের আর কোন প্রকার শেষ নাই। তখন তিনি ও কেশরজিৎ উভয়ে মিলিত হইয়া বড় চাওবার সেই সৈন্যবর্গের গতিরোধ করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন।

অচল পর্ব্বতের ন্যায় তাঁহারা সেই স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া আপন আপন কর্ত্তব্য পালন ও সিংহাসনরক্ষার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। মহারাজ সুরাচন্দ্র, যুবরাজ কুলাচন্দ্র এবং সেনাপতি ঝালক্কতি প্রভৃতি অপরাপর সকলে চন্দ্রকীর্ত্তির সৎকারাদি করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা বিশেষরূপে অবগত ছিলেন যে, যে যুদ্ধে টিকেন্দ্র রণসজ্জা করিবেন, সেই রণে আর কাহারও সাহায্য করা নিষ্প্রয়োজন মাত্র।

সেই জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রচণ্ড রৌদ্র সহ্য করিয়া, টিকেন্দ্রজিৎ ও কেশরজিৎ বড়চাওবার সহিত ক্রমান্বয়ে চারি দিবস অবিশ্রান্ত যুদ্ধ করিলেন। এই চারি দিবসের মধ্যে কখন্ যে তাঁহারা পান ভোজন বা বিশ্রাম করিতেন, তাহা কেহই অবগত ছিলেন না। অনেকে বলিয়া থাকেন, চারি দিবস কাল তাঁহারা পান ভোজন ও নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। চারি দিবসের এই ভয়ানক যুদ্ধে বড়চাওবা বিশেষ ক্ষতি সহ্য করিলেন। তাঁহার সৈন্য সামন্ত প্রায় সমূলে নির্ম্মূল হইল। তাঁহার গুলি বারুদ এবং বন্দুকাদি প্রায় সমস্তই টিকেন্দ্র কাড়িয়া লইলেন। বড়-চাওবা যখন দেখিলেন যে, তাহাদিগের দর্প সম্পূর্ণরূপে চূর্ণ হইয়াছে, যেরূপে পরাজয় হইতে হয়, তাহার কিছুই আর অবশিষ্ট নাই, কেবল টিকেন্দ্রজিতের হস্তে তাহাদিগের বন্দী হওয়াই মাত্র বাকী আছে, তখন অনন্যোপায় হইয়া বড়চাওবা সেই স্থান হইতে পলায়ন করিলেন। অনেকে বলিয়া থাকেন যে, তিনি লুক্কাইত-ভাবে কাছাড়ে অবস্থান করিয়া টিকেন্দ্রের হস্ত হইতে আপন জীবন রক্ষা করেন।

ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট বড়চাওবার এই কথা শুনিয়া মিত্র-রাজকে

রক্ষা করিবার নিমিত্ত পরিশেষে বিশেষ চেষ্টা করেন। তাঁহাকে ধৃত করিবার অভিপ্রায়ে বিশেষরূপে উহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন; কিন্তু কোন স্থানেই তাঁহার সন্ধান প্রাপ্ত হয়েন না। কাজেই সে যাত্রা বড়চাওবা ধৃত বা কারারুদ্ধ হন না।

ঝালকৃতি সিংহ জ্যৈষ্ঠ মাসে সেনাপতি পদে প্রতিষ্ঠিত হন। কিন্তু তাঁহার শরীর সুস্থ ছিল না; কেবলমাত্র ১৫ দিবস কাল তিনি এই কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। ক্রমে তাঁহার স্বাস্থ্য একেবারে লোপ-প্রাপ্ত হয় ও পরিশেষে তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করেন। যে দিবস ঝালকৃতি পরলোক গমন করেন, সেই দিবস হইতেই মহারাজ সুরাচন্দ্র, টিকেন্দ্রজিৎকেই সেই সেনাপতি-পদে বরণ করেন। সেই দিবস হইতে কৈরৎ সেনাপতি নামে প্রসিদ্ধ।

এই সময়ে রাজবংশের নিয়ম-অনুসারে মণিপুরে একটী প্রকাশ্য দরবার হয়; সেই দরবারে সহোদর ও বৈমাত্র সকল ভ্রাতাই উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা পরস্পর বিবাদ-বিসম্বাদে লিপ্ত হইবেন না এবং এই রাজবংশের রীত্যনুসারে রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিবেন, এইরূপ প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইবার নিমিত্ত সকলে মৃত রাজা চন্দ্রকীর্ত্তি সিংহের পাদুকা ও রাজ-তরবারী স্পর্শ করিয়া কঠোর প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হন।

মহারাজ সুরাচন্দ্র এই নূতন সেনাপতির বিক্রমে কিছু দিবস নির্ব্বিবাদে রাজত্ব করিতে না করিতেই আশ্বিন মাসের এক দিবস ভয়ানক তোপ-ধ্বনিতে সহর তোলপাড় হইয়া উঠিল। হঠাৎ তোপধ্বনি শুনিয়া সেনাপতির হৃদয়ের মধ্যেও যেন তোপ-ধ্বনি ধ্বনিত হইতে আরম্ভ হইল। পুনরায় কোথা হইতে শত্রুর আগমন হইল, প্রথমত তাহার কিছুই বুঝিয়া উঠিতে

পারিলেন না। তবে ইহা বুঝিলেন যে, যে শত্রু প্রথম হইতেই কামান লইয়া আক্রমণ করে, সে নিতান্ত ক্ষুদ্র শত্রু নহে, ও তাহাকে দমন করাও নিতান্ত সহজ নহে। এইরূপ ভাবিয়া সেনাপতি যত শীঘ্র পারিলেন, সৈন্য-সামন্ত সুসজ্জিত করিয়া বহির্গত হইলেন। দেখিলেন, সেই পলায়িত বড়চাওবা প্রায় দুই সহস্র সৈন্য ও তোপ লইয়া ভ্রাতার সহিত রাজধানী আক্রমণ করিয়াছেন। টিকেন্দ্র প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়া বড়চাওবার গতিরোধ করিতে লাগিলেন। পাঁচ দিবস কাল উভয় পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ হইল। উভয় পক্ষেরই অনেক সৈন্য সামন্ত হত ও আহত হইয়া পড়িল। বড়চাওবা বিশেষ দক্ষতার সহিত তাঁহার সেই কামান পাঁচ দিবস কাল অবিশ্রান্ত চালাইলেন। সেই ভীষণ ও দুর্জ্জয় কামান গর্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গে যেন বড়চাওবার বিজয়বার্ত্তা চতুর্দ্দিকে ঘোররবে প্রচার করিতে লাগিল। এই দুর্জ্জয় কামানের সম্মুখে পাঁচ দিবসকাল অনবরত যুদ্ধ করিয়া টিকেন্দ্র বিশেষরূপে ক্ষতিগ্রস্ত হইলেন, এবং মনে মনে এবার বিজয় আশা একেবারে পরিত্যাগ করিলেন। তথাপি কিন্তু মনের ভাব কাহারও নিকট প্রকাশ না করিয়া প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে ক্ষান্ত হইলেন না। এই সময়ে হঠাৎ ইংরাজের সাহায্য আসিয়া উপস্থিত হইল। একশত সুশিক্ষিত ইংরাজ সিপাহি আসিয়া টিকেন্দ্রের সহিত যোগ দিল। টিকেন্দ্র ইংরাজ-বল প্রাপ্তে নববলে বলীয়ান হইয়া উঠিলেন, এবং একেবারে ঘোররবে বড় চাওবাকে আক্রমণ করিলেন। বড়চাওবা সেই আক্রমণ সহ্য করিতে সমর্থ হইলেন না। তাঁহার সৈন্য-সামন্তের মধ্যে কেহ হত, কেহ আহত এবং কেহ বা রণভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিল। বড় চাওবা ভ্রাতার সহিত

ধৃত হইলেন। এখন তাঁহারা রাজার কয়েদী (State prisoner) হইয়া হাজারিবাগে অবস্থান করিতেছেন। রাজ্য-প্রাপ্তির আশা এখন তাঁহারা ভুলিয়াছেন। ইংরাজ-গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে তিনি কেবলমাত্র ৬০৲ টাকা এবং তাঁহার ভ্রাতা মেকজিন ২০৲ টাকা মাত্র মাসে মাসে প্রাপ্ত হইয়া তাহারই দ্বারা কষ্টে জীবন-ধারণ করিতেছেন। বড়-চাওবার একটী পুত্র আছে; তাহার নাম সেনা আহাল। শুনিতে পাওয়া যায়, পিতাপুত্রে বিশেষরূপ অসদ্ভাব; উভয়ের কথাবার্ত্তা পর্য্যন্ত বন্ধ এবং পরস্পরের মধ্যে পত্রাদি পর্য্যন্তও লেখা-লিখি নাই।

দশম পরিচ্ছেদ।

(ইংরাজী ১৮৮৫-৮৬ সাল।)

বক্কোরাপোর সহিত যুদ্ধ।

মহারাজ চন্দ্রকীর্ত্তির মৃত্যুর পর বৎসর অর্থাৎ ১৮৮৫ সাল বিনা গোলযোগে উত্তীর্ণ হইয়া যায়। এই বৎসর কেহই মহারাজ সুরাচন্দ্রের উপর কোনরূপ অন্যায় আচরণে প্রবৃত্ত হন নাই।

ইংরাজী ১৮৮৬ সালে পুনরায় আর একটী গোলযোগ উপস্থিত হয়; মহারাজ চন্দ্রকীর্ত্তির রাজ্যকালে তাঁহার মন্ত্রী (Minister) ছিলেন,—ভুবনসিংহ। ভুবনসিংহের মৃত্যুকালে তিনি বক্কোরাপো নামীয় একটী বিশেষ ক্ষমতাশালী পুত্র রাখিয়া যান। বক্কোরাপোরও চারিটী সাহসী পুত্র জন্ম-পরিগ্রহ করেন। তাহার মধ্যে লাইরেন্‌জা ও মাইপা বিশেষ বলশালী ছিলেন।

ভাদ্র মাসে কতকগুলি সৈন্য সংগ্রহ করিয়া বক্কোরাপো ও তাঁহার চারিপুত্র মণিপুরের এই সিংহাসন অধিকার করিবার বাসনায় বিশেষরূপে প্রোৎসাহিত হইলেন, ও সুযোগমতে এক দিবস আসিয়া রাজধানী আক্রমণ করিলেন। এবার গোপালসেনা ও পদ্মলোচন ও সেনাপতি টিকেন্দ্রজিৎ উভয়ে রণক্ষেত্রে উপস্থিত হন। উভয় পক্ষে ভয়ানক যুদ্ধ আরম্ভ হয়। রাত্রিদিন চব্বিশ ঘণ্টা শিলাবৃষ্টির ন্যায় উভয় পক্ষে গুলি বর্ষণ হইতে থাকে। এই যুদ্ধে টিকেন্দ্রের সৈন্য অধিক পরিমাণে হত ও আহত হইয়া পড়ে। টিকেন্দ্র এবারও জয়-আশা মন হইতে

পরিত্যাগ-পূর্ব্বক ইংরাজের সাহায্য প্রার্থনা করেন। এই সময় গ্রিমরোজ সাহেব ছিলেন,—পলিটিকেল এজেণ্ট। কি জানি, কি ভাবিয়া এবার তিনি ব্রিটিশ সৈন্যের সাহায্য দানে অসম্মত হয়েন। টিকেন্দ্রজিৎ যে আশায় প্রোৎসাহিত হইয়া এতক্ষণ পর্য্যন্ত ভয়ানক যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন, এখন সেই আশায় নিরাশ হইয়া অতিশয় চিন্তিত হইলেন। টিকেন্দ্রজিৎ কিন্তু রণকৌশলে একজন অতিশয় পণ্ডিত লোক ছিলেন। বঙ্কোরাপোকে তখন কৌশলজালে পাতিত করিয়া জয়লাভ করিবার এক উপায় স্থির করিলেন।

যে সকল সৈন্য লইয়া তাঁহারা দুই ভ্রাতায় একত্রে যুদ্ধ করিতেছিলেন, তাহা হঠাৎ দুই ভাগে বিভাগ করিয়া ফেলিলেন। গোপাল সেনা এক অংশ লইয়া তাঁহাদের কেল্লার ভিতর গমন করিলেন। কেল্লার ভিতর গিয়া উহার প্রধান দ্বার একেবারে উন্মোচিত করিয়া দিলেন, এবং সেই মুক্ত দ্বারের ভিতর সারি সারি কামান সাজাইয়া ঠিক হইয়া বসিয়া রহিলেন। এদিকে টিকেন্দ্র-জিৎ তাঁহার সৈন্য লইয়া বঙ্কোরাপোর সহিত সম্মুখ-যুদ্ধে নিযুক্ত রহিলেন। যখন দেখিলেন যে, গোপাল সেনা পরামর্শমত কার্য্য ঠিক করিয়াছেন, তখন কৈরৎ সসৈন্যে ক্রমে বক্রগতিতে পশ্চাৎ-পদ হইতে আরম্ভ করিলেন। কেল্লার দ্বার সম্মুখ, যেখানে তিনি দণ্ডায়মান ছিলেন, সেই স্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক পশ্চাৎপদে যুদ্ধ করিতে করিতে অন্য দিকে গমন করিতে লাগিলেন। বঙ্কোরাপো যখন দেখিলেন যে, টিকেন্দ্র পলায়নের রাস্তা অন্বেষণ করিতেছেন, তখন তিনিও সাধ্যমতে সেনাপতির সৈন্যগণকে বিশেষরূপে আক্রমণ করিতে লাগিলেন। টিকেন্দ্র যখন দেখিলেন যে, তিনি

তাঁহার নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইয়াছেন, অর্থাৎ কেল্লার অপর একটী দ্বারে, যেখানে আসিবার নিমিত্ত পশ্চাৎভাগে ক্রমে ক্রমে হটিয়া যাইতেছিলেন, সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, তখন তাঁহার পূর্ব্বের আদেশ মত ভিতর হইতে সেই দ্বার উন্মোচিত হইল। তখন তাঁহারা পূর্ব্বের মত পশ্চাৎপদে চলিতে চলিতে কেল্লার ভিতর প্রবেশ করিলেন। কেল্লার দ্বার ভিতর হইতে বন্ধ হইয়া গেল। তখন সেই দরজার উর্দ্ধভাগে একস্থানে দণ্ডায়মান হইয়া, বিপক্ষ-পক্ষীয় সৈন্যগণের উপর গুলি-বর্ষণ আরম্ভ করিলেন।

বক্কোরাপো যখন দেখিলেন যে, টিকেন্দ্র সমস্ত সৈন্যের সহিত পলায়ন করিলেন, তখন তাঁহার আর আনন্দের পরিসীমা রহিল না। তিনি বিজয়-নিশান উড়াইয়া সেই কেল্লার ভিতর প্রবেশ করিবার পথ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। এরূপ সময় সংবাদ পাইলেন যে, সৈন্যগণ কেল্লা ছাড়িয়া পলায়ন করিয়াছে, এবং সেই প্রধান দ্বার উন্মোচিত রাখিয়া চলিয়া গিয়াছে। এই সংবাদ প্রাপ্তে বক্কোরাপোর আনন্দের আর পরিসীমা রহিল না; তিনি বিজয়-ডঙ্কা বাজাইয়া, বিজয়-নিশান উড়াইয়া, সৈন্য-সামন্তের সহিত সেই দরজা দিয়া কেল্লার ভিতর প্রবেশ করিলেন।

গোপাল-সেনা এতক্ষণ পর্য্যন্ত চুপ করিয়াছিলেন। নিস্তব্ধভাবে প্রস্তুত অবস্থায় সেই স্থানে বসিয়া ছিলেন। যেমন বক্কোরাপো সেই দ্বারের ভিতর সমস্ত সৈন্যের সহিত প্রবেশ করিলেন, অমনি ভীষণ কামান সকল একেবারে গর্জ্জিয়া উঠিল। এদিকে টিকেন্দ্র আপনার সৈন্যের সহিত সেই সেই স্থান হইতে বহির্গত হইলেন, এবং দ্রুতপদে আসিয়া বাহির হইতে সেই প্রধান

দ্বার অবরোধ করিলেন। তিনি বাহির হইতে ভিতরে আক্রমণ করিলেন; আর গোপাল-সেনা ভিতর হইতে দুর্জ্জয় তোপের দ্বারা আক্রমণ করিলেন। বল্কোরাপো ভিতরে প্রবেশ করিতে সমর্থ হইলেন না, এবং বাহিরে আসিবারও কোন উপায় না দেখিয়া যতক্ষণ পারিলেন, তাহার ভিতরই থাকিয়া যুদ্ধ করিলেন। পরিশেষে সমস্ত সৈন্য-সামন্ত, অমাত্য ও পুত্রগণের সহিত সেই স্থানে পতিত হইয়া আপন আপন যুদ্ধ-আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত করিলেন।

টিকেন্দ্র এইরূপ কৌশল অবলম্বন করিয়া যে কেবলমাত্র এই যুদ্ধে জয়লাভ করিলেন, তাহা নহে; সেই শত্রুকুল একেবারে সমূলে নির্ম্মূল করিলেন। তাঁহার কৌশল ও সাহসের কথা যিনি শ্রবণ করিলেন, তিনিই অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। মহারাজ সুরাচন্দ্র টিকেন্দ্রের বীরত্বের ও কৌশলের অনেক প্রশংসা করিলেন। *

মণিপুরের

সেনাপতি।

(দ্বিতীয় অংশ।)

(অর্থাৎ টিকেন্দ্রজিৎ সিংহের জন্ম হইতে ১৩ আগষ্ট ফাঁসী হওয়ার দিবস পর্য্যন্ত যাবতীয় ঘটনার আশ্চর্য্য রহস্য !)

শ্রীপ্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত।

১৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, বৈঠকখানা,
"দারোগার দপ্তর" কার্য্যালয় হইতে
শ্রীউপেন্দ্রভূষণ চৌধুরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত

দ্বাদশ বর্ষ।] [শ্রাবণ।

মণিপুরের সেনাপতি।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

(ইংরাজী ১৮৮৭ সাল।)

কুকিদিগের সহিত যুদ্ধ।

মণিপুর-সীমান্তে কুকিদিগের বাসস্থান। কুকিগণ যদিও জঙ্গলি জাতি বলিয়া পরিচিত, কিন্তু তাহাদিগের বীরত্ব অসাধারণ। ইহাদিগের মধ্যে একতার অভাব নাই, এবং সকলেই গ্রামের প্রধান ব্যক্তির বশীভূত। কোন কুকির উপর কোনরূপ অত্যাচার হইলে, কোন কুকি কোনরূপে বিপদগ্রস্ত হইলে, কুকি-মাত্রেই একতাসূত্রে আবদ্ধ হইয়া তাহার প্রতিবিধানের চেষ্টা করিয়া থাকে। এই কুকিদিগের মধ্যে তমহু কুকি সর্ব্বপ্রধান। কুকি মাত্রেই তাহার আদেশ প্রতিপালনে পরাঙ্মুখ নহে। এমন কি, প্রাণের আশা পর্য্যন্তও পরিত্যাগ করিয়া কুকিগণ তমহুর আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া থাকে।

অনেক দিবস হইতে এই কুকিগণ মণিপুর-রাজার বশীভূত ছিল। বহুদিবস হইতেই ইহারা রাজাকে কর প্রদান করিয়া আসিতেছিল। কিন্তু কি জানি, কি কারণে হঠাৎ তমহু সুরা-চন্দ্রের উপর অসন্তুষ্ট হইল; কাজেই তখন কুকি-মাত্রেই মহারাজার আদেশ লঙ্ঘন করিতে আরম্ভ করিল। মহারাজকে যে কর প্রদান করিতেছিল, তাহাও বন্ধ করিয়া দিল। মহারাজ পুনরায় উহা-দিগকে বশীভূত করিবার নিমিত্ত নানারূপ চেষ্টা করিলেন, অনেকরূপে বুঝাইলেন, অনেক মিষ্ট কথায় তমহুকে পরি-তুষ্ট করিবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু যখন কিছুতেই কিছু হইল না, স্বদলবলে তমহু যখন কিছুতেই মহারাজের বশীভূত হইতে সম্মত হইল না, তখন কাজেই রাজকার্য্যের অনুরোধে মহারাজকে তমহুর বিপক্ষে যুদ্ধ-ঘোষণা করিতে হইল।

তমহুকে পরাজয় করিবার অভিপ্রায়ে উপযুক্তরূপ সৈন্য-সামন্ত প্রেরিত হইল। কিন্তু পরিশেষে তাহার বিপরীত ফল ফলিল। তমহু মহারাজের সৈন্যের সহিত বীরদর্পে সমরে অগ্রসর হইল। উভয়পক্ষে যুদ্ধ বাধিল ও সেই যুদ্ধে মহারাজের বিস্তর ক্ষতি হইল। তমহু সেই যুদ্ধে জয়লাভ করিল। কুকি-গণের জয়লাভ হওয়াতে তাহাদিগের প্রতিজ্ঞাই স্থির রহিল। তখন তাহারা মহারাজকে আরও অপদার্থের ন্যায় বোধ করিতে লাগিল।

টিকেন্দ্রজিৎ মহারাজের এইরূপ অপমান দেখিয়া, আর কোন প্রকারে সহ্য করিতে পারিলেন না। অগ্রহায়ণ মাসে তিনি স্বয়ং সমরসাজে সাজিয়া, সৈন্যসামন্ত সমভিব্যাহারে তমহুর সহিত যুদ্ধ করিবার অভিপ্রায়ে রাজধানী হইতে বহির্গত হইলেন। তমহু

এই সংবাদ পাইয়া কুকিদিগকে সংগ্রহ করিয়া, টিকেন্দ্রের সহিত যুদ্ধ করিবার অভিপ্রায়ে চসার পাহাড়ে সমবেত হইল। টিকেন্দ্র সেই স্থানে উপস্থিত হইবামাত্রই উভয়পক্ষে ভয়ানক সংগ্রাম আরম্ভ হইল। টিকেন্দ্রও সহজে ছাড়িবার পাত্র নহেন, তমহুও সহজে পরাজিত হইবার নহে। উভয়পক্ষে ভয়ানক যুদ্ধ হওয়ায় ক্ষতি উভয় পক্ষেরই হইল; কিন্তু তমহুর কুকি সৈন্য অধিক পরিমাণে হত ও আহত হইয়া পড়িল। তমহু যতক্ষণ পারিলেন, প্রাণপণে যুদ্ধ করিলেন। যখন দেখিলেন, ক্রমে হীনবল হইতেছেন, তখন সমরাঙ্গন হইতে পলায়নের চেষ্টা করিলেন। টিকেন্দ্র এই অবস্থা বুঝিতে পারিয়া, তাহার পলায়নের পক্ষে বিশেষরূপ প্রতিবন্ধক হইলেন। কাজেই তমহু টিকেন্দ্রের হস্তে ধৃত ও আবদ্ধ হইল। অন্যান্য কুকিগণ যাহারা পলায়ন করিল, তাহাদিগকে ধরিবার নিমিত্ত আর কোনরূপ চেষ্টা না করিয়া, তমহুকে বন্ধন অবস্থায় আনিয়া মহারাজ সুরাচন্দ্রের সম্মুখে উপনীত করিলেন।

মহারাজ টিকেন্দ্রের বীরত্বে যারপরনাই সন্তুষ্ট হইয়া বার বার প্রশংসা করিলেন, এবং তাঁহার বাহুবলেই মণিপুরের সিংহাসন সুদৃঢ় থাকিবে বলিয়া, তাঁহাকে সর্ব্বসমক্ষে সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন।

অন্ধকার কারাগারের ভিতর তমহুর বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইল। তমহু সেই স্থানেই অতিশয় কষ্টের সহিত দিনযাপন করিতে লাগিল। এইরূপে দুই মাসকাল কারাগারে আবদ্ধ থাকিয়া তমহু ভাবিল যে, এইরূপে জীবন-যাপন অপেক্ষা মহারাজের বশ্যতা স্বীকার করাই ভাল। মনে মনে এইরূপ যুক্তি আঁটিয়া মহারাজের

সাক্ষাৎ অভিলাষে তমহু প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। কিয়দ্দিবস গত হইতে হইতেই এক দিবস মহারাজের সহিত তমহুর সাক্ষাৎ হইল। সেই দিবস তমহু আপনার দোষ স্বীকার-পূর্ব্বক মহারাজের নিকট কৃতাঞ্জলিপুটে অভয় ভিক্ষা করিল ও কহিল,—"আমি আমার কর নিয়মিতরূপ প্রদান করিব, ও আমার আজ্ঞানুবর্ত্তী যত কুকি আছে, তাহাদের করও আমি ধার্য্য করিয়া দিব, এবং সময় মতে কর আদায় করিয়াও মহারাজের নিকট পাঠাইয়া দিব।" একে মহারাজের হৃদয় দয়ায় পরিপূর্ণ, তাহাতে কুকিগণ আপন আপন জীবন অপেক্ষাও সত্য কথারই অধিক আদর করিয়া থাকে বলিয়া, মহারাজা তমহুকে অভয় প্রদান করিলেন। তমহু জেল হইতে বহির্গত হইয়া আপনার দলের সহিত গিয়া মিশিল, এবং সকলের নিকট হইতে নিয়মিতরূপ রাজস্ব আদায় করিয়া প্রেরণ করিতে লাগিল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

(ইংরাজী ১৮৮৮ ও ১৮৮৯ সাল।)

টিকেন্দ্র কর্ত্তৃক হত্যা।

ইংরাজী ১৮৮৮ সালে বিশেষ কোন ঘটনাই ঘটে নাই। কেবলমাত্র যোগেন্দ্র সিংহ নামীয় এক ব্যক্তি পাঁচ শত মাত্র কাছাড়বাসী মণিপুরী সৈন্য লইয়া মণিপুর-রাজসিংহাসন অধিকার

করিবার আশায় অগ্রসর হইতেছিলেন। পথিমধ্যে ইংরাজ-সৈন্য তাঁহার গতি রোধ করে। ইংরাজ-সৈন্যের সহিত যোগেন্দ্রের একটী সামান্য যুদ্ধ হয়, সেই যুদ্ধে যোগেন্দ্র সিংহ পরাভূত ও মৃত্যুমুখে পতিত হন।

ইংরাজী ১৮৮৯ সালে গ্রিমউড সাহেব মণিপুরের পলিটিকেল এজেণ্ট ছিলেন। তিনি টিকেন্দ্রকে অতিশয় ভালবাসিতেন। কেন ভালবাসিতেন, তাহার কতক পরিচয় পাঠকগণ পরে জানিতে পারিবেন।

টিকেন্দ্রজিৎ সিংহ একজন অতিশয় সাহসী পুরুষ ছিলেন। প্রত্যহ রাত্রিতে তিনি গুপ্তবেশে একাকী সহর পর্য্যটন করিয়া বেড়াইতেন। কেবল পর্য্যটন নহে, তিনি প্রত্যেকের বাড়ীর নিকট, ঘরের পশ্চাদ্ভাগে, জঙ্গলের মধ্যস্থল প্রভৃতি স্থানে লুক্কায়িত থাকিয়া, প্রজামণ্ডলীর কথোপকথন গোপনে শ্রবণ করিতেন। ইহাঁর একটী মহৎ দোষ ছিল যে, ইনি তোষামোদকারীকে একটু বিশেষ ভালবাসিতেন। গোপনে বেড়াইবার সময় যদি কাহারও মুখে তিনি আপনার যশোগান শ্রবণ করিতেন, তাহা হইলে যে কোন প্রকারেই হউক, তিনি তাহার উপকার করিতে কোন প্রকারেই পরাঙ্মুখ হইতেন না। আর, যাহার মুখে তিনি তাঁহার নিন্দা শুনিতেন, তাহার সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইত; তাহার প্রাণ লইয়া টানাটানি পড়িত।

এক দিবস রাত্রিযোগে যখন তিনি একাকী ভ্রমণ করিতে-ছিলেন, সেই সময় ওঁকাইবাপুচার বাড়ীর ভিতর হইতে তাঁহার নাম হঠাৎ শুনিতে পাইলেন। অমনি তিনি সেই স্থানে দাঁড়াইয়া, উহারা কি বলিতেছে, তাহা শ্রবণ করিতে লাগিলেন। শুনিলেন,

ওকাইবাপুচা তাহার ভ্রাতার নিকট টিকেন্দ্রজিতের চরিত্রদোষ উল্লেখ করিয়া তাঁহার নিন্দা করিতেছে, এবং তাহার ভ্রাতাও উহা সমর্থন করিতেছে। এই কথা শ্রবণে টিকেন্দ্র অতিশয় ক্রোধ-পর-বশ হইয়া সেইস্থান হইতে তখন চলিয়া গেলেন; কিন্তু পরদিবস প্রাতঃকালে উভয় ভ্রাতাকেই আপনার নিকট ডাকাইয়া আনিলেন, এবং কাহাকেও কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া উভয়কেই স্বহস্তে সজোরে বেত্রাঘাত আরম্ভ করিলেন। উহারা বেত্রাঘাত সহ্য করিতে না পারিয়া, সেই স্থানে পড়িয়া গেল, তথাপি বেত্রাঘাত বন্ধ হইল না। উহারা অবিশ্রান্ত বেত্রাঘাতে ক্রমে অচৈতন্য হইয়া পড়িল; কিন্তু তাহাতেও বেত্রাঘাত নিবৃত্তি হইল না। পরিশেষে উভয়েই বেত খাইতে খাইতে সেই স্থানেই মানবলীলা সম্বরণ করিল।

এ কথা কিন্তু অপ্রকাশ থাকিল না। ক্রমে চীফ্ কমিসনার সাহেবের কর্ণে গিয়া এই বিবরণ পৌঁছিল। টিকেন্দ্রের উপর নরহত্যা করা অপরাধ আনা হইল, এবং বিচারে তিনি দোষী প্রমাণিত হওয়ায় চিরদিবসের নিমিত্ত তাঁহার নির্ব্বাসনের আজ্ঞা হইল। কিন্তু অনেকের অনেকরূপ সহি-সুপারিসে, এবং পূর্ব্বে তিনি গবর্ণমেণ্টকে যেরূপ সহায়তা করিয়া ভয়ানক বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন, সেই পূর্ব্বকর্ম্মের অনুরোধে, তাঁহাকে চির-নির্ব্বাসন হইতে মুক্তি প্রদান করা হইল। কেহ কেহ কিন্তু বলিয়া থাকেন, এই দণ্ড হইতে তাঁহাকে একেবারে নিষ্কৃতি দেওয়া হয় নাই। তিনি দোষীই সাব্যস্ত থাকেন, এবং তাঁহাকে কেবল-মাত্র পঞ্চাশ টাকা অর্থদণ্ড দিতে হয়।

১৮৮১ সালে তিনি এইরূপ আরও একটী বিষয়ে পতিত

হইয়াছিলেন। সেবারেও যে তিনি একেবারে নির্দ্দোষী ছিলেন, তাহা নহে; কিন্তু সেবারেও তাঁহাকে পরিত্রাণ দেওয়া হইয়াছিল। সেবার তিনি তাঁহার দুই জন ভৃত্যের উপর নিতান্ত অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন বলিয়াই, এইরূপ বিপদে পতিত হন। ঐ চাকরদ্বয় তাঁহার কতকগুলি দ্রব্য অপহরণ করিয়াছিল। উহাদিগকে টিকেন্দ্র-জিৎ প্রথমে সেই চুরির বিষয় জিজ্ঞাসা করেন; কিন্তু তাহারা মনিবের সম্মুখে মিথ্যা কথা বলিয়া প্রকাশ করে যে, তাহারা সেই চুরির বিষয় কিছুমাত্র অবগত নহে। টিকেন্দ্র উহাদিগের কথা বিশ্বাস না করিয়া, নিজেই এই চুরির অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন, ও উহাদিগের নিকট হইতেই চোরাই দ্রব্য সকল বাহির করেন। তখন তিনি তাঁহার সেই ভৃত্যদ্বয়কে পুনরায় ডাকাইয়া, চুরি করা ও মিথ্যা বলার অপরাধে স্বহস্তে উহাদিগকে বেত্রাঘাত আরম্ভ করেন, ও সেই বেত্রাঘাতেই উভয়ে মানবলীলা সম্বরণ করে।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

(ইংরাজী ১৮৯০ সাল।)

গ্রিমউডের সহিত টিকেন্দ্রের বন্ধুত্ব।

মহারাজ সুরাচন্দ্র সিংহ যত দিবস রাজ-সিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন, তত দিবস তিনি ইংরাজ-রাজের সহিত বিশেষ মিত্রতা-সূত্রেই আবদ্ধ ছিলেন। চীফ কমিসনার বা পলিটিকেল এজেণ্ট

যখন তাঁহাকে যে কার্য্যের সাহায্যের নিমিত্ত আহ্বান করিতেন, তিনি তখনই আপনার সাধ্যমত তাহা সমাপন করিতে ত্রুটী করিতেন না। তাঁহারাও মহারাজের উপর অসন্তুষ্ট ছিলেন না।

গ্রিমউড সাহেব যখন পলিটিকেল এজেণ্ট ছিলেন, সেই সময়ে তিনি মহারাজ সুরাচন্দ্র সিংহ অপেক্ষা সেনাপতি টিকেন্দ্র-জিৎকে বিশেষরূপ অনুগ্রহ করিতেন, এবং ভালবাসার ভাগও তাঁহার উপরেই অধিক পরিমাণে ন্যস্ত ছিল; একথা সত্য হউক বা মিথ্যা হউক, অনেকে কিন্তু বলিয়া থাকেন,—মহারাজ সুরা-চন্দ্রের উপর প্রজাবর্গ কেহই অসন্তুষ্ট ছিলেন না। সকল প্রজাই তাঁহাকে মান্য ও ভক্তি করিত, এবং তাঁহার আজ্ঞা প্রতিপালনে কেহই কখন অসম্মত হইত না। মহারাজ প্রজারঞ্জক ছিলেন, সময় সময় তিনি প্রজাগণকে বিশেষরূপে সাহায্য করিতে ত্রুটী করিতেন না। গত বৎসর যখন ভয়ানক দুর্ভিক্ষ হয়, তখন তিনি যে কেবলমাত্র এক বৎসর প্রজাগণের রাজস্ব মাপ করেন, তাহা নহে। যত দিবস দুর্ভিক্ষের বিশেষ প্রকোপ ছিল, তত দিবস তিনি রাজসংসার হইতে প্রজাবর্গের আহারের সংস্থান করিয়া দিয়াছিলেন; এবং নিয়মিত মূল্যে খাদ্যাদি খরিদ করিয়া, যে সকল ব্যক্তি দান লইতে অসম্মত ও খাদ্যাদি খরিদ করিতে সমর্থ, তাহাদিগের নিকট অর্দ্ধ মূল্যে ঐ সকল দ্রব্যাদি বিক্রয় করিয়া তাহাদিগেরও জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন।

---

* See class F. Para 16th of lettter dated 14th. November, 1890, from His Highness Sura Chundra Singh, Maharaja of Monipur, to the Hon'ble J. W. Quinton C. S. I, Chief-Commissioner of Assam.

সুরাচন্দ্র যদিও একজন প্রজারঞ্জক রাজা সত্য, কিন্তু রাজকার্য্যে তিনি ততদূর পারদর্শী নহেন। ইনি একজন পরম হিন্দু (বৈষ্ণব) রাজা। ঈশ্বর আরাধনা করিয়াই তিনি দিনযাপন করিতেন। সর্ব্বদাই ঈশ্বর-উপাসনায় নিযুক্ত থাকিতেন বলিয়া, রাজকার্য্যে সর্ব্বদা আপনার মন-সংযোগ করিতে পারিতেন না; সুতরাং রাজার যেরূপে রাজ্যশাসন করা কর্ত্তব্য, তিনি সেইরূপে রাজ্য-পালন করিতে সমর্থ হইতেন না। কাজেই শত্রুগণ ছিদ্রানুসন্ধান করিয়া বেড়াইত, ভ্রাতাগণের মধ্যেও সকলে তাঁহার বশীভূত হইত না। †

টিকেন্দ্রজিৎ সিংহ যদিও সেনাপতি ছিলেন সত্য, কিন্তু রাজা অপেক্ষা তাঁহার প্রাধান্য অধিক ছিল। একে সৈন্য-সামন্ত তাঁহার বশীভূত, তাহাতে প্রজাবর্গেরও তাঁহার আদেশ লঙ্ঘন করিবার ক্ষমতা ছিল না। প্রজাগণ তাঁহাকে যেরূপ ভালবাসিত, সেইরূপ ভয়ও করিত। তাঁহার প্রভাব ও পরাক্রমে সকলেই বিস্মিত ছিল বলিয়া, তিনি রাজা না হইয়াই রাজত্ব করিতেন। তিনি যে কেবল মণিপুরিদিগের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিতেন, তাহা নহে; সকল জাতির সহিতই সহজে মিশিতে পারিতেন,

---

‡ "The Maharaja personally was popular, but he was a weak ruler, paid little attention to public business, aud spents hours every day in worshipping in the temple."

Para 22 of letter No. 4309, dated 9th October, 1890, from Secretary to the Chief-Commissioner of Assam, to the Secretary to the Government of India.

এবং সকলের সহিতই অনায়াসে বন্ধুত্ব স্থাপন করিতে সমর্থ হইতেন। ‡

কেহ কেহ বলেন, গ্রিমউড সাহেব মহারাজকে একেবারে দেখিতে পারিতেন না; কিন্তু টিকেন্দ্রকে প্রাণের অপেক্ষাও ভাল-বাসিতেন। সেনাপতি যাহা বলিতেন, তিনি তৎক্ষণাৎ তাহাই সম্পাদন করিতেন। যে সকল কারণে সাহেব টিকেন্দ্রকে ভাল-বাসিতেন, তাহার কারণ অনেকে অনেকরূপ বলিয়া থাকেন। টিকেন্দ্রের অসাধারণ বল-বিক্রম, অসীম সাহসই তাঁহার ভাল-বাসার মূল কারণ। কিন্তু সত্য হউক বা মিথ্যা হউক, কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, গ্রিমউড সাহেব আমোদ-প্রমোদ অতিশয় ভাল-বাসিতেন। যাহাতে তাঁহার মনে কোনরূপ আমোদের উপলব্ধি হয়, তিনি তাহা করিতে সততই যত্নবান থাকিতেন। *

এক দিবস হঠাৎ তাঁহার মনে উদয় হইল যে, মণিপুরী স্ত্রীলোকদিগের ফটোগ্রাফ লইতে হইবে। মনে যেমন সেই ভাবের উদয় হইল, অমনি তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার নিমিত্ত

‡ "The Senapati is the most popular of all his brothers, not only with Manipuries but with the Natives of India who reside here."

Para 17th of letter No. 4209, dated 9th October, 1890, to the Government of India from Commissioner of Assam.

* "He had no work, and to while away his time he wanted some pleasant occupation."

Amrita Bazar Patrika,

Dated 21st may, 1891.

চেষ্টিত হইলেন। কিন্তু মণিপুরের রাজার অনুমতি ও সাহায্য ব্যতিরেকে এ কার্য্য সম্পন্ন হওয়া অসম্ভব, কাজেই তিনি মহারাজ সুরাচন্দ্রকে আপন মনোভাব জ্ঞাপন করিলেন। মহারাজ হিন্দুর ধর্ম্মের দিকে লক্ষ্য করিয়া, হিন্দু-সমাজের দিকে তাকাইয়া, সেই প্রস্তাবে আপনার অনভিমত প্রকাশ করিয়া, তাহাতে প্রতিবাদ করিলেন। কিন্তু টিকেন্দ্রজিৎ তাহা শ্রবণ করিয়া, গ্রিমউডের পক্ষ সমর্থন-পূর্ব্বক তাঁহার সেই কার্য্য সম্পাদন করিবার নিমিত্ত সাহায্য-প্রদান করিলেন। এই কারণেও গ্রিমউড টিকেন্দ্রকে আরও অধিক ভালবাসিতেন, এ কথাও কেহ কেহ বলিয়া থাকেন। ‡

---

‡ "It was at this time that Mr. Grimwood wanted to take photographs of some of the Monipur ladies. When the Maharajah heard this he was shocked, so was whole Monipur which is eminently conservative. The Maharajah said he would not permit it, and thus offended the dignity of Mr. Grimwood. But the Senaputty sided with Mr. Grimwood in this matter, and the bond of friendship between them in this manner grews stronger day by day."

Amrita Bazar Patrika,

Dated 12th May, 1891.

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

সুরাচন্দ্রের সিংহাসন।

ভৈরব সিংহ বা পাকা সেনা মহারাজ সুরাচন্দ্রের সহোদর ভ্রাতা। লেখা-পড়ায় ও মুন্সিয়ানায় সকল ভ্রাতা অপেক্ষা তিনিই শ্রেষ্ঠ। টিকেন্দ্রজিৎ মহারাজের সহোদর ভ্রাতা নহেন, বৈমাত্র ভ্রাতা। টিকেন্দ্র মহারাজের নিমিত্ত যত কষ্টই করুন না কেন, যত যুদ্ধ-জয়ই করুন না কেন, কিন্তু কিছুতেই তাঁহার মন পাইতেন না। মনুষ্যের যে কেমন স্বভাব, সহোদর ভ্রাতা অপেক্ষা বৈমাত্র ভ্রাতার স্নেহ কম হইয়া থাকে। মহারাজ, টিকেন্দ্রজিৎ অপেক্ষা পাকা সেনাকে অতিশয় ভালবাসিতেন। পাকা সেনা যাহা বলিতেন, বিনা আপত্তিতে মহারাজ তখনই তাহা করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইতেন না। এইরূপ নানা কারণে পাকা সেনার সহিত টিকেন্দ্রের মনের মিল অনেক দিবস হইতেই ছিল না। পাকা সেনারও কেমন একটী স্বভাব ছিল যে, তিনি রাত্রি-দিন টিকেন্দ্র ও টিকেন্দ্রের অনুগতদিগের উপর কেবল বিরক্তই থাকিতেন।

মহারাজও সকল ভ্রাতার উপর সমান দৃষ্টি না রাখিয়া, সকল ভ্রাতাকে সমভাবে না দেখিয়া, সর্ব্বদা পাকা-সেনার পক্ষই সমর্থন করিতেন। পাকা সেনা কোনরূপ অন্যায় কার্য্য করিলে বা অপর ভ্রাতাদিগের সহিত অসদ্ব্যবহার করিলেও, তিনি তাঁহার উপর অসন্তুষ্ট না হইয়া, তাঁহার পক্ষই অবলম্বন-পূর্ব্বক অপর ভ্রাতা-দিগকে লাঞ্ছনা করিতে ত্রুটী করিতেন না। পাকা-সেনাকে

মহারাজ ভালবাসিতেন; কিন্তু প্রজামণ্ডলী তাঁহার উপর নিতান্ত অসন্তুষ্ট ছিল। কেহই তাঁহাকে দেখিতে পারিত না, কেহই তাঁহার আজ্ঞা-পালনে রত থাকিত না। এদিকে কিন্তু সেনা-পতিকে সকলেই যেমন মান্য করিত, ভক্তিও করিত সেইপ্রকার; এবং মণিপুরি-মাত্রই তাঁহার আজ্ঞা-পালনে সতত প্রস্তুত থাকিত। কেবল মণিপুরি কেন, টিকেন্দ্রের সহিত যাহার একবার আলাপ হইত, সেই তাঁহার বশীভূত হইয়া পড়িত।

অনেক দিবস হইতে টিকেন্দ্রের সহিত পাকা-সেনার যদিও মনের মিল ছিল না, কিন্তু তিনি প্রকাশ্যে তাঁহার প্রতিশোধ লইবার কোন চিন্তা কখন মনেও করেন নাই। টিকেন্দ্রের যেরূপ পরাক্রম, লোকজন যেরূপ তাঁহার বশীভূত, তাহাতে তিনি মনে করিলেই পাকা-সেনাকে যথেষ্ট শিক্ষা দিতে পারিতেন। কিন্তু তাঁহার সেরূপ ইচ্ছা ছিল না।

যে কারণে এই সময় মণিপুরে ভয়ানক অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইল, যে অগ্নিতেজে মহারাজ সুরাচন্দ্র রাজ্য পরিত্যাগ-পূর্ব্বক পলায়ন করিলেন, সে ঘটনার মূল অতি সামান্য। এরূপ সামান্য ফুৎকারে ২১শে সেপ্টেম্বর তারিখের রাত্রে যে এইরূপ প্রলয়-অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইবে, তাহা কেহ স্বপ্নেও ভাবেন নাই।

মলারই হানজাবা সেনাপতির বশীভূত ছিলেন। সর্ব্বদাই সেনাপতির নিকট গমনাগমন করিতেন, কোন কার্য্য করিতে হইলে অগ্রে সেনাপতিরই পরামর্শ লইতেন, এবং সেনাপতি যেরূপ বলিতেন, তিনি সেই পন্থাই অবলম্বন করিতেন। এই সমস্ত পাকা-সেনা বরাবরই দেখিয়া আসিতেছিলেন; কিন্তু প্রকাশ্যে কখনও কিছুই বলেন নাই। আজ কিন্তু সেই প্রকার দেখিয়া

তাঁহার মনে হঠাৎ ক্রোধের উদ্রেক হইল। এক ভ্রাতার সহিত কথা কহিবার নিমিত্ত অপর ভ্রাতা দলারই হানজাবার সে ভয়ানক অপরাধ (!) তাহা আর সহ্য করিতে পারিলেন না!! তিনি তাঁহাতে যৎপরোনাস্তি কটুকাটব্য বলিয়া গালিগালাজ দিলেন। দলারই হানজাবা পূর্ব্বে অনেক সহ্য করিয়াছিলেন; আজ আর কিন্তু কোনরূপে সহ্য করিতে পারিলেন না, তিনিও তদুত্তরে কটু-কাটব্য বলিতে ত্রুটী করিলেন না।

এই সময় জিলা সিংহ ব্যাঘ্র-শিকারে বহির্গত হইতেছিলেন। বালক বলিয়া, সরকার হইতে তাঁহার সহিত শিকারে গমন করিবার উপযোগী কোন 'বিউকিলধারী' তিনি পাইতেন না। টিকেন্দ্র তাঁহাকে ব্যাঘ্র-শিকারে নিতান্ত ইচ্ছুক দেখিয়া, তাঁহার সহিত গমন করিবার নিমিত্ত একজন 'বিউকিলধারীকে' আদেশ প্রদান করেন। মহারাজ এই সংবাদ জানিতে পারিয়া সেই বিউকিলধারীর হস্ত হইতে বিউকিল কাড়িয়া লয়েন, ও জিলা সিংহের সহিত ব্যাঘ্র-শিকারে গমন করিবার নিমিত্ত তাহাকে নিষেধ করেন। জিলা সিংহ ইহাতে নিতান্ত লজ্জিত ও অব-মানিত হন, ও টিকেন্দ্রের নিকট আগমন করিয়া মহারাজ কর্ত্তৃক যেরূপ ব্যবহার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা আনুপূর্ব্বিক বিবৃত করেন। টিকেন্দ্রও এই অবস্থা শুনিয়া নিতান্ত ব্যথিত হইলেন, ও মনে মনে নিতান্ত অপমান বোধ করিতে লাগিলেন।

২১শে সেপ্টেম্বর তারিখে টিকেন্দ্রজিৎ মহারাজের নিকট গমন করিয়া জিলাসিংহ-সম্বন্ধীয় সমস্ত কথা বলিলেন। কিন্তু মহারাজ তাহাতে ভালমন্দ কিছুই বলিলেন না, বা ভ্রাতাদিগকে কোন-রূপে সান্ত্বনা করিবার চেষ্টাও করিলেন না। টিকেন্দ্রজিৎ

তখন প্রত্যাগমন করিয়া আপনার ভ্রাতাদ্বয়ের সহিত পরামর্শ করিলেন।

সেই ২১শে সেপ্টেম্বর তারিখের রাত্রে যখন মহারাজ সুরাচন্দ্র সিংহ আপন অন্তঃপুরের ভিতর নিদ্রিত অবস্থায় ছিলেন, সেই সময় তাহার দুই ভ্রাতা জিলা সিংহ ও দলারই হানজাবা কয়েকজন সৈন্য সমভিব্যাহারে মহারাজের অন্তঃপুরের নিকট গমন করিলেন। একখানি সিঁড়ির সাহায্যে অন্তঃপুর প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া মহারাজের শয়ন-মন্দির-সন্নিকটে উপনীত হইলেন। সৈন্য কয়েকজন অনবরত গুলি চালাইতে লাগিল। মহারাজ কোনরূপে হত বা আহত না হন, অথচ তাঁহার মনের ভিতর ভয়ের সঞ্চার হয়, এই উদ্দেশ্যেই অনবরত গুলি চলিতে লাগিল। সেই অবিশ্রান্ত বন্দুকের শব্দে মহারাজের হঠাৎ নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি উত্থিত হইয়া দেখিলেন, সৈন্যগণ আসিয়া তাঁহার শয়ন-ঘর আক্রমণ করিয়াছে। তখন হঠাৎ কোন্ উপায় অবলম্বন করিবেন, কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। কিন্তু মনে ভাবিলেন, এখন সম্মুখীন হইলেই মরণ নিশ্চয়; বিশেষ নিকটে রাজ-তরবারি ভিন্ন অন্য অস্ত্র-শস্ত্র আর কিছুই নাই। তখন তিনি, কি করিবেন তাহার কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া, আমাদিগের আর একজন হিন্দুরাজা লক্ষ্মণ সেন যে পন্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহারই অনুবর্ত্তী হইলেন। বাড়ীর পশ্চাৎ দরজা খুলিয়া ২।৩ জন মাত্র অনুচর-সহ পলায়ন করিয়া আপনার বহুমূল্য জীবন রক্ষা করিলেন।

মহারাজ যখন রাজপ্রাসাদ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক কেল্লার বাহিরে গমন করেন, সেই সময় সংগেনথন পুলের নিকট তাঁহার সহোদর

লেফ্‌টেনাণ্ট জেনারেল পাকা-সেনাকে দেখিতে পাইলেন। সঙ্গে তাঁহার কর্ম্মচারি মণিলাল দে ও ৮০ জন সুসজ্জিত সৈন্য। সকলেই ব্যস্ত সমস্ত হইয়া মহারাজকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত প্রাসাদ অভিমুখে আগমন করিতেছেন। মহারাজ সুরাচন্দ্র সেই সময়ে এইরূপ সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াও, আপনার সিংহাসন রক্ষা করিবার নিমিত্ত প্রত্যাগমন করিতে সাহসী হইলেন না। নিতান্ত কাপুরুষের ন্যায় প্রাণের মায়ায় মুগ্ধ হইয়া [illegible] সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। পাকা সেনাও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন।

যে সময় অন্তঃপুরের ভিতর গুলি চলিতেছিল, সেই সময় টিকেন্দ্রজিৎ সিংহও আসিয়া তাহাতে যোগ দিলেন। সেই স্থানে যে সকল দ্রব্যাদি ছিল, তাহা তিনি আপনার অধিকারভুক্ত করিয়া লইলেন। গুলি, বারুদ, কামান, বন্দুক প্রভৃতি যে কিছু 'ম্যাগাজিন' ছিল, তাহা অধিকার করিয়া, মহারাজের সহোদর ভ্রাতা কয়েকটিকে এবং তাঁহার অনুগত মণিপুরিগণকে রাজবাড়ী হইতে বহির্গত করিয়া দিলেন, ও সমস্ত স্থান আপনিই অধিকার করিয়া রাখিলেন।

এই সময় কেল্লার ভিতর সৈন্যগণের বিজয়নাদে দিঙ্‌মণ্ডল প্রকম্পিত হইতে লাগিল। "দুর্গা মায়ি কি জয়" "সেনাপতি কি ফতে হুয়া" প্রভৃতি হৃদয়-উন্মত্তকারী চীৎকার বহুকণ্ঠ হইতে একত্রে নির্গত হইয়া, মণিপুরের পাহাড়ে গিয়া প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। যোদ্ধাগণের সেইরূপ ভীষণ চীৎকারে মহারাজ প্রাণ-ভয়ে একেবারে ব্যথিত হইয়া, রেসিডেন্সি-অভিমুখে দ্রুতপদে চলিতে লাগিলেন।

যুবরাজ কুলাচন্দ্র ও সেনাপতি টিকেন্দ্রজিৎ যদিও সহোদর ভ্রাতা ছিলেন না, তথাপি তাঁহাদের জননীদ্বয় সহোদরা ভগ্নী ছিলেন বলিয়া, উভয় বৈমাত্র ভ্রাতায় অতিশয় সদ্ভাব ছিল। এই ঘটনার রাত্রে যুবরাজ কতকগুলি সৈন্য-সমভিব্যাহারে রাজবাড়ী হইতে বহির্গত হন। তাঁহার এই অবস্থা দেখিয়া অনেকেই মনে মনে বিবেচনা করিয়াছিলেন যে, তিনি পলায়িত মহারাজ সুরাচন্দ্রের পশ্চাৎ ধাবমান হইতেছেন। পরিশেষে কিন্তু জানা গিয়াছিল যে, যুবরাজ রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া ৪ ক্রোশ দূরে গমন করিয়াছেন। কি কারণে যে তিনি সেই সময় রাজধানী পরিত্যাগ করেন, তাহা কেহই অবগত নহেন। কিন্তু কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, এই ভ্রাতৃবিরোধে যোগদানে অসম্মত-হেতু তিনি দূরে গিয়া অবস্থিতি করিয়াছিলেন।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

রাজবাড়ী আক্রমণ ও সুরাচন্দ্রের পলায়ন।

২১শে সেপ্টেম্বর রাত্রি আন্দাজ ২টার সময় রাজপ্রাসাদ-বিনির্গত অনবরত বন্দুকের ধ্বনিতে পলিটিকেল এজেন্ট গ্রিমউড সাহেবের নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি তখনই শয্যা পরিত্যাগ-পূর্ব্বক দেখিলেন, রাজপ্রাসাদ হইতে মধ্যে মধ্যে প্রবলবেগে গুলি আসিয়া তাঁহার রেসিডেন্সির ভিতর পর্য্যন্তও পতিত হইতেছে। দুই একটী

গুলি লাগিয়া তাঁহার ঘরের সারসি খড়খড়ি প্রভৃতি ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। নিদ্রা হইতে উত্থিত হইয়া গ্রিমউড সাহেব প্রথমে ইহার কোন কারণ নির্দ্দেশ করিতে পারিলেন না, বা রাজপ্রাসাদ হইতে কোনরূপ সংবাদ আনাইবার উপায়ও উদ্ভাবন করিতে সমর্থ হইলেন না। তাঁহার নিজের যে সকল সিপাহী ছিল, আত্মরক্ষার্থ তৎক্ষণাৎ তাহাদিগকে প্রস্তুত হইতে আদেশ প্রদান করিলেন; এবং লাংথোবালে যে সকল ইংরাজ-সৈন্য আছে, তাহার কমাণ্ডিং অফিসারের নিকট তৎক্ষণাৎ সাহায্যার্থ সংবাদ প্রেরণ করিলেন।

রাত্রি ২॥টার সময় মহারাজ সুরাচন্দ্র সিংহ ও তাঁহার প্রাণের ভ্রাতা পাকা সেনা নিতান্ত কাপুরুষের ন্যায় ত্রাসিত হৃদয়ে আসিয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদের সহিত আরও দুই তিন জন অনুচর ছিল। সকলেই প্রাণভয়ে ভীত, সকলেই প্রাণ লইয়া পলাইতে উদ্যত, এবং সকলেই গ্রিমউড সাহেবের সাহায্য পাইবার প্রত্যাশায় লালায়িত।

গ্রিমউড সাহেব এইরূপ অবস্থা দেখিয়া, মহারাজকে ইহার প্রকৃত কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। সেই সময়ে মহারাজ প্রাণের ভয়ে এতই অভিভূত ছিলেন যে, তাঁহার মুখ হইতে কোনরূপে স্পষ্ট বাক্য স্ফুরিত হইল না। কোনরূপে তিনি গ্রিমউড সাহেবকে কহিলেন,—তাঁহার নিদ্রিত অবস্থায় কে তাঁহাকে আক্রমণ করিয়াছে, এবং তাঁহাকে হত্যা করিবার নিমিত্ত এখন পর্য্যন্তও গুলি চালাইতেছে। প্রাণের ভয়ে ভীত হইয়া, স্ত্রী-পুত্রাদির সহিত সমস্ত দ্রব্যাদি সেই স্থানে পরিত্যাগ করিয়া, তিনি চলিয়া আসিয়াছেন। এই কথা শ্রবণে গ্রিমউড, মহারাজকে আর কিছু

বলিলেন না; কিন্তু পাক্কা সেনাকে নিতান্ত ভর্ৎসনা করিলেন। তাঁহার কাপুরুষতা দেখিয়া নিতান্ত দুঃখিত হইলেন; এবং কহিলেন,—"তুমি এখনই কতকগুলি সৈন্যের সহিত গমন করিয়া রাজবাড়ীর ভিতর প্রবেশ কর। সমস্ত দ্রব্যাদি রক্ষা করিতে পার, আর না পার, কিন্তু কিছুতেই 'ম্যাগাজিন' পরিত্যাগ করিও না; বিপক্ষ পক্ষ 'ম্যাগাজিন' দখল করিতে পারিলে, তোমাদিগের সর্ব্বনাশের আর কিছুই বাকী থাকিবে না। তোমরা সিংহাসনচ্যুত, এবং দেশ হইতে তাড়িত হইবে।" গ্রিমউডের এ কথা পাকার ভাল লাগিবে না; তিনি প্রাণের মায়া পরিত্যাগ করিয়া, সেই গুলি বৃষ্টির ভিতর প্রবেশ করিতে সাহসী হইলেন না। ইহার কিয়ৎক্ষণ পরেই মহারাজের অপর দুই সহোদর সামুহানজামা ও গোপাল সেনা আসিয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদের সঙ্গে আরও আসিল—কর্ণেল সামুসিংহ ধালা রাজা, মেজর জাম্বুবান সিংহ ও থঙ্গেল জেনারেল। কয়েকটী বন্দুকের সহিত কতকগুলি মণিপুরিও তাঁহাদিগের সমভিব্যাহারে সেই স্থানে আগমন করিল। কিন্তু বিপক্ষদিগের প্রতিরোধ করিতে কেহই সাহসী হইল না, 'ম্যাগাজিন' রক্ষা করিবার চেষ্টাও কেহ করিলেন না।

বৃদ্ধ থঙ্গেল জেনারেল মহারাজের এইরূপ কাপুরুষতা দেখিয়া অতিশয় অসন্তুষ্ট হইলেন; এবং সেই স্থানে সর্ব্বসমক্ষে সগর্ব্বে কহিলেন,—"মহারাজ! যদি আপনার সিংহাসন রাখিবার চেষ্টা না থাকে, যদি আপনি রাজছত্র পরিত্যাগ করিতে চাহেন, তাহা হইলে আপনার যাহা ইচ্ছা হয়, তাহাই করুন। আর, যদি আপনার মহারাজ নাম রাখিতে মনে ইচ্ছা থাকে, যদি এই কেল্লা

পুনরায় দখল করিবার আশা করেন, তবে এই বৃদ্ধের কথা শ্রবণ করুন। চলুন, এই রেসিডেন্সি পরিত্যাগ করিয়া কিছুদূর গমন করি, ও সেই স্থানে আমাদিগের সৈন্য-সামন্তের যোগাড় করিয়া, বীরদর্পে কেল্লা আক্রমণ করি। যখন আমরা সকলেই এখনও আপনার আজ্ঞাধীন আছি, তখন এত কাপুরুষের ন্যায় কার্য্য করিতেছেন কেন? মহারাজ চন্দ্রকীর্ত্তির নাম কলঙ্কিত করিতে-ছেন কেন? আমি এখন বৃদ্ধ, আমার কথা আপনার ভাল লাগিবে না; কিন্তু আপনার পূর্ব্ব পূর্ব্ব পুরুষ—যাঁহাদের নিকটও আমি কর্ম্ম করিয়াছি, তাঁহারা কিন্তু আমার কথা শুনিতেন; আমার পরামর্শ মত চলিতেন।" এই বলিয়া বৃদ্ধ নিরস্ত হইল। যুদ্ধ করিতে মহারাজের ইচ্ছা ছিল না; কাজেই সেই কথা তাঁহার ভাল লাগিল না।

'ম্যাগাজিন' রক্ষা করিবার চেষ্টা করিলেই যে সহজে কৃতকার্য্য হইতেন, তাহাও নহে; তথাপি যোদ্ধার উচিত একবার চেষ্টা করা। টিকেন্দ্রজিৎ সর্ব্বকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া অগ্রেই 'ম্যাগাজিন' অধিকার করিয়াছেন, অন্যদিকে বিশেষ লক্ষ্য না রাখিয়া এই 'ম্যাগাজিন' রক্ষা করিবার আশায় সসৈন্যে সুসজ্জিত হইয়া সেই স্থানেই অবস্থান করিতেছেন। টিকেন্দ্র ইহা বেশ জানিতেন যে, যুদ্ধ করিতে হইলে 'ম্যাগাজিন্' অগ্রে আবশ্যক; গুলি, বারুদ, অস্ত্র-শস্ত্র না পাইলে কিসের দ্বারা যুদ্ধ করিবে!

এই সময়ে সেনাপতি স্বহস্তে জেল-দ্বার মোচন করিয়া দেন। তাহার ভিতর প্রায় একশত কয়েদী ছিল, সকলেই জেল হইতে মুক্তিলাভ করিল। সেনাপতি টিকেন্দ্র কি অভিপ্রায়ে যে কয়েদী-দিগকে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন, তাহা কেহ বলিতে পারে না।

সুরাচন্দ্র বলেন যে, তাহারা সেনাপতির পক্ষ হইয়া যুদ্ধ করিয়াছিল; কিন্তু গ্রিমউড সাহেবের পত্রে জানা যায় যে, কোন কয়েদিই এই যুদ্ধে কোনরূপ সাহায্য করে নাই।*

গ্রিমউড সাহেব পাকা সেনার উপর অসন্তুষ্ট হইলেন; কিন্তু আর কি করিতে পারেন! মহারাজের থাকিবার নিমিত্ত আপনার দরবার-ঘর ছাড়িয়া দিলেন। রাত্রির নিমিত্ত মহারাজ সেই স্থানেই অবস্থান করিতে লাগিলেন।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

সুরাচন্দ্রের বৃন্দাবন-গমনের প্রস্তাব।

২২শে সেপ্টেম্বর সোমবার প্রাতঃকালে সংবাদ আসিল যে, সেনাপতি টিকেন্দ্রজিৎ অপর দুই ভ্রাতা ভুবন সিংহ বা দোলারি হানজামা ও জিলা সিংহের সাহায্যে মহারাজকে আক্রমণ করিয়া তাঁহাকে রাজপ্রাসাদ হইতে বিতাড়িত করিয়াছেন। এখন তাঁহারা তিন ভাই প্রাসাদের ভিতরস্থিত সমস্ত দ্রব্যাদি, ম্যাগাজিন এবং চারিটী পার্ব্বতীয় ভীষণ কামান অধিকার

* See Para 19th of letter No. 351-c. dated 4-12-90 from F. St. C. Grimwood Esq, C. S., Political Agent Monipur to the Secretary to the Chief Commissioner of Assam.

করিয়া লইয়াছেন। যুবরাজ কাছাড়-রাস্তা অভিমুখে গমন করিয়াছেন। মন্ত্রিদিগের মধ্যে কে যে কোথায় গমন করিয়াছেন, তাহার ঠিকানা নাই; কেবলমাত্র আয়াপুরেল সেনাপতির সঙ্গে অবস্থান করিতেছেন। ২৫ জন মাত্র সিপাহী সঙ্গে বারকেলি সাহেব লংথোবাল হইতে গ্রিমউডের সাহায্যের জন্য উপস্থিত হইলেন। এই সামান্য মাত্র সৈন্য লইয়া মহারাজের সাহায্যের নিমিত্ত তাঁহারা রাজবাড়ীতে প্রবেশ করিতে সাহসী হইলেন না। বিশেষ টিকেন্দ্রের বলবিক্রম গ্রিমউড উত্তমরূপেই অবগত ছিলেন। যখন সেনাপতি রণমদে মত্ত হইয়াছেন, তখন এই সামান্য সৈন্যে তাঁহারা কি করিতে পারে? তখন ঐ সকল সৈন্যের দ্বারায় রেসিডেন্সি রক্ষা করাই সুযুক্তি বলিয়া সকলের অনুমোদিত হইল। কারণ, যে স্থানে সুরাচন্দ্র আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়াছেন, কে জানে সেই স্থান আক্রমণের চেষ্টা সেনাপতি করিবেন কি না!

সেনাপতি, গ্রিমউড সাহেবের একজন আজ্ঞাকারী বন্ধু ছিলেন। গ্রিমউড যখন যাহা বলিতেন, কৈরৎ তখনই তাহা প্রতিপালন করিতেন। সেই পূর্ব্ব-বন্ধুত্বের দিকে দৃষ্টি করিয়া, গ্রিমউড টিকেন্দ্রকে তাঁহার রেসিডেন্সিতে আসিয়া তাঁহার সহিত দেখা করিবার নিমিত্ত, একখানি পত্র লিখিয়া তাঁহার নিজের চাপরাসীর দ্বারা প্রেরণ করিলেন। টিকেন্দ্র সেই পত্র প্রাপ্তে তাহার উত্তর লিখিলেন যে, যে পর্য্যন্ত মহারাজ সুরাচন্দ্র তাঁহার রেসিডেন্সিতে অবস্থিতি করিবেন, সেই পর্য্যন্ত তিনি সেই স্থানে যাইতে ইচ্ছা করেন না। ইহাতে কোন ফল ফলিল না দেখিয়া, গ্রিমউড পুনরায় তাঁহাকে আর এক পত্র লিখিলেন; এবং

তাঁহাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন যে, সুরাচন্দ্র মহারাজ যেমন রাজা ছিলেন, তেমনি রাজা থাকুক। পাকা সেনার সহিত সেনাপতির মনান্তরের অবস্থা গ্রিমউড নিজে অনুসন্ধান করিয়া, পাকা সেনাকে উপযুক্তরূপ শাস্তি প্রদান করিবেন। কৈরং এ কথায় কর্ণপাত করিলেন না; বরং একরূপ স্পষ্টই বলিলেন যে, সুরাচন্দ্রকে তিনি প্রাসাদের ভিতর প্রবেশ করিতে দিবেন না।

পাঠকগণ শুনিয়া বিস্মিত হইবেন যে, যেস্থানে সমস্ত রাত্রি গুলি-বৃষ্টি হইয়াছে, সেই স্থানে একটী লোকও মৃত বা আহত হয় নাই। সেই ভীষণ বন্দুকের গুলি কাহারও শরীর স্পর্শ করে নাই। তবে একজন মাত্র রক্ষকের গাত্রে অসাবধানতা-বশতঃ তরবারির একটী কোপ লাগিয়াছিল, তাহাও নিতান্ত সামান্য।

এই ঘটনায় স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, টিকেন্দ্রজিতের ভ্রাতৃহত্যার ইচ্ছা ছিল না। যদি তিনি তাঁহার ভ্রাতাগণকে হত্যা করিবার ইচ্ছা করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার হস্ত হইতে কাহারও পরিত্রাণ থাকিত না। তিনি একজন প্রকৃত বীরপুরুষ, তিনি কাপুরুষ ভ্রাতৃহন্তা নহেন। যদি মহারাজ সুরাচন্দ্র প্রাণের ভয়ে নিতান্ত ভীত হইয়া সেই স্থান পরিত্যাগ না করিতেন, তাহা হইলে নিশ্চিত বলা যাইতে পারে যে, টিকেন্দ্র তাঁহাকে হত্যা করিয়া তাঁহার রাজ্য-অপহরণে চেষ্টা কখনই করিতেন না। কেবলমাত্র ভয়-প্রদর্শনে যতদুর পারিতেন, ততদুরই করিতেন।

সেই দিবস অপরাহ্নে ক্রমে ক্রমে অধিক সংখ্যক মণিপুরী আসিয়া রেসিডেন্সিতে উপস্থিত হইতে আরম্ভ করিল, এবং রাত্রিতে সেই স্থানে থাকিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিল। ঐ সমস্ত মণিপুরীর মধ্যে অনেকে শূন্যহস্তে আসিয়াছিল, কাহারও

কাহারও হাতে অস্ত্র ছিল। গ্রিমউড সকলকে সেইস্থানে অবস্থান করিবার আদেশ দিতে অসম্মত হইলেন। কারণ, তিনি মনে মনে ভাবিলেন, যদি ইহারা রাত্রে এইস্থানে থাকে, তাহা হইলে ইহার কোন্ ব্যক্তি কোন্ পক্ষীয় লোক, তাহা রাত্রে স্থির করা বড় সহজ হইবে না; বিশেষ, যদি একজন কাহারও উপর আক্রমণ করে, তাহা হইলে ঘটনা বড় গুরুতর হইয়া দাঁড়াইবে। এই ভাবিয়া, গ্রিমউড সেই সমস্ত মণিপুরীবর্গকে নিরস্ত্র করিয়া সকলকে সেইস্থান হইতে বিদায় করিয়া দিলেন।

গ্রিমউড সাহেবের এইরূপ আচরণে মহারাজ সুরাচন্দ্র অতিশয় ব্যথিত হইলেন। তিনি ভাবিলেন,—"বন্ধুজ্ঞানে আমি যাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছি, যাঁহার পরামর্শ-মত কার্য্য করিবার নিমিত্তই এখানে আসিয়াছি, এখন দেখিতেছি, তিনিই আমার পরম শত্রু। কোথায় তিনি আমার লোকজনকে বিশেষরূপে সাহায্য করিয়া, যাহাতে আমি আমার রাজপাটে বসিতে পারি, তাহার চেষ্টা করিবেন; না, তিনিই আমার সমস্ত লোকের অস্ত্র-শস্ত্র কাড়িয়া লইয়া, তাহাদিগকে এইস্থান হইতে বহির্গত করিয়া দিলেন। ইহাতে বোধ হইতেছে, গ্রিমউডও আমার উপর শঠতা-জাল বিস্তার করিয়া আমাকে বন্দী করিবার উপায় উদ্ভাবন করিতেছেন।" গ্রিমউড সাহেবের মনের ইচ্ছা যাহাই থাকুক, মহারাজ কিন্তু এইরূপ ভাবিয়া গ্রিমউড সাহেবের উপর অসন্তুষ্ট হইলেন। এখন তিনি একে রাজ্যশূন্য রাজা, তাহাতে গ্রিমউড সাহেবের নিকটই অবস্থান করিতেছেন। সহায়-সম্পদ যখন কিছুই নাই, তখন তাঁহার মনে ক্রোধের উদয় হইলেই বা তিনি কি করিতে পারেন! তখন তিনি তাঁহার রাজ্য

পরিত্যাগ-পূর্ব্বক সন্ন্যাস-ধর্ম্ম গ্রহণই উপযুক্ত বিবেচনা করিলেন। মনের ভাব তখন মনে রাখিতে পারিলেন না; গ্রিমউডের নিকট আপন ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন, ও কহিলেন,—"আমি বৃন্দাবনে গমন করিয়া জীবনের অবশিষ্টাংশ দেবারাধনায় নিয়োজিত করিব।"

মহারাজের এই কথা শুনিয়া গ্রিমউড কিছুই বিস্মিত হইলেন না। কারণ, এ প্রস্তাব তাঁহার নূতন নহে।* পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার ইচ্ছা যে, মথুরায় ৪০০০ হাজার বিঘা জমি-সমেত একটী স্থান খরিদ করিয়া সেইস্থানে দেব-মন্দির স্থাপিত করেন, এবং নিজেও সেই স্থানে অবস্থিতি করিবেন।

মহারাজের মানসিক ইচ্ছা যদিও সর্ব্ব-সমক্ষে তিনি প্রকাশ করিয়া বলিলেন, তথাপি গ্রিমউড সাহেব তাঁহাকে সময় লইয়া সেই বিষয় বিশেষরূপে ভাবিতে অনুরোধ করিলেন। মহারাজ তাহাতে সম্মত হইয়া ভ্রাতাদিগের সহিত সেই বিষয় উত্তমরূপে পরামর্শ করিতে সম্মত হইলেন।

বিনা গোলযোগে ২২শে সেপ্টেম্বর তারিখের রাত্রি অতিবাহিত হইয়া গেল। মহারাজ প্রায় দুই শত মণিপুরীর সহিত রেসিডেন্সিতেই রাত্রি অতিবাহিত করিলেন।

---

* See Political Agent's diary, dated 27th June, 1890.

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

সুরাচন্দ্রের কলিকাতায় গমন ও কুলাচন্দ্রের রাজ্য-গ্রহণ।

২৩শে সেপ্টেম্বর শুক্রবার প্রাতঃকালে মহারাজ পুনরায় গ্রিমউড সাহেবকে কহিলেন,—"আমি বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিয়াছি যে, তীর্থযাত্রাই আমার পক্ষে শ্রেয়ঃ। আপনি ইহার বন্দোবস্ত করিয়া দিউন; কিন্তু দেখিবেন, যেন বড়চৌবার মত কয়েদ করিয়া আমাকে হাজারিবাগে রাখা না হয়।" গ্রিমউড তাহাতেই সম্মত হইলেন; এবং কহিলেন,—"যদি আপনি একবার এই স্থান পরিত্যাগ করেন, তাহা হইলে মণিপুর, কাছাড় ও সিলেট এই কয়েকটী স্থানে আপনি আর কখনই আসিতে পারিবেন না।" মহারাজ তাহাতেই সম্মত হইয়া আপনার অভিমত ব্যক্ত করিয়া তখনই সেনাপতিকে এক পত্র লিখিলেন। সেই সময়ে গ্রিমউড সাহেব রাজবাড়ীতে গমন করেন; সেনাপতি ও তাঁহার ভ্রাতা-দ্বয়ের সহিত এই সম্বন্ধে অনেক কথাবার্ত্তা হয়, ও পরিশেষে মহারাজের ইচ্ছাও তিনি তাঁহাকে জ্ঞাত করেন। টিকেন্দ্র মহারাজের কথা শুনিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হন, এবং বৃন্দাবন যাইবার সমস্ত ব্যয়-ভার নিজে বহন করিতে সম্মত হন। কেবল যে সম্মত হইলেন, তাহা নহে; কুলাচন্দ্র ও টিকেন্দ্রজিৎ, সুরাচন্দ্রের শ্রীবৃন্দাবন গমনের ও আবশ্যকীয় খরচের নিমিত্ত,

প্রথম লক্ষীপুরে সহস্র মুদ্রা, পরে কাছাড়ে এক হাজার পাঁচ শত টাকা, এবং ভারত-গবর্ণমেণ্টের 'ফরেন্ সেক্রেটারীর' হাত দিয়া দেড় হাজার ও আসামের 'চীফ কমিশনারের' মারফতে তিন হাজার, মোট ৭০০০ হাজার টাকা অর্পণ করেন।

সেই বিরোধের সময় টিকেন্দ্রজিৎ মহারাজের পত্রের যেরূপ প্রতি-উত্তর লেখেন, তাহা দেখিলে টিকেন্দ্রকে একজন সদাশয় ব্যক্তি ভিন্ন আর কিছুই বলিতে পারিবেন না। ভ্রাতার উপর তখনও তাঁহার যেরূপ ভক্তি, যেরূপ ভালবাসা, তাহা সেই সময়ের সেই পত্রের ছত্রে ছত্রে প্রকাশিত আছে। কৌতূহলাক্রান্ত পাঠক-গণের কৌতূহল নিবারণের জন্য সেই পত্রখানিও এইস্থানে উদ্ধৃত হইল,—

"মহামহিম মহিমা-সাগর-বর শ্রীল শ্রীযুক্ত শ্রীপঞ্চযুক্ত মণিপুরেশ্বর মহারাজা প্রবল প্রচণ্ড প্রতাপেষু—

শ্রীল শ্রীযুক্ত জ্যেষ্ঠভ্রাতঃ মহারাজের চরণে কোটী দণ্ডবৎপূর্ব্বক মিনতি করিয়া প্রার্থনা এই, শ্রীযুক্ত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতঃ মহারাজের প্রেরিত নবমীর কৃপা-পত্র প্রাপ্তে রাজ-আজ্ঞা আদেশ সমস্ত জ্ঞাত হইলাম; শ্রীযুক্ত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার রাজ-আজ্ঞা অনু-সারে শ্রীধাম ব্রজ নির্ব্বিঘ্নে পৌঁছিবার চেষ্টিত হইব। অধীনেরা শ্রীযুক্ত মহারাজের চরণে যাহা অপরাধ করি, তাহা মার্জ্জনা করিবেন। এইবার-কার ঘটনাটী বিপরীত অসম্ভব বলিতে হয়। সন ১৮৯১ সাল, তারিখ ২৩শে সেপ্টেম্বর।"

এই সময়ে টিকেন্দ্রজিৎ মনে করিলে আপনিই সেই রাজ-সিংহাসনে অধিরোহণ করিয়া রাজছত্র ধারণ করিতে পারিতেন; কিন্তু তিনি সেরূপ ভ্রাতা নহেন। তিনি যেরূপ পরাক্রমশালী, সেইরূপ ন্যায়বান। তাহাতে অন্যায় আচরণে প্রবৃত্ত হইবেন কি প্রকারে? বংশরীতি লঙ্ঘন করিতে কিরূপে তিনি সমর্থ হইবেন? সুরাচন্দ্রের পরই সেই রাজ্যের অধিকার কুলাচন্দ্রের। কুলাচন্দ্র সেই স্থানে ছিলেন না; তিনি কাছাড়-রাস্তা-অভিমুখে গমন করিয়াছিলেন। টিকেন্দ্র তাঁহাকে আনিবার নিমিত্ত তখনই লোক পাঠাইলেন। প্রায় ৩ ঘণ্টা পরে সেনাপতির অভিমত জানিতে পারিয়া, কুলাচন্দ্র রাজধানীতে আগমন করিলেন। সেনাপতি তখনই তাঁহাকে সুরাচন্দ্রের সিংহাসনে উপবেশন করাইয়া, আপনারা সকলেই তাঁহার আজ্ঞাবহ হইলেন। সেই সময় হইতেই কুলাচন্দ্র যুবরাজ-পদ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক মণিপুরের মহারাজ হইয়া বসিলেন; আর সেনাপতি টিকেন্দ্র আজ যুবরাজের পদ প্রাপ্ত হইলেন।

মহারাজ সুরাচন্দ্র সিংহ রাজ্যচ্যুত হইয়াছিলেন বলিয়াই যে তাঁহাকে প্রজাপীড়ক রাজা বলিব, তাহা নহে। যখন রাজ্যমধ্যে প্রচার হইল যে, তিনি রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া বৃন্দাবন-ধামে গমন করিতেছেন, তখন দলে দলে মণিপুরী প্রজা আসিয়া তাঁহার দুঃখে দুঃখ করিতে লাগিল; যাহার যেরূপ সাধ্য, সে সেই প্রকার উপ-ঢৌকন, পাথেয় প্রভৃতি আনিয়া মহারাজের সম্মুখে উপস্থিত করিতে লাগিল। মহারাজ সকলের নিকট বিদায় লইয়া, মিষ্ট কথায় সকলকে সন্তুষ্ট করিয়া, সেই দিবস সন্ধ্যা ৭॥টার সময় মণিপুর পরিত্যাগ করিলেন। মহারাজের সহোদর তিন ভ্রাতা অর্থাৎ কেশরজিৎ বা সামুহানজামা, ভৈরবজিৎ বা পাকা জেনা

বা লগন্দহানজামা এবং পদ্মলোচন বা গোপাল সেনা ৬০ জন অনু-চরের সহিত মহারাজের সহিত প্রস্থান করিলেন। বৃদ্ধ গুজেল জেনারেল এবং অন্যান্য মন্ত্রিগণ নূতন মহারাজ কুলাচন্দ্রের নিকট গমন করিয়া আত্মসমর্পণ করিলেন। গ্রিমউড সাহেব ৩৫ জন সুশিক্ষিত গুর্খা সৈন্য সুরাচন্দ্রের সহিত অর্পণ করিলেন; তাঁহারা উঁহাকে কাছাড় পর্য্যন্ত নির্ব্বিবাদে পৌঁছিয়া দিল।

মহারাজ সুরাচন্দ্র একজন প্রকৃত বৈষ্ণব ছিলেন। তিনি যতক্ষণ গ্রিমউড সাহেবের রেসিডেন্সির ভিতর অবস্থিতি করিয়া-ছিলেন, সে পর্য্যন্ত তিনি এক বিন্দু জল পর্য্যন্তও পান করিতে পান নাই। গ্রিমউড কি তাঁহার পান-ভোজন বন্ধ করিয়াছিলেন? তাহা নহে। তিনি হিন্দু হইয়া কিরূপে খৃষ্টানের আবাসে থাকিয়া আহারাদি করিবেন! প্রাণের ভয়ে সেই স্থান পরিত্যাগ-পূর্ব্বক অন্য স্থানে গমন করিতেও সাহস করেন নাই, দুই দিবসকাল তাঁহাকে ক্ষুধা-তৃষ্ণা সহ্য করিতে হইয়াছিল।

হিন্দু যতই কেন পাষণ্ড হউক না, তাঁহার মন কিন্তু তত পাষাণ হয় না। মহারাজ সুরাচন্দ্র যাঁহার নিমিত্ত সিংহাসন-চ্যুত হইয়া দেশ হইতে বিতাড়িত হইলেন, যাইবার সময়ও তাঁহাকে ভ্রাতৃভাবে আলিঙ্গন করিলেন। আরও তাঁহার নিকট কতকগুলি স্বর্ণ-অলঙ্কার ছিল, গমন করিবার সময়, সেই অলঙ্কারগুলি ও কতকগুলি বিশেষ আবশ্যকীয় চাবি যুবরাজকে অর্পণ করিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। এবং তাহার নিকট রাজ-কাপড় (কোট) ও রাজ-তরবারি ছিল, তাহাও আপনার ভ্রাতা নবীন মহারাজকে অর্পণ করিলেন।

সুরাচন্দ্রের গমনকালে তাঁহার ব্যবহার দেখিয়া যুবরাজ ও সেনাপতি বিশেষ লজ্জিত হইলেন। কিন্তু তখন আর কি করিবেন!

যাহাতে মহারাজ খরচপত্রের নিমিত্ত কোন স্থানে কষ্ট না পান, তাহার বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন। এবং গমনকালে এক হাজার টাকা নগদ অর্পণ করিলেন।

মহারাজ সুরাচন্দ্র প্রকৃতই নিজের ইচ্ছায় তীর্থ-পর্য্যটনে গমন করিলেন, কি গ্রিমউড সাহেবের কৌশলে পতিত হইয়া রাজ-কয়েদী হইলেন, সে বিষয়ে অনেকে অনেক কথা বলিয়া থাকেন। কিন্তু সরকারী কাগজপত্রে দৃষ্ট হয় যে, যখন মহারাজা মণিপুর হইতে বহির্গত হন, সেই সময় একজন পুলিশ-ইন্স্পেক্টার সেই স্থান হইতে উঁহাদিগের সহিত কলিকাতা পর্য্যন্ত আগমনপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে কলিকাতার পুলিশ-কমিসনরের নিকট উপস্থিত করিয়া দেন। *

কুলাচন্দ্রকে কাছাড় হইতে আনিয়া সিংহাসনে বসানর পর, কুলাচন্দ্র এবং সেনাপতি ইংরাজ-সন্ধির নিয়ম-অনুযায়ী কুলাচন্দ্রকে রাজসিংহাসনে বসিবার অনুমতি প্রার্থনা করিয়া, ইংরাজ-গবর্ণমেণ্টের নিকট এক আবেদন করেন। গবর্ণমেণ্টও তাঁহাদের আবেদন মঞ্জুর করিয়া কুলাচন্দ্রকে রাজা হইবার অনুমতি প্রদান করেন। †

* See telegram No. 4208-P., Dated 9th October, 1890, from the Secretary to the Chief Commissioner of Assam, to the Commissioner of Police, Calcutta.

† See letter dated 15th Aswin, 1812-B, from Kula Chunder Singh, Maharaja of Manipur, to His Excellency the most Hon'ble Sir Charles Keith, Marquis of Lansdowne G. C. M. G. G. C. S. I., &c. &c, Viceroy and Governor General of India.

মহারাজ সুরাচন্দ্র সিংহ তাঁহার ভ্রাতাত্রয় ও সহচরবর্গের সহিত কলিকাতায় আগমন করিলেন। এখন তাঁহারা মাণিকতলা রোড, কাঁকুড়গাছি, মহামান্যা স্বর্ণময়ীর উদ্যানে অবস্থিতি করিতেছেন।*

এইস্থান হইতে তিনি তাঁহার দুরবস্থা জানাইয়া গবর্ণমেণ্টকে কয়েকখানি দরখাস্ত করিলেন; কিন্তু সেই দরখাস্তের যে ফল ফলিল, তাহা পাঠকগণ পর পরিচ্ছেদে অবগত হইতে পারিবেন।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

(ইংরাজী ১৮৯১ সাল।)

সেনাপতিকে ধৃত করিবার মন্ত্রণা।

২১শে ফেব্রুয়ারি তারিখে আসামের চীফ কমিসনার কুইণ্টন সাহেব গবর্ণর জেনারেলের ৩৬০ ইঃ নম্বরের উপদেশপূর্ণ এক পত্র লইয়া কলিকাতা পরিত্যাগ করিলেন। ঐ পত্রের সংক্ষিপ্ত উপদেশ এই যে,—"গবর্ণমেণ্ট বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিয়াছেন যে, মহারাজ সুরাচন্দ্র পুনরায় তাঁহার সিংহাসন প্রাপ্ত হইতে

* See the heading of the letter dated 27th November, 1890, from His Highness Sura Chunder Singh, Maharaja of Manipur, to Hon'ble J. W. Quinton C. S. I. Chief Commissioner of Assam.

পারিবেন না। কুইন্টন সাহেব উপযুক্ত পরিমাণ সৈন্যের সহিত মণিপুর গমন করিয়া, কুলাচন্দ্রকে রাজ-সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিবেন; আর যে টিকেন্দ্রজিৎ বিদ্রোহী হইয়া আপনার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে রাজ্যচ্যুত করিয়াছেন, সেই সেনাপতিকে মণিপুর হইতে নির্ব্বাসিত করিতে হইবে।"

সেনাপতি টিকেন্দ্রজিৎ সিংহ সহজে যে আত্মসমর্পণ করিবার লোক নহেন, তাহা কুইন্টন বিশেষরূপে অবগত হইয়াছিলেন; বিশেষ সেনাপতির আজ্ঞাধীনে যে কয়েকটী কামান আছে, তাহাও তিনি জানিতেন। এই নানা কারণে আসামের 'জেনারেল কমাণ্ডিং আফিসারের' সহিত পরামর্শ করিয়া পাঁচ শত মাত্র গুর্খা সৈন্য লইয়া, কুইন্টন সাহেব মণিপুরে গমন করিবার নিমিত্ত ৭ই মার্চ্চ তারিখের কুক্ষণে গোলাঘাট পরিত্যাগ করিলেন।

এসিষ্ট্যাণ্ট কমিসনার গর্ডন সাহেব, মণিপুরের পলিটিকেল এজেণ্ট গ্রিমউড সাহেবের সহিত এই বিষয়ের পরামর্শ করিবার নিমিত্ত পূর্ব্বেই রওনা হইয়াছিলেন। তিনি ১৫ই মার্চ্চ তারিখে মণিপুরে উপনীত হইলেন। গ্রিমউড সাহেবকে সমস্ত কথা বলিলেন, এবং সহজে কি উপায়ে সেনাপতি ধৃত হইতে পারেন, তাহার পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন। গ্রিমউড সাহেব সেনাপতির বল-বিক্রম যতদূর অবগত ছিলেন, ততদূর আর কেহই জানিতেন না। তিনি তখন স্পষ্টই কহিলেন যে,—"সেনাপতিকে সহজে ধৃত করিবার উপায় আমি দেখিতে পাইতেছি না। তিনি সহজে আত্ম-সমর্পণ করার লোক নহেন; প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া পূর্ব্বেই একবার দেখিবেন, কিন্তু যদি পরাজিত হয়েন, তাহা হইলে আত্মসমর্পণ করিতে পারেন, নতুবা তিনি সহজে কোনরূপেই

বন্দীভূত হইবেন না।" এই কথা শুনিয়া গর্ডন সাহেব ১৮ই মার্চ্চ তারিখে কয়রং গমন করিয়া, কুইন্টন সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন; গ্রিমউড তাঁহাকে যাহা যাহা বলিয়াছিলেন, তিনি তাহা সমস্তই তাঁহার নিকট প্রকাশ করিলেন।

গর্ডনের নিকট সমস্ত শুনিয়া, কুইন্টন একটু ভাবিত হইলেন। তিনি একটু বিবেচনা করিয়া, কিরূপ উপায় অবলম্বন করিবেন, 'কমাণ্ডিং অফিসারের' সহিত পরামর্শ করিয়া তাহা স্থির করিলেন, ও তখনই তারযোগে 'ফরেন্ সেক্রেটারির' নিকট সংবাদ পাঠাইয়া দিলেন। *

তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এই যে,—২১শে মার্চ্চ রবিবার আমি মণিপুর গিয়া উপনীত হইব। সেই সময়েই একটী প্রকাশ্য দরবার আহ্বান করিয়া কুলাচন্দ্র ও সেনাপতিকে আনয়ন করিব। গবর্ণমেণ্টের আদেশ উভয়কে তখনই জ্ঞাত করাইয়া, কুলাচন্দ্রকে রাজ্যভার অর্পণ ও টিকেন্দ্রজিৎকে ধৃত করিয়া আপনার নিকটেই রাখিব। এবং আমাদিগকে রক্ষার নিমিত্ত কুলাচন্দ্রকে আদেশ প্রদান করিব যে, তিনি একটী কামান আমাদিগের নিকট সতত প্রস্তুত রাখেন। এই স্থানে অধিক দিবস থাকিলে সেনাপতি পাছে কোন গোলযোগ বাধান, এই নিমিত্ত ২৫শে তারিখে তাঁহাকে আমি সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইব। আসাম ব্যতীত ভারতের কোন স্থানে তাঁহাকে রাখিবার স্থান নির্দ্দিষ্ট হওয়া আবশ্যক। ইহাঁকে রাখিবার ব্যয় ৫০৲

* See telegram, dated the 18th March, 1891, from the Chief Commissioner of Assam, Camp Kairong, to the Foreign Secretary, Calcutta.

টাকার অধিক হওয়ার সম্ভাবনা নাই। সুরাচন্দ্রকে বৃন্দাবনে রাখিতে ১০০৲ টাকা হইলেই যথেষ্ট হইবে। পাকা সেনা মণিপুরে গমন করিতে পাইবেন না, তাঁহাকে ৪০৲ টাকা করিয়া দিয়া কোন স্থানে আবদ্ধ করিয়া রাখা যাইতে পারে। শনিবারের মধ্যে ইহার কোনরূপ উত্তর না পাইলে, পূর্ব্ব-প্রস্তাবিত মতে আমি কার্য্য সম্পন্ন করিব।"

এই টেলিগ্রাফ প্রাপ্তে 'ফরেন্ সেক্রেটারী' তাহার অনুমোদন করিয়া, ২১শে মার্চ্চ তারিখে তাহার সংবাদ পাঠাইলেন। *

২১শে মার্চ্চ তারিখে গ্রিমউড সাহেব সেংমাই আগমন করিয়া কুইণ্টনের সহিত মিলিত হইলেন। কুইণ্টন যেরূপ যুক্তি করিয়াছিলেন, তাহার সমস্তই তাঁহার নিকট প্রকাশ করিলেন।

কুইণ্টনের সহিত তখন নিম্নলিখিত ইংরাজ-কর্ম্মচারিগণ ছিলেন,—(১) রেসিডেণ্ট গ্রিমউড সাহেব, (২) এসিষ্ট্যাণ্ট সেক্রেটারি মিঃ কাস্‌নস্, (৩) এসিষ্ট্যাণ্ট কমিশনর লেফ্‌টেনাণ্ট গর্ডন, (৪) এসিষ্ট্যাণ্ট কমিশনর, এ, ই, উডস্, (৫) আসাম টেলিগ্রাফ ডিপার্টমেণ্টের মিঃ মেলভাইল, (৬) টেলিগ্রাফ সিগনালর মিঃ উইলিয়মস্, (৭) কর্ণেল স্কেন, (৮) কাপ্তেন বুচার, (৯) লেফ্‌টেনাণ্ট চেটারটন, (১০) এডজুটেণ্ট লেফ্‌টেনেণ্ট লুগার্ড, (১১) ডাক্তার কালভার্ট, (১২) কাপ্তেন বইলিউ, (১৩) লেফ্‌টেনাণ্ট ব্রাকেনবরি, (১৪) লেফ্‌টেনেণ্ট সিম্সন।

---

* See Telegram No. 545-E, dated the 19th March, 1891, from the Foreign Secretary, Calcutta, to the Chief Commissioner of Assam.

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

কুইণ্টনের আগমন।

চীফ-কমিসনার কুইণ্টন সাহেব সসৈন্যে মণিপুরে আগমন করিয়াছেন, এই সংবাদ টিকেন্দ্রজিৎ প্রাপ্ত হইলেন। ইতিপূর্ব্বে কুইণ্টন অনেকবার মণিপুরে আগমন করিয়াছিলেন, কিন্তু সৈন্য-সামন্তের সহিত কখন তিনি আসেন নাই। যে সকল লোক-জন সদাসর্ব্বদা তাঁহার সহিত থাকিত, সেই সমস্ত লোকজন ব্যতীত অধিক লোক প্রায়ই তিনি সঙ্গে করিয়া আসিতেন না। এবার কিন্তু অনেকগুলি সৈন্য সামন্তের সহিত তিনি মণিপুরের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। এত সৈন্যের সহিত তিনি কখনও মণিপুরে আগমন করেন নাই; কাজেই সেনাপতির মনে কেমন একটু সন্দেহ আসিয়া উপস্থিত হইল। তিনি গোপনে একটু অনুসন্ধান করিলেন। অনুসন্ধানে তাঁহার নিকট কোন কথা অব্যক্ত থাকিল না; তিনি সহজেই জানিতে পারিলেন যে, এবার কুইণ্টন সাহেবের আগমন কেবল তাঁহাকেই ধৃত করিবার মানসে। কিন্তু কি কারণে যে কুইণ্টন সাহেব তাঁহাকে ধৃত করিয়া লইয়া যাইবেন, ভাবিয়া চিন্তিয়া তাহার কোন কারণই তিনি উপলব্ধি করিতে পারিলেন না। তাঁহার কোন একজন এদেশীয় বিশ্বাসী বন্ধুর নিকট হইতে এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া, তিনি মনে মনে একটু হাসিলেন; ভাবিলেন, কুইণ্টনের কি সাহস!

কেবল পাঁচশত মাত্র সৈন্য লইয়া যিনি টিকেন্দ্রকে ধরিতে সাহস করেন, তাঁহার ক্ষমতাই না জানি কেমন হইবে। যাহা হউক, এখন আমার কুইণ্টন সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করা সম্পূর্ণ ইচ্ছা ছিল না; কিন্তু যখন তিনি আমাকে ধরিতে আসিতেছেন, তখন আমার অনুপস্থিত থাকা উচিত নহে; আমি নিজে গমন করিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিব, এবং অভিবাদন-পূর্ব্বক তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া মণিপুরে আনয়ন করিব। আর যদি ভিতরে ভিতরে উঁহাদিগের আরও কোন অভিসন্ধি থাকে, সুরাচন্দ্রকে রাজ-সিংহাসনে বসাইবার অভিসন্ধি করিয়াই যদি তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া আনিয়া থাকেন, আর জোর করিয়া কুলাচন্দ্রকে সিংহাসন হইতে বিতাড়িত পূর্ব্বক সুরাচন্দ্রকেই সেই সিংহাসন অর্পণ করেন, তাহাই বা আমি চক্ষের উপর কি প্রকারে দেখিব? যতক্ষণ আমার দেহে প্রাণ থাকিবে, যতক্ষণ আমার ধমনীতে রক্ত প্রবাহিত হইবে, ও যতক্ষণ আমার একজন মাত্র সৈন্য অবশিষ্ট থাকিবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত আমি উহাদিগের গতিরোধ করিব। যাহাতে আর একপদ অগ্রসর হইতে না পারেন, তাহার চেষ্টা করিব। যদি কৃতকার্য্য হই, ভালই; নচেৎ সম্মুখ-সংগ্রামে সেইস্থানেই আপনার জীবন অর্পণ করিব।" মনে মনে এইরূপ যুক্তি করিয়া যে রাস্তায় কুইণ্টন আগমন করিতেছিলেন, টিকেন্দ্র সেই পথে পাঁচশত সৈন্য পাঠাইয়া দিলেন। ঐ সৈন্য-সকল রাজপ্রাসাদ হইতে ৪ ক্রোশ পর্য্যন্ত রাস্তায় শ্রেণীবদ্ধ-ভাবে দণ্ডায়মান হইয়া, অভিবাদন করিবার আশায়, ইংরাজ-কর্ম্মচারি-গণের আগমন-প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। আর কি জানি, সুরাচন্দ্রকে লইয়াই কমিশনর সাহেব যদি আগমন করিয়া থাকেন

তাহা হইলে তাঁহাদিগের গতিরোধ করিতে হইবে। মণিপুরের ভিতর যাহাতে তাঁহারা প্রবেশ করিতে না পারেন, তাহার নিমিত্ত এক সহস্র সুশিক্ষিত মণিপুরী সৈন্য অস্ত্র-শস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া টিকেন্দ্রজিতের আদেশ-মত মাও থানায় অবস্থিতি করিবার নিমিত্ত প্রেরিত হইল।

সেই দিবস অর্থাৎ ২২শে মার্চ্চ তারিখের প্রাতঃকালে সেনাপতি টিকেন্দ্রজিৎ রণসাজে সজ্জিত হইয়া, দুই রেজিমেণ্ট সৈন্যের সহিত, ইংরাজ-কর্ম্মচারিগণকে অভিবাদন-পূর্ব্বক সঙ্গে করিয়া আনিবার নিমিত্ত ৪ ক্রোশ পথ গমন করিলেন। রাস্তায় কুইণ্টন প্রভৃতি ইংরাজ-কর্ম্মচারিগণের সহিত সাক্ষাৎ হইল। সুরাচন্দ্রকে তাঁহাদিগের সহিত দেখিতে পাইলেন না, এবং সেই সময়ে কলিকাতা-স্থিত তাঁহার কোন বন্ধুর নিকট হইতে তারে সংবাদ প্রাপ্ত হইলেন যে, সুরাচন্দ্র কলিকাতা পরিত্যাগ-পূর্ব্বক কোন স্থানে গমন করেন নাই; কাঁকুড়গাছির বাগানেই অবস্থিতি করিতেছেন। এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া এবং স্বচক্ষে তাঁহাকে দর্শন করিতে না পাইয়া সেনাপতি অতিশয় আনন্দিত হইলেন।

সেনাপতির অবস্থা দেখিয়া কুইণ্টন ভাবিত হইলেন। এত কষ্ট সহ্য করিয়া ৫০০ শত সৈন্যের সহিত যাঁহাকে ধরিবার নিমিত্ত গমন করিতেছিলেন, সেই বিক্রমশালী সেনাপতি আপনি আসিয়াই তাঁহার নিকট সসৈন্য উপস্থিত হইলেন। কিন্তু কুইণ্টন তখন তাঁহাকে কিছুই বলিলেন না, বা তাঁহাকে ধরিবার কোন উদ্যোগও করিলেন না। কেন করিলেন না?—সেনাপতি টিকেন্দ্রজিতের সহিত দুই রেজিমেণ্ট সৈন্য দেখিয়া, মনে মনে

ভীত হইলেন, কি তাঁহার অন্য কোন অভিসন্ধি ছিল? তাহা কুইণ্টনই জানেন, আমরা কিন্তু তাহা বলিতে অক্ষম।

সেনাপতি যখন সকলকে সমভিব্যাহারে আনয়ন করিলেন, সেই সময় মহারাজ কুলাচন্দ্র কেল্লার বাহিরে কর্ম্মচারিদিগকে অভিবাদন করিবার নিমিত্ত দণ্ডায়মান ছিলেন। কুইণ্টনের সহিত তাঁহার দেখা হইলে, উভয়ে উভয়কে মিত্রভাবে গ্রহণ করিলেন।

এখন পর্য্যন্ত কেহই প্রকাশ্যরূপে অবগত নহেন যে, কুইণ্টন কি নিমিত্ত সসৈন্যে আগমন করিয়াছেন। সেই সময় কুইণ্টন কুলাচন্দ্রকে বিদায় দিয়া রেসিডেন্সিতে গমন করিলেন। যাইবার সময় বলিয়া গেলেন, দিবা ১২টার সময় রেসিডেন্সিতে দরবার হইবে; সেই দরবারে কুলাচন্দ্র, সেনাপতি প্রভৃতি সকলে উপস্থিত হইয়া যেন তাঁহার অনুরোধ রক্ষা ও ইংরাজ-গবর্ণমেণ্টের উপর বিশেষরূপ সম্মান প্রদর্শন করা হয়। কুইণ্টনের এই আদেশ শ্রবণ করিয়া, মহারাজ, সেনাপতি প্রভৃতি তখন সেই স্থান হইতে আপন আপন স্থানে গমন করেন।

ইহার পূর্ব্ব-দিবস অর্থাৎ ২১শে মার্চ্চ ভারত-গবর্ণমেণ্টের অণ্ডার সেক্রেটারী জে, ডব্লিউ কনিংহ্যাম সাহেব সুরাচন্দ্র মহারাজকে এক পত্র লেখেন। তাহাতে সমস্ত কথা প্রকাশ করিয়া বলিয়া দেন যে, সুরাচন্দ্র আর তাঁহার রাজ্য পুনঃপ্রাপ্ত হইবেন না। বরং স্থান নির্দ্দিষ্ট হইলে গবর্ণমেণ্টের দাতব্যের উপর নির্ভর করিয়া, তাঁহাকে সেই স্থানে থাকিতে হইবে। কুলাচন্দ্র যেরূপ রাজত্ব করিতেছেন, তাহাই করিবেন। আর, যাহারা বিদ্রোহের

যুদ্ধ করিয়া সুরচন্দ্রকে বিতাড়িত করিবে, তাহারাও উপযুক্তরূপে দণ্ডিত হইবে।*

বিংশ পরিচ্ছেদ।

দরবার।

দিবা ১২টার সময় মহারাজ কুলাচন্দ্র রেসিডেন্সির দ্বারে গিয়া উপস্থিত হইলেন; তাঁহার সঙ্গে অশ্বারোহণে সেনাপতিও গমন করিলেন। সেই সময় দরবারের বন্দোবস্ত শেষ হয় নাই, কাজেই গ্রিমউড মহারাজকে কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা করিতে কহিলেন। কিয়ৎ-ক্ষণ পরেই দরবারের সমস্ত বন্দোবস্ত শেষ হইয়া গেল। মহারাজ রেসিডেন্সির ভিতর প্রবেশ করিলেন।

সেনাপতি যখন কুইণ্টনের অভিসন্ধি অবগত হইয়াছিলেন, তখন রেসিডেন্সির ভিতর প্রবেশ করেন কি প্রকারে? সেই স্থানের দরবার-গৃহে বিনা-সৈন্যে গমন করিতে হইবে, সুতরাং কুইণ্টন কর্ত্তৃক অনায়াসেই তিনি ধৃত হইবেন। এইরূপ ভাবিয়া

---

* See letter dated Calcutta, ths 21st. March, 1891, from W. J. Cuningham Esq., officiating Secretary to the Government of India. Foreign Department, to Maharaja Sura Chandra Singh of Monipur.

সেনাপতি দরবারে গমন করিলেন না। অশ্বে কষাঘাত পূর্ব্বক আপন আলয়-অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। কুইন্টন সাহেব দরবারে উপস্থিত হইয়া সকলকেই দেখিতে পাইলেন, কিন্তু কেবল দেখিতে পাইলেন না—সেনাপতি টিকেন্দ্রজিৎকে। মহারাজ কুলাচন্দ্রের নিকট হইতে অবগত হইতে পারিলেন যে, তিনিও দরবারে আগমন করিয়াছিলেন, কিন্তু দরবারের মধ্যে প্রবেশ না করিয়া সেই স্থান হইতে অশ্বারোহণে প্রস্থান করিয়াছেন। সুতরাং সেনাপতিকে ঐ দরবারে উপস্থিত হইবার নিমিত্ত অনুরোধ করিয়া দ্রুতগামী অশ্বারোহী প্রেরণ করিলেন। কিন্তু টিকেন্দ্র তথাপি আগমন না করিয়া বলিয়া পাঠাইলেন যে, হঠাৎ তিনি অতিশয় পীড়িত হইয়াছেন, কোন ক্রমেই তিনি দরবারে উপস্থিত হইতে পারিবেন না। কুইন্টন দেখিলেন যে, যে উদ্দেশ্যে তাঁহার দরবার, যখন তাহাই হইল না, তখন দরবার করিয়া আর প্রয়োজন কি? চিফ কমিশনার সাহেব তখন স্পষ্টই বলিলেন যে, সেনাপতি দরবারে উপস্থিত না হইলে কোন-ক্রমেই তিনি দরবার করিবেন না। টিকেন্দ্রজিৎকে ক্ষণকালের জন্য সেই দরবারে উপস্থিত হইবার নিমিত্ত বারে বারে সংবাদ প্রদান করা হইল, কিন্তু তাহাতেও তিনি আসিলেন না। এইরূপে প্রায় দুই ঘণ্টাকাল সেই স্থানে অবস্থিতি পূর্ব্বক পরিশেষে কুলাচন্দ্রও সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।

দিবা অপরাহ্ণে গ্রিমউড সাহেব রাজবাড়ীতে গমন করিয়া মন্ত্রিবর্গকে বুঝাইলেন, ও সেনাপতি প্রভৃতিকে দরবারে উপস্থিত হইবার পরামর্শ প্রদান করিলেন। পরদিবস অর্থাৎ ২৩শে মার্চ্চ তারিখের দিবা ৯টার সময় পুনরায় দরবারের সময় নির্দ্ধারিত

হইল। এইবার কুলাচন্দ্র প্রভৃতি কেহই আগমন করিলেন না। এই অবস্থা দেখিয়া গ্রিমউড পুনরায় রাজবাড়ী গমন করিয়া সকলকে বুঝাইলেন; দরবারে উপস্থিত হইবার নিমিত্ত উপদেশ প্রদান করিলেন। কিন্তু এবার তাঁহার কথা কেহই শুনিলেন না, তাঁহার যুক্তি-অনুযায়ী দরবারে আগমন করিতে কেহই সম্মত হইলেন না।

কুইণ্টন এই অবস্থা দেখিয়া ভাবিলেন, তিনি যে উপায় অবলম্বনে সেনাপতিকে ধৃত করিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন, তাহা হইল না; সহজে সেনাপতি যে ধরা দিবেন, তাহা বোধ হইতেছে না। তখন তিনি কুলাচন্দ্রকে এক পত্র লিখিলেন; তাহার মর্ম্ম এই,—"সেনাপতি আত্মসমর্পণ না করিলে তিনি ধৃত হইবেন।" ঐ ২৩শে তারিখের দিবা ২টার সময় গ্রিমউড সাহেব স্বয়ং ঐ পত্র-বাহক হইয়া রাজবাড়ীতে গমন করিলেন; পত্র কুলাচন্দ্রকে অর্পণ করিয়া কহিলেন,—"যদি আপনি সেনাপতিকে অর্পণ না করেন, তাহা হইলে আপনিও মহারাজ-উপাধি ধারণ করিয়া এই সিংহাসনে বসিতে সমর্থ হইবেন না।" কিন্তু কুলাচন্দ্র তাহাতেও সম্মত হইলেন না, এবং স্পষ্টই কহিলেন,—"আমি কোনক্রমেই সেনাপতিকে কুইণ্টন সাহেবের হস্তে অর্পণ করিতে সমর্থ হইব না।"

পরিশেষে স্কেন ও গ্রিমউডের সহিত পরামর্শ করিয়া ইহাই সাব্যস্ত হইল যে, রাত্রিযোগে সেনাপতি যখন আপন গৃহে নিদ্রিত থাকিবেন, সেই সময় সৈন্য দ্বারা সেই ঘর আক্রমণ-পূর্ব্বক তাঁহাকে নিদ্রিত অবস্থায় ধৃত করা হইবে। এ পরামর্শ ব্রিটিশ-সিংহের উপযুক্তই বটে!

আরও স্থিরীকৃত হইল যে, সেনাপতিকে ধরিবার নিমিত্ত ২৫০ জন সৈন্য কেল্লার মধ্যস্থিত সেনাপতির বাড়ীর ভিতর গমন করিবে। এক শত লোক ঐ বাড়ী বেষ্টন করিয়া থাকিবে, এবং আবশ্যক হইলে, তাহারাও ভিতরে গমন করিয়া সেনাপতিকে ধৃত করিতে সাহায্য করিবে। ৩০ জন লোকে কেল্লার বাহিরের প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া ভিতরে প্রবিষ্ট হইবে, এবং ভিতর হইতে সদর দরজা উদ্ঘাটন করিয়া দিবে। অবশিষ্ট ১২০ জন কর্ণেল স্কেনের অধীনে রেসিডেন্সির নিকট উপস্থিত থাকিবে, এবং যে দিকে আবশ্যক হইবে, সেই দিকেই গমন করিয়া সাহায্য করিবে।

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

সেনাপতির গৃহ আক্রমণ।

সেনাপতি টিকেন্দ্রজিত যেমন যোদ্ধা, সেইরূপ বুদ্ধিমানও ছিলেন; এবং তাঁহার মত গুপ্ত-সংবাদ-সংগ্রহকারী ব্যক্তি মণিপুরের ভিতর আর কেহ ছিল কি না, সন্দেহ। কুইণ্টন সাহেবের নিকট হইতে বিদায় লওয়ার পর, তিনি আপন ঘরের বাহির হন নাই; কিন্তু রেসিডেন্সির ভিতর যখন যেরূপ পরামর্শ হইয়াছে, তখনই তিনি তাহা অবগত হইতে পারিয়াছেন। যে উপায়ে তিনি পূর্ব্বেই কুইণ্টন সাহেবের চক্রান্ত জানিতে পারিয়াছিলেন, সেই উপায়েই আবার উঁহাদিগের সমস্ত পরামর্শ জানিতে পারিলেন। জানিতে পারিলেন যে, তাঁহাকে ধৃত করিবার নিমিত্ত অদ্য রাত্রে তাঁহার বাড়ী ইংরাজ-সৈন্য দ্বারা আক্রমণিত হইবে। সেনাপতি যে কি উপায়ে এই সংবাদ প্রাপ্ত হইলেন, তাহা আমরা এখন বলিতে অপারক। কারণ, এখনও মণিপুরের সমস্ত অনুসন্ধান শেষ হয় নাই, সকলের বিচারও হইয়া যায় নাই।

রাত্রে যে কি ঘটনা ঘটিবে, তাহা পূর্ব্বেই জানিতে পারিয়া স্ত্রী-পুত্র প্রভৃতি পরিবারবর্গকে ঐ স্থান হইতে স্থানান্তরে রাখিলেন। নিজে উপযুক্তরূপ সৈন্য লইয়া তাহাদিগকে অস্ত্র-শস্ত্রে সুসজ্জিত করিলেন, ও তাহাদিগকে আপনার বাড়ীর ভিতর লুক্কাইত অবস্থায় রাখিলেন। সেনাপতি মনে করিলে তিনি নিজেও

সেই স্থান হইতে স্থানান্তরে গমন করিয়া লুকাইত থাকিতে পারিতেন, কিন্তু তিনি সে প্রকৃতির লোক ছিলেন না, সেরূপ উপাদানে তিনি গঠিত হন নাই। সুতরাং তিনি স্থানান্তরে গমন না করিয়া, ব্রিটিশ সিংহের সহিত যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবার মানসে রণসাজে সজ্জিত হইয়া আপন গৃহেই অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

এদিকে রাত্রি প্রভাত হইবার কিছু পূর্ব্বে, পূর্ব্বের বন্দোবস্ত অনুযায়ী ইংরাজ-সৈন্য সকল আপন আপন স্থান অধিকার করিল। অর্দ্ধ ঘণ্টা পরেই সেনাপতির বাড়ী হইতে বন্দুকের শব্দ শ্রুত হইতে লাগিল। মধ্যে মধ্যে কামানের ধ্বনিতেও কর্ণ বধির করিতে লাগিল। সেই বাড়ীর ভিতর আক্রমণকারী ইংরাজ-সৈন্য এবং লুক্কাইত মণিপুরী সৈন্য উভয়পক্ষে ভয়ানক যুদ্ধ আরম্ভ হইল, উভয়পক্ষ হইতেই যথেচ্ছা গুলিবর্ষণ হইতে লাগিল, উভয় পক্ষই হত ও আহত হইয়া সেই স্থানে পতিত হইতে লাগিল। এই যুদ্ধে প্রথমে মণিপুরী সৈন্য পরাজিত হইল; ইংরাজ-সৈন্যগণ সেনাপতিকে ধরিবার নিমিত্ত দ্রুতগতিতে ঘরের ভিতর প্রবেশ করিতে আরম্ভ করিল। এই সময় সেই দলের কর্ত্তা লেফ্‌টেনেণ্ট ব্রাকেনবরি সাংঘাতিক-রূপে আহত হইয়া সেই স্থানে পতিত হইলেন। তিনি এরূপ আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন যে, তাঁহাকে সেই স্থান হইতে ডুলি করিয়া রেসিডেন্সিতে লইয়া যাইবারকালীন পথি মধ্যে তাঁহার মৃত্যু হয়। আহত হইয়া ব্রাকেনবরি যেমন পড়িলেন, অমনি এক জন দেশীয় প্রধান কর্ম্মচারীও হত হইয়া সেই স্থানে শয়ন করিলেন। সৈন্যগণ তথাপি দ্রুতবেগে ঘরের ভিতর প্রবেশ করিল; তখনও মনে আশা, সেনাপতিকে ধৃত

করিয়া বাহাদুরি লইবে। কিন্তু ভিতরে গিয়া দেখিল, ঘর শূন্য—না আছেন সেনাপতি, না আছেন তাঁহার পরিবারবর্গ। তখন সকলেই বিবেচনা করিলেন যে, সেনাপতি রাজার বাড়ীতে আশ্রয় লইয়াছেন। কিন্তু সেইস্থানে তখন অবশিষ্ট যে সৈন্য আছে, তাহা লইয়া রাজবাড়ী অভিমুখে গমন করিতে হইলে একটী মাত্রও অবশিষ্ট থাকে কি না, সন্দেহ। সুতরাং আরও সৈন্যের সাহায্যের নিমিত্ত তাঁহাদিগকে সেই স্থানেই অপেক্ষা করিতে হইল। সেইস্থানে অপেক্ষা করিতে হইল বলিয়া যে তাঁহারা বিশ্রাম করিতে পাইলেন, তাহা নহে; চারিদিক হইতেই মণিপুরী সৈন্যের গুলি আসিয়া তাঁহাদিগের উপর পতিত হইতে লাগিল। ইংরাজ-সৈন্যও অবিশ্রান্ত গুলি চালাইতে চালাইতে বৃন্দাবনচন্দ্রের মন্দিরের উপর উঠিয়া সেই স্থান হইতে চতুর্দ্দিকে গুলি-বর্ষণ আরম্ভ করিল।

কেহ কেহ বলেন, "২৩শে মার্চ্চের শেষ রাত্রে ব্রিটিশ-সৈন্য রাজবাড়ী প্রথমে আক্রমণ করেন। কেবল যে আক্রমণ, তাহা নহে; তাহাদের সেই ভীষণ অনির্দ্দিষ্ট গুলিতে স্ত্রীলোক সকল হত হয়; বালক সকল মৃত হয়। হিন্দুর আরাধ্য গরু সকল সেই স্থানে গড়াগড়ি যায়। মন্দির সকল অপবিত্র, দেবমূর্ত্তি চূর্ণিকৃত, এবং গৃহ সকল অগ্নির দ্বারা ভস্মীভূত করিয়া দেয়।"

এই অবস্থা দেখিয়া কোন্ হিন্দুর হৃদয়ে শোক-দুঃখ উপস্থিত না হয়? কোন্ বীর-হৃদয় প্রাণের ভয়ে লুকাইত থাকিতে পারে? কোন্ হিন্দু এরূপ অবস্থায় আপনার ধর্ম্মের নিমিত্ত সামান্য প্রাণকে

---

* Extract from a telegram from Baboo Janoki Nath Bysack to Lord Ripon, dated Manipur, June 26, 1891.

উৎসর্গীকৃত না করিতে পারে? টিকেন্দ্রজিত হিন্দু, ইংরাজ-সৈন্যের এই অবস্থা দেখিয়া তাঁহার হিন্দু প্রাণে বড়ই আঘাত লাগিল, তাঁহার জীবিতকালে তাহার সম্মুখে ঐ সকল দৃশ্য দর্শন তিনি কোন রূপেই সহ্য করিয়া উঠিতে পারিলেন না। জীবিত থাকিয়া ঐ সকল অবস্থা দর্শন করা অপেক্ষা, সেই স্থানে সম্মুখ-যুদ্ধে দেহ পতন করাই কর্ত্তব্য, ইহাই তিনি মনে মনে সাব্যস্ত করিলেন। কাজেই তখন টিকেন্দ্রজিৎ সমর-প্রাঙ্গনে উপস্থিত হন, আপনার বীরত্বের সহিত ব্রিটীশ-সৈন্যের সম্মুখীন হইয়া রণমদে মত্ত হন। তখন উভয় পক্ষেই ভয়ানক যুদ্ধ হয়, উভয় পক্ষের অনেকেই কালগ্রাসে পতিত হয়।

DETECTIVE STORIES No. 137. দারোগার দপ্তর, ১৩৭ সংখ্যা।

মণিপুরের

সেনাপতি।

(শেষ অংশ।)

(অর্থাৎ টিকেন্দ্রজিৎ সিংহের জন্ম হইতে ১৩ আগষ্ট ফাঁসী হওয়ার দিবস পর্য্যন্ত যাবতীয় ঘটনার আশ্চর্য্য রহস্য!)

শ্রীপ্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত

১৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, বৈঠকখানা,
"দারোগার দপ্তর" কার্য্যালয় হইতে
শ্রীউপেন্দ্রভূষণ চৌধুরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

দ্বাদশ বর্ষ।] সন ১৩১১ সাল। [ভাদ্র।

মণিপুরের সেনাপতি।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

সন্ধির প্রস্তাব।

এই সময়ে মণিপুরিগণের আক্রমণ হইতে রেসিডেন্সি যে নিরাপদে ছিল, তাহাও নহে। দিবা ১০ টার সময় কেল্লা হইতে গুলি সকল রেসিডেন্সি-অভিমুখে আসিতে লাগিল। ক্রমান্বয়ে গুলি আসিয়া রেসিডেন্সি আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। ওদিকে দিবা ১২টার সময় কতকগুলি মণিপুরী নাগা-সৈন্যের সহিত মিলিত হইয়া টিকেন্দ্রের কর্তৃত্বাধীনে রেসিডেন্সির অপর পার্শ্ব আক্রমণ করিল। সেই স্থানে যে অল্প পরিমাণ ব্রিটিশ-সৈন্য ছিল, যুদ্ধ করিতে করিতে তাহাদিগের প্রাণ ওষ্ঠাগত হইতে লাগিল। দিবা দুই ঘটিকার সময় টিকেন্দ্রের নেতৃত্বে মণিপুরিগণ

২টী প্রকাণ্ড তোপ আনিয়া রেসিডেন্সির সম্মুখে ও রাজবাটীর তোরণের নিকট স্থাপিত করিল; এবং তাহা হইতে বজ্রনাদে গোলা-সকল বহির্গত হইয়া রেসিডেন্সির উপর পড়িতে লাগিল। সেই স্থানে যে সকল সামান্য ইংরাজ-সৈন্য ছিল, তাহারা ক্রমে নির্বীর্য্য হইয়া পড়িল। তখন সেনাপতির বাড়ির ভিতর যে সকল সৈন্য ছিল এবং যে সকল সৈন্য ঐ বাড়ী বেষ্টন করিয়াছিল, তাহারাও রেসিডেন্সিতে আসিয়া কর্ণেল স্কেনের সৈন্যের সহিত মিলিত হইয়া সম্মুখ-সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইল। উভয় পক্ষে তখন ঘোরতর সংগ্রাম চলিতে লাগিল। উভয় পক্ষ হইতেই অসংখ্য গুলিবর্ষণ হইতে লাগিল। যতই দিবা অবসন্ন হইয়া আসিতে লাগিল, মণিপুরিগণের বিক্রম ততই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল; কামানদ্বয় ততই প্রচণ্ড নাদে গোলা উদ্গীরণ করিতে লাগিল। রেসিডেন্সির ঘর-সকল ক্রমে চূর্ণ বিচূর্ণ হইতে লাগিল। সেনাপতি যখন দেখিলেন, সমস্ত ইংরাজ-সৈন্য আসিয়া একত্রিত হইল, তখন তিনি তাঁহার কেল্লার-প্রাচীরের ভিতর হইতে গুলিবর্ষণ আরম্ভ করিলেন। এই প্রাচীরে যে সকল ছিদ্র প্রস্তুত ছিল, ঐ ছিদ্র দিয়া অনবরত গুলি আসিয়া ইংরাজ সৈন্যের উপর পড়িতে লাগিল। ইংরাজ-সৈন্য মরিতে লাগিল; কিন্তু মণিপুরি-গণ যে কোথা হইতে গুলি-বর্ষণ করিতেছে, তাহা কেহই দেখিতে পাইল না। এইরূপে দিবা ৫টা পর্য্যন্ত ক্রমান্বয়ে উভয়পক্ষে গুলি-বর্ষণ হইতে লাগিল। ইংরাজদিগের গুলি-বারুদ ক্রমেই কম পড়িতে লাগিল।

এই সময়ে চিফ-কমিশনর দেখিলেন, বড়ই বিপদ। একবার ভাবিলেন, সমস্ত সৈন্য লইয়া রেসিডেন্সি পরিত্যাগপূর্ব্বক

একটী ময়দানে গমন করি, ও সেই স্থানে মণিপুরিগণ আসিলে অদৃষ্টে যাহাই থাকুক, একবার সম্মুখ-সংগ্রাম করিয়া মরি। সে পরামর্শ কিন্তু হইল না। তখন, সন্ধ্যা ৭টার সময়, চিফ কমিশনর রাজাকে এক পত্র লিখিলেন; কি লিখিলেন, তাহা তিনিই জানেন। কিন্তু অনেকে বলিয়া থাকেন, এই পত্রের মর্ম্ম সন্ধির প্রস্তাব। সেই সময় ইংরাজগণ সন্ধি-স্থাপনের 'বিউগিল' বাজাইলেন; দেখিতে দেখিতে, মণিপুরী সৈন্যগণও গুলিবর্ষণে নিরস্ত হইল। ইহার অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে রাজার নিকট সেই পত্রের বাঙ্গালা ভাষায় উত্তর আসিল। তাহাতে অনেক কথা লেখা ছিল। মণিপুরিগণ ইংরাজকে যে কতবার সাহায্য করিয়াছে, তাহাতে ইহারও উল্লেখ ছিল। পরিশেষে মহারাজ লিখিয়াছিলেন,—"যদি অস্ত্রশস্ত্র ফেলিয়া দিবা," তাহা হইলে মণিপুরিগণও নিরস্ত হইবে।

ইতিমধ্যে একজন মণিপুরী দূত আসিয়া সংবাদ দিল যে, সেনাপতি চিফ-কমিশনরের সহিত দেখা করিয়া এই সম্বন্ধে কথা-বার্ত্তা কহিবার নিমিত্ত রাজবাটীর অর্দ্ধপথে দণ্ডায়মান আছেন। সেই স্থানে যদি চিফ-কমিশনর সাহেব বিনা অস্ত্রে গমন করেন, তাহা হইলে কথাবার্ত্তা ও বন্দোবস্ত শেষ হইতে পারে। অনেক ইতস্ততঃ করিয়া ও পলিটিকেল এজেণ্টের পরামর্শ-মতে, পরিশেষে চিফ-কমিশনর সাহেব সেই স্থানে গমন করিতে সম্মত হইলেন; স্কেন, গ্রিমউড, কলিনস্ ও সিম্সনকে সঙ্গে করিয়া সেই স্থানে বিনা-অস্ত্রে ও বিনা-সৈন্যে গমন করিলেন।

কেল্লার নিকট সেনাপতি টিকেন্দ্রজিতের সহিত সাক্ষাৎ হইল। উভয়ের মধ্যে কি কথাবার্ত্তা হইল। পরিশেষে সকলে কেল্লার ভিতর প্রবেশ করিলেন। সেই স্থানে সেনাপতি ইংরাজ-কর্ম্মচারি-

গণকে সমস্ত অস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া সেই রাত্রেই মণিপুর হইতে প্রস্থান করিতে কহিলেন। কিন্তু চিফ কমিসনর সাহেব সেই প্রস্তাবে সম্মত হইতে পারিলেন না। এ সম্বন্ধে নানারূপ আলোচনা প্রায় দুই ঘণ্টাকাল চলিতে লাগিল। সেই সময় পুনরায় মণিপুরী সৈন্যের কোলাহল উত্থিত হইল। তাহার ভিতর হইতে কেহ কেহ বলিল,—"আমাদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রে আছে যে, মণিপুরে একটী ভয়ানক যুদ্ধ উপস্থিত হইবে, ও সেই যুদ্ধে ৫ জন শত্রুপক্ষীয় কর্ম্মচারীকে দেবী-সম্মুখে বলিদান না দিলে সেই যুদ্ধে মণিপুরিগণ জয়লাভ করিতে সমর্থ হইবে না। এই ব্যবস্থা দেখিয়া সেনাপতি সৈন্যগণকে নিরস্ত হইতে কহিলেন। কিন্তু কেহই তাঁহার কথা শুনিল না; বরং কহিল,—"আমরা কেবল তোমার নিমিত্তই আমাদিগের প্রাণ অর্পণ করিতেছি, ও তুমিই এ যুদ্ধের মূল। যদি তুমি এখন আমাদিগের ইচ্ছার প্রতিবন্ধক হও, তাহা হইলে জানিও যে, তুমিও আমাদিগের হস্তে হত হইবে।" সৈন্যগণের এই কথা শুনিয়া সেনাপতি, কুইন্টন প্রভৃতি ইংরাজ কর্ম্মচারিগণকে সেই সময় বহির্গত হইতে নিষেধ করিলেন। কিন্তু তাঁহারা তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া সেই স্থান হইতে বহির্গত হইলেন।

*"They all went to the road-side and had a talk with the Senapati, and after a few minutes entered into the palace where the Chief did not agree with the terms, viz, to leave Manipur by night, leaving arms behind. Arguments went on for two hours.

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

ইংরাজের পরাজয় ও হত্যা।

যেমন তাঁহারা বহির্গত হইলেন, অমনি গ্রিমউড সাহেবের উপর অস্ত্রাঘাত হইল; তিনি সেই স্থানে যেমন পতিত হইলেন, অমনি ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন।

In the meantime an infuriated mob assembled on all sides. The Senapati ordered his buglers "order order", but this orders had no effect. The mob were labouring under an impression that, in their holy books it is said, that there will be a great war at Manipur which will not be won, till the blood of 5 of the enemies was given to certain Gods, and their heads buried in a certain ditch. When the Senapati orderd them to dispurse, some said,—"We are giving our lives only for you and you are the cause of this war: if you still obstruct, we will kill you too." The Chief then wanted to return. The Senapati pointed to him the danger on the way and repeatedly told the party not to leave the palace."

Amrita Bazar Patrika,
Dated 4th July, 1891.

চিফ কমিশনর প্রভৃতি অপর কয়েক ব্যক্তিও সৈন্যগণ কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া প্রধান জল্লাদ সাগনসেনকা-দানা সিংহের হস্তে অর্পিত হইলেন। সেই সকল সৈন্যের মধ্যে থঙ্গেল জেনারেল ছিলেন। সৈন্যমাত্রই সেই বৃদ্ধের আজ্ঞাধীন, তাঁহার বিনা অনুমতিতে কেহই কিছু করিতে সমর্থ নহে; সুতরাং এই ইংরাজ কয়েক-জনকে হত্যা করিবার অনুমতি তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিল। তিনি উহাদিগকে হত্যা করিবার আদেশ প্রদান করিলেন। কেহ কেহ বলেন, টিকেন্দ্রজিৎও সেই সময় সেইস্থানে উপস্থিত ছিলেন, এবং তিনিও ইহার অনুমোদন করিলেন। পরিশেষে তাঁহাদের অদৃষ্টেও যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা সকলেই বুঝিতে পারিতেছেন। মহারাণীর পাঁচ জন প্রধান কর্ম্মচারী সেই প্রাসাদের ভিতরই মানবলীলা সম্বরণ করিলেন। সেই সময় হইতে পুনরায় গুলি চলিতে আরম্ভ হইল। আবার ইংরাজ সৈন্যগণও অস্ত্রধারণ করিল, আবার উভয় পক্ষে ঘোর যুদ্ধ উপস্থিত হইল। রাত্রি ২টা পর্য্যন্ত এইরূপ যুদ্ধ চলিতে লাগিল; ইংরাজ-সৈন্যের গুলি-বারুদ প্রভৃতি যাহা ছিল, সমস্তই নিঃশেষ হইয়া গেল। তখন অনন্যোপায় হইয়া অবশিষ্ট ইংরাজ-সৈন্য পলায়ন করিল। সকলেই রেসিডেন্সির পশ্চাৎ দরজা দিয়া বহির্গত হইয়া প্রাণভয়ে কাছাড়-অভিমুখে দ্রুতপদে ছুটিতে লাগিল। গ্রিমউড সাহেবের স্ত্রীও অনন্যোপায় হইয়া তাহাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিলেন। তাঁহার পরিধানে একমাত্র কাপড় ও পদে একযোড়া সামান্য বিনামা ভিন্ন আর কিছুই ছিল না; এমন কি, তাঁহার টুপিটী পর্য্যন্ত লইতেও তিনি অসমর্থ হইয়াছিলেন।

রেসিডেন্সি হইতে যেমন সকলে বহির্গত হইল, মণিপুরিগণও

অমনি তাহার ভিতর প্রবেশ করিল। তাহার ভিতর ধন-ভাণ্ডার ছিল, উহা লুট হইয়া গেল। দেখিতে দেখিতে রেসিডেন্সিতে অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল, ও মুহূর্ত্ত মধ্যে উহা ভস্মে পরিণত হইল।

যে সকল সৈন্য সেই স্থান হইতে পলায়ন করিয়াছিল, তাহারা সকলেই নিরাপদে গমন করিতে পারিল না; প্রায় অনেকেই মণিপুরী সৈন্য কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া কারারুদ্ধ হইল। পলায়ন করিতে গিয়া যাহারা কয়েদী অবস্থায় পরিণত হইয়াছিল, তাহারা কিন্তু কেহই কয়েদীর যন্ত্রণা ভোগ করে নাই। পরে টিকেন্দ্রজিৎ সকলকেই অভয় প্রদান-পূর্ব্বক মুক্তি-প্রদান করিয়াছিলেন।

ইংরাজের এই ভয়ানক দুর্ঘটনার কথা ক্রমে প্রকাশ হইল। কিন্তু প্রধান প্রধান কর্ম্মচারিগণ যে কাল-কবলে নিপতিত হইয়াছেন, তখন তাহা কেহই জানিতে পারিল না। সকলেই জানিল যে, তাঁহারা বন্দী হইয়াছেন; সকলেই শুনিল যে, ইংরাজ কর্ম্মচারী ও সৈনিকের দ্বারা মণিপুর-কারাগার পরিপূর্ণ হইয়াছে।

এই সংবাদ ক্রমে সুদূর সিমলা-শৈলে গিয়া উপস্থিত হইল; মহারাণীর প্রতিনিধির কর্ণে গিয়া পৌছিল। কোন্ উপায় অবলম্বন করা কর্ত্তব্য, গবর্ণর জেনারেল সাহেব তখন তাহাই ভাবিতে লাগিলেন।

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ।

মণিপুর-জয়।

প্রথম পরাজয়-সংবাদ পাইয়া গবর্ণর জেনারেল সাহেব ইংরাজ-সৈন্যের দুর্গতির কথা একটু ভাবিলেন, ও কয়েদীদিগকে মুক্ত করিবার উপায় স্থির করিতে লাগিলেন। এমন সময় সেই লোমহর্ষণকর সংবাদ আসিয়া তাঁহার কর্ণে উপনীত হইল। তখন জানিতে পারিলেন যে, চিফ্‌-কমিসনর প্রভৃতি প্রধান প্রধান কর্ম্মচারিগণ, মণিপুরিগণ কর্ত্তৃক অকালে কালকবলে প্রোথিত হইয়াছেন। এই সংবাদে তিনি অতিশয় দুঃখিত হইলেন, ও তৎক্ষণাৎ মণিপুরিগণের এই নৃশংস কার্য্যের প্রতিবিধানের নিমিত্ত আয়োজন করিতে লাগিলেন।

জেনারেল গ্রেহেম সাহেব তখন মণিপুর গমনের নিমিত্ত আদেশ প্রাপ্ত হইলেন। মেকেব সাহেব পলিটিকেল এজেণ্টের পদ গ্রহণ করিয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিলেন। * সপিট সাহেবও তাঁহাদের অনুগমন করিলেন। সিলচরে যে সৈন্য ছিল, মেকেব সাহেব তাহারই নেতা হইলেন। ভারতের চতুর্দ্দিক

* See telegram No. 65-E, dated 6th Apil, 1891., and No. 708-E, dated 13th April, 1891, from Foreign Secretary to Government of India to General Graham.

হইতে কেবল সৈন্য-সকল মণিপুর-অভিমুখে ছুটিতে লাগিল; গুলি-বারুদ লইয়া অসংখ্য শকট সকল রওনা হইল; নানাস্থানের, নানাপ্রকারের, নানা শ্রেণীর সৈন্যগণকে বহন করিয়া অসংখ্য স্পেসাল ট্রেণ যাতায়াত করিতে লাগিল। ভলেণ্টিয়ারগণও পরিশেষে বন্দুক হস্তে মণিপুর-যুদ্ধে যোগদান করিবার প্রত্যাশায় সেই স্থানে দলে দলে গমন করিতে লাগিলেন। ব্যাণ্ড সকল যেন রণবাদ্যে উন্মত্ত হইয়া, সৈন্যদলের অগ্রে অগ্রে গমন করিতে লাগিল।

জেনারেল গ্রেহেম সাহেব চতুরঙ্গ সৈন্যে সুশোভিত হইয়া মণিপুর-যাত্রা করিলেন। সেই স্থানে গমনপূর্ব্বক তিনি প্রথমেই ঘোষণা করিলেন যে, মণিপুর রাজবিদ্রোহী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। মহারাণীর বিপক্ষে মণিপুর যুদ্ধ-ঘোষণা করিয়াছে—মহারাণীর প্রধান প্রধান কর্ম্মচারিগণকে বিনা-দোষে মণিপুর হত্যা করিয়াছে। সুতরাং তিনি আজ তাহার প্রতিবিধান করিতে আগমন করিয়াছেন।

গ্রেহেম সাহেব যেরূপ দর্পের সহিত ও যেরূপ সৈন্যের সহিত মণিপুরের ভিতর প্রবেশ করিলেন, তাহাতে তাঁহার গতিরোধ করিতে কে সমর্থ হইবে? তাঁহার সম্মুখীন হইতে কে সাহস করিবে? কিন্তু টিকেন্দ্রজিৎ একেবারে আত্মসমর্পণ করিলেন না। তিনি যতক্ষণ পারিলেন, সম্মুখ যুদ্ধে ততক্ষণ দণ্ডায়মান রহিলেন। যুদ্ধও যে নিতান্ত কম হইল, তাহা নহে; উভয় পক্ষেরই ক্ষতি হইতে লাগিল। কিন্তু মণিপুর বিশেষ ক্ষতি সহ্য করিলেন। পরিশেষে ইংরাজ-সৈন্য মণিপুরের কেল্লা দখল করিয়া লইল। ভীষণ তোপের সম্মুখে রাজবাড়ি অভগ্ন অবস্থায় থাকিতে পারিল

না। স্থান স্থান চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া স্তূপরাশিতে পরিণত হইল; গুলি, বারুদ, তোপ, কামান, বন্দুক, তরবারী, খাদ্য প্রভৃতি যাহা ছিল, সমস্তই ইংরাজের হস্তে পতিত হইল। উষ্ট্র, হস্তি প্রভৃতি যাহা ছিল, সমস্তই ইংরাজের হইল। সৈন্য সকল ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া যে যেদিকে পাইল, পলায়ন করিল। অনেকে ধৃত হইয়া সেই স্থানে কারারুদ্ধও হইল। গ্রেহেম সাহেব তখন মণিপুরকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিয়া আপনার আয়ত্বাধীন করিলেন, ও মণিপুর-পতাকার পরিবর্ত্তে ব্রিটিশ-পতাকা সেই স্থানে উড্ডীয়মান হইল।

যখন মণিপুর দখল হইল, তখন টিকেন্দ্রজিৎ ও কুলাচন্দ্র প্রভৃতি রাজবংশীগণ—যাঁহারা ইংরাজের বিপক্ষে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া ব্রিটিশ-কর্ম্মচারিগণের এরূপ দুর্দ্দশা করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে ধরিবার নিমিত্ত সৈন্য-সকল রাজবাড়ির ভিতর প্রবেশ করিল, কিন্তু কাহাকেও প্রাপ্ত হইল না। তাঁহারা যে কখন্ সেই স্থান পরিত্যাগপূর্ব্বক কোথায় গমন করিয়াছেন, তাহা কেহই জানিতে পারিল না। তখন উহাদিগকেও ধরিবার নিমিত্ত বিশেষ চেষ্টা হইতে লাগিল, চতুর্দ্দিকে সৈন্য-সামন্ত প্রেরিত হইতে লাগিল; কিন্তু কোন দিকেই তাঁহাদিগের কোনরূপ সংবাদ পাওয়া গেল না।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

টিকেন্দ্রের ধৃত হওন ও বিচার।

সেনাপতি টিকেন্দ্রজিৎ ও কুলাচন্দ্র প্রভৃতি যাঁহারা রাজধানী পরিত্যাগ-পূর্ব্বক পলায়ন করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে ধরিবার নিমিত্ত ইংরাজরাজ যে কত চেষ্টা করিলেন, তাহা বলা যায় না। পরিশেষে কিন্তু যখন কোন ফলই ফলিল না, তখন উপযুক্ত পারি- তোষিকের প্রলোভন প্রদর্শিত হইল। ইহার কয়েক দিবস পরেই কুলাচন্দ্র ধৃত হইলেন; কিন্তু কেহই টিকেন্দ্রের কোন সংবাদ সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইলেন না। পাঠকগণ শুনিয়া বিস্মিত হইবেন যে, টিকেন্দ্রকে ধরিবার নিমিত্ত যখন এত আয়ো- জন ও এত চেষ্টা হইতেছে, ইহা জানিয়াও, টিকেন্দ্র তখন রাজ- ধানীর দূরবর্ত্তী স্থানে গমন করেন নাই। নিকটবর্ত্তী সামান্য পল্লীর ভিতর অবস্থিতি-পূর্ব্বক রাজধানীতে কি হইতেছে না হইতেছে, তাহার সংবাদ প্রত্যহই সংগ্রহ করিতে লাগিলেন।

টিকেন্দ্রজিৎ যে স্থানে লুক্কাইত ছিলেন, ২৫শে তারিখে তাহা সরমাভেলির সুবেদার কুলেন্দ্র সিংহ ও গারো-হিল-পুলিশের সিপাহী আনুসিংহ জানিতে পারিয়া, ইংরাজ-পলটনে সংবাদ প্রের- ণের পূর্ব্বেই টিকেন্দ্র সিংহ জানিতে পারেন। এই সংবাদ টিকেন্দ্র- জিৎ যেমন অবগত হইলেন, অমনি একাকী বিনা সহায়ে ও

বিনা অস্ত্রে সেই স্থান পরিত্যাগ করিলেন। কুলেন্দ্র সিংহ ও আমু-সিংহ সেই সময় সেই স্থানেই ছিলেন। তাঁহারা পলটনের সাহায্য পাইবার প্রত্যাশা না করিয়াই, আপনাদিগের সাহসের উপর নির্ভর-পূর্ব্বক টিকেন্দ্রকে ধরিবার নিমিত্ত অগ্রসর হইলেন; এবং হঠাৎ পশ্চাৎ হইতে গমন-পূর্ব্বক তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিলেন। টিকেন্দ্র পলাইবার নিমিত্ত বিশেষ চেষ্টা আর করিলেন না। তবে ধরিবার সময় ধৃতকারিদ্বয় ও টিকেন্দ্রের সহিত একটু সামান্য ধস্তা-ধস্তী মাত্র হইয়াছিল; এবং তিনজনেই জড়াজড়ি করিয়া সেই স্থানেই মৃত্তিকার উপর পতিত হইয়াছিলেন। ধরিবার সময় টিকেন্দ্র যদি আপনার প্রকৃত বল প্রকাশ করিতেন, তাহা হইলে তাঁহাকে ধৃত করা নিতান্ত সহজ হইত না। কিন্তু, কি জানি কি ভাবিয়া, টিকেন্দ্র বিশেষ বল প্রকাশ না করিয়াই আত্মসমর্পণ করিলেন।

টিকেন্দ্রজিৎ ২৫শে জুন তারিখে ধৃত হইলেন। তাঁহার ধৃত-সংবাদ শ্রবণে সেই স্থানের ইংরাজ ও ইংরাজ-কর্ম্মচারিগণের মধ্যে মহা আনন্দ-স্রোত প্রবাহিত হইল। টিকেন্দ্র বন্দীভাবে কারাগারে প্রেরিত হইলেন; তাঁহার বিচারের দিন স্থির হইল।

১লা জুন তারিখে টিকেন্দ্রের বিচার আরম্ভ হইল। লেপ্টেনাণ্ট কর্ণেল জন ফারকোর্ট মিচেল, মেজর আর, কে, রিগওয়ে এবং নাগা-হিলের ডেপুটী কমিসনর এ, ডব্লিউ, ডেভিস এই তিনজন কর্ম্মচারির হস্তে তাঁহার বিচারভার অর্পিত হইল। এক এক করিয়া অনেক সাক্ষ্যের সাক্ষ্য গৃহীত হইতে লাগিল, ও এইরূপে ক্রমান্বয়ে ১৩ দিবস বিচারের পর মহারাণীর বিপক্ষে যুদ্ধ-ঘোষণা করা এবং ইংরাজ-কর্ম্মচারিগণের হত্যায় সহায়তা করা প্রভৃতি

অপরাধে তাঁহার দোষ সাব্যস্ত হইল। তিনি আইনের চরমদণ্ডে দণ্ডিত হইবার আজ্ঞা প্রাপ্ত হইলেন। * যে পর্য্যন্ত তাঁহার

---

* THE TRIAL OF THE SENAPATI.

THE JUDGMENT.

FIRST COUNT OF THE CHARGE.

The accused pleads not guilty to the first court of the charge against him, *viz.*, waging war against the Queen-Empress, and though he admits having fired upon the British troops sent to arrest him, he states that he did so more in self-defence than with any idea of waging war against the Queen.

That it was the intention of the Manipuri Durbar to resist forcibly any order of the Government of India, which was not in accordance with their wishes. We have the evidence of Bamon Charan Mukerji, clerk to the Regent, who states that preparation for resistance and attack was made a fortnight before the arrival of the Chief Commissioner.

The Manipnri Durbar had heard that the late Maharaja of Manipur, who had abdicated, was on the road from Kohima to Manipur, in company with the Chief Commissioner of Assam, and the accused does not deny that warlike preparations

জীবনবায়ু বহির্গত না হয়, সেই পর্য্যন্ত তাঁহার গলায় রজ্জু বাঁধিয়া ঝুলাইয়া রাখিবার আজ্ঞা ১৩ই জুন তারিখে প্রদত্ত হইল, ও সেই দণ্ডাজ্ঞা স্থির রাখিবার জন্য সমস্ত কাগজপত্র মহামান্য গবর্ণর জেনারেল ল্যান্সডাউন সাহেবের নিকট প্রেরিত হইল।

---

were made to resist. The accused was President of the Council, when it was decided to send 1,000 Manipuri solders to Mao Thana to oppose the advance. It was only on receipt of a telegraphic message, stating that the ex-Maharaja was not in company with the Chief Commissioner, that this most daring attempt to oppose the Government of India's orders, was abandoned.

We may take the events which occurred from the 21st March, when the Chief Commissioner arrived at Sengmai; up to the night of the 23rd March, as related by the witnesses, and the accused himself, as they agree, except on the points (1) of an interview with Mr. Grimwood; (2) the illness of the accused, and (3) his presence at the (Regent's) Durbar.

The plea of sudden illness, through which the accused was unable to attend any Durbar on the 22nd and 23rd, cannot be accepted as valid. Every

টিকেন্দ্রজিৎ প্রাণের আশা পরিত্যাগ-পূর্ব্বক একবার শেষ উপায় অবলম্বন করিলেন। প্রাণভিক্ষা চাহিয়া গবর্ণর জেনারেল সাহেবের নিকট এক আবেদন করিলেন, এবং তাঁহার পক্ষ হইতে তাঁহার দুঃখকাহিনী বলিবার নিমিত্ত কৌন্সলী শ্রীযুক্ত মনোমোহন ঘোষকে নিযুক্ত করিলেন। প্রথমে গবর্ণর জেনারেল সাহেব ১০ই জুলাই পর্য্যন্ত তাঁহার আবেদনের দিন স্থির করিয়া দেন, কিন্তু মনোমোহন বাবু বিশেষরূপে ওজর-আপত্তি প্রদর্শন করায়, পরিশেষে সেই দিন ৩১শে জুলাই স্থির হয়। কিন্তু গবর্ণর জেনারেল বাহাদুর নিজে বক্তৃতা শুনিতে অসম্মত হয়েন, এবং তাঁহার যাহা কিছু বলিবার আছে, তাহা লিখিয়া জানাইতে অনুমতি দেন।

এই অনুমতি-প্রাপ্তে মনোমোহন ও লালমোহন দুই ভাই বিশেষ যত্ন ও পরিশ্রম-পূর্ব্বক একখানি সুদীর্ঘ আবেদন-পত্র প্রস্তুত করেন, এবং এই সম্বন্ধীয় বিষয়ে তিনি যাহা কিছু বলিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, তাহার সমস্তই ইহার ভিতর সন্নিবেশিত করেন। ঐ আবেদন-পত্র ৩১শে জুলাই তারিখে শ্রীযুক্ত বড়লাট বাহাদুরের সমীপে প্রেরিত হয়।

---

thing tends to prove that it was a mere pretence to avoid a meeting with the Chief Commissioner. The accused was able to meet the Chief Commissioner some miles out of Manipur; he was able to attend the Durbar at noon on the same day on horse-back; and it was only after he had been kept waiting outside the Residency-gate some little time that he returned to his house.

এদিকে মণিপুর-সম্বন্ধীয় বিষয় লইয়া, টীকেন্দ্রকে দরবারে ধরিবার ষড়যন্ত্র করিবার উপায় করা প্রভৃতি নানা বিষয় লইয়া, বিলাতে হুলস্থূল পড়িয়া যায়। কেহ বা টিকেন্দ্রের পক্ষ, কেহ বা তাঁহার বিপক্ষ-পক্ষ অবলম্বন-পূর্ব্বক পার্লিয়ামেণ্টে নানারূপ সুদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। সেই সকল বিষয় আনুপূর্ব্বিক বর্ণন করিতে হইলে, এই পুস্তকের কলেবর নিতান্ত দীর্ঘ হইয়া পড়ে বলিয়া তাহা পরিত্যক্ত হইল।

His suspicions had been aroused that he was about to be arrested. We have it in evidence that a rumour had been current for some time in Manipur that the accused's arrest was contemplated by the Chief Commissioner, and there is further evidence to show that the accused was well enough to attend the Regent's Durbar, on the afternoon of the 23rd, and to take an active part in the attack of the 24th. Babu Bamon Charan Mukerji, second witness, states that the accused was present at the Regent's Durbar on the afternoon of the 23rd March, held in the palace, to discuss the orders of Government. The

ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ।

টিকেন্দ্র-সম্বন্ধে দুই একটি কথা।

টীকেন্দ্রজিৎ সিংহের বয়ঃক্রম এখন ৩৭ বৎসর মাত্র। এই সামান্য বয়সের মধ্যে তিনি না করিয়াছেন কি? যখন তাঁহার বয়ঃক্রম ২৫ বৎসর, সেই সময়ে তিনি প্রথম পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হন, ও ক্রমে ক্রমে আটটী দার-পরিগ্রহ করেন। তাঁহার একটী পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করেন। সেই পুত্রের নাম চোবা। তাঁহার বয়স এখন ৯ বৎসর মাত্র। এখন টীকেন্দ্র এই নাবালক পুত্র ও বিধবা স্ত্রীগণকে পরিত্যাগ-পূর্ব্বক গমন করিতেছেন, ইহা কি কম কষ্টের ও দুঃখের কথা!

---

accused states, he was not there. The second witness, Babu Bamon Charan, has given his evidence throughout in a most starightforward manner, and appears to have a good memory of the smallest details which happened, and his evidence on this point may be accepted. We come then to the morning of the 24th March.

It is proved by all the witnesses for the prosecution, and admitted by the accused and the witnesses

টীকেন্দ্র! তুমি ইংরাজের জন্য না করিয়াছ কি? সেই ভীষণ নাগা-যুদ্ধে যদি তুমি, আপনার প্রাণের মায়া পরিত্যাগ না করিয়া, দেড় মাস কাল সেই ভীষণ সমরার্ণবে সন্তরণ না করিতে, তাহা হইলে ইংরাজের কি দশা হইত? তুমি গ্রিমউডের একজন প্রাণের বন্ধু ছিলে; তাঁহার নিমিত্ত তুমি কোন কার্য্য করিতেই পরাঙ্মুখ হইতে না; মান-অপমানের দিকেও দৃষ্টি-নিক্ষেপ করিতে না। কেবল গ্রিমউডের কেন, তুমি যে সকলেরই প্রিয় ছিলে; তুমিই ইংরাজকে সন্তুষ্ট করিবার নিমিত্ত আপনার জাতীর দিকে, আপনার ধর্ম্মের দিকে দৃক্‌পাতও না করিয়া মণিপুরী স্ত্রীলোক-দিগের ফটোগ্রাফ লওয়ায় সহায়তা করিয়াছিলে!

---

for the defence, that firing between the Manipuris and British soldiers commenced early on the morning of the 24th, and continued uninterruptedly all day, until about eight o'clock in the evening. The accused pleads in extenuation that his troops were fired on first.

Of his own witnesses, only one, the third asserts that the British fired first, and this witness was, by his own admission, not in a position to make any such assertion, as he states he was awakened by the sound of firing and immediately ran away; whereas on the other hand, we have the evidence of Captain Butcher, Lieutenant Chatterton and Havildar

তুমি মণিপুরকে যে কতবার বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়াছ, আপন জন্মভূমির দুরবস্থা যে তুমি কতবার মোচন করিয়াছ, তাহা বর্ণন করিতে কে পারে? তোমার পরাক্রমেই বড় চৌবার দুর্গতি হইয়াছে; তুমিই বঙ্কোরাপোর সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছ; তুমিই কুকিদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া কুকি-সর্দ্দার তমহুকে বন্ধন করিয়াছ, ও এইরূপ কত ভয়ানক ভয়ানক কার্য্য তোমা হইতে যে হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা কে করে! আজ তুমি সেই সকল অতীত কার্য্যের পুরস্কার পাইতেছ।

Dhup Chand, that the British troops did not open fire first, and both officers testify to the strict orders given to officers commanding parties that our troops were not to fire unless fired on first. We are, therefore, justified in assuming that the first fire came from the Manipur side. The accused is proved by the evidence to have taken an active part in the attack on the Residency on the 24th. He was found at an early hour in the morning, superintending the men at the north west corner of the ramparts, from which the Manipuris were firing on his own house, then occupied by the British troops. He was found in the evening superintending the laying of a gun, and the construction of an embrasure at the west wall and he

আমরা হিসাব করিয়া দেখিয়াছি, টীকেন্দ্র তোমার নিজের উপার্জ্জন মাসে তিন হাজার টাকার অধিক ছিল না, কিন্তু তাহার তিন পয়সা কি তুমি রাখিতে পারিতে? তোমার যে অসাধারণ দান ছিল, বৃন্দাবন-যাত্রী মণিপুরীমাত্রেই যে তোমার দানের উপর নির্ভর করিয়া গমন করিত, অনাথা-অসহায় স্ত্রীলোকগণের যে তুমিই একমাত্র সম্বল ছিলে, মাতৃ-পিতৃহীন বালকের পিতাই যে তুমি ছিলে! আজ তুমি ভয়ানক ঋণজালে আবদ্ধ হইয়া মণিপুর পরিত্যাগ করিতেছ! পরের উপকারের নিমিত্তই যে আজ তুমি ঋণজালে আবদ্ধ। পরকেই যে তুমি সর্ব্বস্ব খাওয়াইতে ভালবাসিতে! আজ তোমার স্ত্রী-পুত্রের কি উপায় করিলে? কে তাঁহাদিগকে ভরণ-পোষণ করিবে? টীকেন্দ্রের স্ত্রী ও পুত্র হইয়া এখন কি তাহারা দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিবে?

admits being in command and ordering the "cease fire" on the evening of the 24th. It is impossible to doubt that he could, had he so wished, have stopped the fire of his troops on the British at any moment, and hoisted a flag of truce. Finally, he demanded the surrender of the British troops on the night of the 24th.

The court are unanimous in the opinion that the first count of the charge has been proved against the accused.

টীকেন্দ্র ! আজ তোমার বিহনে মণিপুর হাহাকার করিতেছে, পশু-পক্ষী প্রভৃতি সকলেই তোমার দুঃখে অশ্রুবারি বিসর্জ্জন করিতেছে। তুমি রাজা ছিলে না, তথাপি তোমার দুঃখে সকলে এরূপ দুঃখিত কেন ? কেন, এ উত্তর কে দিবে ?

টিকেন্দ্র ! তুমি বলবান, তুমি ক্ষমতাশালী, তুমি সকলের প্রিয়, তুমি দাতা, তুমি পরোপকারী—এই নিমিত্তই আজ তোমার জন্য মণিপুর রোদন করিতেছে—সমস্ত বাঙ্গালা হাহাকার করিতেছে। সমস্ত ভারত তোমার পক্ষ সমর্থন করিয়া তোমাকে বাঁচাইবার চেষ্টা করিতেছে। রিপণ প্রভৃতি মহাত্মাগণ পার্লিয়ামেণ্টে চীৎকার আরম্ভ করিয়াছেন, এবং সমস্ত পৃথিবী তোমার দুঃখে যোগদান করিয়া কেবল তোমার ইষ্টের চেষ্টায় মনঃসংযোগ করিতেছে।

TRIAL OF THE GUARD

This morning nine men who composed the guard placed over Mr. Quinton's party by the Jubraj, and to whom he gave orders to take care of the Sahibs, were put on their trial before Maxwell, Chief Political Officer.

ANGAO MINGTO'S STATEMENT.

The first witness for the prosecution was Angao Mingto, whose evidence was much the same as that

কিন্তু কি হইল ?

সকলের চেষ্টা ব্যর্থ হইল। সমগ্র পৃথিবী যাঁহার জীবন রক্ষার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছিল, ইংরাজ-জাতী-গৌরব-স্থল মহামতি লর্ড-বংশধরগণ যাঁহার জীবন রক্ষার জন্য অবিরত চেষ্টা করিতেছিলেন, রাজসভা পার্লিয়ামেণ্টে প্রায় দুইমাস যাবৎ যাঁহার জীবন রক্ষার জন্য বাদ প্রতিবাদে বিবৃত ছিলেন, আজ সেই আন্দোলনের ফল কি হইল ? বলিতে বুক বিদীর্ণ হয় ! স্মরণে হৃদয় কাঁপিয়া উঠে !! আজ বড়লাট লর্ড ল্যান্সডাউনের বিচারে তোমার জীবনলীলা সম্বরণ

---

given in the previous trials. He acknowledged receiving orders from the Jubraj to see the Sahibs safely out, and stated that he gave directions to the prisoners to watch over the officers and see that no harm befell them. After this, witness went away to eat his food, and did not hear of the murder of the Sahibs until his return.

JUTTRA SING'S STATEMENT.

The next witness was Juttra Singh, who gave similar evidence, and acknowledged that Angao Mingto had handed over the captured Europeans to his care. But notwithstanding this, witness stated that when the Jubraj and Tongal had a con-

করিতে হইল। টিকেন্দ্র! তুমি নির্দ্দোষী বলিয়া যে এত করুণ আর্ত্তনাদ করিয়াছ, ইংরেজ কর্ম্মচারীদিগের জীবন রক্ষা করিবার জন্য যে সাধ্যমত চেষ্টা করিয়াছ, পরিশেষে সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া যে রাজাধিরাজ ইংরাজের নিকট প্রাণ-ভিক্ষা চাহিয়াছ, আজ রাজাধিরাজ ইংরেজরাজ-প্রতিনিধি লর্ড ল্যান্সডাউনের হৃদয় তাহাতে গলিল না। স্বজাতি-প্রাণঘাতক বলিয়া তোমার

versation in the Tope-guard regarding the killing of the officers, he, witness, seeing that something dreadful was to happen, went away to his quarters to sleep and did not hear of the murder of the officers until next morning. This witness also stated that he never saw Mr. Grimwood's body near the steps, nor did he know how he was killed.

USURBA'S DEFENCE.

The statement in defence of Usurba, the first prisoner, contained no new facts, except a confession that he knew that the Sahibs were to be killed at the time when he made them over to the executioners. He acknowledged doing this by order of the Tongal, although on a previous occasion he had refused to obey the order given by the Tongal to kill the Sahibs. Witness gave as a reason for obeying this second order that he knew that the Tongal was

প্রতি তাঁহার হৃদয়ে দয়ার সঞ্চার হইল না। তিনি সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়াও তোমার জীবন-দান দিতে পারিলেন না। তোমার আশা-তরু শুকাইল, জীবন-প্রদীপ নির্ব্বাণ হইল। তুমি রাজাধিরাজ ইংরেজরাজের মঙ্গলার্থে যে কণ্ঠ নাগা, কুকী প্রভৃতি অসভ্য শত্রুর শাণিত তরবারির অধোভাগে স্থাপন করিতে কুণ্ঠিত ছিলে না, আজ সেই মহাপ্রতাপান্বিত ইংরেজের

---

closeted with the Jubraj, and hence that the order met with the Jubraj's approval.

SECOND COUNT.

It is admitted that the British officers met the accused at a Durbar inside the Fort on the night of the 24th March. The accused states that after expressions of regret on both sides as to the event which had occured during the day, he required the British troops to lay down their arms, and on this condition alone, would he give them a safe conduct to kohima, and he mentioned that the Manipuri troops were so infuriated as to be quite beyond his control.

On the refusal of the Chief Commissioner to accede to the terms, the Durbar broke up; the accused left the Durbar and proceeded in the direction of the Tope Guard, leaving the British officers

আদেশেই তোমার কণ্ঠ ফাঁসী-রজ্জুতে দোলায়মান হইল। টিকেন্দ্র তোমাকে আর কি বলিব? তোমার কর্ম্মদোষেই আজ তুমি, আপন রাজ্যে—যে রাজ্যে শত শত নরঘাতক তোমার আদেশে জীবন বিসর্জ্জন দিয়াছে, আজ তুমি সেই রাজ্যে সামান্য নরঘাতকের ন্যায় ফাঁসীকাষ্ঠে আপন জীবন বিসর্জ্জন দিলে! তুমিত এ জন্মের মত চলিলে, কিন্তু করিলে কি?

---

to make their way out as best they could, in the opposed direction. This action, so contrary to the strict Oriental ideas of etiquette, and quite opposite to the usual custom in Manipur, was very expressive of anger against, and contempt for the British representative.

The crowd, already excited, and encouraged no doubt by this attitude of their Prince, at once broke out into demonstrations of violence against the officers, stirking at them with spears, the butts of their rifles and swords, and shouting out "kill, kill." One of the officers was wounded, and it was only owing to the exertions of Angao Mingto that the officers were enabled to gain the shelter of rhe Durbar Hall steps. One of them, Mr. Grimwood was stabbed just as he entered the gate of the compound fell under the steps,

তোমার অঙ্কলক্ষ্মী—যে আটটী রমণীকে তুমি অঙ্কলক্ষ্মী বলিয়া হাস্যমুখে বাম পার্শ্বে বসাইয়াছিলে, আজ তাঁহাদের কি ব্যবস্থা করিলে? নবমবর্ষীয় অবোধ বালক চোবা-ই তোমার একমাত্র পুত্র। ক্ষণমাত্র চক্ষের অন্তরাল হইলে, তুমি পৃথিবী অন্ধকার দেখিতে; রাজপদ তোমার নিকট তুচ্ছ বলিয়া বোধ হইত; যাহার পরিচর্য্যার ত্রুটী হইলে পরিচারকগণ

---

and died there. The accused, hearing the uproar, returned and drove off the crowd, apparently without any great difficulty. This affords strong proof of the great control he possessed over his men. He then ordered Angao Mingto to guard the officers safely, and went away, making no further efforts for their safety, although he had seen the dead body of Mr. Grimwood for whom he claims to have entertained strong personal friendship, lying under the steps, and must have known in what imminent danger the lives of the remainder were.

He made no effort to see the officers safe to their camp. He says, he did not do this owing to the heavy firing going on at the time; but we have conclusive evidence to prove that firing did not recommence until midnight and the Dur-

তোমার কোপনেত্রে পতিত হইত, আজ সে চৌবাকে কাহার হস্তে সমর্পণ করিয়া চলিলে? যে কথায় অপমান ক্রোধ করিয়া সর্ব্বাগ্রজ মহারাজ স্থরাচন্দ্র বাহাদুরকে সিংহাসনচ্যুত করিলে, আজ তোমার সেই সাধের সিংহাসন, সাধের মণিপুররাজ্য, সাধের প্রজাবর্গ কাহার হস্তে সমর্পণ করিয়া চলিলে? বীরবর! তুমিত চলিলে, কিন্তু তোমার বীরত্ব তোমার সঙ্গে চলিল না। যতদিন চন্দ্রস্হর্য্য থাকিবে, যতদিন দিবারাত্রি

---

bar has been proved to have been held at about nine o'clock. The accused himself, further on, states that when he was met on the wall by Jattra Sing and Usurba, there was no firing going on, and these witnesses sought him on the wall shortly after he left the Durbar-room. This excuse may, therefore, be dismissed as untrue.

It is evident that the accused could not have been doubtful of his power to conduct the efficers outside the gates, had he wished to do so, for his own men had just given him an excellent proof of their obedience and of the influence he possesed over them. Even had the above excuses been valid, there was nothing to prevent his taking the officers either to the Tope Guard or to the citadel, where they would have been in perfect safety.

হইবে, যতদিনে প্রলয়ে সসাগরা পৃথিবী ধ্বংস না হইবে, ততদিন তোমার বীরত্ব-কাহিনী, তোমার দয়া-দাক্ষিণ্য, তোমার সৌজন্যতা, তোমার ক্ষত্রিয়োচিত-ধর্ম্ম দিঙ্মণ্ডল ব্যাপিয়া ঘোষিত হইবে। এখন ভগবানের নিকট এই প্রার্থনা, তুমি শান্তিময়ীর শান্তিময় ক্রোড়ে স্থান লাভ করিয়া পরলোকে শান্তি-লাভ কর।

He merely told Angao Mingto to guard them and went off to the ramparts to look after the troops, proving thereby that if he had not then desired to kill the officers, he intended to keep them prisoners, for some ends of his own. While the accused was on the ramparts, Juttra Singh and Usurba reported to him that the Tongal General had given orders for the officers to be killed, but they wanted his, the accused's orders, There is some discrepancy in the evidence of the witnesses. Juttra Singh says, the accused merely said: 'Let us go and consult the old man, but Usurba states, the accused said, that the Tongal General's orders were not to be obeyed, and that he would come and see about it.

Juttra Singh was present in the Tope Guard when the accused taxed the Tongal General with having

আর আমাদের রাজাধিরাজ ইংরেজ রাজ-প্রতিনিধিকেও বলি,—তুমি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আমাদের দেবতা। প্রাণদান ও প্রাণদণ্ড তোমার কণ্ঠস্বরে সম্পন্ন হইতে পারে; সুতরাং তুমি একটি সর্ব্বশক্তিমান্ মহাপুরুষ! যাহার এতদূর ক্ষমতা, পঞ্চবিংশতি কোটী লোকের জীবন যাহার সামান্য প্রশ্বাসের উপর নির্ভর করে, সেই সর্ব্বশক্তিমান তোমার নিকট সামান্য কীটাণুকীট মণিপুর-যুবরাজ টিকেন্দ্রজিতের জীবন রক্ষা পাইল না। তুমি পালনকর্ত্তা পিতা। পঞ্চবিংশতি-

---

ordered the death of the officers, but he did not wait for the end of the conversation. Usurba, the companion of Juttra, went to the Durbar Hall, and he saw the accused pass on his way to have an interview with the Tongal in the Tope Guard, and about half an hour afterwards, Yenkoiba came, from there and said that the General (Tongal) and ordered the British officers to be made over to the public executioner. He then describes how the officers were taken out of the Durbar Hall and murdered to the dragon gate, but he did not see the execution. He then went to the Tope Guard. In his examination-in-chief, he says, the accused was not there then in cross-examination, he says he was there.

কোটী লোকের পালনভার তোমার প্রতি ন্যস্ত আছে; এই পঞ্চবিংশতি কোটী লোকই তোমার সন্তান। সন্তান দুর্ব্বৃত্ত, নৃশংস বা অত্যাচারী হইলেও পিতার নিকট ক্ষমা পাইবার যোগ্য। সকল সন্তান কিছু সমান সদ্ব্যবহারী হয় না। কিন্তু তা' বলিয়া পিতা স্বহস্তে সন্তানের উচ্ছেদ সাধন করিতে পারে না। ঘোরতর মমতা-বন্ধন! আজ তুমি টিকেন্দ্রজিতের জন্য নির্ম্মম হইলে! তোমার এক সন্তানের জীবনের জন্য অপর সন্তানের জীবন লইলে!! ভাবিয়া দেখ; তোমারই সন্তান তোমার হাতে উচ্ছন্ন হইল।

Heda Chowbi, 11th witness, confirms the evidence of Usurba, but adds that when he returned to the Tope Guard, after making the officers over to the executioner, he found the accused there in conversation with the Tongal General, and according to this witness, the sirdar of executioners was present at the executions.

The evidence of Yenkoiba, 14th witness, corroborates that of Usurba and Heda Chowbi, and gives some further important particulars. He says, for instance, that the Tongal General said to him "The

উপসংহার।

গত ৩১ শে জুলাই কলিকাতা হাইকোর্টের সুযোগ্য কৌন্সলি বাবু মনোমোহন ঘোষ টিকেন্দ্রজিৎ, কুলাচন্দ্র প্রভৃতির পক্ষ হইতে বড়লাটের নিকট লিখিত জবাব দাখিল করেন। ঘোষ মহাশয় জবাবে আইন-কানুন সম্বন্ধে অনেক অনেক কথা বিশদরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। অধিকন্তু

Jubraj before this told you to give the Sahibs over to the executioner, why have you not done it?" And further on, he states that when Tongal General said this, the accused was in the same room apparently asleep. He says, he did not see the accused in the Tope Guard, when he went back there, after having made the officers over the executioner. He denies having called the executioner.

The executioner, tenth witness, gives details of the execution. He says, he was there by order of the Jubraj, and that Yenkoiba called him. The inference of his evidence is that the Sutwal, or chief executioner, was not present at the executions,

মণিপুররাজ্য যে স্বাধীন, সুতরাং সেই রাজ্যের উপর যে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইন চলিতে পারে না, ধীরভাবে, বিশেষ বুদ্ধিমত্তার সহিত তাহা প্রতিপাদন করিয়াছিলেন; কিন্তু মহামতি বড়লাটের নিকট সে সকল আপত্তি যুক্তিযুক্ত বলিয়া প্রতীয়মান হয় নাই। টিকেন্দ্রজিৎ প্রভৃতি মণিপুরের রাজবংশধরগণ মহারাণীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া, বৃটিশ রাজকর্ম্মচারিদিগকে

The Sutwal, or chief executioner, twelfth witness, corroborates the above, and is certain that Yenkoiba called them. He also states that he was not present at the execution. The evidence of all the Manipuri witnesses bears the impress of truth up to certain point, that is, not one of them, save the executioner, will admit having seen the executions, and their evidence as to what happened immediately on the executions is most unreliable.

The statement of Jattra Singh that he went away just as the accused and the Tongal General were arguing as to the murder of the officers, on whose behalf he had made such exertions, and in whose fate he had expressed so much interest, is altogether incredible, and such a statement can only be attributed to a disinclination to repeat the conversation he heard, The statement of the accu-

অন্যায়রূপে বধ করিয়াছেন, এই ধারণাই বড়লাটের মনে বদ্ধমূল হইয়াছিল। অতএব বড়লাট, মণিপুর কোর্টের রায় সম্পূর্ণ বাহাল না রাখিয়া, নিম্নলিখিতরূপে দণ্ডাজ্ঞা প্রচার করেন যে ;—

মণিপুরের সেনাপতি টিকেন্দ্রজিৎ সিংহ এবং বৃদ্ধ মন্ত্রি টঙ্গল জেনারেল প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইবে, আর মহারাজ

---

sed that when he came back to the Tope Guard, to confer with the Tongal General about the latter having ordered the officers te be killed, and that after the General had given his reasons for giving such an order, that he, the accused, lay down and went to sleep, is almost beyond the bounds of credence. If he really did so, such an action would have implied nothing but consent to the murder of the officers, and that he had yielded to the arguments of the Tongal General. That the accused acquiesced in them, and that the second order for the executioners to be sent for, was the result of this acquiescence, the Court has no doubt; indeed, any other belief is impossible. The accused, according to his own account, returns to the Tope Guard wrathful with a Minister for having ordered British officers to be put to death; he argues the

কুলাচন্দ্র সিংহ ও অঙ্গোসেনা যাবজ্জীবনের জন্য দ্বীপান্তর প্রেরিত হইবেন।

গত ৯ই আগষ্ট বড়লাট বাহাদুরের এই আদেশ তারযোগে মণিপুরের বর্ত্তমান বৃটিশ শাসনকর্ত্তার নিকট প্রেরিত হয়। গত ১৩ই আগষ্ট, অপরাহ্ন ৫ ঘটিকার সময় মণিপুরস্থ ইংরেজের "পলোখেলার" স্থানে টিকেন্দ্রজিৎ ও টঙ্গল জেনারেলের ফাঁসী হইয়া গিয়াছে। বীরবর টিকেন্দ্রজিতের দণ্ডাজ্ঞা বীরোচিত

---

case with him, and rebukes him, yet although the Minister is, next to himself, the greatest power in the State, and had shown himself more than anxious to murder the officers, the accused, after a little argument, lay down.

Such callousness, if he was really interested in the fate of the officers, is incomprehensible. He sent none of his followers to warn the sentries on no account to give the officers up to any one without his orders, nor did he have them removed to the citadel (only distant some 50 yards) where their safety would have been assured.

If Usurba refused in the first instance to carry out the orders of the Tongal General, without the distinct orders of the accused, and heard him express his disapproval and countermand the

শাজসজ্জাতেই প্রতিপালিত হইয়াছিল। বধ্যভূমিতে মণিপুর-সেনাপতি টিকেন্দ্রজিৎ সিংহকে ৫০০ সশস্ত্র গোরা সৈনিক বেষ্টন করিয়া লইয়া আসিয়াছিল। সেনাপতি টিকেন্দ্রজিৎ বীরের ন্যায় নির্ভিক-চিত্তে ইংরাজ-রাজের দণ্ডাজ্ঞা পালন করিলেন। অসংখ্য মণিপুরবাসী নর-নারীর সমক্ষে ফাঁসীকাষ্ঠে প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়া ইহজগতের সমস্ত কষ্ট হইতে পরিত্রাণ পাইলেন। এখন আর টিকেন্দ্রের জন্য কাহাকেও ভীত হইতে হইবে না—টিকেন্দ্রের অত্যাচারে আর এখন কোন রাজপুরুষকে ব্যতিব্যস্ত হইতে হইবে না। মহারাজ সুরাচন্দ্রকেও আর টিকেন্দ্রজিতের ভয়ে ভীত হইতে হইবে না। এখন মহারাজ সুরাচন্দ্র নির্ভিক-চিত্তে মণিপুররাজ্যে রাজত্ব করিতে পারিলেই সুখের বিষয় বটে।

order ; and when he knew that when the second order came, the accused was close at hand in the Tope Guard. Usurba must have been given to understand that the result of the conference, to which he had seen the accused go, was a confirmation of the original order that the officers should be put to death.

Moreover, the fact that in the first instance the Tongal General merely ordered the sentries to kill the officers, and that in the second instance an order was made for their delivery to the public executioner, which gave the deed a sort of legal aspect,

এই মহারাজ সুরাচন্দ্রের জন্যইত মণিপুরের বিভ্রাট উপস্থিত। ইহার জন্যই আসামের চিফ্ কমিসনর মিঃ কুইণ্টনের মণিপুরের অভিযান, এবং তাহা হইতে বৃটিশ কর্ম্মচারীগণের হত্যাকাণ্ড সঙ্ঘটন। মহারাজা সুরাচন্দ্রের জন্যই ভারত-গভর্ণমেণ্টকে এত কষ্ট সহ্য করিতে হইল। কিন্তু এখন যদি আমরা সুরাচন্দ্রকে পুনরায় মণিপুর রাজতক্তে উপবিষ্ট দেখিতে পাই, তবেই মনে করিব, বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের কষ্ট সফল হইল, সুরাচন্দ্রেরও কষ্টের অবসান হইল। তাহা না হইলে মনে করিব, এ বহ্নি অনর্থক প্রজ্জ্বলিত হইয়াছিল, মণিপুর ছারখার করিয়া নির্ব্বাপিত হইল!

বৃদ্ধ মন্ত্রী টঙ্গল জেনারেলের বয়স হইয়াছিল—পঞ্চাধিক অশীতিবর্ষ; চলচ্ছক্তি এক প্রকার রহিতই হইয়াছিল। শুনা যায়, ফাঁসীর সময় যখন তাঁহাকে বধ্যভূমিতে আনয়ন করা হয়,

---

and made of it a public ceremonial order by the ruling power, would warrant the assumption that in the second instance a far higher power than the Tongal General had ordered the execution. The fact that neither the Tongal General, nor any of the parties directly concerned in the executions, were in any way punished by the accused, confirms this.

The court is unanimous in its opinion that the second count of the charge has been clearly proved against the accused. With reference to the third count there is no evidence to prove that the accu-

তখন তিনি চলিয়া আসিতে পারেন নাই,—যানে আরোহণ করাইয়া, অন্য লোক দ্বারা বহন করাইয়া আনা হইয়াছিল এবং বধকার্য্যের সময়েও অন্য লোকের সাহায্যে তাঁহাকে বধ-মঞ্চে উত্তোলন করা হইয়াছিল। প্রকৃতপক্ষে যদি সত্য সত্যই টিকেন্দ্রের অবস্থা এরূপ হইয়াছিল, তাহা হইলে, তাঁহাকে আর এই ভীষণ দণ্ডে দণ্ডিত না করিলেই ভাল হইত। আমাদের বিশ্বাস, আমাদের রাজপ্রতিনিধি লর্ড ল্যান্সডাউন ইহার বর্ত্তমান অবস্থা জ্ঞাত ছিলেন না; যদি তাহা জানিতেন, তবে কখনই এই অর্দ্ধমৃতের উপর এরূপ কঠোর দণ্ডবিধান করিতেন না।

---

sed was persent when the murders were committed; the Court finds the accused not guilty of his count.

(Sd.) St. John Farcourt Michell, Lt. Col.,
President.

(Sd.) R. K. Ridgway, Major.
Commandant 44th G. R.

(Sd.) A. W. Davis, Dy. Commr, *Naga Hills.*
The Place: Manipur, 10th June, 1891.

FINDING AND SENTENCE.

The Court find that you, Tekendrajit Singh, are guilty of the 1st and 2nd counts of the charge that is to say, that you on or about the 24th March, 1891, at Manipur, waged war against the Queen-Empress and abetted the murder of the Chief Commissioner of Assam, Mr. Quinton; of Colonel Skene, 42nd G, R.; of Lieutenant Simpson, 43rd

টিকেন্দ্রজিতের ফাঁসী হইবার পরদিবস তাঁহার শ্রাদ্ধ হইবে কি না, এই মত গ্রহণ করিবার জন্য মহারাজ শূরাচন্দ্রের নিকট তারে সংবাদ আইসে। মহারাজ শূরাচন্দ্র শ্রাদ্ধের অনুমতি প্রদান করিয়াছেন। তদনুসারে গত ২০ শে আগষ্ট টিকেন্দ্রজিতের শ্রাদ্ধকার্য্য সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে।

সম্পূর্ণ।

G. R.; and of Mr. Cossins, Assistant Secretary to the Chief Commissioner of Assam.

The Court finds that you are not guilty of the third count of the charge.

The Court directs that you Tekendrajit Singh *alias* Jubraj, *alias* Senapati of Manipur, be hanged by the neck till you are dead.

(Sd.) ST. J. F. MICHELL, *President.*

(Sd.) R. K. RIDGEWAY }
(Sd.) A. W. DAVIS } *Members.*

Manipur, 11th June.

The above sentence is subject to the confirmation of the Governor-General in Council, to whom the record of this trial will be forwarded.

DETECTIVE STORIES No. 138. দারোগার দপ্তর, ১৩৮ সংখ্যা।

কামতাপ্রসাদ।

(অর্থাৎ যেমন দস্যু, তেমনই জীবনী !)

শ্রীপ্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত

১৪ নং হুজুরিমলস্ লেন, বৈঠকখানা,
"দারোগার দপ্তর" কার্য্যালয় হইতে
শ্রীউপেন্দ্রভূষণ চৌধুরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত

দ্বাদশ বর্ষ।] সন ১৩১১ সাল। [আশ্বিন।

কামতাপ্রসাদ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

কামতাপ্রসাদ একজন অদ্ভুত লোক বলিয়া জন-সাধারণের নিকট পরিচিত। 'অদ্ভুত লোক' পাঠকগণের মধ্যে অনেকেই এই কথার অনেকরূপ অর্থ করিতে পারেন। কেহ ভাবিবেন, দয়া-দাক্ষিণ্যে ও পরোপকার ব্রতে কামতাপ্রসাদ সদাসর্ব্বদা লিপ্ত থাকেন বলিয়া, তাঁহাকে অদ্ভুত লোক-আখ্যায় আখ্যায়িত করা হইয়াছে। কেহ মনে করিবেন, কামতাপ্রসাদ জাতীয় উন্নতিকল্পে আপন জীবন ও নিজ কার্য্য বিসর্জ্জন দিয়া, সর্ব্ব-সাধারণের কার্য্যে আপন জীবন অতিবাহিত করিতেছেন বলিয়াই লোকে তাঁহাকে অদ্ভুত লোক বলিয়া থাকে। কেহ ভাবিবেন, কামতাপ্রসাদ দৈবশক্তি-সম্পন্ন মহাপুরুষ, তাহাই সকলে তাঁহাকে অদ্ভুত লোক পরিচয়ে পরিচয় প্রদান করিয়া থাকেন। কিন্তু আমি তাঁহাকে অন্যচক্ষে দেখিয়া থাকি, দয়া-দাক্ষিণ্য ও পরোপকার তাঁহার মধ্যে আছে কি না, তাহা বলিতে পারি না—বুঝিতেও পারি নাই। জাতীয় উন্নতিকল্পে আপন জীবন ও নিজ কার্য্য বিসর্জ্জন দিবার চেষ্টা তিনি কখন করিয়াছেন কি না, সে সংবাদও আমরা এ পর্য্যন্ত পাই নাই; তাঁহার দৈবশক্তিও কখন নয়নগোচর হয় নাই।

যে সকল কার্য্যকে লোকে কুকার্য্য বলিয়া থাকে, যে কার্য্যের নিমিত্ত জন-সমাজে সতত লাঞ্ছনীয় হইতে হয়, যে কার্য্যের ফল সর্ব্বদাই বিষময়, কামতাপ্রসাদকে সততই সেই কার্য্যে লিপ্ত থাকিতে দেখা যায়। বুঝিতে না পারিয়া বা ভ্রমবশতঃ যে কার্য্য হঠাৎ করিয়া ফেলিলে জন-সমাজে যাহার নিমিত্ত মুখ-দেখান ভার হইয়া পড়ে, কামতাপ্রসাদ সর্ব্বদাই সেইরূপ কার্য্য লইয়া দিনযাপন করিয়া থাকে; তাহাতে তাহার কিছু-মাত্র লজ্জা, ঘৃণা বা অপমান নাই। যে কুকার্য্য করিবে বলিয়া সে মনে করে, সে কার্য্য তাহাকে করিতেই হইবে। শত বার নিষেধ করিলে, বা সহস্র বার প্রতিবন্ধক প্রাপ্ত হইলেও সে সেই কার্য্য করিতে কখন পরাঙ্মুখ হইবে না, ভীষণ প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইয়া তাহাকে সেই কার্য্য করিতেই হইবে। ইহাতে সে লাঞ্ছিত, তিরস্কৃত, অপমানিত বা দণ্ডিত হইলেও সে তাহার সংকল্পিত কার্য্য কখনই পরিত্যাগ করিবে না। এই জগতে এমন কোন পাপকার্য্য নাই, যাহা কামতাপ্রসাদ না করিয়াছে; এমন কোন নিন্দনীয় কার্য্য নাই, যাহাতে তাহার হস্ত স্পর্শ করে নাই, এবং এমন কোন নৃশংস বা শোচনীয় কার্য্য দেখিতে পাই না, যাহাতে কামতাপ্রসাদ কোন না কোন প্রকারে সম্মিলিত থাকে না।

কামতাপ্রসাদ অনেকবার রাজদ্বারে অভিযুক্ত হইয়াছে। কখন বা অব্যাহতি পাইয়াছে, কখন বা কারাদণ্ড ভোগ করিয়া হাসিতে হাসিতে বাহির হইয়া আসিয়াছে। এরূপ অবস্থায় কামতা-প্রসাদকে অদ্ভুত লোক না বলিয়া আর কি বলা যাইতে পারে? যাহার লোকনিন্দার ভয় নাই, সে অদ্ভুত লোক নয়তো কি?

এই অদ্ভুত কামতাপ্রসাদের যতই কেন দোষ থাকুক না, সে যেরূপই দুর্দ্দান্ত হউক না কেন, কিন্তু তাহার একটী মহৎ ক্ষমতা আছে। তাহার বুদ্ধি অতিশয় তীক্ষ্ণ। এই বুদ্ধি যদি সে অন্যদিকে পরিচালিত করিত, তাহা হইলে বাস্তবিকই অদ্ভুত লোক বলিয়া তাহাকে উচ্চ আসন প্রদান করিতাম, ও জন-সাধারণের নিকট বাস্তবিকই সে অতিশয় পূজনীয় হইত।

কামতাপ্রসাদের বিস্তৃত বিবরণ এইস্থানে লিপিবদ্ধ করিয়া তাহার সম্পূর্ণ চিত্র পাঠকগণের সম্মুখে উপস্থিত করা আমার পক্ষে একেবারে অসম্ভব। কেবলমাত্র একটী মোকর্দ্দমায় আমি কামতাপ্রসাদের উপস্থিত কুবুদ্ধির যেরূপ পরিচয় পাইয়াছিলাম, তাহারই কিছু পরিচয় আমি এইস্থানে পাঠকগণের সম্মুখে উপস্থিত করিতেছি। ইহাতে পাঠকগণ তাহার কিঞ্চিৎ আভাস প্রাপ্ত হইবেন।

দশ বার বৎসর অতীত হইল, কামতাপ্রসাদ বড়বাজারের মাড়োয়ারি-পটিতে বাস করিত। যেস্থানে বাস করিত, তাহার সন্নিকটে এক ঘর এদেশীয় হতভাগিনীগণের বাস ছিল। ঐ বাড়ীর একটী স্ত্রীলোকের নিকট কামতাপ্রসাদের যাতায়াত ছিল। ঐ স্ত্রীলোকটীর অনেকগুলি অলঙ্কার ছিল। ঐ অলঙ্কারই পরিশেষে তাহার কাল হয়। ঐ অলঙ্কারের নিমিত্তই অপমৃত্যুতে তাহাকে ইহজগৎ পরিত্যাগ করিতে হয়। এক দিবস অতি প্রত্যূষে তাহার ঘরের মধ্যে তাহার মৃতদেহ পাওয়া যায়; গলায় কাপড় জড়াইয়া তাহাকে হত্যা করা হইয়াছিল। তাহাকে হত্যা করিয়া হত্যাকারী তাহার অলঙ্কারগুলি অপহরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে। এই হত্যা-সংবাদ থানায় গিয়া কামতা-

প্রসাদই প্রথম প্রদান করে। তাহারই সংবাদমত এই মোক-দ্দমার অনুসন্ধান আরম্ভ হয় ও নামজাদা পুলিশ কর্ম্মচারী-গণের মধ্যে প্রায় সকলেই আসিয়া এই অনুসন্ধানে নিযুক্ত হন। কয়েক দিবস পর্য্যন্ত ইহার বিশেষরূপ অনুসন্ধান চলে, কিন্তু কোনরূপ ফলই হয় না। যত দিবস পর্য্যন্ত এই মোকর্দ্দমার অনুসন্ধান হয়, কামতাপ্রসাদ অনুসন্ধান উপলক্ষে পুলিশকে বিশেষ-রূপ সাহায্য করিয়াছিল। যেরূপ প্রকারে কামতাপ্রসাদ আমা-দিগকে সাহায্য করিয়াছিল, তাহাতে আমাদিগের কাহার মনে কোনরূপ সন্দেহ হয় না যে, এই মোকর্দ্দমার সহিত তাহার অপর কোনরূপ সংস্রব আছে। যে স্ত্রীলোকটি হত হইয়াছিল, তাহার নিকট কামতার যাতায়াত ছিল, ও সকলে জানিত যে, কামতা তাহাকে ভালবাসে, সুতরাং হত্যাকারী যে কে, তাহাই জানিবার নিমিত্ত কামতাপ্রসাদের বিশেষরূপ চেষ্টা ছিল বলিয়াই সে সর্ব্বদাই এই মোকর্দ্দমায় পুলিশকে বিশেষরূপ সাহায্য করিত। প্রায় ১৫ দিবস কাল এই মোকর্দ্দমার প্রকাশ্যরূপে তদারক হয়। এই ১৫ দিবস কাল রাত্রিদিবস কামতাপ্রসাদ আমাদিগের নিকটেই থাকিত। ১৫ দিবস অনুসন্ধানের পর প্রকাশ্য তদারক বন্ধ হইল, কর্ম্মচারীগণের মধ্যে অনেকেই অপরাপর মোকর্দ্দমার অনুসন্ধানে নিযুক্ত হইলেন। কেবল দুই একজন কর্ম্মচারী এই মোকর্দ্দমার গুপ্ত অনুসন্ধানে নিযুক্ত রহিলেন। বলা বাহুল্য, আমিও তাহার মধ্যে একজন ছিলাম। যত দিবস আমরা প্রকাশ্য অনুসন্ধানে নিযুক্ত ছিলাম, তত দিবস পর্য্যন্ত কামতা-প্রসাদের উপর আমাদিগের কোনরূপ সন্দেহ হয় না, সুতরাং তাহার সম্বন্ধে আমরা কোনরূপ অনুসন্ধানও করি না। তাহার

সম্বন্ধে সে নিজে আমাদিগকে যেরূপ পরিচয় প্রদান করিয়াছিল, আমরা তাহাই বিশ্বাস করিয়া লইয়াছিলাম।

বিশ্বাস করিয়া লইয়াছিলাম যে, কামতাপ্রসাদ আজিমগড় জেলার অন্তর্গত কোন একটী পল্লীগ্রামের জনৈক জমিদার-সন্তান। বিশ্বাস করিয়াছিলাম যে, বিষয় কার্য্য উপলক্ষে সে কলিকাতায় বাস করিয়া থাকে। তাহাদিগের দেশে যে সকল দ্রব্যাদি উৎপন্ন হয়, তাহাই সেই স্থান হইতে গাড়ি করিয়া তাহার কর্ম্মচারীগণ কলিকাতায় পাঠাইয়া দেয়, ও কামতা-প্রসাদ নিজে এই স্থানে উপস্থিত থাকিয়া ঐ সকল দ্রব্যাদি বিক্রয় করিয়া থাকে।

বিশ্বাস করিয়াছিলাম, কামতাপ্রসাদ ভদ্রসন্তান, ভদ্র ব্যবসা অবলম্বন করিয়া দিন অতিবাহিত করিয়া থাকে।

বিশ্বাস করিয়াছিলাম, তাহার স্বভাব চরিত্র ভাল, কুকার্য্যে বা কুসংসর্গে সে কখন মিলিত হয় না, চরিত্রবান্ ও ভাল ভাল লোকের সহিতই তাহার বসা উঠা, আহার বিহার ও শয়ন উপবেশন।

বিশ্বাস করিয়াছিলাম, ভদ্র ও সম্ভ্রান্তশালী লোক যেরূপ উপায়ে সময় বা জীবন অতিবাহিত করিয়া থাকে, কামতাপ্রসাদও সেইরূপে আপন জীবন অতিবাহিত করিয়া থাকে।

আরও ভাবিয়াছিলাম, স্ত্রীর নিকট হইতে বহুদূরে অবস্থিতি করিবার নিমিত্ত সময় সময় নিতান্ত গুপ্তভাবে সে কখন কখন ঐ স্ত্রীলোকটীর নিকট গমন করিত, এবং তাহাকে অন্তরের সহিত একটু ভালও বাসিত। ঐ একমাত্র স্ত্রীলোক ভিন্ন অপর আর কোন স্ত্রীলোকের নিকট তাহার গতিবিধি ছিল না।

মনে মনে আমরা এইরূপ বিশ্বাস করিয়াছিলাম বলিয়া কামতাপ্রসাদ সম্বন্ধে আমরা কোনরূপ অনুসন্ধানই করি না; বরং তাহারই কথিতমত পন্থা অবলম্বন করিয়া, তাহারই সন্দেহের উপর নির্ভর করিয়া অনেক সময় বলিয়াছিলাম, যে সকল ব্যক্তির উপর সন্দেহ হয় বলিয়া সে আমাদিগের নিকট তাহার মনের ভাব প্রকাশ করিয়াছিল, আমরা তাহাদিগের বিপক্ষে উত্তমরূপে অনুসন্ধান করিতে কিছুমাত্র ক্রটী করি নাই।

প্রথম হইতেই আমরা তাহার নিকট যেরূপে প্রবঞ্চিত হইয়াছিলাম, সেইরূপে তাহার নিকট হইতে শেষ পর্য্যন্তই যে প্রবঞ্চিত হই নাই, ইহাই আশ্চর্য্য।

গুপ্ত অনুসন্ধানে নিযুক্ত হইবার কয়েক দিবস পরে, হঠাৎ এক দিবস আমার মনে উদয় হইল যে, কামতাপ্রসাদের সহিত মৃতার এতদুর ঘনিষ্ট সম্পর্ক ছিল যে, যাহার নিমিত্ত কামতা তাহার নিজের কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া রাত্রিদিবস কেবল আমাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ঘুরিয়া আমাদিগের আদেশ সর্ব্বদাই প্রতিপালন করিতেছে, ও যে আদেশ প্রতিপালন করিতে সময় সময় তাহাকে নিরর্থক অনেক সময় ও অর্থ নষ্ট করিতে হইয়াছে, তাহার সম্বন্ধে আমরা এ পর্য্যন্ত কিছুমাত্র অনুসন্ধান করি নাই কেন? তাহার চরিত্র যতই কেন ভাল হউক না, সে যতই কেন ভদ্রবংশ-সম্ভূত হউক না, সে নিঃস্বার্থভাবে যতই কেন আমাদিগকে সাহায্য করুক না, তথাপি ঐ স্ত্রীলোকটীর সহিত যখন তাহার বিশেষরূপ সংস্রব ছিল, তখন তাহার সম্বন্ধে আমাদিগের বিশেষরূপ একটী অনুসন্ধান করা নিতান্ত আবশ্যক। কিন্তু প্রকাশ্য অনুসন্ধান করিয়া যদি তিনি প্রকৃতই সম্ভ্রান্তশালী

লোক হয়েন, তাহা হইলে তাহাকে কোনরূপ অবমানিত করা আমাদিগের কর্ত্তব্য নহে। সুতরাং গুপ্ত অনুসন্ধান করিয়া তাহার সম্বন্ধে যতদূর জানিতে পারা যায়, তাহাই জানিবার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

কামতাপ্রসাদ সম্বন্ধে গুপ্ত অনুসন্ধান করাই কর্ত্তব্য, মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলাম। কিন্তু অনুসন্ধান করিতে করিতে যতই অগ্রসর হইতে লাগিলাম, কামতাপ্রসাদ সম্বন্ধে আমাদিগের যেরূপ অটলবিশ্বাস ছিল, ক্রমে তাহা তিরোহিত হইতে লাগিল। ক্রমে জানিতে পারিলাম, কামতাপ্রসাদের বাসস্থান আজিমগড় জেলার অন্তর্গত কোন পল্লীগ্রামে নহে, বা সেইস্থানের কোন ভদ্রবংশে তাহার জন্ম হয় নাই, ও আজিমগড় জেলার সহিত তাহার কোনরূপ সংস্রব নাই। আরও জানিতে পারিলাম, তাহার জন্মস্থান আগ্রা সহরের মধ্যে চৌ-ফাটকা নামক স্থানে, কিন্তু সেইস্থানে তাহার কেহই নাই। যখন তাহার বয়ঃক্রম ১৫।১৬ বৎসর, সেই সময় তাহার পিতা মাতার মৃত্যু হওয়ায়, সেই স্থানের একটী প্রসিদ্ধ জুয়াচোরের সহিত মিলিত হইয়া, ঐস্থান পরিত্যাগপূর্ব্বক কিছু দিবস লক্ষ্ণৌ সহরে গিয়া অবস্থিতি করে। ও সময় সময় আগ্রায়

আসিয়াও দুই একটী চুরি ও জুয়াচুরি কার্য্য সম্পন্ন করিতেও পশ্চাৎপদ হয় না। দুই একবার লক্ষ্ণৌ ও দুই একবার আগ্রায় ধৃত হইয়া কারাগার ভোগ করিতে হয়। আগ্রা ও লক্ষ্ণৌ নগরীতে সে উত্তমরূপে পুলিসের পরিচিত হইয়া পড়িলে, ঐ স্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক সে বোম্বাই সহরে গিয়া তাহার বাসস্থান সংস্থাপিত করে। এবং সেই স্থানে সে নিজের ব্যবসা গুপ্তভাবে চালাইতে আরম্ভ করে। বিনা গোলযোগে কিছু দিবস অতিবাহিত হইয়া যায়। সে যে সময় বোম্বাই সহরে অবস্থিতি করিয়াছিল, সেই সময় কয়েকটী বড় বড় চুরি তাহার দ্বারা সম্পন্ন হয়, এবং ঐ সকল অপহৃত দ্রব্য, বেনারস ও কলিকাতায় আনিয়া বিক্রয় করিয়া যায়। ক্রমে বোম্বাই পুলিস তাহার উপর সন্দেহ করে, ও একটী মোকর্দ্দমার অপহৃত মালের সহিত তাহাকে ধৃত করিয়া পাঁচ বৎসরের নিমিত্ত কারাগারের মধ্যে তাহার বাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়া দেয়।

জেল হইতে বহির্গত হইবার পর, কিছুদিবস কামতাপ্রসাদের বাসস্থানের স্থিরতা থাকে না। অদ্য কাশীতে, কল্য বোম্বাই সহরে, তাহার পরই কলিকাতায়, এইরূপে নানা স্থানে থাকিয়া সে দিন অতিবাহিত করিতে আরম্ভ করে। সেই সময়েও যে সে তাহার ব্যবসা পরিত্যাগ করিয়াছিল, তাহা নহে; বরং আরও প্রবলরূপে তাহার ব্যবসা চালাইতে আরম্ভ করে। কামতাপ্রসাদ যেস্থানে বাস করিত, তাহার চাল চলন দেখিয়া কেহ তাহাকে চোর বা জুয়াচোর অথবা হত্যাকারী বলিয়া সন্দেহ করিতে পারিত না। কারণ, সে বড়মানুষের ন্যায় বাস করিত, বড় বাড়ী ভিন্ন সে কখনই বাস করিত না, চাকর চাকরাণীতে সেই

বাড়ী প্রায়ই পূর্ণ থাকিত। যখন যেখানে সে বাস করিত, সেই স্থানে জমিদার অথবা ব্যাবসায়ী বা সওদাগর পরিচয়ে বাস করিত। কেবল যে সে বড়মানুষ পরিচয়ে বাস করিত, তাহা নহে; তাহার খরচ-পত্রও সেইরূপ বড়মানুষী ধরণে সম্পন্ন হইত। যাহার উপার্জ্জনের সীমা নাই, তাহার কিসে খরচ-পত্রের অভাব হইবে? যাহাকে দিবারাত্রি পরিশ্রম করিয়া উপার্জ্জন করিতে হয়, পরের দাস্তবৃত্তি অবলম্বন করিয়া যাহাকে উদরান্নের সংস্থান করিতে হয়, অন্যান্য খরচ তাহাদিগের পক্ষে কষ্টকর হয় বটে, কিন্তু কামতা-প্রসাদ যে উপায়ে অর্থ উপার্জ্জন করিয়া থাকে, ঐ অর্থ জলের ন্যায় খরচ করা তাহার পক্ষে কিছুমাত্র অসম্ভব নহে। যেরূপ উপায়ে তাহার অর্থ উপার্জ্জন হয়, ব্যয়ও প্রায় সেইরূপ উপায়েই হইয়া থাকে। সুতরাং কামতাপ্রসাদ বড়মানুষী ধরণে বড়মানুষ পরিচয়ে দিনযাপন করিবে না কেন?

কামতাপ্রসাদের ন্যায় অনেক বড়মানুষ এ পর্য্যন্ত দেখিয়াছি, তাহার ন্যায় অনেক বড়মানুষের জ্বালায় অস্থির হইয়াছি, কিন্তু স্থায়ীরূপে বড়মানুষী করিতে কাহাকেও দেখিতে পাই নাই। জলবিম্বের ন্যায় যেমন তাহাদিগের উৎপত্তি হইয়াছে, দেখিতে দেখিতে ঐ জলবিম্ব অগাধ জলে মিশাইয়া গিয়াছে। অনুসন্ধান করিয়া আর তাহাদিগের অনেকের চিহ্নমাত্রও দেখিতে পাই নাই। যাহাদিগকে পরে দেখিতে পাইয়াছি, তাহাদিগের অবস্থা নিতান্ত শোচনীয়ই দেখিয়াছি, উদরান্নের জন্য তাহাদিগকে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিতে দেখিয়াছি। স্থানাভাবে রাজবর্ত্মের পার্শ্বে অথবা নদীতীরে তাহাদিগকে শয়ন করিয়া প্রচণ্ড শীতে রাত্রি অতিবাহিত করিতে হইয়াছে। কিন্তু যাঁহারা সৎপথ অবলম্বন

করিয়া যাহা কিছু উপার্জ্জন করিয়াছেন, তাহাতেই তাঁহারা মনের সুখে দিনযাপন করিতে সমর্থ হইতেছেন, ইহা সর্ব্বদাই দেখিতে পাইতেছি।

কামতাপ্রসাদ সম্বন্ধে গোপনে যতই অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম, তাহার চরিত্র সম্বন্ধে ততই রহস্য বাহির হইয়া পড়িতে লাগিল। জানিতে পারিলাম, কামতাপ্রসাদ একজন নামজাদা দস্যু; কলিকাতা নগরীর মধ্যে সে অপরিচিত থাকিলেও তাহার ন্যায় প্রসিদ্ধ দস্যু এইস্থানে অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। এত দিবস পর্য্যন্ত কামতাপ্রসাদ যে সকলের নিকট অপরিচিত ছিল, তাহার প্রধান কারণ এই যে, এই স্থানের কোন দস্যুর সহিত সে কোন রূপে মিলিত হইত না, কাহার সহিত কখন সে তাহার কার্য্যক্ষেত্রে পদবিক্ষেপ করিত না; যাহা করিবার প্রয়োজন হইত, অপর কাহার সাহায্য না লইয়া একাকীই সেই কার্য্য সম্পন্ন করিত। সুতরাং স্থানীয় দস্যুগণের নিকট সে পরিচিত ছিল না বলিয়াই এত দিবস পর্য্যন্ত তাহার নাম কেহই জানিতে পারে নাই, বা সে যে কি চরিত্রের লোক, তাহাও কেহ অবগত হইতে পারে নাই। কামতাপ্রসাদ যাহা বলিত, সকলেই তাহা বিশ্বাস করিত।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

কামতাপ্রসাদের চরিত্র যখন আমরা উত্তমরূপে অবগত হইতে পারিলাম, তখন আমাদিগের বেশ অনুমান হইল, এই হত্যা কামতাপ্রসাদ ভিন্ন অপর আর কাহারও দ্বারা হয় নাই। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কামতাপ্রসাদ অতিশয় চতুর লোক। আমরা যখন তাহার বিপক্ষে গুপ্ত অনুসন্ধানে নিযুক্ত হইয়াছিলাম, কামতা-প্রসাদ অনুমান করিয়া তাহার অনেকটা জানিতে পারিতেছিল ও আমরা কি করি, না করি, তাহার দিকে কামতাপ্রসাদ বিশেষরূপ লক্ষ্যও রাখিয়াছিল। তাহার বিপক্ষে আমরা কি করিতেছি, না করিতেছি, তাহা যেমন আমরা তাহাকে বলিতাম না, সেও আমা-দিগের গতিবিধি সম্বন্ধে যতদূর অবগত হইতে পারিত, তাহারও কিছুমাত্র আভাষ আমাদিগকে প্রদান করিত না। এইরূপে কিছু দিবস অতিবাহিত হইয়া গেল। যে সময়ে আমাদিগের প্রকাশ্য অনুসন্ধান বন্ধ হইয়া গিয়াছিল, তাহার ৩।৪ দিবস পরে কামতা-প্রসাদ একবার ৩।৪ দিবসের নিমিত্ত কলিকাতা হইতে স্থানান্তরে গমন করিয়াছিল, কিন্তু সেই অল্প সময়ের নিমিত্ত সে যে কোথায় গিয়াছিল, তাহা আমরা সেই সময় কিছুমাত্র অবগত হইতে পারি না; পরন্তু এখন বিশেষরূপ অনুসন্ধান করায় তাহাও জানিতে পারিলাম। জানিতে পারিলাম, পাটনা সহরে তাহার একটী আড্ডা আছে। লক্ষ্নৌ হইতে একটী স্ত্রীলোককে আনিয়া একটী ঘর ভাড়া করিয়া তাহাকে পাটনায় রাখিয়া দিয়াছে।

কিন্তু কামতাপ্রসাদ নিজে কখন পাটনায় থাকে না, সময় সময় সেই স্থানে গমন করিয়া দুই চারি দিবস অতিবাহিত করে মাত্র। ইতিপূর্ব্বে কামতাপ্রসাদ কলিকাতা হইতে ২।৪ দিবসের নিমিত্ত যে স্থানান্তরে গমন করিয়াছিল, এখন জানিতে পারিলাম, সে পাটনায় গমন করিয়াছিল; কিন্তু কেন যে সেই স্থানে গমন করিয়াছিল, তাহার নিশ্চিৎ সংবাদ জানিতে পারিলাম না। তাহার রক্ষিতা সেই স্ত্রীলোকটীর নিকট যেমন সে সময় সময় গমন করিয়া থাকে, সেইরূপ গিয়াছিল, কি এই খুনি মোকর্দ্দমার অপহৃত অলঙ্কারগুলির কোনরূপ বন্দোবস্ত করিবার নিমিত্ত গমন করিয়াছিল, তাহার কিছুমাত্র বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না; কিন্তু সে যে পাটনায় গমন করিয়াছিল, ইহার নিশ্চয় সংবাদ আমরা প্রাপ্ত হইলাম।

এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া আমি একবার মনে করিলাম, কামতাপ্রসাদ সম্বন্ধে আমি যাহা কিছু অবগত হইতে পারিয়াছি, তাহার সমস্ত অবস্থা তাহাকে বলি ও দেখি, উহাতে সে কিরূপ উত্তর প্রদান করে। আরও পাটনায় গমন করিবার সম্বন্ধেই বা সে কি বলে। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হইল, কামতাপ্রসাদ যেরূপ চতুর, তাহাতে যদি সে আমাদিগের উদ্দেশ্য জানিতে পারে, ও এই কার্য্য যদি তাহার দ্বারা সম্পন্ন হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহার উপর এই মোকর্দ্দমা প্রমাণ করা একরূপ অসম্ভব হইয়া পড়িবে; এমন কি তাহাকে হয়তো পরিশেষে খুঁজিয়াই পাইব না ও আমাদিগের সমস্ত আশাই ব্যর্থ হইয়া যাইবে। সুতরাং তাহাকে এখন কোন কথা বলা হইবে না। যে পর্য্যন্ত তাহাকে গ্রেপ্তার করিবার সময় আসিয়া উপস্থিত

না হইবে, সে পর্য্যন্ত তাহার বিষয়ে কোন কথা প্রকাশ বা তাহাকে কোন কথা জানিতে দেওয়া হইবে না।

মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়া, আমি প্রথমতঃ পাটনায় গমন করাই স্থির করিলাম। সেই স্থানে কামতাপ্রসাদের যে স্ত্রীলোকটী আছে, তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, তাহার নিকট হইতে যদি কোন কথা প্রাপ্ত হওয়া যায়, এই আশার বশবর্ত্তী হইয়া আর কাল বিলম্ব না করিয়া পাটনা অভিমুখে রওনা হইলাম।

পাটনা সহর পশ্চিম প্রদেশে স্থাপিত হইলেও, উহা বাঙ্গালা হাতার সামিল ও কলিকাতা হইতে বহুদূরেও নহে, ইহা পাঠকগণের মধ্যে প্রায় সকলেই অবগত আছেন। সরকারি কার্য্য উপলক্ষে ইতিপূর্ব্বে আমি দুই একবার পাটনায় গমন করিলেও ঐ স্থানের বিশেষ অবস্থা আমি উত্তমরূপে অবগত ছিলাম না, বা উহার অন্তর্গত সমস্ত স্থানই আমার নিকট উত্তমরূপে পরিচিত ছিল না। এই স্থানের বাসগৃহ সকল প্রায় খাপরেলের, ও নিতান্ত সংমিলিতরূপে সংস্থাপিত ও দেখিতে প্রায় একই প্রকার। ঐ স্থানটী নিতান্ত সামান্যরূপ পরিচিত থাকিলে কাহার গৃহ অনুসন্ধান করিয়া বাহির করা নিতান্ত সহজ হয় না। আমার পক্ষেও ঠিক সেইরূপ হইয়াছিল। পাটনায় উপস্থিত হইয়া সেই স্থানের স্থানীয় পুলিসের সাহায্য আমাকে গ্রহণ করিতে হয়, ও তাহাদিগের সাহায্যে অনেক অনুসন্ধানের পর পরিশেষে আমরা ঐ স্ত্রীলোকটির বাসস্থানটী বাহির করিতে সমর্থ হই। উহাও একখানি খাপরেলের ঘর, কিন্তু দ্বিতল; ঐ বাড়ীতে আরও দুই একজন গৃহস্থের বাস। ঐ স্ত্রীলোকটীও গৃহস্থ পরিচয়ে সেইস্থানে বাস করিয়া থাকে।

আমরা যখন ঐ স্ত্রীলোকটীর বাটীর সম্মুখে গিয়া উপস্থিত হইলাম, সেই সময়ে দেখিলাম, এক টেলিগ্রাফ-পিয়ন একখানি টেলিগ্রাফ হস্তে ঐ বাড়ীর অনুসন্ধান করিতেছে। ইহা দেখিয়াই আমি বুঝিতে পারিলাম যে, ইহাও কামতাপ্রসাদের একটী কার্য্য; আমাদিগের অভিসন্ধির বিষয় বুঝিতে পারিয়া পূর্ব্ব হইতেই সে ঐ স্ত্রীলোকটীকে সতর্ক করিয়া দিতেছে। মনে মনে এইরূপ বুঝিতে পারিয়া, ঐ টেলিগ্রাফখানি আমি রসিদ দিয়া গ্রহণ করিলাম ও উহা পাঠ করিয়াই জানিতে পারিলাম যে, আমি পূর্ব্বেই যে অনুমান করিয়াছিলাম, তাহা সত্য। উহাতে লেখা ছিল,—"তোমার বাসায় বোধ হয় কোন লোক আমার নাম করিয়া যাইবে, কিন্তু সাবধান, কাহার কোন কথায় বিশ্বাস করিয়া কোন কথা বলিও না; আমিও পরে যাইতেছি।" ঐ টেলিগ্রাফে এইরূপ লেখা ছিল, কিন্তু কে যে উহা পাঠাইতেছে, তাহার নাম উহাতে ছিল না। প্রেরণ-কারীর নাম উহাতে না থাকিলেও বেশ বুঝিতে পারিলাম যে, উহা কামতাপ্রসাদের কার্য্য। ঐ টেলিগ্রাফ সম্বন্ধে কোন কথা আমরা সেই স্ত্রীলোকটীকে বলিলাম না, উহা আমার নিকট রাখিয়া দিলাম।

ঐ স্ত্রীলোকটীকে কামতাপ্রসাদ সম্বন্ধে দুই চারিটী কথা জিজ্ঞাসা করায় সে প্রথমতঃ আমাদিগের কথার কোনরূপ উত্তর প্রদান করিল না, কিন্তু পরিশেষে অন্তরাল হইতে কহিল, "কামতাপ্রসাদ তাহার স্বামী, তিনি কলিকাতায় থাকিয়া সওদাগরি কার্য্য করিয়া থাকেন, ও সময় সময় এখানে আসেন। সম্প্রতি কোনরূপ অলঙ্কার-পত্র তিনি আনেন নাই, বা তাহাকে কেবল মাত্র খরচের টাকা ভিন্ন আর কিছুই দিয়া যান নাই।"

ঐ স্ত্রীলোকটীর এই কথা শুনিয়া তাহার ঘরের খানাতল্লাসি করাই স্থির করিলাম, ও সেই স্থানের দুই তিনজন প্রতিবেশীকে ডাকাইয়া তাহাদিগের সম্মুখে তখনই আমার মনোভিলাষ পূর্ণ করিলাম। ঘর খানাতল্লাসি করিবার সময় ঐ স্ত্রীলোকটী অনেকরূপ আপত্তি ও পরিশেষে নানারূপ ভয় প্রদর্শন করিতে আরম্ভ করিল, কিন্তু কিছুতেই আমি তাহার কথায় কর্ণপাত না করিয়া আমাদিগের কার্য্য শেষ করিয়া ফেলিলাম। উহার ঘরে একটী লোহার সিন্দুক ছিল। ঐ সিন্দুকের চাবি ঐ স্ত্রীলোকটী কোনরূপেই আমাদিগকে প্রদান করিল না ও কহিল যে, চাবি তাহার নিকট নাই, কামতাপ্রসাদের নিকট আছে। কিন্তু অনুসন্ধানে জানিতে পারিলাম, উহার কথা মিথ্যা; কারণ কামতাপ্রসাদের অবর্ত্তমানে, ঐ সিন্দুক তাহাকে খুলিতে সেই বাড়ীর কেহ কেহ দেখিয়াছে। সিন্দুকের চাবি না পাওয়ায় অনন্যোপায় হইয়া ঐ সিন্দুকের চাবি আমাদিগকে ভাঙ্গিয়া ফেলিতে হইল। দেখিলাম, উহার মধ্যে প্রায় পাঁচ সহস্র নগদ মুদ্রা ও একটী টিনের বাক্স সুবর্ণ অলঙ্কারে পূর্ণ। ঐ অলঙ্কারগুলি কাহার, তাহা ঐ স্ত্রীলোকটীকে জিজ্ঞাসা করায় সে কহিল, সে তাহার কিছুই বলিতে পারে না।

সেই হত স্ত্রীলোকটীর যে সকল অলঙ্কার অপহৃত হইয়াছিল, সেই সকল অলঙ্কারের সদৃশ অনেক অলঙ্কার ঐ বাক্সের ভিতর দেখিতে পাইলাম, তদ্ব্যতীত আরও বিস্তর অলঙ্কার ঐ বাক্সের মধ্যে ছিল। ঐ সকল অলঙ্কারের একটী তালিকা প্রস্তুত করিয়া, উহার সমস্তই আমাদিগের অধিকারে লইলাম, এবং ঐ স্ত্রীলোকটীকেও গ্রেপ্তার করিয়া থানায় লইয়া গেলাম।

যে ঘরে সে বাস করিত, তাহাতে তালাবদ্ধ করিয়া ঐ স্থানে একটী প্রহরীর পাহারা রাখিয়া দিলাম।

এই সকল কার্য্য শেষ করিবার পূর্ব্বেই সর্ব্বপ্রধান পুলিশ কর্ম্মচারীর নিকট একখানি বিশেষ জরুরি টেলিগ্রাফ পাঠাইয়া দিলাম। ঐ টেলিগ্রাফের মর্ম্ম এইরূপ "কামতাপ্রসাদের স্ত্রী-লোকের ঘরে বিস্তর অলঙ্কার পাওয়া গিয়াছে, খুনি মোকর্দ্দমার অনেক গহনা ইহার ভিতর আছে বলিয়া অনুমান হইতেছে। স্ত্রীলোকটীকে ধৃত করিয়াছি। হত্যা কামতাপ্রসাদের দ্বারা হইয়াছে বলিয়া অনুমান হইতেছে। কামতাপ্রসাদ এখন কলি-কাতায়; যত শীঘ্র হয়, কামতাপ্রসাদকে ধৃত করা আবশ্যক।"

আমি যখন কলিকাতা হইতে পাটনায় আগমন করি, সেই সময় কামতাপ্রসাদকে কলিকাতায় দেখিয়া আসিয়াছিলাম। তাহার পর যে টেলিগ্রাফ আমার হস্তগত হয়, তাহাতেও জানিতে পারিয়াছিলাম যে, কামতাপ্রসাদ কলিকাতায় আছে। কিন্তু আমি কলিকাতার সর্ব্বপ্রধান পুলিশ কর্ম্মচারীর নিকট যে টেলিগ্রাফ করিলাম, তাহার উত্তর পাইয়া বুঝিতে পারিলাম যে, কামতাপ্রসাদ আমাদিগের অভিসন্ধির বিষয় সমস্তই অবগত হইতে পারিয়াছে, ও পুলিশের চক্ষে ধূলিমুষ্টি প্রদান করিয়া তাহাদিগের হস্তের বহির্দ্দেশে গমন করিয়াছে। আমার নিকট হইতে টেলিগ্রাফ প্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই সে তাহার থাকিবার স্থান পরিত্যাগ করিয়া কোথায় প্রস্থান করিয়াছে। অনুমান হইতেছে যে, সে কলিকাতায় নাই, কলিকাতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিয়াছে। যে এরূপভাবে পুলিশের চক্ষের উপর হইতে পলায়ন করিতে পারে, তাহাকে পুনরায় প্রাপ্ত হওয়া বা তাহাকে ধৃত

করা নিতান্ত সহজ হইবে না। ভারতবর্ষের সমস্ত প্রধান নগরই যাহার নিকট উত্তমরূপে পরিচিত, সকল স্থানে গতিবিধি করিবার উপায় যাহাকে কাহার নিকট জিজ্ঞাসা করিতে হয় না, সে একবার পলায়ন করিলে তাহার অনুসন্ধান ও তাহাকে ধৃত করা যে কিরূপ দুরূহ, তাহা ভুক্তভোগী ভিন্ন আর কেহই অবগত নহেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

কামতাপ্রসাদের পলায়নের সংবাদ পাইয়া আমার মন নিতান্ত খারাপ হইয়া গেল। ভাবিলাম, এত পরিশ্রমের পর এই হত্যা মোকর্দ্দমার কিনারা হইবার সম্ভাবনা হইল, কিন্তু যাহাকে লইয়া এই মোকর্দ্দমার কিনারা, সে-ই আমাদিগকে তাহার বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করিল। মনে মনে এইরূপ ভাবিয়া, এখন কোন্ উপায় অবলম্বন করা কর্ত্তব্য, তাহাই ভাবিতে ভাবিতে পাটনার রেলওয়ে ষ্টেশনে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। রেলওয়ে ষ্টেশনে যে কেন আসিয়া উপস্থিত হইলাম, তাহা জানি না; বিনা কার্য্যেই সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি, এরূপ সময়ে কলিকাতা হইতে একখানি গাড়ি আসিয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইল। এই ষ্টেশনে গাড়ি অনেকক্ষণ থাকে না, সুতরাং অল্প সময় পরে ঐ গাড়ি ছাড়িয়া দিল। যে পর্য্যন্ত গাড়ি

সেই স্থানে দাঁড়াইয়া ছিল, সেই পর্য্যন্ত কিছুই দেখিতে পাই-লাম না; কিন্তু গাড়ি ছাড়িবার যেমন বাঁশী হইয়াছে, অমনি দেখিলাম, এঞ্জিনের পরবর্ত্তী একখানি গাড়ি হইতে কামতা-প্রসাদ নামিল। আমি সেই সময় গাড়ির প্রায় শেষ ভাগে ছিলাম; সেই স্থান হইতে যে স্থানে কামতাপ্রসাদ নামিয়াছিল, তাহার ব্যবধান অনেকটা হইবে। কামতাপ্রসাদকে দেখিবামাত্র আমি সেই দিকে গমন করিতে লাগিলাম, কামতাও আমাকে দেখিতে পাইল; সেই সময় গাড়ি কেবল চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। আমাকে দেখিবামাত্র কামতাপ্রসাদ সেই চলিত গাড়িতে পুনরায় দ্রুতবেগে আরোহণ করিল। আমিও অনন্যো-পায় হইয়া আমার নিকটবর্ত্তী একখানি গাড়ির হাতোল ধরিয়া অঙ্গঝুলিত অবস্থায় একখানি তক্তার উপর পা দিয়া কোন গতিকে দাঁড়াইলাম। ষ্টেশন হইতে সেই সময় আমাকে লক্ষ্য করিয়া মহা চীৎকার আরম্ভ করিল, ও যাহাতে আমি নামিয়া যাই, তাহার নিমিত্ত উচ্চকণ্ঠে সকলে আমাকে বলিতে লাগিল। সেই সময় গাড়ি ষ্টেশনের বাহিরে আসিয়া পড়িয়াছিল। আমি কাহার কথার উপর লক্ষ্য না করিয়া সেই গাড়ির ভিতর প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম। আমার অবস্থা দেখিয়া ঐ গাড়ির ভিতর হইতে এক ব্যক্তি আমার নিকটবর্ত্তী দরজাটী খুলিয়া দিল, আমি তাহাকে শত ধন্যবাদ দিয়া ঐ গাড়ির ভিতর প্রবেশ করিলাম।

আমি ঐ গাড়ির ভিতর প্রবেশ করিবার বোধ হয় ৫ মিনিট পরেই ঐ গাড়ির ইংরাজ গার্ডসাহেব আসিয়া ঐ গাড়িতে প্রবেশ করিলেন, ও জিজ্ঞাসা করিলেন "গাড়ি ছাড়িবার পর কোন্ ব্যক্তি

এই গাড়ির ভিতর প্রবেশ করিয়াছে?" উত্তরে আমি কহিলাম "আমি প্রবেশ করিয়াছি।" তাঁহাকে আমি আরও কহিলাম, আমি কে, কি নিমিত্ত আমি এরূপভাবে গাড়ির ভিতর প্রবেশ করিয়াছি, ও আমি চাহিই বা কি। কামতাপ্রসাদ যে গাড়িতে উঠিয়াছে, তাহাও তাঁহাকে কহিলাম, সে খুনি মোকর্দ্দমার আসামী, তাহাকে সেই সময় গ্রেপ্তার করিবার নিমিত্ত গার্ড সাহেবকে বিশেষরূপ অনুরোধও করিলাম, কিন্তু তিনি আমার কোন কথাতেই কর্ণপাত করিলেন না। তিনি সাহেব, আমি বাঙ্গালি। তিনি গার্ডের পোষাকে সজ্জিত, আর আমার পরিধানে ধুতি চাদর, সুতরাং তিনি আমার কথায় বিশ্বাস করিবেন কেন? বিশেষ আমার নিকট টিকিট নাই, তাহার উপর সঙ্গে দুই চারিটী পয়সা ভিন্ন অর্থাদি কিছুই নাই। কাজেই তিনি আমার কথায় বিশ্বাস করিয়া কামতাপ্রসাদকে ধরিবার কোনরূপ সাহায্যই করিলেন না। আমি বেশ বুঝিতে পারিলাম, সেই সময় যদি আমার পরিধানে ছিন্নভিন্ন ও নিতান্ত মলিন কোট পেণ্টুলন থাকিত, তাহা হইলে আমার এরূপ অবস্থা কোন প্রকারেই ঘটিত না।

সে যাহা হউক, আমাকে কোনরূপে সাহায্য করা দূরে থাকুক, দেখিলাম, গার্ড সাহেবের ইচ্ছা যে, আমি বিনা টিকিটে গতিমান গাড়িতে আরোহণ করিয়াছি, এই অপরাধে আমার উপর একটী মোকর্দ্দমা রুজু করেন। যে গাড়িতে আমি ছিলাম, গার্ড সাহেব সেই গাড়ি হইতে আর অবতরণ করিলেন না। ক্রমে গাড়ি একটী ষ্টেশন বাদ দিয়া বাঁকিপুর ষ্টেশনে আসিয়া উপস্থিত হইল।

গার্ড সাহেব ষ্টেশনে আসিয়াই আমার কথা ষ্টেশন-মাষ্টারকে কহিলেন। তিনিও সাহেব; তিনি আমাকে একজন রেলওয়ে কর্ম্মচারীর জিম্বায় রাখিবার আদেশ করিলেন। আমি কে, কি নিমিত্ত আমি ঐরূপ দুঃসাহসিক কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছি, তাহা তাঁহাকে কহিলাম। তাঁহাকে আরও কহিলাম "আমার উপর তাঁহারা যেরূপ মোকর্দ্দমা চালাইতে ইচ্ছা করেন, তাহা অনায়াসেই চালাইতে পারিবেন; কিন্তু অগ্রে খুনি মোকর্দ্দমার আসামীকে তাঁহারা হয় গ্রেপ্তার করুন, না হয় গ্রেপ্তার করিতে আমাকে সাহায্য করুন। সে অতিশয় চতুর লোক, একবার পুলিশের হস্ত হইতে পলায়ন করিয়াছে, তাহাতে এবার যদি সে পুনরায় পলায়ন করে, তাহা হইলে তাহাকে আর কোনরূপেই পাওয়া যাইবে না।" এই সমস্ত কথাই আমি ষ্টেশন-মাষ্টারকে কহিলাম, কিন্তু তিনিও আমার কথায় কর্ণপাত না করিয়া অপরের জিম্বায় আমাকে রাখিয়া দিয়া, তিনি তাঁহার নিজ কার্য্যে প্রস্থান করিলেন।

আমি যাঁহার জিম্বায় রহিলাম, তিনি একটু দূরে প্লাট-ফরমের উপরই আমাকে রাখিয়া দিলেন। এইরূপ গোলযোগে প্রায় ৫।৬ মিনিট অতিবাহিত হইয়া গেল। আরোহীগণের মধ্যে অনেকে গাড়ি হইতে অবতরণ করিয়া চলিয়া গেল, অনেক আরোহী গাড়িতে আরোহণ করিল। আমি সেই স্থানে দাঁড়াইয়া সমস্ত দেখিতে লাগিলাম। রেলওয়ে পুলিশের জনৈক এদেশীয় কর্ম্মচারী সেই সময় একটু দূরে দাঁড়াইয়া ছিল। তাঁহাকে ডাকিয়া দিবার নিমিত্ত আমি একটী লোককে কহিলাম, তিনি তাঁহাকে ডাকিয়া দিলেন। ঐ কর্ম্মচারী আমার নিকট আসিলে

আমি সংক্ষেপে আমার সমস্ত কথা তাঁহাকে কহিলাম ও যাহাতে তিনি কামতাপ্রসাদকে ধরিতে পারেন, তাহার নিমিত্ত তাঁহাকে বিশেষরূপ অনুরোধ করিলাম। জানিনা, কি ভাবিয়া তিনি আমার কথায় কর্ণপাত করিলেন, ও আমাকে সঙ্গে লইয়া ঐ গাড়িতে তিনি কামতাপ্রসাদের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন, কিন্তু কোন গাড়িতেই বা কোন স্থানেই কামতা-প্রসাদকে আর দেখিতে পাইলাম না।

কামতাপ্রসাদকে আমি পাটনা ষ্টেশনে যে দেখিয়াছিলাম, সে সম্বন্ধে আর কিছুমাত্র ভুল ছিল না। সে যে আমার সম্মুখে পুনরায় গাড়িতে উঠিয়াছিল, তাহাতেও কিছুমাত্র সন্দেহ ছিল না; কিন্তু এক ষ্টেশনের মধ্যে কামতাপ্রসাদ যে কোথায় গেল, তাহার কিছুমাত্র অনুভব করিয়া উঠিতে পারিলাম না। তবে সকলেই অনুমান করিলেন যে, যে সময় গাড়ি আসিয়া ঐ ষ্টেশনে দণ্ডায়মান হয়, তাহার পরই সে কোন না কোন প্রকারে গাড়ি হইতে অবতরণ করিয়া ষ্টেশন হইতে বহির্গত হইয়া গিয়াছে।

রেলওয়ে পুলিসের কর্ম্মচারী আমাকে সেই ইংরাজ ষ্টেশন-মাষ্টারের বিনা আদেশে স্থানান্তরে লইয়া যাইবার নিমিত্ত উভয়ের মধ্যে বিশেষরূপ বচসা হইয়া গেল। কিন্তু ঐ বচসাই আমার পক্ষে মঙ্গলদায়ক হইল। তিনি ষ্টেশন-মাষ্টারের উপর রাগ করিয়া আমার সমস্ত অবস্থা বিবৃত করিয়া, কলিকাতার সর্ব্বপ্রধান পুলিস কর্ম্মচারীর নিকট এক টেলিগ্রাফ পাঠাইলেন, ও তাঁহাকে আরও লিখিলেন যে, গার্ড ও ষ্টেশন-মাষ্টারের দোষে কামতাপ্রসাদ পলায়ন করিতে সমর্থ হইয়াছে। ঐ টেলিগ্রাফ

পাইয়া প্রধান কর্ম্মচারী মহাশয় যে কি পন্থা অবলম্বন করিলেন, তাহা আমি কিন্তু তখন কিছুমাত্র অবগত হইতে পারিলাম না, কিন্তু রেলওয়ে বিভাগের সর্ব্বপ্রধান কর্ম্মচারীর নিকট হইতে একখানি টেলিগ্রাফ পাইয়া ষ্টেশন-মাষ্টার সাহেব আমাকে তখনই অব্যাহতি প্রদান করিলেন। ও পরে শুনিয়াছিলাম যে, ষ্টেশন-মাষ্টার ও গার্ড উভয়েই তাঁহাদিগের প্রধান কর্ম্মচারীর নিকট হইতে বিশেষরূপে দণ্ডপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

আমি ঐস্থান হইতে অব্যাহতি পাইয়া কি করিব, তাহার বিশেষ কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না; কিন্তু একবার মনে ভাবিলাম, যখন সে এই স্থান হইতে প্রস্থান করিয়াছে, তখন সে একবার পাটনায় গমন করিয়া তাহার বিপক্ষে কতদূর কি পাওয়া গিয়াছে, তাহা জানিবার চেষ্টা করিবে ও যদি কোনরূপে সুযোগ করিতে পারে, তাহা হইলে তাহার সেই স্ত্রীলোকটীর সহিত একবার দেখা করিবার বা তাহার নিমিত্ত কোনরূপ বন্দোবস্ত করিবার চেষ্টা করিলেও করিতে পারে। ঐরূপ অবস্থায় আমার পুনরায় পাটনায় প্রত্যাগমন করা কর্ত্তব্য; বিশেষ পাটনায় আমার পরিধেয় ও অর্থাদি সমস্তই পড়িয়া আছে। সেই স্থান হইতে উহা গ্রহণ না করিলে, অপর কোন স্থানে গমন করারও সম্ভাবনা নাই। মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়া, এ পর্য্যন্ত যে সকল অবস্থা ঘটিয়াছিল, তাহার সমস্ত অবস্থা আমার প্রধান কর্ম্মচারীকে লিখিয়া আমি পাটনায় আসিয়া উপস্থিত হইলাম।

আমি পাটনায় আসিয়া উপস্থিত হইয়া আমার বস্ত্রাদি সমস্ত ঠিক করিয়া লইয়া, সেই স্ত্রীলোকটীর সহিত পুনরায় সাক্ষাৎ

করিলাম। সে তখন পর্য্যন্ত সেই স্থানের মাজিষ্ট্রেটের আদেশ অনুযায়ী থানার হাজতেই বদ্ধ ছিল। এবার উহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার উদ্দেশ্য এই ছিল যে, যদি তাহার নিকট হইতে জানিতে পারি যে, কামতাপ্রসাদের কোন্ কোন্ স্থানে অধিক পরিমাণে যাতায়াত আছে, ও যদি সে কলিকাতায় প্রত্যাগমন করে, তাহা হইলে, কোথায় তাহার সহিত সাক্ষাৎ হইবার সম্ভাবনা? কিন্তু ঐ স্ত্রীলোকটীর নিকট হইতে কোনরূপ সন্ধানই প্রাপ্ত হইলাম না; বেশ বুঝিতে পারিলাম যে, তাহার পেটের কোন কথা বাহির করা আমাদিগের কর্ম্ম নহে।

ঐ স্ত্রীলোকটীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া নিতান্ত নিরাশ হৃদয়ে থানায় বসিয়া আছি, এরূপ সময় দেখিতে পাইলাম, আমাকে সাহায্য করিবার নিমিত্ত কলিকাতা হইতে অপর আর একজন কর্ম্মচারী সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কামতাপ্রসাদ ইঁহার নিকটও উত্তমরূপে পরিচিত, ইনিও পূর্ব্বে আমাদিগের সহিত এই অনুসন্ধানে নিযুক্ত ছিলেন। আমার সাহায্যের নিমিত্ত ইনি আসিয়া উপস্থিত হওয়ায় আমার অনেকটা সাহস হইল। ভাবিলাম, এখন যাহা করিব, দুইজনে পরামর্শ করিয়া সেই কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে পারিব।

তিনি আমার নিকট সমস্ত কথা অবগত হইয়া ঐ স্ত্রীলোকটীর সহিত একবার সাক্ষাৎ করিতে চাহিলেন, কিন্তু আমি তাহাকে কহিলাম, উহার সহিত দেখা করিয়া কোন লাভ নাই, তাহার নিকট হইতে কোন কথা পাইবার কিছুমাত্র উপায় নাই। আমার কথা শুনিয়াও তিনি তাহার সহিত দুই চারিটী কথা কহিতে চাহিলেন। আমি তাঁহার কথায় আর কোনরূপ প্রতি-

বাদ না করিয়া, যে স্থানে ঐ স্ত্রীলোকটী আবদ্ধ ছিল, তাহা তাঁহাকে দেখাইয়া দিলাম। তিনি সেই স্থানে গমন করিলেন। সেই সময় সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে, অন্ধকারে মেদিনী আবৃত হইয়া পড়িয়াছে।

ঐ কর্ম্মচারী আমার নিকট হইতে গমন করিবার কিয়ৎক্ষণ পরেই প্রত্যাগমন পূর্ব্বক কহিলেন, "স্ত্রীলোকটীর সহিত আমার সাক্ষাৎ হইল না; যে প্রহরীর পাহারায় তাহাকে রাখা হইয়াছিল, তাহার নিকট হইতে অবগত হইতে পারিলাম যে, সে পলায়ন করিয়াছে।"

আমি। কি, সেই স্ত্রীলোকটী পলায়ন করিয়াছে?

কর্ম্মচারী। তাহাই তো শুনিলাম।

আমি। কখন্ পলায়ন করিয়াছে?

কর্ম্ম। আমি সেই স্থানে যাইবার কিছুক্ষণ পূর্ব্বে?

আমি। সে যে এখন একজন প্রধান আসামী। তাহার নিকট হইতেই যে সমস্ত অলঙ্কার পাওয়া গিয়াছে। সে কিরূপে পলায়ন করিল?

কর্ম্ম। সেই প্রহরীর প্রমুখাৎ আমি যাহা অবগত হইলাম, তাহাতে এই মাত্র বুঝিতে পারিলাম যে, সেই স্ত্রীলোকটী মল-মূত্র পরিত্যাগ করিবার নিমিত্ত বাহিরে যাইতে চাহে, ও প্রহরীকে ফটক খুলিয়া দিতে অনুরোধ করে। তাহার কথায় বিশ্বাস করিয়া প্রহরী তাহার কারাগারের দ্বার মুক্ত করিয়া দেয়। সে বাহিরে আসিয়া মল-ত্যাগের ভানে একটু দূরে গমন করে, ও ক্রমে অন্ধকারের ভিতর বিলীন হইয়া যায়। সে কহে যে, অনেক অনুসন্ধান করিয়া আর তাহাকে পাওয়া যায় না।

আমি। আমার বিবেচনায় ও মিথ্যা কথা, ইহা চতুর কামতা-প্রসাদের একটী চাতুরী। সে-ই কোনরূপ উপায় অবলম্বন করিয়া প্রহরীকে হস্তগত করিয়া ঐ স্ত্রীলোকটীকে লইয়া প্রস্থান করিয়াছে।

ঐ কর্ম্মচারীকে এই কথা বলিয়া আমি তখনই গাত্রোত্থান করিলাম, ও থানার ভার-প্রাপ্ত কর্ম্মচারীকে সংবাদ প্রদান করিয়া, যে স্থানে ঐ স্ত্রীলোকটীকে আবদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছিল, সেই স্থানে গমন করিলাম। আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ থানার ভার-প্রাপ্ত কর্ম্মচারীও সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রহরীকে জিজ্ঞাসা করায় পূর্ব্বে সে যেরূপ বলিয়াছিল, এখনও সেইরূপ কহিল; কিন্তু তাহার কথায় আমরা কোনরূপেই বিশ্বাস করিতে পারিলাম না। ঐ প্রহরীর উপরই আমাদিগের সন্দেহ হইল, আসামীর অনুসন্ধান পরিত্যাগ করিয়া ঐ প্রহরীর বাক্স অনুসন্ধান করিলাম। তাহার বাক্সের ভিতর হইতে নগদ ২০০৲ শত টাকা বাহির হইল। ঐ টাকা সে কোথা হইতে প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা তাহাকে জিজ্ঞাসা করায় সে তাহার সন্তোষজনক উত্তর প্রদান করিতে পারিল না। কহিল, সে অনেক দিবস হইতে এই অর্থ ক্রমে ক্রমে সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

সেই স্ত্রীলোকটী কিরূপে পলাইয়া গেল, ও কোন্ দিক দিয়াই যে গমন করিল, আমরা তাহার বিশেষরূপ অনুসন্ধান করিতে আরম্ভ করিলাম। অনুসন্ধান করিয়া ঐ স্ত্রীলোকটীর সম্বন্ধে কোনরূপ সন্ধানই পাওয়া গেল না, কিন্তু এই মাত্র জানিতে পারিলাম যে, যে সময়ে ঐ স্ত্রীলোকটী পলায়ন করে, তাহার কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্ব হইতে একখানি একা থানার নিকটবর্ত্তী এক স্থানে দাঁড়াইয়া ছিল, ও অনুমান হয়, তাহার ভিতর একটী পুরুষ মানুষও বসিয়া ছিল। এই সংবাদ জানিতে পারিয়া আমাদের মনে যে একটু সন্দেহ ছিল, তাহা সম্যক্‌রূপে দূর হইল। তখন বেশ বুঝিতে পারিলাম যে, একার মধ্যে যে পুরুষটী বসিয়া ছিল, সে কামতাপ্রসাদ ভিন্ন অপর আর কেহই নহে। আরও বুঝিতে পারিলাম, কামতাপ্রসাদই ঐ প্রহরীকে হস্তগত করিয়া, ঐ স্ত্রীলোকটীকে সঙ্গে লইয়া ঐ একায় করিয়া প্রস্থান করিয়াছে; সুতরাং সেই স্থানে ঐ স্ত্রীলোকটীর অনুসন্ধান করা একেবারেই অনাবশ্যক।

মনে মনে এইরূপ ভাবিয়া ঐ স্ত্রীলোকটী যে বাড়ীতে বাস করিত, একবার সেই স্থানে গমন করিলাম। সেই সময় পর্য্যন্ত ঐ বাড়ীতে পাহারা ছিল। তাহার ও অপরাপর ব্যক্তিগণের নিকট হইতে জানিতে পারিলাম যে, সেই স্ত্রীলোকটী ঐ বাড়ীতে আর যায় নাই, বা কামতাপ্রসাদকেও সেই স্থানে কেহ দেখে নাই।

এখন আমাদিগের প্রধান কার্য্য হইল, যদি কোনরূপে সেই একার অনুসন্ধান করিয়া উঠিতে পারি। ঐ উদ্দেশ্যের উপর লক্ষ্য রাখিয়া যখন আমরা অপরাপর একাওয়ালার নিকট অনুসন্ধান করিতেছি, সেই সময় একজন একাওয়ালার নিকট হইতে অবগত হইতে পারিলাম যে, একখানি একা করিয়া একটী স্ত্রীলোক ও একজন পুরুষকে সে ফতোয়া ষ্টেসন অভিমুখে গমন করিতে দেখিয়াছে। সে আরও কহিল, ঐ একাখানি পাটনা সহরের নহে, কিছু দিবস পূর্ব্বে সে ঐ একাওয়ালাকে একবার বাঁকিপুর রেলওয়ে ষ্টেসনে একা লইয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়াছে। ঐ একাওয়ালার নিকট হইতে এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া তাহারই একা ভাড়া করিয়া ফতোয়া ষ্টেসন অভিমুখে গমন করিতে লাগিলাম। ঐ স্থান হইতে ফতোয়া চারি ক্রোশের কম নহে। আমরা দুই ক্রোশ আন্দাজ গমন করিয়াছি, এরূপ সময়ে দেখিলাম, একখানি একা আস্তে আস্তে পাটনা অভিমুখে আগমন করিতেছে। উহাতে আরোহী নাই। ঐ একাখানি দেখিয়াই আমাদিগের একাচালক কহিল, সে যে একার কথা বলিয়াছিল, ঐ সেই একা আসিতেছে। একা-চালকের কথা শুনিয়া তাহার একা হইতে আমরা অবতরণ করিলাম। দেখিতে দেখিতে সেই একাখানি আসিয়া আমাদিগের নিকট উপস্থিত হইল ও আমাদিগের নির্দ্দেশমত সেও তাহার একা হইতে অবতরণ করিয়া আমাদিগের সম্মুখে আসিয়া দণ্ডায়মান হইল। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম "তুমি যে দুইজন আরোহীকে লইয়া গিয়াছিলে, তাহাদিগকে কোথায় রাখিয়া আসিলে?"

আমার কথার উত্তর প্রদানে সে প্রথমত ইতস্তত করিতে

লাগিল; কিন্তু আমাদিগের একা-চালক তাহাকে ভয় প্রদর্শন করিয়া বুঝাইয়া বলিবার পর সে কহিল "আমি তাহাদিগকে রেলওয়ে ষ্টেসনে ছাড়িয়া দিয়াছিলাম।"

আমি। তোমার একা উহারা কোথায় ভাড়া করিয়াছিল ও কেইবা প্রথমে ভাড়া করে?

একা-চালক। যে পুরুষটী আমার গাড়িতে ছিল, সে-ই বাঁকিপুর রেলওয়ে ষ্টেসনের নিকট আমার একা ভাড়া করিয়াছিল।

আমি। সেই সময় ঐ স্ত্রীলোকটী তাহার সহিত ছিল?

একা-চা। ঐ স্ত্রীলোকটী সেই সময় তাহার সহিত ছিল না।

আমি। তোমার একা ভাড়া করিয়া সে কোথায় যায়?

একা-চা। প্রথমতঃ সে পাটনা সহরে গমন করে ও আমায় ভাড়া দিয়া সে কোথায় চলিয়া যায়। যাইবার সময় আমাকে অগ্রিম আরও একটী টাকা দিয়া আমার একা হাজির রাখিতে কহেন, আরও কহেন যে, তিনি আমার একাতেই পুনরায় বাঁকিপুরে প্রত্যাগমন করিবেন। আমি প্রায় দুই দিবস কাল সেই স্থানে অপেক্ষা করি। তাহার পর গত কল্য সন্ধার পর তিনি আমার একায় আরোহণ করিয়া এক স্থানে প্রায় অর্দ্ধঘণ্টাকাল অপেক্ষা করেন। তাহার পর ঐ স্ত্রীলোকটী কোথা হইতে আসিয়া উহাতে আরোহণ করিলে বাঁকিপুরের পরিবর্ত্তে, তিনি আমাকে ফতোয়া রেলওয়ে ষ্টেসনে লইয়া যান, ও সেই স্থানে রেলওয়ে ষ্টেসনে অবতরণ করিয়া আমাকে বিদায় দেন। তাহার পর আমি সেই স্থানের আর একটী ভাড়া পাই, এবং এখন আমি নিজস্থানে ফিরিয়া যাইতেছি।

ঐ একা-চালকের সমস্ত কথাই আমরা বিশ্বাস করিলাম। সে

ঐ পুরুষ ও স্ত্রীলোকটীর যেরূপ চেহারা আমাদিগের নিকট বলিয়াছিল, তাহাতে আমরা বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলাম যে, আরোহীদ্বয় কামতাপ্রসাদ ও তাহার সেই স্ত্রীলোকটী ভিন্ন অপর আর কেহই নহে। আরও বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলাম যে, কামতা-প্রসাদ কোন গতিকে রেলগাড়ি হইতে বাহিরে আসিয়া বাঁকিপুরে তাহার একা ভাড়া করে ও তাহার স্ত্রীলোকটী উদ্ধার করিবার মানসেই সে পুনরায় পাটনায় আগমন করে, ও তাহার মনবাঞ্ছা-পূর্ণ করিয়া সেই স্থান হইতে প্রস্থান করে।

মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়া আমি তাহাকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলাম "যে তোমার একা ভাড়া করিয়াছিল, সে পাটনা সহরে আসিয়া কোথায় ছিল, তাহার কিছু তুমি বলিতে পার?" উত্তরে সেই একাচালক কহিল, সে সহরের মধ্যে গিয়াছিল, কিন্তু যে কোথায় ছিল, তাহা কিন্তু সে অবগত ছিল না।

ঐ একা-চালকের নিকট এই সমস্ত বিষয় অবগত হইয়া তাহাকেও সঙ্গে লইয়া ফতোয়া ষ্টেসনে গিয়া উপস্থিত হইলাম। যে স্থানে সে উহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছিল, তাহা আমাদিগকে দেখাইয়া দিল। আমরা সেই স্থানে অনুসন্ধান করিয়া অবগত হইতে পারিলাম যে, সে যাহা বলিয়াছিল, তাহা প্রকৃত। আরও জানিতে পারিলাম, উহারা মোকামা ষ্টেসনের দুইখানি মধ্য শ্রেণীর টিকিট লইয়া গমন করিয়াছে।

আমাদিগের সমভিব্যাহারী একা দুইখানিকে সেই স্থানে ছাড়িয়া দিয়া, আমরাও মোকামা ষ্টেসনের টিকিট লইয়া সেই স্থানে গমন করিলাম। সেই স্থানে অনুসন্ধান করিয়া উহাদিগের কোনরূপ সন্ধান করিয়া উঠিতে পারিলাম না। রেলওয়ে বুকিং

আফিসে অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিলাম যে, ফতোয়া ষ্টেসনের কোন টিকিট সেই দিবস কোন আরোহী মোকামা ষ্টেসনে প্রদান করে নাই। বুকিং আফিসে এই অবস্থা অবগত হইয়া বেশ বুঝিতে পারিলাম, হয় কামতাপ্রসাদ এই স্থানে অবতরণ করিয়া টিকিট না দিয়া আস্তে আস্তে বাহির হইয়া গিয়াছে, না হয়, পথিমধ্যে অপর কোন ষ্টেসনে অবতরণ করিয়া প্রস্থান করিয়াছে।

ঐ স্থানে যখন কামতাপ্রসাদের কোনরূপ সন্ধান করিয়া উঠিতে পারিলাম না, তখন আমরা কোন্ স্থানে গমন করিব, তাহারই চিন্তা করিতে লাগিলাম। পরিশেষে ইহাই সাব্যস্ত হইল যে, একবার কলিকাতায় গমন করিয়া কামতাপ্রসাদের স্ত্রীলোকের ঘরে যে সকল অলঙ্কার পাওয়া গিয়াছে, তাহা সেই স্থানে রাখিয়া দিয়া ও প্রধান কর্ম্মচারীকে সমস্ত অবস্থা বলিয়া পরিশেষে উহাদিগের অনুসন্ধানে বহির্গত হইব।

মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়া পুনরায় পাটনায় আসিয়া উপস্থিত হইলাম। কারণ, যে সকল অলঙ্কার ঐ স্ত্রীলোকটীর ঘর হইতে পাওয়া গিয়াছিল, তাহা সেই স্থানেই রক্ষিত ছিল। ঐ স্থানে আগমন পূর্ব্বক ঐ সকল অলঙ্কার লইয়া আমরা উভয়েই কলিকাতায় গমন করিলাম। সেই স্থানে ঐ সকল অলঙ্কার যে থানায় মোকর্দ্দমা সেই থানার ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীর জিম্মায় রাখিয়া দিয়া, প্রধান কর্ম্মচারীর সহিত সাক্ষাৎ পূর্ব্বক কামতা-প্রসাদের অনুসন্ধানে বহির্গত হইবার নিমিত্ত প্রস্তুত হইলাম ও পরদিবস অতি প্রত্যুষে হাবড়া ষ্টেসনে আসিয়া পশ্চিমের গাড়িতে আরোহণ করিলাম। আমাদিগের প্রধান উদ্দেশ্য, সর্ব্ব প্রথমে

মোকামায় অবতরণ করিব ও সেইস্থান হইতে যে দিকে গমন করা বিবেচনা করিব, পরিশেষে সেই দিকেই গমন করিব।

আমরা হাবড়া ষ্টেসনে আসিয়া গাড়িতে উঠিলাম। গাড়ি পশ্চিম অভিমুখে যাত্রা করিল। হুগলিতে ঐ গাড়ি আসিয়া উপস্থিত হইলে, একজন আরোহী অনেকক্ষণ ঘুরিয়া সমস্ত গাড়ি দেখিয়া পরিশেষে আমরা যে গাড়িতে ছিলাম, সেই গাড়িতে আরোহণ করিল। নৈহাটী হইতে যে গাড়ি গঙ্গাপার হইয়া হুগলি ষ্টেসনে আগমন করে, সেই ব্যক্তিও ঐ গাড়িতে আসিয়া হুগলিতে উপস্থিত হন। তিনি যে সময় আসিয়া ঐ গাড়ির ভিতর প্রবেশ করেন, সেই সময় আমাদিগের গাড়ি প্রায় ছাড়িয়া দিয়াছিল, তাহার পর ঐ গাড়িতে আর কেহই উঠিতে পান না।

ঐ ব্যক্তিকে দেখিয়া বোধ হইল, উহাকে আমি ইতিপূর্ব্বে কোথায় দেখিয়াছি। কিন্তু কোথায় যে দেখিয়াছি, তাহা অনেক-ক্ষণ পর্য্যন্ত ভাবিয়াও কিছুমাত্র স্থির করিয়া উঠিতে পারিলাম না। পরিশেষে আমি কিন্তু তাহাকে কহিলাম "মহাশয়কে কোথায় যেন দেখিয়াছি বলিয়া বোধ হইতেছে, কিন্তু ঠিক মনে করিয়া উঠিতে পারিতেছি না।"

আরোহী। আমারও বোধ হইতেছে যে, আমিও আপ-নাকে কোথায় দেখিয়াছি।

আমি। আপনি কোথায় থাকেন?

আরোহী। কলিকাতায় অনেক সময় থাকি, কিন্তু আমার বাসস্থান কলিকাতায় নহে—দিল্লীতে।

আমি। কলিকাতায় আপনি কি করিয়া থাকেন

আরোহী। সেই স্থানে আমার একখানি দোকান আছে।

আমি। আপনার দোকান মুর্গিহাটায় নহে?

আরোহী। হাঁ।

আমি। এখন আমার মনে হইতেছে, আপনাকে এক দিবস আমি কামতাপ্রসাদের বাসায় দেখিয়াছিলাম না?

আরোহী। বোধ হয় দেখিয়া থাকিবেন।

আমি। কামতাপ্রসাদ এখন কোথায়?

আরোহী। এখন তিনি কোথায়, তাহা এখন আমি ঠিক বলিতে পারিতেছি না। এই গাড়িতেই তাঁহার কলিকাতা হইতে আসিবার কথা ছিল, কিন্তু অনুসন্ধান করিয়া তাঁহাকে এই গাড়িতে দেখিতে পাইলাম না। গাড়ি ছাড়িবার ঘণ্টা হইয়া গেল, কাজেই আমাকে এই গাড়িতে উঠিতে হইল।

আমি। কামতাপ্রসাদের সহিত আপনার ছাড়াছাড়ি কখন্ ও কোথায় হইয়াছে?

আরোহী। আজ প্রত্যুষে সিয়ালদহ ষ্টেসনে আমার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। আমাকে দেখিয়াই তিনি কহিলেন, আপনি দেখিতেছি দেশে যাইতেছেন, আপনার সহিত সাক্ষাৎ হইল ভালই হইল, আমিও পশ্চিমে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছি, কিন্তু এখন দেখিতেছি, একটী বাক্স যাহাতে কতকগুলি মূল্যবান্ দ্রব্য আছে, তাহা আমি বাসায় ফেলিয়া আসিয়াছি। আমি সেই গুলি লইয়া ইহার পরে যে পশ্চিমের গাড়ি হাবড়া ষ্টেসন হইতে ছাড়িবে, সেই গাড়িতে গিয়া হুগলি ষ্টেসনে আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিব। আপনাকেও ঐ গাড়িতে গমন করিতে হইবে। কারণ, নৈহাটীতে আপনার যে কার্য্য আছে,

তাহা শেষ করিয়া ও তৎপরে পশ্চিম যাইতে হইলে আপনা-কেও ঐ গাড়ি অবলম্বন করিতে হইবে। আর যদি কোন গতিকে গাড়ি ফেল হইয়া আপনার সহিত সাক্ষাৎ নাই হয়, তাহা হইলে আমি গমন করিবার সময় আপনার বাড়ীতে গিয়া আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিব, ও সেই স্থান হইতে আমার এই বাক্সটী আপনার নিকট হইতে লইয়া যাইব। ইহার মধ্যেও আমার কিছু মূল্যবান্ দ্রব্য আছে, অপর আর কাহাকেও বিশ্বাস করিয়া আমি কাহারও হস্তে উহা প্রদান করিয়া যাইতে পারি না, অথচ ইহা সঙ্গে করিয়া পুনরায় বাসায় লইয়া যাইতে চাহি না।” এই বলিয়া কামতাপ্রসাদ একটী বাক্স আমাকে প্রদান করিলেন। উহা লইতে আমি প্রথমতঃ অসম্মত হইলাম, কিন্তু যাঁহার নিকট হইতে অনেক সময় অনেক উপকার প্রাপ্ত হইয়াছি, তাঁহার অনুরোধ কিছুতেই লঙ্ঘন করিতে পারিলাম না। কাজেই ঐ বাক্স আমাকে লইয়া আসিতে হইল।

আমি। কামতাপ্রসাদের নিকট হইতে আপনি কিরূপ উপকার প্রাপ্ত হইতেন ?

আরোহী। কামতাপ্রসাদ বিশেষ ভদ্র এবং বড়লোক। তিনি বিস্তর অর্থ লইয়া কারবার করিয়া থাকেন। আমরা সামান্য দোকানদার, সামান্য মূলধনে আমরা ব্যবসা চালাইয়া থাকি, কিন্তু তাঁহার অনুগ্রহে আমার কোন মহাজনই বুঝিতে পারেন না যে, আমার মূলধন কম। কারণ, আমার যখন যত টাকার প্রয়োজন হয়, কামতাপ্রসাদ নিতান্ত সামান্য সুদে আমাকে সেই অর্থ দিয়া বিশেষরূপ উপকার করিয়া থাকেন।

আমি। আপনি জানেন কি যে, কামতাপ্রসাদের বাসস্থান কোথায়, ও তিনি কি কার্য্য করিয়া থাকেন ?

আরোহী। তাহা আমি বিশেষরূপ অবগত নহি। শুনিয়াছি, তিনি একজন খুব বড় সওদাগর; বোম্বাই, মান্দ্রাজ, রেঙ্গুন, প্রভৃতি বড় বড় স্থানে তাঁহার কারবার আছে। তিনি কলিকাতায় থাকিয়া বিলাতে সওদাগরদিগের সহিত কার্য্যের বন্দোবস্ত প্রভৃতি করিয়া থাকেন, ও সময় সময় নিজের কারবার-স্থানে গমন করিয়া দেখিয়া আসেন। একবার কোন সওদাগর সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত তাঁহাকে সিমলা পাহাড়ে গমন করিতে হয়। সেই সময় অনুগ্রহ করিয়া তিনি একবার দিল্লীতে অবতরণ করেন, ও এই দরিদ্রের গৃহে পদধূলিও প্রদান করিয়াছিলেন।

আমি। তাঁহার সম্বন্ধে এ সমস্ত কথা আপনি কিরূপে জানিতে পারিলেন ?

আরোহী। আমি তাহার মুখেই এই সব কথা শুনিয়াছি। তিনি আমাকে বিশেষ অনুগ্রহ করেন বলিয়া এই সকল কথা আমাকে বলিয়াছেন।

আমি। আপনি আমাকে চিনিতে পারিয়াছেন কি ?

আরোহী। ঠিক চিনিয়া উঠিতে পারি নাই, তবে যতদূর আমার মনে হইতেছে, তাহাতে বোধ হয়, আপনি পুলিস-কর্ম্ম-চারী। কামতাপ্রসাদের আশ্রিতা একটী স্ত্রীলোক হত হইবার পর, সেই অনুসন্ধানের সময় কামতাপ্রসাদের সহিত আপনাকে দেখিয়াছি বলিয়া অনুমান হইতেছে।

আমি। আপনার অনুমান সত্য। আমি একজন পুলিস

কর্ম্মচারী। ঐ হত্যা মোকর্দ্দমার অনুসন্ধান আমি করিয়াছিলাম কামতাপ্রসাদ ঐ মোকর্দ্দমার অনুসন্ধানে আমাদিগকে বিশেষরূপ সাহায্য করিয়াছিলেন।

আরোহী। ঐ মোকর্দ্দমার কোনরূপ কিনারা হইয়াছে কি?

আমি। কিছুই করিয়া উঠিতে পারি নাই, পারিব বলিয়াও অনুমান হইতেছে না।

ঐ আরোহীর কথা শুনিয়া বেশ বুঝিতে পারিলাম যে, কামতা-প্রসাদ পুনরায় কলিকাতায় গমন করিয়াছে, ও সেই স্থানেই লুক্কা-য়িত ভাবে সে তাহার সেই স্ত্রীলোকটীর সহিত অবস্থান করিতেছে।

আমি তাহাকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলাম, কামতাপ্রসাদ আপনার নিকট যে বাক্সটী রাখিতে দিয়াছে, তাহা আপনি কোথায় রাখিয়াছেন?

আরোহী। আমার এই পোর্টমেণ্টের ভিতর উহা আছে।

আমি। ঐ বাক্সের মধ্যে কামতাপ্রসাদের কি মূল্যবান্ দ্রব্য আছে, তাহা আপনি বলিতে পারেন?

আরোহী। তাহা আমি অবগত নহি; কারণ, উহা আমি খুলিয়া দেখি নাই।

আমি। উহাতে কি আছে না আছে, খুলিয়া একবার দেখা উচিত নহে কি?

আরোহী। দেখিয়া আর কি করিব। যাহা আছে, তাহা উহার মধ্যেই আছে।

আমি। কামতাপ্রসাদ কেবল আপনার নহে, আমারও এক-জন বন্ধু, সুতরাং উহার ভিতর তাহার কি মূল্যবান্ দ্রব্য আছে, একবার দেখা যাউক; বাক্সটী বাহির করুন্ দেখি।

আরোহী। উহার চাবি তো আমার নিকটে নাই। উহা খুলিব কি প্রকারে?

আমি। বাক্সটীই বাহির করুন না কেন; দেখা যাউক্, উহা কিরূপ বাক্স। আপনি জানেন, দুই কারণে আমার ঐ বাক্স খুলিয়া দেখিবার অধিকার আছে। ১ম—কামতাপ্রসাদ আমার বন্ধু; ২য়—আমি পুলিস কর্ম্মচারী। আপনি কলিকাতা হইতে কোন দ্রব্য অপহরণ করিয়া পলায়ন করিতেছেন কি না, তাহাও আমার দেখা কর্ত্তব্য। এই জন্যই বলিতেছি, অনুগ্রহপূর্ব্বক বাক্সটী বাহির করুন; উহার ভিতর কি কি মূল্যবান্ দ্রব্যাদি আছে, একবার দেখিয়া লই। বিশেষ আমার সম্মুখে ঐ বাক্স প্রথমে খুলিলে পরিশেষে আর কেহ বলিতে পারিবে না যে, ঐ সকল দ্রব্য ভিন্ন অপর আর কোন দ্রব্য উহার ভিতর ছিল।

আমার কথা শুনিয়া ঐ আরোহী অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত মনে মনে কি ভাবিয়া, পরিশেষে তাহার পোর্টমেণ্টের ভিতর হইতে ঐ বাক্সটী বাহির করিয়া বেঞ্চের উপর রাখিয়া দিল। দেখিলাম, বাক্সটী টিনের ও প্রকৃতই বদ্ধ। আমার নিকট যে কয়েকটী আমার নিজের চাবি ছিল, তাহা দিয়া ঐ বাক্সটী খুলিবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম। একটী চাবি উহাতে লাগিয়া গেল। বাক্সটী সর্ব্ব সমক্ষে খুলিয়া ফেলিলাম। দেখিলাম, উহা কতকগুলি স্বুবর্ণ অলঙ্কারে পূর্ণ। ঐ অলঙ্কারগুলি দেখিবামাত্রই আমরা বিস্মিত হইয়া পড়িলাম। ও ক্রমে যথন উহা এক একখানি করিয়া বাহির করিতে লাগিলাম, আমার বিস্ময় ততই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। দেখিলাম, যে সকল অলঙ্কার আমি ইতিপূর্ব্বে পাটনায় কামতাপ্রসাদের সেই স্ত্রীলোকের ঘরস্থিত লোহার সিন্দুকের

মধ্য হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, ইহা সেই সকল অলঙ্কার। যে সকল অলঙ্কার আমি পরিশেষে পাটনার থানায় জমা রাখিয়াছিলাম, ও তাহা সেই স্থান হইতে গ্রহণ করিয়া কলিকাতায় লইয়া গিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীকে প্রদান করিয়া পূর্ব্বদিবস যাহার রসিদ লইয়া আসিয়াছি, এই সকল অলঙ্কার তাহারই অংশ। এই অবস্থা দৃষ্টে আমার মনে নিতান্ত বিস্ময়-সূচক ভাবনা আসিয়া উপস্থিত হইল। আমিও আমার পোর্টমেণ্টটী খুলিয়া উহার মধ্য হইতে পাটনায় প্রাপ্ত অলঙ্কার গুলির তালিকার একটী নকল বাহির করিয়া, উহার সহিত ঐ অলঙ্কারগুলি মিলাইয়া দেখিতে লাগিলাম। দেখিলাম, যে সকল অলঙ্কার সেই হত স্ত্রীলোকের বলিয়া আমরা সন্দেহ করিয়াছিলাম, সেই সকল অলঙ্কার উহার ভিতর নাই। তদ্ব্যতীত আরও অনেকগুলি গহনা দেখিতে পাইলাম না, অবশিষ্ট সমস্তই তালিকার সহিত মিলিয়া গেল। কিন্তু এ রহস্যের কোনরূপ অর্থই বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। যে সকল অলঙ্কার পুলিসের হস্তে—পুলিসের পাহারায় পুলিস মালখানার ভিতর আছে, তাহা কিরূপে একজন মুর্গিহাটার দোকানদারের হস্তে আসিয়া পড়িল? আর যদি তাহার কথাই প্রকৃত হয়, তাহা হইলে কামতাপ্রসাদই বা কিরূপে সেই সকল অলঙ্কার সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইল? পুনরায় ভাবিলাম, যে কামতাপ্রসাদ পাটনার পুলিস-গারদের মধ্য হইতে ও পুলিস প্রহরীর পাহারার মধ্য হইতে একটী স্ত্রীলোককে স্থানান্তরিত করিতে পারে, সে কলিকাতা পুলিস মালখানা ও প্রহরীর পাহারার মধ্য হইতে অলঙ্কারগুলিই যে স্থানান্তরিত না করিতে পারিবে,

তাহাই বা বলি কি প্রকারে? সে যাহা হউক, ক্রমে সমস্ত কথাই জানিতে পারিব।

গহনাগুলি আমার নিকটস্থিত তালিকার সহিত মিলিয়া যাওয়ায়, আর উহা সেই আরোহীকে প্রত্যর্পণ করিলাম না, বা তাহাকেও আর আমার নজরের বাহির হইতে দিলাম না। আমার সহিত অপর যে একজন কর্ম্মচারী ছিলেন, ঐ আরোহী ও অলঙ্কার তাহার জিম্মায় রহিল। ক্রমে গাড়ি গিয়া বর্দ্ধমান ষ্টেসনে উপস্থিত হইল। সেই স্থানে আমরা গাড়ি হইতে অবতরণ করিলাম, ঐ আরোহীকেও আমাদিগের সহিত নামাইয়া লইলাম। সেই স্থান হইতে কলিকাতার প্রধান পুলিস কর্ম্মচারীর নিকট একখানি টেলিগ্রাফ করিলাম, উহার মর্ম্ম এইরূপ;—"সঠিক সংবাদ পাইয়াছি, কামতাপ্রসাদ এখনও কলিকাতায় আছে। অদ্য প্রাতে সিয়ালদহ ষ্টেসন হইতে একখানি ঠিকা গাড়িতে সে বড়বাজার অভিমুখে গিয়াছে। তাহার সঙ্গি একজন লোককে আমরা ধরিয়াছি। যে সকল অলঙ্কার আমি পাটনা হইতে কলিকাতায় লইয়া গিয়া থানায় রাখিয়া আসিয়াছি, তাহার মধ্যে অনেকগুলি অলঙ্কার ঐ ব্যক্তির নিকট পাইয়াছি। কেবল হত স্ত্রীলোকটীর অলঙ্কারগুলি উহার সহিত নাই। ইহার রহস্য কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। উত্তরের অপেক্ষায় বর্দ্ধমান ষ্টেসনে রহিলাম।"

তিন ঘণ্টার মধ্যেই আমার প্রেরিত টেলিগ্রাফের উত্তর আসিল। উত্তর প্রাপ্তে জানিতে পারিলাম যে, যে থানার মাল-খানায় ঐ সকল অলঙ্কার রক্ষিত ছিল, সেই স্থান হইতে ঐ সকল অলঙ্কার অপহৃত হইয়া গিয়াছে। সিন্দুকের তালা যেমন ছিল,

তেমনি আছে, উহার উপর প্রহরীর যেরূপ পাহারা ছিল, তাহা সেইরূপই আছে; কেবল মধ্যে মধ্যে বদলি হইয়াছে মাত্র, অথচ তাহার মধ্য হইতে সমস্তই অপহৃত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু কখন্ যে অপহৃত হইয়াছে, ও সেই সময় যে কাহার পাহারা ছিল, তাহা এ পর্য্যন্ত কিছুই স্থির হয় নাই, ও আমার নিকট হইতে টেলিগ্রাফ পাইবার অগ্রে কেহ অবগত হইতেও পারেন নাই যে, থানার মধ্যে এইরূপ ভয়ানক ব্যাপার সংসাধিত হইয়াছে। ঐ টেলিগ্রাফে আমাদিগের উপর কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিবার আদেশ হইল। এই সংবাদ প্রাপ্ত হইবার পরই যে গাড়ি প্রাপ্ত হইলাম, তাহাতেই কলিকাতায় গমন করিলাম। বলা বাহুল্য, পূর্ব্বকথিত আরোহী ও তাহার নিকট হইতে প্রাপ্ত অলঙ্কারগুলিও লইয়া গেলাম।

আমি কলিকাতায় গিয়া উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই কামতাপ্রসাদের নিমিত্ত বিশেষরূপ অনুসন্ধান আরম্ভ হইয়াছিল। সহর ও সহরতলীর ছোট বড় সমস্ত কর্ম্মচারী এই উপলক্ষে একত্রিত হন। এই অনুসন্ধানে শ্বেত ও কৃষ্ণকায় কর্ম্মচারীর কিছুমাত্র প্রভেদ বুঝিতে পারা যায় না, বা প্রত্যেকের দায়িত্ব বিষয়েও কিছুমাত্র তারতম্য পরিলক্ষিত হয় না। সহর ও সহরতলীর সমস্ত স্থান ভিন্ন ভিন্ন বিভাগে বিভক্ত করা হয়, ও প্রত্যেক বিভাগের অনুসন্ধানের ভার এক একজন কর্ম্মচারীর হস্তে ন্যস্ত হয়, ও ঐ সকল কর্ম্মচারীগণের উপর দৃষ্টি রাখিবার জন্য প্রধান প্রধান কয়েকজন কর্ম্মচারীও বিভাজিতরূপে নিযুক্ত হন। ইহাদিগের প্রত্যেকের উপর এইরূপ কঠিন আদেশ প্রদত্ত হয় যে, যখন জানিতে পারা যাইবে, কামতাপ্রসাদ যে যে স্থানে

গমন করিয়াছে, বা যে যে স্থানে লুক্কায়িত ভাবে অবস্থিতি করিয়াছে, সেই সেই স্থানের মধ্যে অনুসন্ধানে যে যে কর্ম্মচারী নিযুক্ত ছিলেন, তাহাদিগের কোনরূপ ওজর আপত্য না শুনিয়া সরকারি কর্ম্ম হইতে তাহাদিগকে বিতাড়িত ও তাহাদিগের প্রাপ্য বেতন বাজেয়াপ্ত করা যাইবে।

যাহারা চাকরি করিয়া নিজব্যয় সম্পাদন ও পরিবার প্রতি-পালন করিয়া থাকেন, তাহাদিগের পক্ষে এইরূপ আদেশ যে কিরূপ ভয়ানক, তাহা চাকুরে মাত্রেই অনুমান করিতে পারিবেন।

বলা বাহুল্য, নিতান্ত ভীতিবিহ্বল চিত্তে সকলেই আপনাপন নির্দ্দিষ্ট স্থানে ঘর ঘর অনুসন্ধান করিবার নিমিত্ত গমন করি-লেন। কেহ ঘাটে ঘাটে, কেহ ষ্টেসনে ষ্টেসনে, কেহ পথে পথে, কেহ বাগানে বাগানে, তাহার অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। যাঁহার যাঁহার উপর ঘোড়ার গাড়ির কোচমান-দিগের নিকট অনুসন্ধানের ভার ছিল, তাঁহারা আস্তাবলে আস্তা-বলে ছুটিতে লাগিলেন। যাঁহারা নৌকায় নৌকায় অনুসন্ধান করিতেছিলেন, তাঁহাদিগকে ঘাটমাঝির স্মরণ লইতে হইল। এই রূপে কর্ম্মচারীমাত্রই আপনাপন নির্দ্দিষ্ট কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। থানার যে সকল নূতন নালিস বা অপর যে সকল কার্য্য আসিতে লাগিল, তাহার অনুসন্ধান প্রভৃতি সেই সময়ের নিমিত্ত স্থগিত রহিল। পুলিস কর্ম্মচারীগণের এইরূপ অবস্থা দৃষ্টে অনেক অধিবাসীও পুলিসকে বিশেষরূপে সাহায্য করিতে আরম্ভ করিলেন।

এদিকে কামতাপ্রসাদকে ধৃত করিবার নিমিত্ত ৫০০ শত টাকা পুরস্কার বিজ্ঞাপিত হইল। ঐ বিজ্ঞাপন ছাপা হইয়া প্রত্যেকের গৃহে গৃহে প্রদত্ত হইতে লাগিল।

এইরূপে অনুসন্ধান করিতে করিতে কোন কোন কর্ম্মচারী কামতাপ্রসাদের কোন কোন সংবাদ প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন, কেহ বা তাহার সেই স্ত্রীলোকটীর সন্ধানও আনিতে লাগিলেন, কিন্তু উহাদিগকে কেহই সহজে আনিতে সমর্থ হইলেন না। তবে ইহা বেশ অনুমান হইতে লাগিল যে, কামতাপ্রসাদ এখন পর্য্যন্ত কলিকাতা সহর পরিত্যাগ করিয়া বাহিরে গমন করেন নাই।

এইরূপে অনুসন্ধান করিতে করিতে এক দিবস একজন কর্ম্মচারী যিনি কামতাপ্রসাদকে চিনিতেন না, তিনি কামতা-প্রসাদকে তাঁহার সেই স্ত্রীলোকটীর সহিত একখানি ক্ষুদ্র নৌকার মধ্যে দেখিতে পাইলেন। ঐ নৌকাখানি সেই সময় সহর পরিত্যাগ করিয়া দক্ষিণদিকে গমন করিতেছিল। অনুমান করিয়া উহাদিগকে ধরিতে সেই কর্ম্মচারীর সাহসে কুলাইল না, কিন্তু তিনি তৎক্ষণাৎ এই সংবাদ তাঁহার উপরিতন কর্ম্ম-চারীকে প্রদান করিলেন। তিনি কালবিলম্ব না করিয়া যে যে কর্ম্মচারী কামতাপ্রসাদকে চিনিত, তাহাদিগকে দুইখানি ষ্টিম-লঞ্চে দুই দিকে প্রেরণ করিলেন। তাঁহারা প্রত্যেক নৌকা দেখিতে দেখিতে ক্রমে অগ্রবর্ত্তী হইতে লাগিলেন। যিনি দক্ষিণদিকে গমন করিয়াছিলেন, তিনি মেটিয়াব্রুজের নিকট উপস্থিত হইয়া সেই নৌকাখানি দেখিতে পাইলেন ও উহার মধ্যে কামতা-প্রসাদ ও সেই স্ত্রীলোকটীকে প্রাপ্ত হইলেন। উহাদিগের সহিত দুই তিন সহস্র নগদ টাকা ভিন্ন আর কিছুই ছিল না। কামতাপ্রসাদ ও তাহার সেই স্ত্রীলোকটীকে ধরিয়া আনিবার সময় কামতাপ্রসাদ আর এক খেলা খেলিয়া তাহার ধৃতকারী কর্ম্ম

চারীর চক্ষে ধূলি-মুষ্টি প্রদান করিবার উদ্‌যোগ করিয়াছিল, কিন্তু তাহাতেও সে কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। কর্ম্মচারী উহাদিগকে ধৃত করিয়া উভয়কেই আপনার ষ্টিম-লঞ্চের উপর উঠাইয়া লন, ও যে নৌকায় উহারা গমন করিতেছিল, সেই নৌকাখানি তাহার সেই ষ্টিম-লঞ্চের সহিত বাঁধিয়া লইয়া কলিকাতা অভিমুখে আগমন করিতে থাকেন। কামতাপ্রসাদের হাত হাতকড়ির দ্বারা আবদ্ধ করিয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু স্ত্রীলোকটীকে কোনরূপে আবদ্ধ করিয়াছিলেন না। মেটিয়াব্রুজ হইতে কিছুদূর আসিবার পরই ঐ ষ্টিমলঞ্চের উপরই ঐ স্ত্রীলোকটীর হঠাৎ মূর্চ্ছা হয়। তিনি একেবারে অজ্ঞান হইয়া সেই স্থানে ষ্টিমলঞ্চের উপরই পড়িয়া যান। তাঁহার মূর্চ্ছা অপনোদনের নিমিত্ত প্রথমতঃ চেষ্টা করা হয়, কিন্তু তাঁহার মূর্চ্ছা অপনোদিত না হওয়ায়, যাহাতে তাঁহার ভালরূপ শুশ্রূষা হয়, তাহার নিমিত্ত কামতাপ্রসাদের হাতের হাতকড়ি খুলিয়া দিয়া তাহাকে উহার শুশ্রূষা-কার্য্যে নিযুক্ত করা হয়। কিন্তু কামতাপ্রসাদ তাহার সুশ্রূষা করিবার পরিবর্ত্তে বন্ধনোন্মুক্ত হইবামাত্রই সেই ষ্টিমলঞ্চ হইতে গঙ্গাগর্ভে ঝম্ফ প্রদান করে। তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ষ্টিমলঞ্চের দুই একজন খালাসীও তাহাকে ধরিবার নিমিত্ত গঙ্গাগর্ভে পতিত হন, কিন্তু অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত কামতাপ্রসাদকে দেখিতে পাওয়া যায় না। পরিশেষে দেখিতে পাওয়া যায় যে, দূরে একটী লোক গঙ্গা-তরঙ্গের মধ্যে সন্তরণ প্রদান করিয়া ধীরে ধীরে গমন করিতেছে, ইহা দেখিয়াই ষ্টিমলঞ্চের সারঙ্গ সেই দিকে তাহার লঞ্চ লইয়া গিয়া অনেক কষ্টে তাহাকে জল হইতে উত্তোলন করেন। কামতাপ্রসাদ সন্তরণ

জানিলেও সেই সময় তিনি অতিশয় ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন বলিয়াই কষ্ট করিয়াও পুনরায় তাঁহাকে ধৃত করিতে পারা যায়। যে সময় কামতাপ্রসাদ গঙ্গাবক্ষে ঝম্ফ প্রদান করিয়াছিলেন, সেই সময় ঐ স্ত্রীলোকটীর প্রতি বিশেষ কাহারও লক্ষ্য ছিল না। কেবলমাত্র তাহার উপর এই মাত্র লক্ষ্য ছিল যে, সেও যেন কামতাপ্রসাদের অনুসরণ না করে। সেই সময় জানিতে পারা যায়, তাহার যে মূর্চ্ছা হইয়াছিল, তাহা প্রকৃত মূর্চ্ছা নহে, মূর্চ্ছার ভান মাত্র। এইরূপ উপায় অবলম্বন করিলে যদি কামতাপ্রসাদ কোনরূপে পুলিসের হস্ত হইতে উদ্ধার হইতে পারে, এই নিমিত্তই সে মূর্চ্ছার ভানে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার আরও ইচ্ছা ছিল, কামতাপ্রসাদকে ধৃত করিবার মানসে সকলে যখন বিশেষরূপে ব্যস্ত থাকিবে, সেই সময় যদি সুযোগ পায়, তাহা হইলে সেও পলায়নের চেষ্টা করিবে। কিন্তু তাহার ইচ্ছাও কার্য্যে পরিণত হইতে পারিল না। কামতাপ্রসাদও পুনরায় ধৃত হইল।

উহাদিগকে ধরিয়া কলিকাতায় আনা হইল, কিন্তু তাহারা কোন কথা স্বীকার করিল না। সেই স্ত্রীলোকটীকে হত্যা করার কথা দূরে থাকুক, কিরূপ উপায়ে কামতা রেলগাড়ি হইতে অন্তর্হিত হন, কিরূপ উপায়ে তিনি পুলিস-হাজত ও পুলিস প্রহরীর পাহারা হইতে তাঁহার সেই স্ত্রীলোকটীকে উদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, ও কিরূপেই বা তিনি কলিকাতার থানার ভিতরস্থিত মালখানার বাক্সের ভিতর হইতে অলঙ্কারগুলি পুনরায় অপহরণ করিয়াছিলেন, তাহা কোনরূপেই কহিলেন না ও পুলিস প্রহরীগণকে কিরূপে বশীভূত করিতে সমর্থ হইয়া-

ছিলেন, তাহার আভাসও আমাদিগকে প্রদান করিলেন না। কিন্তু কলিকাতার থানার ভিতর হইতে অলঙ্কারগুলি অপহৃত হইবার পর তাহার কিয়দংশ তিনি যে তাঁহার সেই বন্ধুকে প্রদান করিয়াছিলেন, কেবল তাহাই স্বীকার করিলেন। ঐ সকল অলঙ্কারের মধ্যে খুনি মোকর্দ্দমা সম্বন্ধীয় অলঙ্কার একখানিও ছিল না। ঐ অলঙ্কারগুলি কি করিয়াছেন, তাহা জিজ্ঞাসা করায় তিনি স্পষ্ট করিয়া কোন কথা কহিলেন না, কিন্তু ভাব-ভঙ্গিতে যাহা কহিলেন, তাহাতে আমরা ইহা বুঝিতে পারিলাম যে, তাঁহার উপর যখন খুনি মোকর্দ্দমা চাপান হইয়াছে, তখন তাঁহাকে তাহার জীবন রক্ষার উপায় দেখিতে হইবে। তিনি যে হত্যা করিয়াছেন, এ কথা কেহ বলিতে পারিবে না; কারণ হত্যা করিতে কেহ কাহাকেও দেখে নাই। এ অবস্থায় হত্যা মোকর্দ্দমার প্রমাণ করিতে হইলে অপহৃত অলঙ্কারের উদ্ধার ভিন্ন আর কোন উপায় নাই। বিচারকের নিকট যদি সেই সকল অলঙ্কার উপস্থিত করিতে না পারা যায়, তাহা হইলে কোন বিচারকই কোন ব্যক্তিকে হত্যা মোকর্দ্দমায় দণ্ড প্রদান করিতে পারেন না।

কামতাপ্রসাদের কথা শুনিয়া সকলেই বুঝিতে পারিলেন যে, থানার ভিতর হইতে কামতাপ্রসাদ কেন অলঙ্কারগুলি অপহরণ করিয়াছিল, ও হত স্ত্রীলোকটীর অলঙ্কারগুলি বিশ্বাস করিয়া সে কেন কাহার হস্তে অর্পণ করে নাই।

ঐ সমস্ত অলঙ্কার কামতাপ্রসাদ কি করিল, তাহার নিমিত্ত বিস্তর অনুসন্ধান হইল, কিন্তু ফলে কিছু দাঁড়াইল না। ঐ সমস্ত অলঙ্কার সম্বন্ধে কামতাপ্রসাদ বিশেষ কিছুই বলিল না।

ঐ স্ত্রীলোকটীর নিকট হইতে যদি কোন কথা পাওয়া যায়, তাহার নিমিত্ত অনেকরূপ চেষ্টা করা হইল, কিন্তু সে কোন রূপে কাহার নিকট কোন কথার উত্তরই প্রদান করিল না। সে স্পষ্টই কহিল, তাহাকে যতই পীড়াপীড়ি করুন, ভাল হউক আর মন্দ হউক, সে কোনরূপে কোন কথার উত্তর প্রদান করিবে না।

উহারা ধৃত হইবার পর উহাদিগকে লইয়া ১৫ দিবস অনুসন্ধান হইল, কিন্তু কার্য্যে কিছুই হইল না। তখন অনন্যো-পায় হইয়া কর্তৃপক্ষীয়গণ উহাকে খুনি মোকর্দ্দমা হইতে অব্যা-হতি প্রদান করিয়া উহার উপর চুরি মোকর্দ্দমা উপস্থিত করিলেন। থানার ভিতর হইতে যে সকল অলঙ্কার অপহৃত হইয়াছিল, তাহাই অপহরণ করা অপরাধে তাহাকে ও তাহার সেই স্ত্রীলোকটীকে বিচারকের নিকট প্রেরণ করা হইল। ইতিপূর্ব্বে তিনি যে যে স্থান হইতে কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন, তাহার কাগজ পত্র ও প্রমাণ-প্রয়োগ বিচারকের নিকট উপস্থিত করা হইল। বিচারকালে খুনি মোকর্দ্দমা প্রভৃতি সমস্ত অবস্থা তিনি জানিতে পারিলেন। কিরূপে হত্যা মোকর্দ্দমার অলঙ্কার-গুলি তাহার সেই স্ত্রীলোকের নিকট হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায়, কিরূপে তিনি আসামীকে পুলিসের হাজত হইতে পলায়নের সহায়তা করেন, ও পরিশেষে কিরূপে তিনি থানার মালখানা হইতে ঐ সকল অলঙ্কার পুনরায় অপহরণ করিয়া, হত্যাপরাধের আসামী হইতে আপনাদিগকে রক্ষা করেন, তাহার সমস্ত অবস্থা বিচারকালে বিচারকের জানিতে বাকী রহিল না।

বিচারে সেই স্ত্রীলোকটী চুরি অপরাধে অব্যাহতি পাইল, কিন্তু

পুলিসের হাজত-গৃহ হইতে পলায়ন করা অপরাধে তিন মাসের জন্য কারারুদ্ধ হইল। কামতাপ্রসাদ ১০ বৎসরের জন্য নির্ব্বাসিত হইলেন। *

সমাপ্ত।

সাবাইস বুদ্ধি।

(অর্থাৎ একটী স্ত্রীলোকের অদ্ভুত জুয়াচুরি রহস্য !)

শ্রীপ্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত।

১৪ নং হুজুরিমল্‌স লেন, বৈঠকখানা,
"দারোগার দপ্তর" কার্য্যালয় হইতে
শ্রীউপেন্দ্রভূষণ চৌধুরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত

দ্বাদশ বর্ষ।] সন ১৩১১ সাল। [কার্ত্তিক।

PRINTED BY BALA HORI PAL, AT THE

Hindu Dharma Press.

No 70, *Aheereetola Street, Calcutta.*

সাবাইস বুদ্ধি

প্রথম পরিচ্ছেদ।

আজকাল এদেশে পাশ্চাত্যশিক্ষার বহুল প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে কোন কোন সম্প্রদায়ের স্ত্রীলোকদিগের স্বাধীনতাও খুব বাড়িয়া, প্রায় ইংরাজ-রমণীগণের ন্যায় হইয়া উঠিয়াছে ও উঠিতেছে। হিন্দু বলুন, মুসলমান বলুন, কোন সম্ভ্রান্তবংশীয় স্ত্রীলোকগণ ইহার পূর্ব্বে ঘরের বাহির হইতেন না, পর-পুরুষের সম্মুখীন হইতেন না, ইহা আমাদিগের জীবনের এক সময় দেখিয়াছি। এমন কি, বারবনিতাগণকেও যে কখন একাকী প্রকাশ্যভাবে কেবল-মাত্র পুরুষ-মানুষ-সমাবৃত সভাসমিতি, কি অন্য কোন স্থানে বা কোন দোকান প্রভৃতি প্রকাশ্য স্থানে দেখিয়াছি, তাহাও মনে হয় না; সময় সময় তাহারা কোন দ্রব্যাদি খরিদ করিবার নিমিত্ত দোকানাদিতে গমন করিত সত্য, কিন্তু হয় কোন পুরুষ-মানুষ তাহাদিগের সঙ্গে গমন করিত, অথবা তাহার সমব্যবসায়ী অপর ২।৪ জন স্ত্রীলোককে সঙ্গে লইয়া সে তাহার বাড়ীর বাহির হইত। আজকালও তাহাদিগের মধ্যে অনেকটা সেইরূপ পদ্ধতি

প্রবর্ত্তিত আছে; কিন্তু সম্প্রদায় বিশেষের মধ্যে ভদ্র স্ত্রীলোক-দিগের স্বাধীনতা এতদূর বাড়িয়া উঠিয়াছে যে, কোন স্থানে গমনাগমন করিতে হইলে কাহাকেও আর সঙ্গে লইবার তাহা-দিগের প্রয়োজন হয় না; সভা-সমিতিতে একাকীই গমন করিয়া সহস্রাধিক পুরুষের মধ্যে অনায়াসেই গিয়া উপবেশন করেন। গড়ের মাঠে শত শত ইংরাজ বাঙ্গালীর ও অপরাপর দেশীয় পুরুষবর্গের মধ্যে একাকীই বায়ু সেবন করিয়া থাকেন। দেশীয় ও বিদেশীয়গণের বড় বড় দোকানে একাকিনী গমন করিয়া দ্রব্যাদি খরিদ বিক্রয় করিতেও কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হন না।

সকল সম্প্রদায়ের স্ত্রীলোকমাত্রেই পুরুষ অপেক্ষা মাননীয়া, সুতরাং যে স্থানেই তাঁহারা গমন করুন না কেন, পুরুষ অপেক্ষা সকলেই তাহাদিগকে একটু মান্য করিয়া থাকে। তাহাদিগের কার্য্য অগ্রেই সম্পাদিত হয় ও তাহাদিগের কথায় অনেকেই স্বভাবতঃ বিশ্বাস করিয়া থাকেন। কারণ, আপনি দেখিবেন যে, পুরুষগণ যেরূপ মিথ্যা কথা কহিয়া থাকেন, স্ত্রীলোকগণ তাহা অপেক্ষা অনেক অল্প পরিমাণে মিথ্যা কথা বলিয়া থাকেন। সুতরাং পূর্ব্বকথিত নবঅবগুণ্ঠন উদঘাটিতা স্ত্রীলোকগণ যে কার্য্যের নিমিত্ত যে স্থানে গমন করেন, তাহাদিগের সেই কার্য্য সর্ব্বাগ্রেই সংসাধিত হইয়া থাকে।

যে স্থানে ভাল আছে, মন্দও সেইস্থানে আছে। যে স্থানে প্রকৃত দ্রব্য পাওয়া যায়, সেই স্থানেই অপ্রকৃত দ্রব্যের অভাব থাকে না। স্থূলকথায়, যে স্থানে আসল—সেই স্থানেই নকল দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু আসল নকল চিনিয়া লইতে পারে, এরূপ জহুরি কয়জন আছে? মনুষ্য দেখিয়া তাহার হৃদয়ের

উপাদান বাছিয়া লইতে সমর্থ হয়, এরূপ লোক সহজে কয়জন দেখিতে পাওয়া যায়।

রাত্রি ১২টার পর আমি বড়বাজারের ভিতর দিয়া আসিতেছি। দেখিলাম, একখানি জহুরির দোকান সেই সময় ভিতর হইতে বন্ধ, কিন্তু দোকানের ভিতর আলো জ্বলিতেছে। ঐ দোকানখানি আমি পূর্ব্ব হইতেই জানিতাম, ও ঐ দোকানের অধিকারীর সহিত আমার পরিচয়ও ছিল। ইতিপূর্ব্বে ঐ দোকান হইতে কয়েক সহস্রমুদ্রা মূল্যের জহরত চুরি হইয়াছিল। ঐ চুরি মোকদ্দমার অনুসন্ধান আমি করিয়াছিলাম, চোর ধৃত ও অপহৃত জহরতের পুনরুদ্ধারও হইয়াছিল। সেই সময় হইতে আমি ঐ জহুরির সহিত পরিচিত। রাত্রি ৯টার পর ঐ দোকান খোলা থাকে না, দোকানের একটী ব্যতীত সমস্ত দরজা ভিতর হইতে বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। অবশিষ্ট দরজাটীতে কেবল কয়েকটী তালা বাহির হইতে বন্ধ থাকে। দোকানের ভিতর লোকজন কেহই থাকে না, পুলিসের অনুকম্পার উপর ঐ দোকান সমস্ত রাত্রি রক্ষিত হয়। আজ ঐ দরজাটী পর্য্যন্ত ভিতর হইতে বন্ধ দেখিয়া ও উহার মধ্যে আলো জ্বলিতেছে দেখিয়া, আমার সম্পূর্ণরূপ বিশ্বাস হইল যে, ঐ দোকানের ভিতর চোর প্রবেশ করিয়াছে, ও আলো জ্বালিয়া নিশ্চয়ই মূল্যবান জহরতাদি অপহরণ করিতেছে। দরজার ফাঁক দিয়া ঐ দোকানের আভ্যন্তরীণ অবস্থা দর্শন করিবার বিশেষরূপে চেষ্টা করিলাম, কিন্তু কিছুই দেখিতে পাইলাম না। নিকটে কোন প্রহরীকেও দেখিতে পাইলাম না, অথচ সেইস্থান পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে গমন করিয়া কোনরূপ বন্দোবস্ত করিতেও সাহসী হইলাম না।

এইরূপ অবস্থা দেখিয়া সেই সময় কিং করা কর্ত্তব্য, সেই-স্থানে দাঁড়াইয়া মনে মনে ইহা ভাবিতেছি, এরূপ সময় হঠাৎ ভিতর হইতে বন্ধ দরজার একটা খুলিয়া একজন লোক সেই দোকান হইতে বহির্গত হইল। উহাকেই দেখিয়া চোর বিবেচনায় আমি দ্রুতপদে উহার নিকট গমন করিয়া তাহাকে ধরিলাম। হঠাৎ ধৃত হওয়ায় সে অতিশয় বিস্মিত হইল এবং আমাকে কহিল, "কেন মহাশয় আমাকে ধরিতেছেন?"

উত্তরে আমি কহিলাম, "তুমি কে?" আমার কথা শুনিয়া সে কহিল, "আমি এই দোকানের একজন কর্ম্মচারী, বিশেষ কোন কার্য্য উপলক্ষে আমি বাহিরে যাইতেছি।"

আমি। আপনি যে এই দোকানের কর্ম্মচারী, তাহা কে জানে?

কর্ম্মচারী। দোকানের ভিতর আমার মনিব আছেন, তিনিই বলিবেন যে, আমি তাঁহার দোকানের কর্ম্মচারী কি না?

আমি। আচ্ছা আসুন, আপনার মনিবের নিকট।

এই বলিয়া ঐ ব্যক্তিকে সঙ্গে লইয়া আমি ঐ দোকানের ভিতর প্রবেশ করিলাম। দেখিলাম, বাস্তবিকই সেই দোকানের স্বত্বাধিকারী সেই স্থানেই বসিয়া আছেন, তাঁহার সহিত আরও দুই চারিজন লোক সেইস্থানে বসিয়া আছেন। আমাকে দেখিয়াই তিনি চিনিলেন ও বিশেষ অভ্যর্থনার সহিত আমাকে সেইস্থানে বসাইলেন। তাঁহার লোককে আমি ঐরূপে দোকানের মধ্যে লইয়া যাওয়ার নিমিত্ত আমি বিশেষরূপে লজ্জিত হইলাম। কি সন্দেহের উপর নির্ভর করিয়া আমি তাঁহাকে ঐরূপে দোকানে লইয়া গিয়াছি, তাহা তাঁহাকে সমস্ত কহিলাম। তিনি আমার

কথা শ্রবণ করিয়া বিশেষরূপ সন্তুষ্ট হইলেন। পরিশেষে কহিলেন, "আপনি এই সময় এখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, ইহাতে আমার বোধ হইতেছে, আমার যে সর্ব্বনাশ হইয়াছে, তাহার প্রতিকার আপনার দ্বারাই সম্পন্ন হইবে।. এই নিমিত্তই ভগবান দয়া করিয়া এই অসময়ে আপনাকে এখানে আনিয়া উপস্থিত করিয়াছেন।"

উহাঁর কথা শুনিয়া আমি কিছুই অনুমান করিয়া উঠিতে পারিলাম না। সুতরাং আমাকে জিজ্ঞাসা করিতে হইল, "আপনার আবার কি সর্ব্বনাশ হইল?"

জহুরি। আমার প্রায় দশসহস্র টাকা অপহৃত হইয়াছে। তাহার উপর বোধ হয়, একটী জীবনও নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

আমি। এ কিরূপ কথা, ইহার কিছুই আমি বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। কবে এরূপ ঘটনা ঘটিয়াছে?

জহুরি। ইহা আজ সন্ধ্যার সময়ের ঘটনা।

আমি। জীবন নষ্ট হইয়াছে, কথাটী কি?

জহুরি। আমি সমস্ত অবস্থা আপনার নিকট বলিতেছি, শুনিয়া যাহাতে ইহার প্রতিবিধান হয়, তাহার চেষ্টা আপনাকে করিতে হইবে। এক সময় আপনি আমার বিশেষরূপ উপকার করিয়াছেন। এবারও আমাকে এই ঘোরবিপদ হইতে উদ্ধার করুন।

আমি। কি ঘটিয়াছে বলুন দেখি।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

আমার কথার উত্তরে সেই জহুরি কহিলেন, "আজ সন্ধ্যার পর আমি আমার দোকানে বসিয়া আছি, এরূপ সময়ে একটী এদেশীয় স্ত্রীলোক দোকানের ভিতর প্রবেশ করিল। ইনি এক-খানি ব্রুহাম গাড়ীতে করিয়া আগমন করেন। ব্রুহামখানি নূতন বলিয়া অনুমান হয়, ঘোড়াটীও বিশেষ মূল্যবান ওয়েলার। তিনি ঐ গাড়ীতে একাকীই আসিয়াছিলেন, আজকাল এদেশীয় বিলাত ফেরত যুবকগণের শিক্ষিতা মহিষীগণ বা ব্রাহ্মিকাগণ, যেরূপভাবে বস্ত্রাদি পরিধান করিয়া থাকেন, উনিও সেইরূপ ভাবে সজ্জিতা ছিলেন। তিনি গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়া, পুরুষের ন্যায় অথবা মেমসাহেবদিগের স্থায় একাকী আমার দোকানের ভিতর প্রবেশ করিয়া আমাকে কহিলেন, 'আপনি আমাকে চিনেন কি?' উত্তরে আমি কহিলাম, 'না, আমি আপনাকে ইতিপূর্ব্বে আর কখন দেখিয়াছি বলিয়া অনুমান হয় না।' 'পরিচয় পরে হইবে, এখন আমার দুইটী জিনিষের আবশ্যক আছে, যদি আপনার দোকানে থাকে, তাহা হইলে দেখান দেখি'।"

আমি। কি কি দ্রব্যের আবশ্যক?

স্ত্রীলোক। একজোড়া উৎকৃষ্ট হীরক-বলয় ও একছড়া মতির মালা।

তাঁহার কথা শুনিয়া আমার দোকানে যে সকল হীরকবলয় প্রস্তুত ছিল, তাহা এক এক করিয়া তাঁহাকে দেখাইলাম, ও

কয়েক ছড়া মতির মালাও তাঁহাকে দেখাইলাম। দেখিয়া দেখিয়া তিনি উহার মধ্য হইতে একজোড়া বলয় ও এক ছড়া মালা পছন্দ করিলেন। সেই সঙ্গে দুইটী হীরার ও একটী মাণিকের আংটীও তাঁহার পছন্দ হইল। তিনি ঐ সমস্ত দ্রব্যের মূল্য আমাকে জিজ্ঞাসা করিলে আমি কহিলাম, উহার মূল্য পনর সহস্র টাকা হইবে। ঐ সকল দ্রব্যের প্রকৃতমূল্য দশ হাজার টাকা; কিন্তু তাঁহার সহিত অনেক কসা মাজা করিয়া বার হাজার টাকা উহার মূল্য অবধারিত হইল। তখন তিনি তাঁহার পকেট হইতে একটা রূপার কার্ডকেস বাহির করিয়া তাহার মধ্য হইতে এক-খানি কার্ড বাহির করিয়া আমার হস্তে অর্পণ করিলেন। কার্ডে যে নাম মুদ্রিত ছিল, তাহা দেখিয়া আমি বুঝিলাম যে, উনি কলিকাতা হাইকোর্টের একজন বিখ্যাত কৌন্সলির স্ত্রী। বার হাজার কেন, সেই কৌন্সলি সাহেব যদি বিশ হাজার টাকার অলঙ্কার দেনায় চাহেন, তাহা আমি অনায়াসেই দিতে পারি।

ঐ স্ত্রীলোকের পরিচয় পাইয়া আমি কহিলাম, "এই অলঙ্কার-গুলি কি আপনি নিজে লইয়া যাইবেন, কি আমি উহা আপনার বাড়ীতে পাঠাইয়া দিব।" আরও জিজ্ঞাসা করিলাম, "ইহার মূল্য এখন আপনি প্রদান করিবেন, না বাকী থাকিবে, পরে ইহার বিল পাঠাইয়া দিব।"

"ইহার মূল্য আপনি নগদ পাইবেন, কিন্তু এত টাকার অলঙ্কার আমার স্বামীকে একবার না দেখাইয়া লওয়া কর্ত্তব্য নহে, অদ্যই রাত্রির গাড়ীতে কোন একটী মোকদ্দমা উপলক্ষে তাঁহাকে বাহিরে যাইতে হইবে। তিনি তাঁহার নিমিত্ত একটু ব্যস্ত আছেন বলিয়া, আমার সহিত আসিতে পারিলেন না।

আপনি গহনাগুলি আমার সহিত লইয়া আসুন, আমার স্বামীকে দেখাইয়া ইহার মূল্য লইয়া আসিবেন।”

উঁহার কথায় আমার অবিশ্বাস করিবার কিছুমাত্র কারণ ছিল না, একে তিনি, যাঁহার স্ত্রী বলিয়া পরিচয় প্রদান করিতেছেন, তিনি আমার উত্তমরূপ পরিচিত—তাহার উপর নিয়মিত লাভের উপর দুই সহস্রমুদ্রা অধিক লাভের প্রলোভন ছাড়িয়া দেওয়া ব্যবসায়ীর পক্ষে অসম্ভব। সুতরাং ঐ সকল অলঙ্কার তাঁহার স্বামীর নিকট পাঠাইয়া দিতে প্রস্তুত হইলাম। আমার দোকানের বিশেষ বিশ্বাসী ও সর্ব্বপ্রধান কর্ম্মচারী যিনি ছিলেন, তাঁহাকেই ঐ অলঙ্কারগুলি লইয়া তাঁহার সহিত পাঠাইয়া দিলাম। গাড়ীতে উঠিবার সময় আমার কর্ম্মচারী একটু ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। কারণ, ব্রুহাম গাড়ীতে কেবল একপার্শ্বে ভিন্ন বসিবার স্থান নাই, সেইস্থানে ঐ স্ত্রীলোকটী উপবেশন করিবেন, সুতরাং তাঁহার পার্শ্বে তিনি কিরূপে বসেন, এইরূপ একটু ইতস্ততঃ করিয়া ঐ কর্ম্মচারী আমার দ্বারবানকে একখানি গাড়ী আনিতে কহিলেন। ইহা শুনিয়া ঐ স্ত্রীলোকটী কহিলেন, আর গাড়ী আনিবার প্রয়োজন নাই। আমার গাড়ীতেই আইস, আমার পার্শ্বে বসিয়া গমন করিলে, তাহাতে আমি অবমাননা বোধ করিব না। উঁহার কথা শুনিয়া আমার কর্ম্মচারী কি একটু ভাবিলেন ও পরিশেষে তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইয়া ঐ গাড়ীতেই আরোহণ করিয়া, তাঁহার পার্শ্বে উপবেশন করিয়া গমন করিলেন। বলা বাহুল্য, অলঙ্কারগুলি তাঁহার সঙ্গে রহিল।

একঘণ্টার মধ্যে তাঁহার প্রত্যাগমন করিবার কথা ছিল, কিন্তু ক্রমে দুই ঘণ্টাকাল অতিবাহিত হইয়া গেল, তিনি প্রত্যা-

গমন করিলেন না বা কোনরূপ সংবাদও প্রদান করিলেন না। সুতরাং আমার মনটা একটু ব্যস্ত হইয়া পড়িল। বাসায় যাইবার নিমিত্ত আমার গাড়ী প্রস্তুত ছিল, ঐ গাড়ীতে আরোহণ করিয়া আমি সেই কৌন্সলি সাহেবের বাড়ীতে গমন করিলাম। তাঁহার সহিত সাক্ষাৎও হইল, কিন্তু তাঁহার নিকট জানিতে পারিলাম যে, তাঁহার স্ত্রী এখন কলিকাতায় নাই, তিনি এখন দার্জ্জিলিংয়ে আছেন ও অপর কোন স্ত্রীলোককে তিনি কোন অলঙ্কারাদি খরিদ করিবার নিমিত্ত কোম স্থানে প্রেরণ করেন নাই, ও ঐরূপের কোন স্ত্রীলোককে তিনি জানেন না, অথবা অলঙ্কারাদি লইয়া কেহ তাঁহার বাড়ীতে আগমনও করে নাই।

কৌন্সলি সাহেবের কথা শ্রবণ করিয়া আমার বুদ্ধি লোপ পাইয়া গেল, কিছুক্ষণের নিমিত্ত আমি হিতাহিতজ্ঞান-বিবর্জ্জিত হইয়া পড়িলাম। সেই সময় কি করা কর্ত্তব্য, তাহার কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া, আমি আমার দোকানে ফিরিয়া আসিলাম। দোকানের অপরাপর কর্ম্মচারীগণের সহিত পরামর্শ করিয়া ইহাই স্থির হইল যে, আর কালবিলম্ব না করিয়া থানায় গিয়া এই সংবাদ প্রদান করা হউক। ঐ সংবাদ লইয়া থানায় যে লোক গমন করিতেছিল, আপনি তাহাকেই ধৃত করিয়া এখানে আনিয়াছেন।

আমি। তাহা হইলে এখনও থানায় সংবাদ দেওয়া হয় নাই?

জহুরি। না।

আমি। শীঘ্র সংবাদ পাঠাইয়া দিন।

আমার কথা শুনিয়া সেই ব্যক্তি থানায় সংবাদ দিতে দ্রুতপদে গমন করিল।

আমি। আপনি এত বড় চতুর লোক হইয়া একটা স্ত্রী-লোকের নিকট এইরূপে প্রবঞ্চিত হইলেন ?

জহুরি। স্ত্রীলোক বলিয়াই তাহার নিকট আমি প্রবঞ্চিত হইয়াছি, পুরুষ হইলে বোধ হয়, আমাকে এইরূপ প্রতারিত করিতে পারিত না। সে যাহা হউক, আমার অর্থের অদৃষ্টে যাহা হয় হউক, অর্থ পুনরায় উপার্জ্জিত হইবে। কিন্তু আমার বিশ্বস্ত প্রধান কর্ম্মচারীর যদি কোনরূপে জীবন নষ্ট করিয়া ফেলে, তাহা হইলে কি সর্ব্বনাশ হইবে বলুন দেখি ?

আমি। আপনার সেই বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী তো ঐ স্ত্রীলোকটীর সহিত মিলিত হইয়া, এইরূপ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করে নাই ?

জহুরি। না মহাশয়, তাহা কোনরূপেই হইতে পারে না। তাঁহার দ্বারা এরূপ কার্য্য কিছুতেই সম্পন্ন হইবে না।

আমি। তাঁহার বাসা কোথায় ? সেই স্থানের সংবাদ লইয়াছেন কি, তিনি ত বাসায় প্রত্যাগমন করেন নাই ?

জহুরি। তিনি তাঁহার বাসায় যাইবেন না। কারণ তিনি অবগত আছেন যে, তাঁহার অপেক্ষায় আমি এখানে বসিয়া আছি। তদ্ব্যতীত তাঁহার বাসার সংবাদও লওয়া হইয়াছে, তিনি বাসায় আসেন নাই। জীবিত থাকিলে ত বাসায় প্রত্যাগমন করিবেন।

জহুরি। তাহার জীবন সম্বন্ধে কোন ভাবনা নাই। যাহার দ্বারা এই কার্য্য হইয়াছে, সে কাহাকেও হত্যা করিবার জন্য এই কার্য্য করে নাই। সে অর্থ অপহরণ করিবার মানসেই এই কার্য্য করিয়াছে।

জহুরি। তাহা হইলেই ভাল, উহাকে জীবিত অবস্থায় প্রাপ্ত হইলেই আমি সন্তুষ্ট। অলঙ্কারের ভাগ্যে যাহা হয় হউক।

আমি। আপনার কর্ম্মচারীকেও প্রাপ্ত হইবেন, অলঙ্কারও পাইবেন। তবে আমাদিগের অদৃষ্টে যে কষ্ট আছে, সেই কষ্ট আমাদিগকে সহ্য করিতে হইবে।

আমাদিগের মধ্যে এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছে, এরূপ সময়ে থানা হইতে কর্ম্মচারীগণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

থানা হইতে যে সকল পুলিস কর্ম্মচারীগণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তাহাদিগের মধ্যে সর্ব্ব-প্রধান কর্ম্মচারী ছিলেন একজন ইংরাজ। তিনিও ঐ জহুরির নিকট সমস্ত অবস্থা অবগত হইয়া পরিশেষে আমাকে কহিলেন, "এখন আমাদিগের কি কর্ত্তব্য? আমি যতদূর শুনিতে পাইলাম, তাহাতে বেশ বুঝিতে পারিতেছি, এই মোকদ্দমার সহিত আমাদিগের কোনরূপ সংস্রব নাই, ইহা সম্পূর্ণরূপ দেনা পাওনা ঘটিত মোকদ্দমা। সেই ভদ্র স্ত্রীলোকটী অলঙ্কারের মূল্য স্থির করিয়া খরিদ করিয়া লইয়া গিয়াছে; এখন যদি সে তাহার মূল্য না দেয়, তাহা হইলে দেওয়ানি আদালত আছে,—দেওয়ানি মোকদ্দমায় আমরা হস্তক্ষেপ করিব কেন?"

ইংরাজ-কর্ম্মচারীর কথা শুনিয়া আমি কহিলাম, "আমার মতে ইহা দেনা পাওনার মোকদ্দমা নহে; সেই ভদ্র স্ত্রীলোকটী যে বঞ্চনার অপরাধ করিয়াছেন, তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। তাহার উপর যে ব্যক্তি ঐ অলঙ্কার বহন করিয়া লইয়া গিয়াছে, তাহারও আর কোন সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না। পরিশেষে যদি তাহার মৃতদেহ পাওয়া যায়, তাহা হইলেও কি দেওয়ানি আদালতে ঐ মোকদ্দমা চলিবে?"

ইংরাজ কর্ম্মচারী। তাহাকে যদি জীবিত অবস্থায় পাওয়া যায়? যাহা হউক, যখন আমরা এখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি, তখন ইহার অনুসন্ধান হউক। আমার সহিত যে সকল কর্ম্মচারী আসিয়াছে, তাহারা রহিল, আপনিও আছেন। যে যে অনুসন্ধান করার প্রয়োজন বিবেচনা করেন, তাহা আপনারা করুন, আমি এখন চলিলাম। আমার হস্তে আরও কতকগুলি বিশেষ কার্য্য আছে।

এই বলিয়া ইংরাজ-কর্ম্মচারী সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। তাঁহার সহিত যে কয়েকজন কর্ম্মচারী আসিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে একজন পশ্চিম দেশবাসী বহু পুরাতন কর্ম্মচারী ছিলেন; কলিকাতা সহরের অনেক অবস্থা তিনি উত্তমরূপে জানিতেন। তাঁহার উর্দ্ধতন ইংরাজ কর্ম্মচারী সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিলে তিনি কহিলেন, "উহাঁর গতিকই ঐরূপ, মামলা মোকদ্দমা উনি ঐরূপ ভাবেই অনুসন্ধান করিয়া থাকেন, আর অনুসন্ধানের উনি জানেনই বা কি? উনি উপস্থিত থাকিলে কার্য্য আরও নষ্ট হইত, প্রস্থান করিয়াছেন ভালই হইয়াছে। এখন কোন্ পন্থা অবলম্বন করিয়া এই মোক-

দ্দমার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইতে হইবে, তাহাই বলুন, সেই পন্থা অবলম্বন করিয়া আমরা ক্রমেই অগ্রসর হই।"

ঐ কর্ম্মচারীর কথা শুনিয়া আমি অতিশয় সন্তোষ হইলাম ও তাঁহাকে কহিলাম, "যাঁহার দ্বারা এই কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে, তাহা আমি বুঝিতে পারিয়াছি, অনুসন্ধান করিয়া এখন তাহাকে বাহির করিতে পারিলেই আমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে।"

কর্ম্ম। কাহার দ্বারা এই কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে ?

আমি। তুমি সুশীলাকে চিন ?

কর্ম্ম। কোন্ সুশীলা ?

আমি। যে সুশীলা পূর্ব্বে মেহিদীবাগানে বাস করিত। সে বেশ্যার কন্যা, প্রথমে কোন নূতন সম্প্রদায় বিশেষের মতে বিবাহ করিয়া কিছুদিবস দিনযাপন করে, পরে আপন স্বামীকে পরিত্যাগ করিয়া একজন কৌন্সলির প্রণয়ে কিছুদিবস মুগ্ধ থাকে; পরিশেষে নানারূপ জুয়াচুরি ব্যবসা অবলম্বন করিয়া দিনপাত করিতে আরম্ভ করে। সে শিক্ষিতা, ইংরাজি বাঙ্গলা বেশ জানে, ও প্রায়ই বড় বাড়ীতে বড়মানুষি ধরণে বাস করিয়া থাকে। সর্ব্বশেষে যখন সে একটী জুয়াচুরি কার্য্যে লিপ্ত থাকার অপরাধে ধৃত হয়, সেই সময় সে মেহেদী-বাগানে একখানি সাহেবি ধরণের পাকা বাড়ীতে বাস করিত। ঐ মোকদ্দমায় সে অব্যাহতি পায়। তাহার পর আমি শুনি-য়াছি যে, সে ঐ বাড়ী পরিত্যাগ করিয়া অপর কোন স্থানে বাস করিতেছে। যদি অনুসন্ধান করিয়া উহাকে বাহির করিতে পারেন, তাহা হইলে এই মোকদ্দমার কিনারা হইতে আর ক্ষণমাত্রও বিলম্ব হয় না। আমি শপথ করিয়া বলিতে

পারি, এ কার্য্য সুশীলা ভিন্ন অপর আর কাহার দ্বারা সম্পন্ন হয় নাই।

কর্ম্ম। না মহাশয়, আমি তো তাহাকে চিনি না বা তাহার অবস্থা আমি পূর্ব্বে জানিতাম না, কিন্তু আপনি আমাকে তাহার সেই মেহিদীবাগানের বাড়ী দেখাইয়া দিন, আমি অনুসন্ধান করিয়া সে এখন যেখানে আছে, তাহা নিশ্চয় বাহির করিয়া দিব।

কর্ম্মচারীর এই কথা শুনিয়া আমি তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া তখনই মেহিদীবাগান অভিমুখে গমন করিলাম, দোকানের অধিকারী সেই জহুরিও আমাদিগের সঙ্গে গমন করিলেন।

মেহেদীবাগান গমন করিবার পূর্ব্বে ভাবিলাম, যে কর্ম্মচারীর দ্বারা সুশীলা ইতিপূর্ব্বে ধৃতা হইয়াছিল, একবার তাঁহার সহিত প্রথম দেখা করা আবশ্যক। মনে মনে ইহা স্থির করিয়া সেই কর্ম্মচারী এখন যে থানায় আছেন, সেই থানায় গমন করিলাম। সেইস্থানে গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইল না, কিন্তু জানিতে পারিলাম, হাসপাতালে এক ব্যক্তি জখম হইয়া ভর্ত্তি হইয়াছে। এই সংবাদ পাইয়া তাহার অনুসন্ধানার্থ তিনি সেই হাসপাতালে গমন করিয়াছেন। ঐ স্থান হইতে মেহেদী-বাগান গমন করিতে হইলে ঐ হাসপাতাল প্রায় আমাদিগের রাস্তাতেই পড়ে, সুতরাং ঐ হাসপাতালে ঐ কর্ম্মচারীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া মেহেদীবাগান গমন করাই স্থির করিলাম।

হাসপাতালে গমন করিয়া দেখিলাম, সেই কর্ম্মচারী সেই স্থানেই আছেন। তাঁহার নিকট হইতে অবগত হইলাম, এক ব্যক্তি মস্তকে অতিশয় জখম পাইয়া বেহুস অবস্থায় ময়দানে

পড়িয়াছিল, একজন প্রহরী তাহাকে ঐরূপ অবস্থায় পাইয়া হাসপাতালে আনয়ন করে, কিন্তু ঐ ব্যক্তি যে কে, কোথা হইতে সে ময়দানে আসিল ও কিরূপেই বা সে মস্তকে আঘাত প্রাপ্ত হইল, তাহার কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। সে এখনও অচৈতন্য অবস্থায় রহিয়াছে, চৈতন্য হইবে কি না, জানি না। যদি চৈতন্য হয়, তাহা হইলেই উহার নিকট হইতে সমস্ত অবস্থা অবগত হইতে পারিব, নতুবা কোন্ উপায় যে অবলম্বন করিতে হইবে, তাহার কিছুই স্থির করিয়া উঠিতে পারিতেছি না।

কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া আমরাও উহাকে দেখিবার নিমিত্ত গমন করিলাম, আমাদিগের সমভিব্যাহারী জহুরিও আমাদিগের সহিত গমন করিলেন। উহাকে দেখিবামাত্র জহুরি চীৎকার করিয়া উঠিলেন ও কহিলেন, "আমরা যাহার অনুসন্ধান করিতেছি, ইনিই আমার সেই কর্ম্মচারী, কে ইহার এইরূপ সর্ব্বনাশ করিল ?"

জহুরির কথা শুনিয়া আমরাও অতিশয় বিস্মিত হইলাম ও মনে করিলাম, সেই স্ত্রীলোকটী কি ইহাকে এইরূপে আহত করিয়া হতজ্ঞানে ময়দানে নিক্ষেপ করিয়া চলিয়া গিয়াছে ? স্ত্রীলোকের দ্বারা কি এইরূপে হত্যাকার্য্য সম্পাদিত হইতে পারে ? কি দস্যুগণ এইরূপ একটী দল সৃষ্টি করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে পদবিক্ষেপ করিয়াছে ? ঐ স্ত্রীলোকটীও কি তাহাদিগের দলের একজন। ঈশ্বর করুন, ইহার শীঘ্র চৈতন্যলাভ হউক, ইহার নিকট সমস্ত অবস্থা শুনিতে পাইলেও আমরা অনেক বিষয় অবগত হইতে পারিব।

আমাদিগের যেমন অনেকটা কার্য্য সম্পন্ন হইল, যে কর্ম্মচারীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলাম, তাঁহারও সেইরূপ অনেকটা কার্য্য সম্পন্ন হইল। তিনি অকূল পাথারে পড়িয়া ভাবিতে ছিলেন, এখন আমাদিগের ন্যায় তাঁহারও কূল পাইবার অনেকটা সম্ভাবনা হইল। এখন আমরা কি অনুসন্ধানে নিযুক্ত ও কি নিমিত্তই বা তাঁহার নিকট আগমন করিয়াছি, তাহার সমস্ত অবস্থা তাঁহাকে কহিলাম। তিনিও এখন হৃষ্টান্তঃকরণে সুশীলাকে খুঁজিয়া বাহির করিবার নিমিত্ত আমাদিগকে সম্যক্‌রূপে সাহায্য প্রদানে সম্মত হইয়া আমাদিগের গাড়ীতে আসিয়া আরোহণ করিলেন।

সেইস্থান হইতে প্রস্থান করিবার সময় সেই হাসপাতালের ডাক্তারকে বিশেষ করিয়া বলিয়া গেলাম, যেন ঐ ব্যক্তির কোনরূপে সেবা শুশ্রূষার ত্রুটী না হয় ও যাহাতে উহার শীঘ্র জ্ঞানের উদয় হয়, তদ্বিষয়ে যেন বিশেষরূপ লক্ষ্য রাখা হয়। ডাক্তারবাবু আমাদিগের কথা শুনিয়া আমাদিগের অনুরোধ রক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

আমরা মেহেদীবাগানে গমন করিলাম, সেইস্থানের যে গৃহে সুশীলা বাস করিত, এখন সেই গৃহে একজন সাহেব বাস করিতেছেন, তিনি সুশীলা সম্বন্ধে কোন কথাই বলিতে পারিলেন না, কিন্তু প্রতিবেশীগণের নিকট হইতে অবগত হইতে পারিলাম যে, প্রায় এক বৎসর হইল, সে ঐ গৃহ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু এখন যে কোথায় বাস করিতেছে, তাহা কেহ বলিতে পারে না। তবে প্রায় ৬ মাস হইল, সুশীলার একটী চাকরের সহিত এক ব্যক্তির সাক্ষাৎ

হইয়াছিল, তাহার নিকট হইতে অবগত হন, যে সুশীলা এখন চন্দননগরে বাস করিতেছে, কিন্তু চন্দননগরের কোন্ স্থানে যে বাস করিতেছে, তাহা কিন্তু তিনি ঐ চাকরকে জিজ্ঞাসা করেন নাই।

যাহা অবগত হইলাম, তাহাতে চন্দননগরে গিয়া উহার অনুসন্ধান করাই সাব্যস্ত হইল।

চন্দননগর ফরাসী রাজ্যের অন্তর্ভূত, সুতরাং সেইস্থানে গিয়া কোনরূপ অনুসন্ধান করিতে হইলে ফরাসী গবর্ণমেণ্টের আদেশ অগ্রে গ্রহণ করিতে হয় ও তাহাদিগের কর্ম্মচারীর সাহায্য ব্যতীত কোনরূপ অনুসন্ধান করিবার উপায় নাই। এদিকে প্রকাশ্যভাবে ফরাসী রাজ্যের কার্য্যচারীগণের সাহায্য লইতে গেলে প্রায়ই নানারূপ গোলযোগ ঘটে, সুতরাং অনুসন্ধান করিবার সময় প্রায়ই বিপরীত ফল হইয়া থাকে, ইহা আমি অনেকবার নিজেই দেখিয়াছি। এরূপ অবস্থায় প্রকাশ্য অনুসন্ধান না করিয়া যদি ছদ্মবেশে অনুসন্ধান করিয়া সুশীলার কোনরূপ সন্ধান পাওয়া যায়, তাহার নিমিত্ত পূর্ব্বকথিত সেই পশ্চিম দেশীয় কর্ম্মচারীকে প্রেরণ করিলাম। তাঁহাকে বিশেষ করিয়া বলিয়া দিলাম, যে কার্য্যের নিমিত্ত তিনি গমন করিতেছেন, সেই কার্য্য তিনি যত করিতে পারুন বা না পারুন, তিনি যে ইংরাজ-রাজকর্ম্মচারী, তাহা যেন তাহারা কোনরূপে অবগত হইতে না পারে। আর তাঁহার দোষে যদি তাহার কথা প্রকাশিত হইয়া পড়ে, তাহা হইলে তাহার জন্য তাঁহাকে দণ্ড গ্রহণ করিতে হইবে, অথচ ইংরাজরাজ হইতে তিনি কোনরূপ সাহায্য প্রাপ্ত হইবেন না। ইতিপূর্ব্বে একবার আমরা ঐ

স্থানে গুপ্ত অনুসন্ধান করিতে যাওয়ায় আমাদিগের মধ্যস্থিত একজন কর্ম্মচারী যেরূপ বিপদগ্রস্ত হইয়াছিলেন, তাহাও তাঁহাকে কহিলাম। কহিলাম, "কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আমি, একজন মুসলমান কর্ম্মচারী ও একজন পশ্চিমদেশীয় কর্ম্মচারী একটী খুনী মোকদ্দমায় আসামীর অনুসন্ধান করিবার নিমিত্ত ঐ স্থানে গমন করি। কারণ, আমরা এইরূপ সংবাদ পাইয়াছিলাম যে, ঐ হত্যাকারী গোপনভাবে ঐ স্থানে বাস করিতেছে ও ঐ স্থানের কয়েকজন নিম্নপদস্থ কর্ম্মচারী এই অবস্থা অবগত আছেন। এই সংবাদ জানিতে পারিয়া, আমরা তিনজনে উহার অনুসন্ধান করিবার নিমিত্ত সেইস্থানে গমন করি। সেইস্থানে যখন আমরা গুপ্ত অনুসন্ধানে নিযুক্ত ছিলাম, সেই সময় সেই স্থানের পুলিস কি প্রকারে ইহা জানিতে পারে, ও আমা-দিগকে ধৃত করিয়া লইয়া যাইবার নিমিত্ত কয়েকজন বর-কন্দাজ প্রেরণ করেন। আমরাও এই সংবাদ জানিতে পারিয়া উর্দ্ধশ্বাসে সেইস্থান হইতে পলায়ন করিতে আরম্ভ করি। ইংরাজ রাজত্বের ভিতর উপস্থিত হইয়া দেখি, যে মুসলমান কর্ম্মচারীও আমার সহিত সেইস্থানে উপস্থিত হইয়াছেন, কিন্তু পশ্চিমদেশীয় সেই হিন্দু কর্ম্মচারী আসিয়া উপস্থিত হইতে পারেন নাই। পরে সংবাদ লইয়া জানিতে পারিলাম, যে তিনি বরকন্দাজদিগের হস্তে পতিত হইয়াছেন ও তাঁহাকে থানায় ধরিয়া লইয়া গিয়াছে। আরও জানিতে পারিলাম, যে তাঁহাকে "তোরং" দ্বারা আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। এই অবস্থা জানিতে পারিয়া আমরা কলিকাতা প্রত্যাগমন করি ও আমাদিগের প্রধান কর্ম্মচারীর নিকট এই সকল কথা জ্ঞাপন করি।

তিনি লাট সাহেবের সহায়তায় ঐ কর্ম্মচারীকে ঐ স্থান হইতে খোলসা করিয়া আনিতে সমর্থ হন। বলা বাহুল্য, যে কয়-দিবস তিনি ঐ স্থানে আবদ্ধ ছিলেন, সেই কয়দিবস তাঁহার কষ্টের পরিসীমা ছিল না।

আমার কথা শুনিয়াও ঐ কর্ম্মচারী ঐ স্থানে গমন করিয়া গোপন অনুসন্ধানে সুশীলাকে বাহির করিবার চেষ্টা করিতে সম্মত হইলেন। সুতরাং তখনই তাঁহাকে চন্দননগরে প্রেরণ করিলাম। দুই দিবস পরে তিনি সেইস্থান হইতে প্রত্যাগমন করিলেন ও কহিলেন, "সুশীলা নাম্নী একটী স্ত্রীলোক ঐ স্থানে বাস করেন সত্য, কিন্তু যে তারিখে এই জুয়াচুরির কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে, সেইদিন হইতে তিনি ঐ স্থানে গমন করেন নাই; তাহার লোকজন ও পরিচারক প্রভৃতি সকলেই সেইস্থানে আছে, কেবল তিনিই নাই ও তিনি যে কোথায় গমন করিয়াছেন, তাহাও তাহাদিগের মধ্যে কেহই বলিতে পারে না।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

সুশীলার দ্বারা এই কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে, অনুমানে ইহাই করিয়া, আমরা তাহার অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, কিন্তু সেই যে এই কার্য্যের প্রকৃত নায়িকা, তাহারই বা নিশ্চয়তা কি? যে পর্য্যন্ত তাহাকে ঐ জহুরি বা তাঁহার অপর কোন কর্ম্মচারী দেখিতে না পান, সেই পর্য্যন্ত কোন কথা নিশ্চয়রূপে বলা যাইতে পারে না।

জহুরির সেই প্রধান কর্ম্মচারীর চিকিৎসা সেই হাসপাতালেই উত্তমরূপে হইতে লাগিল। ঐ স্থানের ডাক্তারগণের বিশেষ যত্নে তিনি ক্রমেই আরোগ্যলাভ করিতে লাগিলেন। চারি দিবস পরে তাঁহার হুস্ হইল, সেই সময় হইতে আস্তে আস্তে তিনি তাঁহার নিজের অবস্থা বিবৃত করিতে সমর্থ হইলেন। তাঁহার নিকট হইতে ক্রমে আমরা নিম্নলিখিত বিষয়গুলি অবগত হইতে পারিলাম। তিনি আমাদিগের নিকট ক্রমে যাহা যাহা বলিয়াছিলেন, তাহার কতক অংশ এইস্থানে বর্ণিত হইলেই পাঠকগণ জানিতে পারিবেন যে, তিনি কিরূপ অবস্থায় পতিত হইয়া এইরূপ সাঙ্ঘাতিক আঘাত প্রাপ্ত হন, ও কিরূপেই বা তাঁহার নিকট হইতে অলঙ্কারগুলি অপহৃত হয়।

তিনি বলিয়াছিলেন,—আমি তাঁহাকে নিতান্ত সম্ভ্রান্ত স্ত্রীলোক মনে করিয়াই প্রথমতঃ তাঁহার সহিত তাঁহার ব্রুহেম গাড়ীর একাসনে উপবেশন করিতে অসম্মত হই, কিন্তু পরিশেষে

তাঁহারই ইচ্ছা অনুসারে সেই ব্রুহেম গাড়ীতে আরোহণ করিয়া তাঁহারই পার্শ্বে উপবেশন করি। গাড়ী চলিতে থাকে। গাড়ী চলিবার সময় তাঁহার বসিবার ভাব ভঙ্গি ও আমার সহিত যেরূপ ভাবে কথাবার্ত্তা করিতে আরম্ভ করেন, তাহাতে তাঁহাকে চরিত্রবতী স্ত্রীলোক বলিয়া আমার বোধ হয় না। আমার সেই সময়ে মনে হয় যে, ইনি যদি সেই কৌন্সলির প্রকৃতই স্ত্রী হন, তাহা হইলে তিনি ইহাঁকে লইয়া কখনই সুখী নহেন। আমার মনে এইরূপ নানাপ্রকার তর্ক আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিল, আমি আমার মনের ভাব অনেক কষ্টে গোপন করিয়া তাহার সহিত গমন করিতে লাগিলাম। গাড়ী যে কোথা দিয়া কোথায় গমন করিতে লাগিল, রাত্রিকালে তাহার কিছুই স্থির করিয়া উঠিতে পারিলাম না। গাড়ী ক্রমশই গমন করিতে লাগিল, ক্রমে অন্ধকারের মধ্যে একটী বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া ঐ গাড়ী থামিল। গাড়ী থামিবামাত্র তিনি আমাকে সেইস্থানে অবতরণ করিতে কহিলেন। সহিস গাড়ীর দরজা খুলিয়া দিল, আমি গাড়ী হইতে বহির্গত হই-লাম। আমি যেমন গাড়ী হইতে অবতরণ করিলাম, সহিস ঐ দরজা অমনি বন্ধ করিয়া দিল, স্ত্রীলোকটী কিন্তু গাড়ী হইতে অবতরণ করিলেন না। আমি গাড়ী হইতে অবতরণ করিবামাত্র কোচমান ঘোড়াকে কষাঘাত করিল, চাবুক খাইয়া ঘোড়া উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিল, দেখিতে দেখিতে স্ত্রীলোকটীর সহিত ঐ গাড়ী নয়নপথের বহির্গত হইয়া পড়িল। আমি বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি, যে সময় আমি গাড়ীতে ঐ স্ত্রীলোকটীর সহিত গমন করিয়াছিলাম, সেই সময় তিনি ঐ অলঙ্কারগুলি আমার নিকট

হইতে কোনরূপে হস্তগত করিবার মানসে নানারূপ উপায় অবলম্বন করেন, কিন্তু আমি কোনরূপেই তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত না হইয়া, নানা ওজর আপত্তি করিয়া কিছুতেই ঐ সকল অলঙ্কার তাঁহার হস্তে প্রদান করি না। যে সময় আমি গাড়ী হইতে অবতরণ করি, সেই সময় সমস্ত অলঙ্কারগুলিই আমার নিকট রহিল।

গাড়ী হইতে অবতরণ করিবার পর আমি যে কোন্ স্থানে আসিয়াছি, তাহার কিছুমাত্র স্থির করিতে পারিলাম না, কিন্তু ঐ স্থান যে সহরের মধ্যে নহে, তাহা বেশ বুঝিতে পারিলাম। ঐ স্থানে গ্যাসের আলোকমাত্র নাই, বহু দূরে দূরে একটী একটী তেলের আলো মিট্ মিট্ করিয়া জ্বলিতেছে, ঐ আলোকে রাস্তা আলোকিত হওয়া দূরে থাকুক, আরও যেন কেমন এক-রূপ চক্ষে ঝাপ্সা ঝাপ্সা বোধ হইতে লাগিল। যে বাড়ীর সম্মুখে আমি অবতরণ করিয়াছিলাম, তাহাও অন্ধকারময়, উহার কোন স্থান হইতে একটী আলোকও দৃষ্টিগোচর হইতেছে না, অনুমান হয় ঐ স্থান একেবারে জনশূন্য। রাস্তার উপর একটী লোককেও যাতায়াত করিতে দেখিতে পাইলাম না। আমি এইরূপ অবস্থায় পতিত হইয়া কি করিব বা কোথায় যাইব, তাহার কিছুই স্থির করিয়া উঠিতে পারিলাম না। যেন অনন্যো-পায় হইয়া একদিক অবলম্বন করিয়া চলিতে লাগিলাম, কোথা যাইতেছি, তাহা জানি না; কোন্ স্থানে আসিয়াছি, তাহা জানি না ও কোন্ দিকে গমন করিতেছি, তাহা জানিতে পারি-তেছি না, অথচ চলিতে লাগিলাম, কিন্তু একটী জনমানবকেও দেখিতে পাইলাম না। এইরূপ অবস্থায় আমি কিয়ৎদূর গমন

করিয়াছি, এরূপ সময়ে হঠাৎ পশ্চাৎদিক হইতে কে আসিয়া আমার মস্তকে সজোরে এক আঘাত করিল। কে যে আঘাত করিল বা কিসের দ্বারা আঘাত করিল, তাহার কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। আমি অজ্ঞান অবস্থায় সেইস্থানে পড়িয়া গেলাম; তাহার পর আমার যে কি দশা ঘটিয়াছে, তাহার কিছুই আমি অবগত নহি। আমি বেশ বলিতে পারি যে, যে সময় আমি অজ্ঞান হইয়া পড়ি, সেই সময় অলঙ্কারগুলি আমার নিকটেই ছিল। যখন আমার হুঁস হইল, তখন আমি দেখিলাম যে, আমি এই হাসপাতালের মধ্যে অবস্থান করিতেছি।

ইহার কথা শুনিয়া আমরা বিশেষ কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। সুশীলাই হউক বা অপর কোন স্ত্রীলোকই হউক, যে অলঙ্কারের সহিত ইহাকে সেই জহুরির দোকান হইতে নিজের গাড়ীতে করিয়া আনিয়াছিল, সে উহার নিকট হইতে সকল অলঙ্কার গ্রহণ না করিয়া, উহাকে ঐরূপ অবস্থায় অন্ধকারের মধ্যে একটী অপরিচিত স্থানে পরিত্যাগ করিয়া যাইবে কেন? ইহার এরূপ কার্য্যের ত কোনরূপ কারণ বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। আর যেরূপ স্থানে ঐ ব্যক্তি আঘাতিত হইয়া পড়িয়াছিল বলিতেছে, সেইরূপ স্থানে ত উহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই, সে স্থানই বা কোথায়?

তাহার জ্ঞান হইলে সে আমাদিগকে যাহা বলিয়াছিল, তদ্ব্যতীত আমাদিগের সন্দেহ দূর করিবার মানসে তাহাকে নিম্ন-লিখিত আরও কয়েকটী কথা জিজ্ঞাসা করিলাম।

আমি। যে স্ত্রীলোকটীর সহিত তুমি গমন করিয়াছিলে, ইহার পূর্ব্বে তাহাকে আর কখন দেখিয়াছ কি?

কর্ম্মচারী। না, ইতিপূর্ব্বে তাহাকে আমি আর কখন দেখি নাই।

আমি। যে স্থানে তিনি তোমাকে তাহার গাড়ী হইতে নামাইয়া দিয়াছিলেন, ইতিপূর্ব্বে তুমি আর কখন সেইস্থানে গমন কর নাই?

কর্ম্মচারী। না, সেইস্থান ইতিপূর্ব্বে আমার জীবনে আর কখন দেখি নাই।

আমি। ঐ স্থান দেখিলে পুনরায় চিনিতে পারিবে কি?

কর্ম্মচারী। তাহাও আমি ঠিক বলিতে পারিতেছি না।

আমি। গড়ের মাঠ তুমি চেন?

কর্ম্মচারী। খুব চিনি। গড়ের মাঠ দিয়া প্রায়ই আমাকে যাতায়াত করিতে হয়।

আমি। যে স্থানে তুমি আঘাত প্রাপ্ত হও, সেইস্থানটী গড়ের মাঠের মধ্যস্থিত কোন স্থান, কি তাহার নিকটবর্ত্তী কোন স্থান নয় তো?

কর্ম্মচারী। না। উহা গড়ের মাঠও নহে বা তাহার নিকট-বর্ত্তী কোন স্থানও নহে।

আমি। যে তোমার মস্তকে আঘাত করে, তাহাকে দেখিলে চিনিতে পারিবে?

কর্ম্মচারী। না, তাহা পারিব না। তাহাকে তো আমি ভাল করিয়া দেখিতে সমর্থ হই নাই।

আমি। তাহারা কয়জন ছিল, তাহা তুমি বলিতে পার?

কর্ম্মচারী। না, তাহাও আমি বলিতে পারি না। সেই গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে আমি কাহাকেও দেখিতে পাই নাই।

আমি। যে সময় তুমি আঘাতিত হইয়া অচৈতন্য অবস্থায় পতিত হও, সেই সময় সমস্ত অলঙ্কারগুলি তোমার নিকটেই ছিল, ইহা তোমার বেশ মনে আছে?

কর্ম্মচারী। তাহা আমার ঠিক স্মরণ আছে, গাড়ীতে উঠিবার পর হইতেই ঐ অলঙ্কার আমি কাহারও হস্তে প্রদান করি নাই।

আমি। তুমি কি করিয়া বলিতে পার যে, তোমাকে গাড়ী হইতে নামাইয়া দিবার পূর্ব্বে অলঙ্কারগুলি সেই স্ত্রীলোকটী আত্মসাৎ করে নাই?

কর্ম্মচারী। তাহা আমি বেশ বলিতে পারি। কারণ, অলঙ্কারগুলি আমি গাড়ীর ভিতর রাখিয়া দেই নাই। উহা আমার চাদরে বাঁধিয়া আমার বগলের নীচে করিয়া রাখিয়াছিলাম ও সেইরূপ অবস্থাতেই আমি গাড়ী হইতে অবতরণ করি। যখন আমি চলিতে আরম্ভ করি, সেই সময়ও আমি উহা আমার বগলের নীচে ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলাম, ইহা আমার বেশ মনে আছে।

এরূপ অবস্থায় ঐ ব্যক্তিকে আর অধিক কথা জিজ্ঞাসা করিবার প্রয়োজন হইল না। কিন্তু এখন বিশেষরূপ চিন্তা করিয়া দেখা উচিত যে, কি কারণে বা কিরূপ ষড়যন্ত্রের বশবর্ত্তী হইয়া ঐরূপ অবস্থায় সেই স্ত্রীলোকটী উহাকে তাহার গাড়ী হইতে নামাইয়া দিল। আরও আমাদিগের স্থির করা কর্ত্তব্য যে, যে ময়দানে উহাকে আঘাতিত অবস্থায় প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছিল, সেই ময়দান কি অপর কোন স্থানে এইরূপ ঘটনা ঘটিয়াছে। আর যদি অপর কোন স্থানে তিনি আঘাতিত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে সেই স্থানটীই বা কোথায়, এবং কাহাদিগের দ্বারা এই কার্য্য সাধিত হইল ও অলঙ্কারগুলিই বা কোথায় গেল?

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

সেই আঘাতপ্রাপ্ত লোকটীর নিকট হইতে যাহা অবগত হইলাম, তাহাতে বেশ অনুমান হইল যে, এই মোকদ্দমা কিনারা হইবার কোনরূপ উপায়ই নাই। কাহার দ্বারা তিনি আঘাতিত হইয়াছেন, কাহার দ্বারা তাঁহার অলঙ্কারগুলি অপহৃত হইয়াছে, তাহার কিছুই তিনি বলিতে পারেন না। কেবলমাত্র সেই স্ত্রীলোকটীকে তিনি দেখিলে চিনিতে পারিবেন সত্য, কিন্তু যদি তাহাকে পাওয়া যায়, তাহা হইলেই বা এই মোকদ্দমা তাহার উপায় কি প্রকারে প্রমাণ করিতে সমর্থ হইব? তিনি অলঙ্কার-গুলির সহিত উহাকে তাঁহার গাড়ীতে করিয়া আনিয়াছেন সত্য, কিন্তু অলঙ্কারগুলি তাহার নিকট হইতে না লইয়াই তিনি উহাকে তাঁহার গাড়ী হইতে নামাইয়া দিয়া চলিয়া গিয়াছেন; এবং যদি তাঁহার নিকট অলঙ্কারগুলি প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা হইলেই যদি তাঁহার দণ্ড হয়, নতুবা তাঁহাকে দণ্ডিত করা নিতান্ত সহজ হইবে না।' সে যাহা হউক, এখন দুইটী বিষয়ের উপর লক্ষ্য রাখিয়া আমাদিগকে এই মোকদ্দমার অনুসন্ধান করিতে হইবে। প্রথম সেই স্ত্রীলোকটী কে, ও দ্বিতীয় অলঙ্কারগুলি কোথায় গেল।

মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়া সর্ব্বপ্রথমেই আমার মনে যে সন্দেহ আসিয়া উদিত হইয়াছিল, সেই সন্দেহের উপর নির্ভর করিয়া সুশীলার অনুসন্ধানে নিযুক্ত হইলাম। যে কর্ম্মচারীকে তাহার অনুসন্ধানের নিমিত্ত ইতিপূর্ব্বে চন্দননগরে প্রেরণ করিয়া-

ছিলাম, তাহাকে সঙ্গে লইয়াই আমি পুনরায় চন্দননগরে গমন করিলাম।

ঐ স্থানে গমন করিয়া সেই কর্ম্মচারী আমাকে ঐ স্ত্রীলোকটীর বাড়ী দেখাইয়া দিল। ঐ বাড়ীতে কেবল দুইজন মাত্র চাকরকে দেখিতে পাইলাম, কিন্তু তাহাদিগের মনিবকে সেইস্থানে দেখিতে পাইলাম না বা ব্রুহেম বা অপর কোন প্রকার গাড়ী বা ঘোড়া থাকিবার স্থানও সেই বাড়ীতে খুঁজিয়া পাইলাম না। অনুসন্ধানে জানিতে পারিলাম, তাহার গাড়ী ঘোড়া কিছুই নাই। কোন স্থানে যাতায়াত করিতে হইলে ভাড়াটিয়া গাড়ীর আশ্রয় অবলম্বন করিতে হয়। ঐ বাড়ীর চাকরদ্বয় বা সেই স্থানের অপর কোন লোক ঐ স্ত্রীলোকটীর নাম বলিতে পারিল না। সকলেই কহিল, উনি ঐ স্থানে মেমসাহেব নামে পরিচিত, তিনি বাঙ্গালীর কন্যা, কিন্তু থাকেন মেমসাহেবের ধরণ,—কোনরূপ জাতি বিচার নাই। তিনি হিন্দু, কি মুসলমান, কি খ্রীষ্টান, তাহা এ পর্য্যন্ত কেহই স্থির করিয়া উঠিতে পারে নাই। যখন বাড়ীর ভিতর থাকেন, তখন তিনি হিন্দু স্ত্রীলোকদিগের ন্যায় পোষাক পরিধান করেন। বাহিরে যাইবার সময় সেই পোষাক রূপান্তর ধারণ করে। আহারীয় প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত মুসলমান বাবুর্চি নিযুক্ত আছে, অথচ যে সকল খাদ্য মুসলমানও স্পর্শ করে না, সেই সকল দ্রব্য ভিন্ন তাহার আহার হয় না। তিনি প্রায়ই ঘরে বসিয়া থাকেন না, প্রায়ই বাহিরে গমন করেন, কিন্তু কোথায় যে গমন করেন, তাহা কেহ বলিতে পারে না, এবং সময় সময় একাদিক্রমে দশ পনের দিবস পর্য্যন্ত প্রত্যাগমনও করেন না। এ পর্য্যন্ত কেহ তাঁহাকে কোনরূপ কার্য্য করিতে দেখে নাই,

ও কিরূপে যে তিনি তাঁহার খরচপত্র নির্ব্বাহ করেন, তাহাও কেহ বলিতে পারে না, এবং এখন যে তিনি কোথায়, তাহাও কেহ অবগত নহে। তিনি যে দিবস হইতে ঐ স্থানে প্রত্যাগমন করেন নাই, তাহা জানিতে পারিলাম, ও হিসাব করিয়া বুঝিতে পারিলাম, যে দিবস হইতে বড়বাজারের সেই জহুরি প্রতারিত হইয়াছে, সেইদিবস হইতে তিনিও চন্দননগরে পদার্পণ করেন নাই। আরও জানিতে পারিলাম, তাঁহার ঐ বাটীতে ভদ্রলোকের প্রায় সমাগম হইত না। যাহারা সময় সময় আসিত, তাহাদিগকে দেখিয়া অনুমান হয়, তাহারা নিতান্ত নীচবংশসম্ভূত সামান্য লোক। তাহারা যে কোনরূপ ভাল কার্য্য করিয়া দিনযাপন করিয়া থাকে, তাহাও তাহাদিগকে দেখিয়া অনুমান হয় না। উহাদিগের মধ্যে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকদিগকেই দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু তাহারা যে কে বা তাহাদিগের বাসস্থানই বা কোথায়, তাহা কিছুই জানিতে পারা গেল না। এই সমস্ত অবস্থা অবগত হইয়া আমরা সেইস্থান হইতে প্রস্থান করিতেছি, এরূপ সময় দেখিলাম, দুইজন মুসলমান সেই বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিল। উহাদিগকে দেখিয়া আমরাও সেই-স্থানে একটু স্থিরভাবে দাঁড়াইলাম। আমাদিগের ইচ্ছা, যদি কোন প্রকারে অবগত হইতে পারি, যে উহারা কাহারা, কোথায় উহাদিগের বাসস্থান ও কি কার্য্যের নিমিত্তই বা উহারা এই স্থানে আগমন করিয়াছে।

ঐ বাড়ীতে যে একটী মুসলমান চাকরের সহিত আমাদিগের কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, দেখিলাম, ঐ মুসলমানদ্বয় ঐ বাটীর ভিতর প্রবেশ করিয়া তাহারই সহিত কথা আরম্ভ করিল। উহা-

দিগের মধ্যে যে সকল কথাবার্ত্তা হইল, তাহা সমস্তই হিন্দিতে। উহার মর্ম্ম এইস্থানে প্রদত্ত হইল।

মুসলমান। মেমসাহেব আসিয়াছেন?

চাকর। না, আজ পর্য্যন্ত ফিরিয়া আসেন নাই, কোথায় তিনি গমন করিয়াছেন?

মুসল। তিনি কোথায় গিয়াছেন, তাহা তোমরা জান না?

চাকর। তাহা ত আমরা জানি না।

মুসল। কেন, যাইবার সময় তিনি কিছু বলিয়া যান নাই?

চাকর। না।

মুসল। কবে আসিবেন, তাহা কিছু বলিয়া গিয়াছেন?

চাকর। না, যেমন প্রত্যহ বাহির হইয়া যান, সেইরূপ বাহির হইয়া গিয়াছেন; কিন্তু আজ পর্য্যন্ত আর প্রত্যাগমন করেন নাই। তিনি যে স্থানে গমন করিয়াছেন, তাহা ত তুমি অবগত আছ। এইরূপে তিনি যখন বাহিরে গমন করিয়া থাকেন, তখন তো তুমি প্রায়ই তাঁহার সহিত গমন করিয়া থাক।

মুসল। আমি সকল সময় তাঁহার সহিত বাহিরে গমন করি না, কেবল একবারমাত্র গমন করিয়াছিলাম।

চাকর। সেবার কোথায় কোথায় গমন করিয়াছিলে?

মুসল। সেবার কেবলমাত্র বেনারসেই গমন করি। সেইস্থানে ৭।৮ দিবস থাকিয়াই পুনরায় প্রত্যাগমন করি।

চাকর। বাহিরে যাইবার সময় আমাদিগের মধ্যস্থিত কোন চাকরই তো তাঁহার সহিত গমন করে না, ইহাতে তাঁহার কোন-রূপ কষ্ট হয় না?

মুসল। হাতে টাকা থাকিলে কি আর কখন কাহার কষ্ট

হয়। যখন যে হোটেলে গমন করেন, তখন সেই হোটেলই রাজার ন্যায় অবস্থান করেন।

চাকর। বাহিরে গিয়া তবে ইনি হোটেলেই থাকেন?

মুসল। হাঁ, হোটেল ভিন্ন অন্য দেশে অপরিচিতের থাকিবার সুবিধা আর কোথা হইতে পারে।

চাকর। আমার মনিব মধ্যে মধ্যে বাহিরে যান কেন, বাহিরে কোনরূপ কারবার আছে কি? এখানে তো আমরা তাহার কিছুই বুঝিতে পারি না।

মুসল। কার্য্য না থাকিলে কি আর কেহ আপন ঘরবাড়ী ছাড়িয়া কষ্ট সহ্য করিতে বাহিরে গমন করিয়া থাকেন? অবশ্য কোন কার্য্য উপলক্ষে গমন করিয়া থাকেন।

চাকর। বাহিরে আমার মনিবের কি কার্য্য আছে?

মুসল। ঠিক কি কার্য্য, তাহা আমি বলিতে পারি না। তবে এইমাত্র বলিতে পারি যে, বিনাকার্য্যে কি কেহ কখন বাহিরে গমন করিয়া থাকেন।

চাকর। সে যাহা হউক, আমার মনিব কবে প্রত্যাগমন করিবেন, তাহার কিছু বলিতে পার কি?

মুসল। আজি কালি আসিবার কথা আছে, আমি ভাবিয়াছিলাম, তিনি আসিয়াছেন, তাই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলাম।

চাকর। আজি কালি তিনি আসিবেন, একথা তুমি জানিলে কি প্রকারে? তিনি কি তোমাকে কোনরূপ পত্রাদি লিখিয়াছেন?

মুসল। তিনি আমাকে পত্রাদি লেখেন নাই, তবে আমি জানি, যাইবার সময় তিনি আমাকে বলিয়া গিয়াছিলেন।

চাকর। তাহা হইলে তিনি যে কোথায় গমন করিয়াছেন, তাহাও তুমি অবগত আছ ?

মুসল। তাহা আমি অবগত নহি। তবে এই মাত্র জানি যে, তিনি পশ্চিমে গমন করিয়াছেন, এবং আজ কালের মধ্যে তিনি প্রত্যাগমন করিবেন।

চাকর। এবার তুমি তাঁহার সহিত গমন কর নাই, তিনি একাকী গিয়াছেন, কি অপর আর কোন ব্যক্তি তাঁহার সহিত গমন করিয়াছেন ?

মুসল। তাহা আমি বলিতে পারি না। কিন্তু তিনি যে একাকী গমন করিবেন, তাহা আমার বোধ হয় না, কেহ না কেহ তাঁহার সহিত গমন করিয়া থাকিবে। সে যাহা হউক, আজ আমি চলিলাম, তিনি প্রত্যাগমন করিলে দুই এক দিবস পরে আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিব।

এই বলিয়া উহারা সেইস্থান হইতে প্রস্থান করিল। উহারা কে, কোথা হইতে উহারা এইস্থানে আগমন করিয়াছে ও মেম-সাহেবের সহিত উহাদিগের সংশ্রবই বা কি আছে, তাহা গোপন ভাবে অনুসন্ধান করিবার মানসে আমার সমভিব্যাহারী সেই পশ্চিমদেশীয় কর্ম্মচারীকে তাহাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রেরণ করিলাম।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

পূর্ব্ববর্ণিত মুসলমানদিগের কথা শুনিয়া আমি বেশ বুঝিতে পারিলাম, মেমসাহেবের সহিত উহাদিগের বেশ পরিচয় আছে, আর যদি তিনিই ঐ কাজের কাজি হন, তাহা হইলে এই সকল ব্যক্তিই তাঁহার পারিষদ। আরও বুঝিতে পারিলাম, তিনি পশ্চিম প্রদেশে গমন করিয়াছেন। যদি তাঁহার দ্বারাই ঐ কার্য্য হইয়া থাকে, তাহা হইলে এই সময় তাঁহার হঠাৎ পশ্চিম প্রদেশে গমন করার উদ্দেশ্য ঐ সকল অলঙ্কার বিক্রয় ভিন্ন আর কি হইতে পারে? দুই এক দিবসের মধ্যেই তাঁহার প্রত্যাগমনের কথা আছে। যদি তিনি ঐ সকল অলঙ্কার বিক্রয় করিবার মানসে পশ্চিম গমন করিয়া থাকেন, তাহা হইলে ঐ সকল অলঙ্কার বিক্রয় করিয়া যে টাকা পাইবেন, তাহা লইয়া যে প্রত্যাগমন করিবেন, তদ্বিষয়ে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। এরূপ অবস্থায় চন্দননগরের বাহিরে যদি তাঁহাকে ধরিতে পারি, তাহা হইলেই সুবিধা হয়। কারণ, চন্দননগরের মধ্যে তাঁহাকে ধৃত করিতে হইলে প্রথমতঃ ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের পৃথক আদেশ লইয়া চন্দন-নগরের পুলিসের সাহায্য গ্রহণ করিতে হইবে এবং তাহাদিগের রাজত্বের ভিতর উহাকে ধরিতে হইলে ওয়ারেণ্টের প্রয়োজন। সেই ওয়ারেণ্টই বা কোথায় পাইব? প্রমাণাদির দ্বারা উহাকে দোষী সাব্যস্ত করিতে না পারিলে, ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব উহার বিপক্ষে আইন অনুসারে ওয়ারেণ্ট বাহির করিতে পারিবেন না।

অথচ যে পর্য্যন্ত উহাকে দেখিতে পাওয়া না যায়, সেই পর্য্যন্তই বা কিরূপে বলিতে পারিব যে, এই মেমসাহেবের দ্বারা ঐ কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে। তাঁহাকে দেখিয়া ঐ জহুরি বা তাঁহার কর্ম্মচারীগণ যদি চিনিতে পারে, তাহার পর তাহাদিগের সাক্ষ্য দ্বারা উহার নামে ওয়ারেণ্ট বাহির হইতে পারে। কিন্তু এত সময় পাইলে তাহার নিকট কি কোনরূপে অপহৃত দ্রব্য বা নগদ অর্থ প্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা থাকে, কখনই নহে। মনে মনে এইরূপ নানাপ্রকার ভাবিয়া যাহাতে তাহাকে চন্দননগরের বাহিরে ইংরাজরাজত্বের মধ্যে ধৃত করিতে পারি, তাহারই উপায় চিন্তা করিতে লাগিলাম। পশ্চিম হইতে বা কলিকাতা হইতে রেলগাড়ীতে আসিতে হইলে চন্দননগর রেলওয়ে ষ্টেশনে গাড়ী হইতে অবতরণ করিতে হয়, ইহা সকলেই অবগত আছেন। আরও বোধ হয়, সকলেই অবগত আছেন যে, ঐ চন্দননগর রেলওয়ে ষ্টেশন ইংরাজ রাজত্বের অন্তর্ভূত। সুতরাং ইহাই স্থির করিলাম যে, তাহাকে যদি ধরিবার প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে রেলওয়ে ষ্টেশনের মধ্যে তাহাকে ধরিতে পারিলেই চন্দননগরের ভিতর ধৃত করিবার গোলযোগ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করা যাইতে পারে। মনে মনে এইরূপ ভাবিয়া সেই স্ত্রীলোকটীকে যাহারা সেই জহুরির দোকানে দেখিয়াছিল, তাহাদিগের একজনকে সঙ্গে লইয়া ঐ রেলওয়ে ষ্টেশনে অবস্থিতি করিতে লাগিলাম। উভয়দিক হইতে যে সকল গাড়ী থামিতে লাগিল, তাহা দেখিতে লাগিলাম। দেখিতে লাগিলাম যে, ঐ সকল গাড়ী হইতে পূর্ব্বকথিত মেমসাহেব ঐ স্থানে অবতরণ করেন কি না?

এইরূপে দুইদিবসকাল ঐ চন্দননগর রেলওয়ে ষ্টেশনে অবস্থিতি

করিবার পর পশ্চিমের মেলগাড়ীতে ঐ মেমসাহেব আসিয়া সেই ষ্টেশনে অবতরণ করিলেন। আমার সহিত জহুরির যে লোক ছিল, সে ঐ মেমসাহেবকে দেখিবামাত্রই কহিল, এই স্ত্রীলোকটীই তাহাদিগের দোকানে গমন করিয়াছিল, এবং তাহারই সহিত তাহাদিগের দোকানের প্রধান কর্ম্মচারী অলঙ্কার লইয়া গমন করিয়াছিল।

এই কথা বলিবামাত্র আমি তাহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়াই একেবারে তাহাকে সেই রেলওয়ে ষ্টেশনের প্লাট-ফারমের উপর ধরিয়া ফেলিলাম। এইস্থানে অনেক পাঠক মনে করিতে পারেন যে, তাহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া একেবারে তাহাকে গ্রেপ্তার করার উদ্দেশ্য কি? রেলওয়ে ষ্টেশনের বাহির হইতেই ফরাসীদিগের রাজত্ব আরম্ভ হইয়াছে, উহাঁকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলেই যদি তাহার মনে কোনরূপ সন্দেহের উদয় হয় ও যদি তিনি ধৃত হইবার পূর্ব্বে ষ্টেশনের বাহির হইয়া ফরাসী রাজত্বের মধ্যে পদার্পণ করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে ধৃত করা নিতান্ত সহজ হইবে না। অথচ সময় পাইলে তাঁহার নিকট যদি কিছু থাকে, তাহা তিনি অনায়াসেই হস্তান্তর করিতে সমর্থ হইবেন। সুতরাং তাঁহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া বা তাঁহাকে রেলওয়ে ষ্টেশনের বাহিরে গমন করিবার কোনরূপ সুযোগ প্রদান না করিয়া, তাঁহাকে সেইস্থানে ধৃত করিলাম। তাঁহাকে ধরিবার সময় তিনি ভয়ানক গোলযোগ করিয়া উঠি-লেন, কিন্তু তাঁহার দিকে আমরা কিছুমাত্র দৃষ্টিপাত না করিয়া যাহাতে তিনি কোনরূপে ষ্টেশনের বাহিরে গমন করিতে সমর্থ না হন, তাহার উত্তমরূপ বন্দোবস্ত করিয়া পরিশেষে তাঁহাকে

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনার নাম কি মেমসাহেব ?"

স্ত্রীলোক। আমার নামে আপনার প্রয়োজন কি ? সম্ভ্রান্ত স্ত্রীলোককে এইরূপে অবমাননা করিলে, পরিশেষে তাহার পরিণাম কি হইবে, তাহা আপনি জানেন কি ?

আমি। খুব জানি। বিশেষ আপনি যেরূপ সম্ভ্রান্ত স্ত্রীলোক, তাহাও আমি উত্তমরূপে অবগত আছি। এখন আপনি আমার কথার উত্তর প্রদান করিবেন কি না, অনুগ্রহ করিয়া তাহাই বলুন ? আপনার কথার উত্তর পাইলেই আমার বিবেচনা মত কার্য্য করিব।

স্ত্রীলোক। আপনি আমাকে কি কথা জিজ্ঞাসা করিতে চাহেন ?

আমি। প্রথমতই ত আমি আপনার নাম জিজ্ঞাসা করিয়াছি, কিন্তু এখন পর্য্যন্ত তাহার কোনরূপ উত্তর পাই নাই। পুনরায় জিজ্ঞাসা করিতেছি, আপনার নাম কি ?

স্ত্রীলোক। আমার নাম মিস্ সুশীলা।

আমি। পূর্ব্বে আপনি মেহেদিবাগানে থাকিতেন না ?

স্ত্রীলোক। সেইস্থানে কিছুদিবস ছিলাম।

আমি। এখন আপনি চন্দননগরে বাস করিতেছেন ?

স্ত্রীলোক। হাঁ, এখন আমি চন্দননগরেই থাকি।

আমি। আপনি যে সে দিবস বড়বাজারের একজন জহুরির দোকানে কতকগুলি গহনা খরিদ করিতে গিয়াছিলেন, তাহা কাহার জন্য ?

স্ত্রীলোক। কিসের গহনা, আমি ইহার মধ্যে কাহারও দোকানে কোন গহনা খরিদ করিতে যাই নাই। গত এক

বৎসরের মধ্যে আমার কোনরূপ অলঙ্কারের প্রয়োজন হয় নাই।

আমি। আপনি কোন জহুরির দোকানে কোন অলঙ্কার খরিদ করিতে গিয়াছিলেন কি না, বা আপনার কোনরূপ অলঙ্কারের প্রয়োজন হইয়াছিল কি না, সেই সকল বিষয় পরে দেখা যাইবে। এখন বলুন দেখি, আজ কয়েক দিবস হইতে আপনি আপনার বাড়ী ছাড়িয়া কোথায় গমন করিয়াছিলেন, এবং কি নিমিত্তই বা গমন করিয়াছিলেন?

স্ত্রীলোক। আমি আমার নিজের কোন কার্য্যের নিমিত্ত কোন স্থানে গমন করিয়াছিলাম। কি কার্য্যের নিমিত্ত যে কোথায় গমন করিয়াছিলাম, তাহা আপনাকে বলিবার আমি কোনরূপ প্রয়োজন দেখি না।

আমি। তাহা হইলে আপনি যে কোথায় এবং কি নিমিত্ত গমন করিয়াছিলেন, তাহা আমাকে বলিতে ইচ্ছা করেন না?

স্ত্রীলোক। না।

আমি। ইচ্ছা করুন বা না করুন, তাহা কিন্তু আপনাকে বলিতে হইবে। এখন না বলুন, সেই সকল কথা বলিবার যখন সময় আসিয়া উপস্থিত হইবে, তখন না বলিয়া আপনি কোনক্রমেই থাকিতে পারিবেন না।

স্ত্রীলোক। কি সময় আসিয়া উপস্থিত হইবে?

আমি। তাহা আপনি পরে জানিতে পারিবেন। এখন বলুন দেখি, আপনার কাছে কি কি অলঙ্কার আছে?

স্ত্রীলোক। কিসের অলঙ্কার?

আমি। সোণার অলঙ্কার, হীরামতি বসান অলঙ্কার।

স্ত্রীলোক। না, আমার নিকট কোন অলঙ্কার নাই।

আমি। নগদ টাকা কতগুলি আছে?

স্ত্রীলোক। আমার নগদ টাকা কি আছে না আছে, তাহার হিসাব আমি দিতে ইচ্ছা করি না।

আমি। তোমার নগদ টাকা কত আছে, সে হিসাব আমি চাহিতেছি না। আমি জানিতে চাহি, তোমার নিকট এখন নগদ টাকা কি আছে?

স্ত্রীলোক। আমি তাহা বলিতে চাহি না।

আমি। এখন আমি তোমাকে যাহাই জিজ্ঞাসা করিতেছি, তাহাই তুমি বলিতে চাহিতেছ না। তুমি এখনও বুঝিতে পার নাই যে, তুমি এখন কিরূপ অবস্থায় পতিত হইয়াছ, এবং ইহার পরিণামই বা কি দাঁড়াইবে।

স্ত্রীলোক। আমি এমন কোন অপরাধ করি নাই, যাহাতে আপনাদিগকে ভয় করিয়া চলিতে হইবে।

ঐ স্ত্রীলোকের নিকট হইতে ঐরূপ উত্তর প্রাপ্ত হইয়া সেই সময় উহাকে আর কোনরূপ কথা জিজ্ঞাসা করা অনাবশ্যক বিবেচনা করিলাম। যখন সে গাড়ী হইতে অবতরণ করে, সেই সময় তাহার নিকট একটী চামড়ার পোর্টমেণ্ট, একটী গ্লাডষ্টোন ব্যাগ ও একটী বিছানা ছিল মাত্র। ঐ পোর্টমেণ্ট ও ব্যাগের চাবি চাহিলে, সে উহা আমাকে প্রদান করিল না ও কহিল, আমি চাবি দিব না। তবে চাবি ভাঙ্গিয়া উহা দেখিতে ইচ্ছা করিলে, অনায়াসেই করিতে পারেন।

উহার কথা শুনিয়া, উহার উপর একটু ক্রোধের উদয় হইল। তখন তাহাকে ষ্টেশনের মধ্যে যে ঘরে সম্ভ্রান্ত স্ত্রীলোকগণ আসিয়া

উপবেশন করে, সেই ঘরের মধ্যে লইয়া গেলাম। ঐ ঘরের স্ত্রীলোকদিগের কার্য্যের নিমিত্ত প্রায়ই একটী মেথরাণী স্ত্রীলোক রেলওয়ে কোম্পানি কর্ত্তৃক নিযুক্ত থাকে। ঐ মেথরাণী স্ত্রীলোকটীকে উহার অঙ্গের কাপড় খুলিয়া উত্তমরূপে তল্লাসি করিয়া দেখিতে কহিলাম। সে প্রথমতঃ ঐ কার্য্য সম্পন্ন করিতে একটু ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। কিন্তু পরিশেষে আমি ও সেই ষ্টেশনের ষ্টেশনমাষ্টার তাহাকে বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া দিলাম, ইহাতে তাহার কোনরূপ অপরাধ হইবে না; আসামী স্ত্রীলোক না হইলে ঐ কার্য্য-আমি আপন হস্তেই সম্পন্ন করিতাম, কিন্তু স্ত্রীলোক বলিয়া সেই কার্য্য আমি স্বহস্তে সম্পন্ন করিতে সমর্থ নহি, তাই অপর স্ত্রীলোক দ্বারা ঐ কার্য্য সম্পন্ন করাইতে হইতেছে। এই কার্য্যও আমাদিগের নিজের কার্য্য নহে, সরকারি কার্য্য; সেও একরূপ সরকারি চাকর, সুতরাং ঐ কার্য্যসম্পন্ন করাও তাহার একরূপ কর্ত্তব্য কর্ম্মের মধ্যে পরিগণিত। এইরূপভাবে উহাকে বুঝাইবার পর, পরিশেষে সে ঐ কার্য্য সম্পন্ন করিতে সম্মত হইল ও সেই ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া উহার বস্ত্রাদির অভ্যন্তরে অনুসন্ধান করিয়া কেবলমাত্র এক গোছা চাবি ও কয়েকটী মুদ্রা আনিয়া আমাদিগের হস্তে প্রদান করিয়া কহিল, ইহা ব্যতীত উহার নিকট আর কিছুই নাই।

সে চাবিগুচ্ছ আনিয়া আমাদিগের হস্তে প্রদান করিলে দেখিলাম, উহার মধ্যে তাহার নিকট যে পোর্টমেণ্ট ও ব্যাগ ছিল, তাহাদের চাবি ইহার মধ্যে আছে। তখন স্ত্রীলোকটীকে সেই ঘরের মধ্য হইতে বাহির করিয়া, ষ্টেশনমাষ্টার ও অপরাপর লোকের সম্মুখে ঐ পোর্টমেণ্ট ও ব্যাগ খুলিয়া তাহার ভিতর অনুসন্ধান

করিলাম। উহার মধ্যে প্রায় তিন সহস্র টাকার ১০৲ টাকা হিসাবের নোট ও একখানি গহনা পাওয়া গেল। সেই জহুরির দোকানের যে কর্ম্মচারী আমার নিকট ছিল, ঐ গহনাখানি দেখিবামাত্রই সে কহিল, ইনি যে সকল গহনা লইয়া গিয়াছিলেন, এই গহনাখানি তাহারই একখানি। এরূপ অবস্থায় তাহার উপর আর কোনরূপ সন্দেহই থাকিল না, প্রথমেই যে ট্রেণ পাইলাম, সেই ট্রেণেই উহাকে লইয়া কলিকাতায় গমন করিলাম।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

যে জহুরির দোকান হইতে তিনি অলঙ্কারগুলি লইয়া গিয়াছিলেন, প্রথমেই তাহাকে সেই দোকানে লইয়া গেলাম। জহুরি নিজে ও তাঁহার দোকানের কর্ম্মচারীগণের মধ্যে যে যে ব্যক্তি সেই স্ত্রীলোকটীকে দেখিয়াছিল, তাহারা সকলেই এক-বাক্যে কহিল যে, ঐ স্ত্রীলোকটীই কোন সম্ভ্রান্ত কৌন্সিলের বনিতা পরিচয়ে ঐ দোকান হইতে অলঙ্কারগুলি লইয়া গিয়াছিল, তাহার নিকট যে একখানি অলঙ্কার পাওয়া গিয়াছিল, তাহা দেখিয়া সকলেই উহা চিনিতে পারিল ও একবাক্যে কহিল, যে সমস্ত অলঙ্কার সে লইয়া গিয়াছিল, ঐ অলঙ্কারখানিও তাহারই মধ্যস্থিত একখানি। ঐ দোকানের প্রধান কর্ম্মচারী যিনি ইহার সহিত ব্রুহেম গাড়ীতে আরোহণ করিয়া অলঙ্কার সহ গমন করিয়াছিলেন, তিনিও উহাকে দেখিবামাত্র চিনিতে পারিলেন, ও উহার নিকট প্রাপ্ত অলঙ্কারখানিও চিনিতে পারিলেন এবং

কহিলেন, ইনি যে সকল অলঙ্কার পছন্দ করিয়া লইয়াছিলেন, এই গহনাখানি তাহারই মধ্যস্থিত একখানি।

এই স্ত্রীলোকটী ইহাদিগের সকলের কথা বিশেষ মনোযোগপূর্ব্বক শ্রবণ করিয়াও প্রথমতঃ তিনি যে সেই স্ত্রীলোক নহেন, তিনি কখন গহনা খরিদ করিবার নিমিত্ত ঐ দোকানে আগমন করেন নাই, তাহাই আমাদিগকে বুঝাইবার নিমিত্ত বিশেষরূপ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু যখন দেখিলেন যে, আমরা কিছুতেই তাঁহার কথা বিশ্বাস করিতে পারিলাম না, অথচ বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার উপর যেরূপ প্রমাণ হইতে লাগিল, তাহাতে দীর্ঘ কারাদণ্ড হইতে কিছুতেই তাঁহার রক্ষা নাই, তখন তিনি প্রকৃত কথা ব্যক্ত করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। কিন্তু তিনি আমাদিগকে কহিলেন যে, যদি আমরা তাঁহাকে এই বিষম অবমাননা হইতে রক্ষা করিতে যত্নবান্ হইয়া তাঁহাকে ছাড়িয়া দিতে সমর্থ হই, তাহা হইলে প্রকৃত কথা বলিয়া তিনি যে আমাদিগকে সম্পূর্ণরূপে সাহায্য করিতে প্রস্তুত তাহা নহে; যেরূপভাবে ও যাহাদিগের দ্বারা এই কার্য্য হইয়াছে, তিনি তাহার সমস্ত কথা প্রকাশ করিয়া ও তাহাদিগকে ধরাইয়া দিতে প্রস্তুত আছেন।

আমরা তাঁহার উপর যতদূর প্রমাণ সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছি, তাহাতে তিনি যে কোনরূপে নিষ্কৃতিলাভ করিতে সমর্থ হইবেন, তাহা আমাদিগের অনুমান হয় না। সুতরাং তাঁহার এই বিপদ হইতে যে আমরা তাঁহাকে উদ্ধার করিতে সমর্থ হইব, তাহারও কোনরূপ সম্ভাবনা নাই; অথচ এই ঘটনার সমস্ত অবস্থা জানিয়া লওয়াও আমাদিগের কর্ত্তব্যকর্ম্মের একটী প্রধান কার্য্য। এরূপ অবস্থায় কি করা যাইতে পারে, তাহা আমাকে

বিশেষরূপ চিন্তা করিতে হইল। পরিশেষে আমি তাহাকে কহিলাম, "তোমার তো কারাবাস নিশ্চয়ই। তবে যদি তুমি আমাদিগকে বিশেষরূপ সাহায্য করিতে প্রস্তুত হইয়া সমস্ত অবস্থা আমাদিগের নিকট বিবৃত কর, এবং ঐ দলস্থিত সমস্ত লোককে ধরাইয়া দিতে সমর্থ হও, তোমাকে এই মোকদ্দমায় রাজার পক্ষীয় প্রধান সাক্ষীতে পরিণত করিয়া এ যাত্রা যদি তোমাকে অব্যাহতি দিতে সমর্থ হই, তাহার চেষ্টা করিব। কিন্তু তোমার কর্ত্তব্য কার্য্য—এখন সমস্ত অবস্থা আমাদিগের নিকট প্রকাশ করা। সুশীলা অনেক দিবস হইতে কোন কৌন্সিলের অন্নে প্রতিপালিত হইয়াছিল, সুতরাং সময় সময় অনেক মাম্‌লা মোকদ্দমার কথা তাঁহার নিকট শুনিতে পাইত। আরও শুনিতে পাইত, দুইজনে হত্যা করিয়া তাহাদিগের মধ্যে একজন সমস্ত কথা স্বীকার করতঃ রাজার পক্ষ হইতে সাক্ষী হইয়া নিজের জীবন রক্ষা করিয়াছে। বহুজনে মিলিত হইয়া ডাকাতি করিয়া পরিশেষে যে ডাকাতের সর্দ্দার, সেই সমস্ত কথা বলিয়া দিয়া তাহার দলস্থিত ডাকাইতকে ধরাইয়া দিয়া নিজে নিষ্কৃতিলাভ করিয়াছে। এই সকল কথা তাহার মনে উদিত হওয়ায় অনেক চিন্তা করিয়া, পরিশেষে সে আমাদিগের প্রস্তাবে সম্মত হইল এবং কহিল, যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, তাহার সমস্তই আমি আপনাদিগকে বলিতেছি ও যাহার যাহার দ্বারা এই সকল কার্য্য হইয়াছে, তাহাদিগকেও যেরূপে হউক, আমি ধরাইয়া দিয়া আপনাদিগকে সম্যকরূপে সাহায্য করিব; ইহাতে আপনাদিগের বিবেচনায় পরিশেষে যাহাই হয়, তাহাই করিবেন। এই কথা বলিয়া সে বলিতে আরম্ভ করিল;—

"আমি যে সময়ে মেহেদিবাগানে বাস করিতাম, সেই সময় হইতে চারি পাঁচজন নিম্নশ্রেণীর লোকের সহিত আমার জানা শুনা হয়। সেই সময় আমার অবস্থা ভাল ছিল, কোন উচ্চ পদস্থ ব্যক্তির দ্বারা আমি প্রতিপালিত হইতাম, তাঁহারই সহিত ঐ সকল ব্যক্তি সময় সময় আমার বাড়ীতে আসিত। সেই সময় হইতেই তাহাদিগের সহিত আমার জানা শুনা হয় মাত্র; কিন্তু তাহাদিগের সহিত আমি কোনরূপে মিলিত হই না। ইহার পরই আমার অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটে, আমিও মেহেদিবাগানের বাসা পরিত্যাগ করিয়া, চন্দননগরে আমার বাসস্থান স্থাপিত করি। ইহার কিছুদিবস পরেই উহারা আমার নিকট সেইস্থানে গমন করিয়া আমাকে নানারূপ প্রলোভিত করিতে আরম্ভ করে। প্রথমতঃ আমি তাহাদিগের প্রস্তাবে কোনরূপেই সম্মত হই নাই, কিন্তু ক্রমে তাঁহারা আমাকে নানা রূপ প্রলোভন দেখাইতে আরম্ভ করে। আমার অবস্থা সেই সময় ভাল ছিল না, আর্থিক কষ্ট আমাকে বিশেষরূপে সহ্য করিতে হইতেছিল, সুতরাং আমার নিতান্ত অনিচ্ছাস্বত্ত্বেও আমি তাহাদিগের প্রস্তাবে ক্রমে সম্মত হই। তাহাদিগের পরামর্শমতে আমি বড়বাজারের জহুরির দোকানে গমন করি, এবং কোন একজন এদেশীয় প্রধান কৌন্সিলের বনিতা বলিয়া পরিচয় প্রদান পূর্ব্বক তাহার দোকান হইতে বাছিয়া বাছিয়া কতকগুলি বহুমূল্য অলঙ্কার গ্রহণ করিয়া, আমার স্বামীকে দেখাইয়া তাহার মূল্য প্রদান করিব বলিয়া উহা গ্রহণ করি। আমার বিশ্বাস ছিল, যাঁহাকে আমার স্বামী বলিয়া পরিচয় প্রদান করিয়াছিলাম, তাঁহার নাম শুনিয়া উহারা ঐ সকল অলঙ্কার অনায়াসেই আমার

হস্তে প্রদান করিবে, কিন্তু দেখিলাম, আমার সেই অভিসন্ধি কোনরূপেই কার্য্যে পরিণত হইল না। ঐ জহুরি বিশ্বাস করিয়া ঐ সকল অলঙ্কার কিছুতেই আমার হস্তে প্রদান করিল না। সে ঐ সকল অলঙ্কার তাঁহার একজন বিশ্বাসী কর্ম্মচারীর হস্তে প্রদান করিয়া তাঁহাকে আমার সহিত পাঠাইয়া দিল। আমি ব্রুহেম গাড়ীতে করিয়া ঐ দোকানে গমন করিয়াছিলাম, ভাবিয়াছিলাম, যে ব্যক্তি গহনা লইয়া আমার সহিত গমন করিতেছে, তাহাকে আমার গাড়ীতে আমার পার্শ্বে বসাইয়া লইব, এবং আমাদিগের ঈশ্বরদত্ত বাণ তাহার উপর নিক্ষেপ করিয়া তাহার হস্ত হইতে অলঙ্কারগুলি কোন গতিকে আত্মসাৎপূর্ব্বক তাহাকে গাড়ী হইতে নামাইয়া দিব, এই ভাবিয়া তাহাকে অপর গাড়ীতে আরোহণ করিতে না দিয়া আমার নিজের গাড়ীতে আমার পার্শ্বে বসাইয়া লইলাম। যাইবার সময় তাহাকে অনেক রূপে চেষ্টা করিয়া দেখিলাম, কিন্তু কোনরূপ প্রলোভনেই তাহাকে ভুলাইয়া অলঙ্কারগুলি হস্তগত করিতে সমর্থ হইলাম না। এখন অনন্যোপায় হইয়া সেই সকল লোক যেখানে আমার অপেক্ষায় বসিয়াছিল, সেইস্থানে গিয়া উপস্থিত হইলাম।

আমি। সেই স্থানটী কোথায়?

স্ত্রীলোক। আলিপুরের জজসাহেবের কাছারির পূর্ব্বদিকে যে স্থানে হেষ্টিংস হাউস নামক একটী প্রকাণ্ড বাড়ী জঙ্গলের ভিতর খালি অবস্থায় পড়িয়াছিল, সেইস্থানে। আজকাল ঐ স্থানের যেরূপ অবস্থা দেখিতেছেন, তখন ঐ স্থানের অবস্থা সেই রূপ ছিল না। এখন যে একটী নূতন রাস্তা বাহির হইয়া ঐ স্থানের অবস্থা পরিবর্ত্তন করিয়া দিয়া বড় বড় ইংরাজদিগের বাস-

স্থান হইয়াছে, তখন ঐ স্থানের অবস্থা এইরূপ ছিল না। রাত্রিকালের কথা দূরে থাকুক, দিবাভাগেও ঐ স্থানে কাহারও একাকী যাইতে সাহস হইত না। ঐ হেষ্টিংস হাউসের প্রকাণ্ড ময়দানেই ঐ সমস্ত লোক প্রায়ই বসিত, কোনরূপ দুষ্কার্য্য করিতে হইলে ঐ স্থানেই তাহার মন্ত্রণাদি সম্পন্ন হইত।

আমি। ঐ স্থানে যাইবার পর কি হইল?

স্ত্রীলোক। ঐ স্থানে গমন করিয়া আমি আমার গাড়ী থামাইয়া জহরির কর্ম্মচারীকে ঐ স্থানে নামাইয়া দিলাম। অলঙ্কারগুলি তাহার নিকটেই রহিল, আমার গাড়ীর সহিস ও কোচমানও আমাদিগের দলস্থিত লোক ছিল। উহারা সমস্তই পূর্ব্ব হইতে দেখিয়াছিল, এবং সমস্তই জানিত, তথাপি সহিসকে একটু টিপিয়া দিয়া কোচমানের দিকে ইঙ্গিত করিবামাত্রই সে আমার গাড়ী লইয়া, একটু দূরে গমন করিল। সহিস সেই স্থানেই থাকিয়া তাহার দলস্থিত অপর ব্যক্তিগণ যাহারা সেই-স্থানে অপেক্ষা করিতেছিল, তাহাদিগকে এই সংবাদ প্রদান করিল ও কহিল, অলঙ্কারগুলির সহিত ঐ ব্যক্তিকে ঐ স্থানে গাড়ী হইতে নামাইয়া দেওয়া হইয়াছে। এই সংবাদ পাইবামাত্র উহারা আসিয়া পথিমধ্যে তাহাকে আক্রমণ করিল ও উহাদিগের মধ্যে কোন ব্যক্তি উহাকে প্রহার করিবামাত্র সে অচৈতন্য অবস্থায় সেইস্থানে পড়িয়া গেল। সেই সময় তাহার নিকট হইতে সমস্ত অলঙ্কারগুলি অপহরণ করা হইল, আমিও পুনরায় সেইস্থানে ফিরিয়া আসিলাম ও দেখিলাম, ঐ ব্যক্তি নিতান্ত আঘাতিত হইয়া অচৈতন্য অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। তখন আমরা মনে করিলাম, ঐ ব্যক্তি যদি এইস্থানে মরিয়াই যায়, তাহা হইলে

এই স্থানেই পুলিস আসিয়া অনুসন্ধান করিবে। আর এইস্থানের কোন লোক যদি কোন গতিকে আমাদিগকে দেখিয়াই থাকে, তাহা হইলে সেই কথা প্রকাশ পাইলেও পাইতে পারে। সুতরাং এইস্থান হইতে উহাকে স্থানান্তরিত করা নিতান্ত প্রয়োজন। কারণ, যে স্থানে উহাকে পাওয়া যাইবে, সেই স্থানেই পুলিস তাহার অনুসন্ধান করিবে, তাহা হইলে পুলিস এইস্থানের আভাস মাত্রও প্রাপ্ত হইবে না। মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া আমরা তাহাকে আমার সেই গাড়ীতে উঠাইয়া লইয়া গড়ের মাঠের একস্থানে ফেলিয়া দিলাম। পরিশেষে গহনাগুলি আমি গ্রহণ করিয়া একেবারে আগ্রায় গমন করিলাম। কারণ, আমি জানিতাম, ঐ স্থানে অপহৃত দ্রব্য বিক্রয় করিবার যেরূপ সুবিধা হইবে, সেইরূপ সুবিধা কলিকাতার মধ্যে কোন রকমেই হইবার সম্ভাবনা নাই। সুতরাং আমি আর চন্দননগরে গমন না করিয়া একেবারেই আগ্রায় গমন করিলাম। সেইস্থানে হোটেলে অবস্থান করিয়া ক্রমে ক্রমে সমস্ত অলঙ্কারগুলি বিক্রয় করিয়া ফেলিলাম, কেবলমাত্র একখানি গহনা আমার নিকট রহিয়া গেল। ঐ অলঙ্কারখানি বিক্রয় করা সম্পূর্ণরূপ আমার ইচ্ছা ছিল না। ইচ্ছা করিয়াছিলাম, যদি কোনরূপে গোলযোগ না ঘটে, তবে আমার দলস্থিত সমস্ত লোককে ফাঁকি দিয়া ঐ অলঙ্কারখানি আমি নিজে ব্যবহার করিব। এইরূপে অলঙ্কারগুলি বিক্রয় করিয়া আমি যেমন প্রত্যাগমন করিলাম, অমনি আপনা কর্তৃক ধৃত হইলাম। আমার নিকট যে সকল অর্থ পাওয়া গিয়াছে, তাহার সমস্ত ঐ সকল অলঙ্কার বিক্রয়ের টাকা। ঐ সকল টাকা এখনও পর্য্যন্ত আমাদিগের মধ্যে বিভাগিত হয় নাই।

আমি। তুমি যাহা বলিলে তাহার সমস্তই প্রকৃত বলিয়া বোধ হইতেছে। গাড়ীখানি কোথা হইতে সংগ্রহ হইয়াছিল ?

স্ত্রীলোক। উহা আমি ঠিক জানি না। উহাদিগের মধ্যে একজন যে ঐ গাড়ীতে কোচমানের কার্য্যে নিযুক্ত ছিল, সেই বলিয়াছিল যে, উহা তাহার নিজের গাড়ী। সেই এই কার্য্য-সাধন করিবার মানসে ঐ গাড়ী আনয়ন করিয়াছিল।

ঐ গাড়ী ও ঘোড়া সম্বন্ধে পরিশেষে আমরা অনুসন্ধান করিয়াছিলাম, এবং জানিতেও পারিয়াছিলাম। যে কোচমান হইয়াছিল, সে প্রকৃতই কোচমান। কোন একজন ডাক্তারের নিকট সে কোচমানি করিত, ও সেই গাড়ী সেই হাঁকাইত। ডাক্তার বাবুটী এই সময় কলিকাতায় ছিলেন না, তিনি হাওয়া পরিবর্ত্তন করিবার জন্য দার্জ্জিলিঙ্গে গমন করিয়াছিলেন, গাড়ী ঘোড়া উহার জিম্মায় ছিল। সুতরাং সে তাহার নিজের ইচ্ছামত গাড়ী ঘোড়া ব্যবহার করিলে তাহা দেখিবার লোক ছিল না। সুশীলার নির্দ্দেশমত ঐ দলের সমস্ত লোক ধৃত হইল, এবং পরিশেষে সকলেই উপযুক্ত দণ্ড গ্রহণ করিল। সুশীলাও নিষ্কৃতিলাভ করিতে পারিল না।

সম্পূর্ণ।

DETECTIVE STORIES. No 140. দারোগার দপ্তর, ১৪০ সংখ্যা

বিষম বুদ্ধি।

(অর্থাৎ হত্যাকারীকে বাঁচাইবার অদ্ভুত রহস্য !)

শ্রীপ্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত।

১৪ নং ছজুরিমলস্ লেন, বৈঠকখানা,
"দারোগার দপ্তর" কার্য্যালয় হইতে
শ্রীউপেন্দ্রভূষণ চৌধুরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

দ্বাদশ বর্ষ।]   সন ১৩১১ সাল।   [অগ্রহায়ণ।

বিষম বুদ্ধি

প্রথম পরিচ্ছেদ।

প্রায় দশ বৎসর অতীত হইল, রাত্রি আন্দাজ ১১৷৷টার সময় আমি আমার থানার দৈনিক কার্য্য সমাপন করিয়া আফিস হইতে উঠিয়া কেবলমাত্র আমার থাকিবার স্থানে প্রবেশ করিয়াছি, এরূপ সময়ে একজন প্রহরী আমাকে উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে আরম্ভ করিল। সে যেরূপ ব্যগ্রতার সহিত উচ্চৈঃস্বরে আমাকে ডাকিতেছিল, তাহা শুনিবামাত্রই আমি বেশ বুঝিতে পারিলাম যে, বিশেষ কোনরূপ গোলযোগ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। এই ভাবিয়া আমিও দ্রুতগতি বাহিরে আসিয়া উপস্থিত হইলাম।

বাহিরে আসিয়া দেখিলাম, যে প্রহরী আমাকে ডাকিতেছিল, তাহার সমভিব্যাহারে অপর আর একটী লোক সেইস্থানে দাঁড়াইয়া আছে। আমাকে দেখিবামাত্র ঐ প্রহরী সেই লোকটীর দিকে লক্ষ্য করিয়া কহিল, "এই ব্যক্তি কি বলিতেছে শুনুন।"

প্রহরীর কথা শুনিয়া আমি তাহার দিকে লক্ষ্য করিলাম। দেখিলাম, ইনি একজন বাঙ্গালী যুবক, বয়ঃক্রম ত্রিশ বৎসরের

অধিক হইবে বলিয়া অনুমান হয় না। মুখশ্রী ও পোষাক-পরিচ্ছদ দেখিয়া ইহাকে কোন ভদ্রবংশসম্ভূত বলিয়া অনুমান হয়। কিন্তু ইহাকে কোনরূপ উত্তেজিত বা ক্রোধপূর্ণ বলিয়া অনুমান হয় না, ইহার মুখ দেখিয়া অনুমান হয় যে, ইহার অন্তরে কোনরূপ গভীর চিন্তা প্রবেশ করিয়াছে।

আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনার নাম কি?

উত্তরে তিনি কহিলেন, আমার নাম রাজচন্দ্র দাস ঘোষ, আমি জাতিতে কায়স্থ, আপনাদিগের দাস।

আমি। এত রাত্রিতে থানায় আসিবার আপনার কি প্রয়োজন হইয়াছে?

রাজ। বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছে বলিয়াই আমি আপনার নিকট আগমন করিয়াছি। আমি আত্মসমর্পণ করিবার নিমিত্ত এইস্থানে উপস্থিত হইয়াছি।

আমি। আত্মসমর্পণ করিতে আসিয়াছেন, এ কথার অর্থ কি? আপনি কি কোনরূপ অপরাধে অভিযুক্ত আছেন?

রাজ। অভিযুক্ত এখন পর্য্যন্ত হই নাই, কিন্তু হইবার নিমিত্তই আসিয়াছি। আমার দ্বারা একটী বিষম অপরাধ হইয়া গিয়াছে, তাই আমি আপনা হইতেই আত্মসমর্পণ করিতে আগমন করিয়াছি।

আমি। বিষম অপরাধ!—কি বিষম অপরাধ করিয়াছেন,

রাজ। হত্যা।

আমি। কি! আপনি মনুষ্যহত্যা করিয়া আত্মসমর্পণ করিবার নিমিত্ত এখানে আসিয়াছেন?

রাজ। হাঁ মহাশয়।

আমি। কাহাকে হত্যা করিয়াছেন?

রাজ। আমি যাহাকে হত্যা করিয়াছি, তাহার নাম রসিক বাবু বলিয়াই আমি জানি।

আমি। তিনি কোথায় থাকিতেন ?

রাজ। আমার বাড়ীর নিকটেই তিনি বাস করিয়া থাকেন। কি করেন, তাহা বলিতে পারি না ; বোধ হয় কোন আফিসে তিনি চাকরি করিয়া থাকেন।

আমি। তাহার আর কে আপন লোক আছে ?

রাজ। আর কাহাকেও তো ঐ বাড়ীতে দেখিতে পাই না। বোধ হয় তিনি একাকীই ঐ বাড়ীতে বাস করিতেন।

আমি। আপনি প্রকৃতই কি তাহাকে হত্যা করিয়াছেন ?

রাজ। হত্যা না করিয়া কি আর আমি আপনার নিকট মিথ্যা কথা বলিবার নিমিত্ত আগমন করিয়াছি।

আমি। আপনি তাহাকে হত্যা করিলেন কেন ?

রাজ। আমি ইচ্ছা করিয়া তাহাকে হত্যা করি নাই। আজ রাত্রি আন্দাজ নয়টার সময় যখন আমি আমার কার্য্য হইতে প্রত্যাগমন করিয়া আমার বাটীর ভিতর গমন করিতেছিলাম, সেই সময় উহাকে আমি আমার বাড়ীর সম্মুখে দেখিতে পাই-লাম। আমাকে দেখিবামাত্র সে আমাকে নিতান্ত কটুভাষায় গালি প্রদান করিল। আমার সহিত তাহার ভালরূপ পরিচয়ও ছিল না বা আমাদিগের মধ্যে কোনরূপ শত্রুতাও ছিল না। তথাপি বিনাকারণে সে আমাকে গালি প্রদান করিতে লাগিল দেখিয়া আমি ভাবিলাম, সে অপরকে গালি প্রদান করিবার ইচ্ছা করিয়া, আমাকে চিনিতে না পারিয়া, আমায় সেই ব্যক্তি বিবেচনা করিয়া, গালি প্রদান করিতেছে। মনে মনে এইরূপ

ভাবিয়া আমি তাহাকে কহিলাম, তুমি যাহার উদ্দেশে গালি প্রদান করিতেছ, আমি সেই ব্যক্তি নহি, তুমি আমাকে চিনিতে না পারিয়া আমাকেই সেই ব্যক্তি অনুমান করিয়া বিষম ভ্রমে পতিত হইয়া, আমাকে অকারণে গালি প্রদান করিতেছ। আমার কথা শ্রবণ করিয়া তিনি কহিলেন, আমি যাহাকে গালি প্রদান করিতেছি, তাহাকে আমি খুব চিনিতে পারিয়াছি, চিনিতে পারিয়াই গালি দিতেছি। এই কথা বলিয়া সে আমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া আরও অকথ্যভাষায় আমাকে গালি প্রদান করিতে লাগিল। তাহার কথা শুনিলে নির্জীব পদার্থেরও ক্রোধের উদয় হয়; সুতরাং রক্তমাংসে গঠিত, আমি কিরূপে সেই ক্রোধ সংবরণ করিতে পারি! আমি নিতান্ত ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া তাহাকে সজোরে এক চপেটাঘাত করিলাম। সে আমার বিষম চপেটাঘাতের বেগ সংবরণ করিতে না পারিয়া চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিল, এবং ঘুরিতে ঘুরিতে সেইস্থানে পতিত হইয়া চির নিদ্রার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে; সুতরাং এখন আমি হত্যাকারী। আমার হস্তে রসিক হত হইয়াছে বলিয়াই আমি এখানে আসিয়া আত্মসমর্পণ করিতেছি। এখন আপনি আমাকে চরমদণ্ডে দণ্ডিত করিতে পারেন।

আমি। আপনি যেরূপ বর্ণনা করিলেন, তাহাতে বুঝিলাম, আপনি জ্ঞানকৃত মনুষ্যবধের অপরাধ করেন নাই, সুতরাং আপনি কোনক্রমেই চরমদণ্ডে দণ্ডিত হইতে পারেন না। আপনি যাহা কহিলেন, তাহা যদি প্রকৃত হয়, তাহা হইলে আপনাকে ২।৪ মাসের জন্য কারাবাস ভোগ করিতে হইবে মাত্র। আপনি যাহা কহিলেন, তাহা সাক্ষীর দ্বারা প্রমাণ হইবে ত?

রাজ। সাক্ষী আপনি পাইবেন না। কারণ, যে স্থানে এই ঘটনা ঘটিয়াছিল, সেইস্থানে সেই সময় আমি ও রসিক ভিন্ন আর কেহই ছিল না; সুতরাং এ ঘটনা আর কেহই দেখে নাই। আমি যাহা আপনাকে বলিতেছি, তাহা কখনই অস্বীকার করিব না। যে কোন স্থানে বা যে কোন বিচারকের নিকট আপনি আমাকে লইয়া যাইবেন, মুক্তকণ্ঠে আমি আপনার দোষ স্বীকার করিব। ইহাতে আমার ফাঁসীই হউক বা কারাবাসই হউক, কিছুতেই আমি মিথ্যাকথা কহিব না।

আমি। আচ্ছা, সে বিষয় পরে দেখা যাইবে, এখন রসিকের মৃতদেহ কোথায়?

রাজ। তাহা আমি বলিতে পারি না। মৃতদেহ কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত রাজবর্ত্মের উপরই পতিত ছিল, কিন্তু তাহার কয়েকজন আত্মীয়ই হইবে, কি বন্ধুই হইবে আসিয়া সেই মৃতদেহের সৎকার করিবার নিমিত্ত লইয়া গিয়াছে।

আমি। তাহা হইলে এতক্ষণ পর্য্যন্ত বোধ হয়, সেই মৃতদেহের সৎকার কার্য্য শেষ হইয়া গিয়াছে।

রাজ। তাহা আমি বলিতে পারি না।

আমি। তাহা হইলে তুমি আমার সহিত চল, কলিকাতা ও সহরতলীর মধ্যে শবদাহ করিবার যে কয়েকটী ঘাট আছে, অগ্রে সেই কয়েকটী স্থানে গমন করিয়া দেখি, রসিকের শব যদি পাওয়া যায়। তুমি বলিতে পার না যে, কোন্ ঘাটে সেই মৃতদেহ লইয়া গিয়াছে?

রাজ। না মহাশয়, আমি তাহা জানি না।

রাজচন্দ্র দাসের নিকট এই কথাগুলি শ্রবণ করিয়া আমি

আর কালবিলম্ব করিতে সাহস করিলাম না। শবদাহের ঘাটে গমন করিবার নিমিত্ত তৎক্ষণাৎ একখানি গাড়ী আনিতে পাঠাইলাম। রাজচন্দ্রকেও সেই প্রহরীর নিকট অল্প সময়ের নিমিত্ত রাখিয়া আমি বাহিরে গমন করিবার উপযোগী কাপড় পরিধান করিয়া, পুনরায় সেইস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। একজন প্রহরী আমার নিমিত্ত একখানি ভাড়াটিয়া গাড়ীও সেই স্থানে আনিয়া উপস্থিত করিল। আমি রাজচন্দ্র দাসকে সঙ্গে লইয়া সেই গাড়ীতে আরোহণ করিলাম। কলিকাতায় শবদাহ করিবার সর্ব্বপ্রধান ঘাট নিমতলা, সুতরাং সেইস্থানেই আমরা গমন করিলাম। সেই স্থানের সব-রেজিষ্ট্রারের নিকট হইতে অবগত হইলাম, সন্ধ্যার পর হইতে ঐ প্রকারের কোনরূপ মৃতদেহ দাহ করিবার মানসে সেইস্থানে আনীত হয় নাই, বা রসিক নামক কোন ব্যক্তির মৃতদেহ সেই রাত্রিতে দাহ করাও হয় নাই।

নিমতলাঘাটে এই সংবাদ অবগত হইয়া পরিশেষে মনে করিলাম, এখন কাশীমিত্রের ঘাটে গিয়া অনুসন্ধান করা আবশ্যক। মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়া ঐ গাড়ীতেই কাশীমিত্রের ঘাট অভিমুখে গমন করিলাম। যাইবার সময় নিমতলার ঘাটে সেই কর্ম্মচারীকে বলিয়া গেলাম যে, ইহার পরও যদি ঐরূপের কোন মৃতদেহ সেইস্থানে কেহ আনয়ন করে, তবে হঠাৎ যেন ভস্মীভূত করা না হয় এবং ঐ মৃতদেহ ঐ স্থানে রাখিয়া তৎক্ষণাৎই যেন পুলিসে সংবাদ পাঠান হয়। সব-রেজিষ্ট্রারবাবু আমার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন,আমরাও কাশীমিত্রের ঘাট-অভিমুখে যাত্রা করিলাম।

আমরা যখন কাশীমিত্রের ঘাটে গিয়া উপস্থিত হইলাম,

তখন রাত্রি একটা বাজিয়া গিয়াছে। সেইস্থানে গিয়া জানিতে পারিলাম, কয়েকটী লোক একটী মৃতদেহ ঐ স্থানে রাত্রি আন্দাজ এগারটার সময় লইয়া যায়, এবং বিসূচিকারোগে উহার মৃত্যু হইয়াছে, এইরূপ প্রকাশ করিয়া যাহাতে শীঘ্র ঐ মৃতদেহের দাহকার্য্য সম্পন্ন হয়, তাহার নিমিত্ত উহারা ঐ ঘাটের কর্ম্মচারীকে বিশেষরূপ অনুরোধ করে। ঐ মৃতদেহ দর্শন করিয়া ঐ কর্ম্মচারীর কেমন একরূপ সন্দেহের উদয় হয়। বিসূচিকারোগে মৃত্যু হইলে মৃতদেহে যে সকল নিদর্শন পরিলক্ষিত হয়, এই মৃতদেহে সেই-রূপ কোন চিহ্নই দেখিতে প্াওয়া যায় নাই। সুতরাং তাহার মনে কেমন একরূপ সন্দেহ হয় এবং সেই সন্দেহের উপর নির্ভর করিয়াই তিনি ঐ মৃতদেহ দাহ করিতে অসম্মত হন, ও এই সংবাদ সেইস্থানের স্থানীয় পুলিসকে প্রদান করেন। স্থানীয় পুলিস সংবাদ পাইবামাত্র ঐ মৃতদেহের উপর একটী প্রহরীর পাহারা রাখিয়া দিয়া, ঐ সংবাদ আমার থানায় পাঠাইয়া দেন। আমি থানা হইতে এই অনুসন্ধানে বহির্গত হইয়া আসিবার পর ঐ সংবাদ আমার থানায় গিয়া উপস্থিত হয়।

যাহারা ঐ মৃতদেহ দাহ করিবার নিমিত্ত লইয়া গিয়াছিল, তাহারা যখন জানিতে পারিল যে, ঐ মৃতদেহ তাহারা সহজে দাহ করিতে সমর্থ হইবে না, তখন তাহারা সেই রাত্রির অন্ধ-কারের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া সেইস্থানে পুলিস প্রহরী আসিবার পূর্ব্বেই সকলে তথা হইতে একে একে প্রস্থান করিল। আমরা যখন সেই ঘাটে গিয়া উপস্থিত হইলাম, তখন দেখিলাম, সেই মৃতদেহ সেইস্থানে পড়িয়া আছে, এবং তাহার নিকট জনৈক প্রহরী পাহারা দিতেছে। কিন্তু যাহারা ঐ মৃতদেহ সেইস্থানে আনয়ন

করিয়াছিল, তাহারা কেহই সেইস্থানে নাই। রাত্রিকালে যতদূর সম্ভব, ঐ মৃতদেহটী আমি একবার দেখিলাম, উহা দেখিয়া উহার মৃত্যুর কারণ আমি কিছুই অনুমান করিতে সমর্থ হইলাম না।

সেই ঘাটের কর্ম্মচারীকে তখন ডাকিলাম, ইনি একজন বহু পুরাতন কর্ম্মচারী। বয়ঃক্রম পঞ্চাশ বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে, এবং এই কার্য্যে তিনি প্রায় ত্রিশ বৎসর অতিবাহিত করিয়াছেন। এই দীর্ঘকালের মধ্যে তিনি যে কত মৃতদেহ দর্শন করিয়া ঐ সকল মৃতদেহের দাহকার্য্য সম্পন্ন করিতে অনুমতি প্রদান করিয়াছেন, তাহা নির্ণয় করা সহজ নহে। এই বহুদর্শিতার ফলেই এই মৃতদেহ দাহ করিতে তিনি অনুমতি প্রদান করেন নাই। তিনি আমার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলে আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, কি কারণে আপনি সন্দেহ করিলেন যে, এই ব্যক্তি স্বাভাবিক মৃত্যুতে মরে নাই?

কর্ম্মচারী। কারণ কিছুই বলিতে পারি না। যাহারা ঐ মৃতদেহ এখানে আনয়ন করিয়াছিল, তাহারা আমাকে বলিয়াছিল যে, বিসূচিকারোগে উহার মৃত্যু হইয়াছে। আমি সহস্র সহস্র বিসূচিকা-রোগে মৃত ব্যক্তিকে দেখিয়াছি, কিন্তু এই মৃতদেহে বিসূচিকারোগের কোন চিহ্নই নাই। সুতরাং ইহার মৃত্যুসম্বন্ধে আমার সন্দেহ হয়, এবং সেই সন্দেহের উপর নির্ভর করিয়াই আমি পুলিসে সংবাদ প্রদান করিয়াছি।

আমি। ইহার কিসে মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া আপনার অনুমান হয়?

কর্ম্ম। আমি কিছুই স্থির করিয়া উঠিতে পারি নাই। কোন রোগে ইহার মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া আমার অনুমান হয় না।

আমি। বিসূচিকারোগে যদি উহার মৃত্যু হইত, তাহা হইলে মৃতদেহ দেখিয়াই আপনি তাহা অনুমান করিতে পারিতেন?

কর্ম্ম। নিশ্চয়ই পারিতাম। বিসূচিকারোগে মৃত্যু হইলে মৃতদেহে ঐ রোগের লক্ষণ বিদ্যমান থাকিত, ইহাতে তাহার কিছুই নাই।

আমি। যদি অপর কোন রোগে উহার মৃত্যু হইয়া থাকে?

কর্ম্ম। কোন রোগে ইহার মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া আমার অনুমান হয় না। কারণ, মৃতদেহে কোন প্রকার রোগের চিহ্ন পরিলক্ষিত হয় নাই, আমার বোধ হয়, কোন কারণে ইহার হঠাৎ মৃত্যু হইয়াছে।

আমি। আপনার অনুমান প্রকৃত বলিয়াই অনুমিত হইতেছে, কিন্তু যে সকল ব্যক্তি এই মৃতদেহ দাহ করিবার মানসে এখানে আনয়ন করিয়াছিল, তাহারা পলায়ন করিল কিরূপে?

কর্ম্ম। আমি যেমন এই সংবাদ থানায় প্রেরণ করিলাম, অমনই তাহারা বুঝিতে পারিল যে, তাহারা হয় ত বিশেষ বিপদে পতিত হইবে; সুতরাং সুযোগমতে তাহারা এইস্থান হইতে প্রস্থান করিল। আমি তাহাদিগকে এইস্থানে অপেক্ষা করিতে বলিয়া দিয়াছিলাম, এবং আমার অধীনে যে কয়েকটী ডোম আছে, তাহাদিগকেও বলিয়া দিয়াছিলাম, যে পর্য্যন্ত পুলিস আসিয়া উপস্থিত না হয়, সেই পর্য্যন্ত উহারা যেন পলায়ন না করে। কিন্তু ডোমগণ আমার আদেশ প্রতিপালন করিতে সমর্থ হয় নাই, অন্ধকারের আশ্রয় অবলম্বন করিয়া তাহারা অনায়াসেই ডোমের হস্ত হইতে পলায়ন করিতে সমর্থ হয়।

কর্ম্মচারীর এই কথা শুনিয়া যে ডোমের নিকট হইতে উহারা

পলায়ন করিতে সমর্থ হয়, তাহাকে ডাকিলাম। সে সেইস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, যে কয়েক ব্যক্তি ঐ মৃতদেহ বহন করিয়া আনিয়াছিল, তাহারা কিরূপে পলায়ন করিতে সমর্থ হইল? আমার কথার উত্তরে ডোম যেরূপ কহিল, তাহাতে আমি বুঝিতে পারিলাম, যে ছয়জন ব্যক্তি ঐ মৃতদেহ বহন করিয়া সেইস্থানে আনিয়াছিল, তাহাদিগের মধ্যে চারিজন মৃতদেহ আনিবার পরই সেইস্থান হইতে প্রস্থান করে। শবদাহ করিবার নিমিত্ত কেবলমাত্র দুইজন ঐ মৃতদেহের নিকট থাকে ও ইহার পর তাহারা জানিতে পারে যে, যে পর্য্যন্ত পুলিস আসিয়া ঐ মৃতদেহ দাহ করিবার আদেশ প্রদান না করিবে, সেই পর্য্যন্ত উহাদিগকে সেইস্থানে অপেক্ষা করিতে হইবে। যাহাতে তাহারা তথা হইতে প্রস্থান করিতে না পারে, তাহা দেখিবার ভার ঐ ডোমের উপর ন্যস্ত হয়। ঐ ডোম তাহাদিগকে লইয়া যখন একস্থানে বসাইয়া রাখিবার চেষ্টা করে, সেই সময় তাহারা দুইজন ভিন্ন ভিন্ন দুইদিক অবলম্বন করিয়া সেইস্থান হইতে প্রস্থান করিবার চেষ্টা করে। ডোম একজনকে ধরিতে সমর্থ হয়, কিন্তু অপর একজন সেই স্থান হইতে অনায়াসেই পলায়ন করিতে সমর্থ হয়। ডোম যাহাকে ধরিতে সমর্থ হয়, তাহাকে সেইস্থানে বসাইয়া রাখে, কিয়ৎক্ষণ সেইস্থানে বসিয়া থাকিবার পর ঐ ব্যক্তি দূরে একটী মনুষ্য দেখিতে পাইয়া, সেই ডোমকে কহে যে, যে ব্যক্তি পলাইয়া গিয়াছে, ঐ দেখ, সেই ব্যক্তি গমন করিতেছে। এই কথা শুনিবামাত্র অগ্রপশ্চাৎ কিছুমাত্র না ভাবিয়াই সেই মূর্খ ডোম সেইদিকে দ্রুতপদে গমন করে এবং সেই মনুষ্যের নিকট গমন

করিয়া দেখে যে, সে একটী স্ত্রীলোক। ইহা দেখিয়াই সে সেই স্থান হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করে ও দেখিতে পায়, যাহাকে সে সেইস্থানে রাখিয়া গিয়াছিল, সেও সেইস্থানে নাই; অন্ধকারের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া সে সেইস্থান হইতে প্রস্থান করিয়াছে। কিয়ৎক্ষণ তাহার অনুসন্ধান করিয়া দেখে, কিন্তু আর তাহাকে প্রাপ্ত হয় না। ইহার কিয়ৎক্ষণ পরেই পুলিস-প্রহরী আসিয়া সেইস্থানে উপস্থিত হয়।

ডোমের নিকট এই অবস্থা অবগত হইয়া বেশ বুঝিতে পারিলাম যে, তাহারই বুদ্ধির দোষে ঐ ব্যক্তি প্রস্থান করিতে সমর্থ হইয়াছে। ঐরূপ শব-বাহকগণ প্রস্থান করায় (বর্ত্তমান ক্ষেত্রে না হউক) যে কতদূর অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা, পাঠকগণ তাহা অনায়াসেই অনুমান করিতে পারেন। এরূপ অবস্থায় শববহনকারী লোকগণকে প্রাপ্ত না হইলে ঐ মৃতদেহ কোথা হইতে যে আনীত হইয়াছে, তাহা স্থির করা নিতান্ত সহজ হয় না। তাহার উপর উহা যদি হত্যা মকর্দ্দমায় পরিণত হয়, তাহা হইলে ঐ মকর্দ্দমার অনুসন্ধান হওয়া একরূপ অসাধ্যই হইয়া উঠে। সে যাহা হউক, বর্ত্তমানক্ষেত্রে উহারা পলায়ন করিলেও সেইরূপ ভয়ের বিশেষরূপ কোন কারণ ছিল না। কারণ ইহা যদি হত্যা মকর্দ্দমায় পরিণত হয়, তাহা হইলে হত্যাকারীর অনুসন্ধান করিতে হইবে না। সে পূর্ব্ব হইতেই আপনি থানায় আসিয়া আত্মসমর্পণ করিয়াছে এবং যে ব্যক্তি হত হইয়াছে, তাহার নাম ও বাসস্থান সে আমাদিগকে বলিয়া দিয়াছে। এরূপ অবস্থায় শববহনকারীগণ পলায়ন করায় আমাদিগের কার্য্যের বিশেষ কোনরূপ অসুবিধা ঘটে নাই।

সেই মৃতদেহটী পূর্ব্বে সেই ঘাটের কর্ম্মচারী নিজচক্ষে দেখিয়াছিলেন, এবং উহাতে বিসূচিকারোগের কোনরূপ লক্ষণ দেখিতে না পাইয়াই তাঁহার মনে সন্দেহ হয়, এবং সেই সন্দেহের উপর নির্ভর করিয়া তিনি থানায় সংবাদ প্রেরণ করেন। তিনি স্বচক্ষে উহা দর্শন করিলেও আমি তাঁহার কথায় উপর সম্পূর্ণরূপ নির্ভর না করিয়া, নিজ চক্ষে সেই মৃতদেহটী পুনরায় দেখিবার ইচ্ছা করিলাম।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

রাজচন্দ্র দাস ইতিপূর্ব্বে আমাকে বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার এক চপেটাঘাতে রসিক ইহজীবন পরিত্যাগ করিয়াছে। সেই মৃতদেহ দেখিবার আমার প্রধান উদ্দেশ্য এই হইল যে, তাহার গণ্ডদেশে চপেটাঘাতের কোনরূপ চিহ্ন বর্ত্তমান আছে কি না।

মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়া, সেই কর্ম্মচারীকে সঙ্গে লইয়া রসিকের মৃতদেহটী উত্তমরূপে দেখিতে লাগিলাম। উহার গণ্ডদেশে বিষম চপেটাঘাতের কোনরূপ চিহ্নই দেখিতে পাইলাম না। সেইস্থানে সেই সময় যে ডোম উপস্থিত ছিল, তখন তাহাকে সেই মৃতদেহ সম্পূর্ণরূপে বিবস্ত্র করিতে কহিলাম। আদেশমাত্র উহার অঙ্গে যে সকল বস্ত্র ছিল, তাহা খুলিয়া সে দূরে রাখিয়া দিল। দুইটী বাতীর সাহায্যে সেই মৃতদেহের সমস্ত অঙ্গ অতি উত্তমরূপে দেখিলাম, কোনস্থানেই বিশেষ কোনরূপ চিহ্ন প্রথমতঃ পরিলক্ষিত হইল না; কিন্তু অনেক অনুসন্ধানের পর, উহার

বক্ষঃস্থলে পয়সা পরিমিত একটী কালো বর্ণের গোলাকার চিহ্ন দৃষ্টিগোচর হইল। উহা কিসের চিহ্ন, তাহা ভাল করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিলাম, উহা একটী লৌহ পেরেকের গোলাকার শেষ অংশ। বোধ হইল, ঐ পেরেকটী জোরপূর্ব্বক উহার বক্ষঃ-স্থলে বসাইয়া দেওয়া হইয়াছে; কিন্তু ঐ স্থান দিয়া রক্তাদি বহির্গত হইবার এরূপ কোন চিহ্ন পরিলক্ষিত হইল না। অঙ্গুলির দ্বারা ঐ পেরেকটী আস্তে আস্তে উঠাইবার চেষ্টা করিলাম। দেখিলাম, উহা উত্তমরূপে সংবিদ্ধ রহিয়াছে। বিশেষরূপ জোর করিয়া না উঠাইলে উহা সহজে দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইবে না। সুতরাং উহা উঠাইবার আর চেষ্টা না করিয়া যেরূপ অবস্থায় উহা দেহের সহিত সংবিদ্ধ ছিল, সেইরূপ অবস্থাতেই রাখিয়া দিলাম। এখন বুঝিতে পারিলাম, রসিকের বক্ষঃস্থলে ঐ লৌহ পেরেক প্রবিষ্ট হইবার নিমিত্তই তাহার মৃত্যু ঘটিয়াছে। বিসূচিকা রোগে উহার মৃত্যু হয় নাই বা কেবলমাত্র এক চপেটাঘাতেই উহার ইহজীবন শেষ হয় নাই।

রাজচন্দ্র দাসঘোষ সেই সময় আমাদিগের সহিত সেইস্থানে উপস্থিত ছিলেন এবং আমাদিগের ন্যায় ঐ লৌহপেরেক তিনিও সেই মৃতদেহে স্বচক্ষে দর্শন করিলেন। তখন আমি তাঁহাকে কহিলাম, যদি আপনার একটীমাত্র চপেটাঘাতেই ইহার মৃত্যু হইয়া থাকে, তাহা হইলে ইহার বক্ষঃস্থলে এই লৌহপেরেক কিরূপে বিদ্ধ হইল? আমার বোধ হয়, কেবলমাত্র চপেটাঘাতে ইহার মৃত্যু হয় নাই, ইহার বক্ষঃস্থলে এই লৌহপেরেক প্রবিষ্ট হইয়াই ইহাকে ইহজীবন পরিত্যাগ করাইয়াছে। এ সম্বন্ধে আপনি এখন কি বলিতে চাহেন? যদি এই লৌহপেরেক আপনার

কর্ত্তৃকই ইহার বক্ষঃস্থলে প্রবিষ্ট হইয়া থাকে, তাহা আপনি এখন বলিতে পারেন। যখন নিজের দোষ স্বীকার করিতে আপনা হইতেই আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, তখন প্রকৃত যাহা ঘটিয়াছিল, তাহাই প্রকাশ করা এখন আপনার সম্পূর্ণরূপে কর্ত্তব্য। কতক সত্য, কতক মিথ্যা বলিয়া আমাদিগকে নিরর্থক কষ্ট দেওয়া আপনার কর্ত্তব্য নহে। কারণ, অনুসন্ধানে পরিশেষে সমস্তই বাহির হইয়া পড়িলে, কোন কথাই গোপন থাকিবে না।

আমার কথার উত্তরে রাজচন্দ্র দাস কহিলেন, আমি আপনার নিকট প্রকৃত কথাই বলিয়াছি, কোন কথা গোপন করি নাই। যদি কোন কথা গোপন করিবার ইচ্ছা থাকিত, তাহা হইলে আমি নিজ ইচ্ছায় থানায় গমন করিয়া আত্মসমর্পণ করিব কেন? এ সম্বন্ধে আপনারা কিছুই জানিতেন না, কে হত হইল বা কাহা-কর্ত্তৃক হত হইল, এ সংবাদ আপনাদিগের নিকট আসিয়া উপস্থিত হয় নাই। সুতরাং আমি যে আপনাদিগের কর্ত্তৃক ধৃত হইব, তাহারই বা সম্ভাবনা কি ছিল? এরূপ অবস্থায় আমি নিজে আপনার নিকট আসিয়া আত্মসমর্পণ করিব কেন? পূর্ব্ব হইতে উহার বক্ষঃস্থলে যদি কোনরূপ লৌহপেরেক আবদ্ধ হইয়া থাকে, তাহা আমি অবগত নহি। কিন্তু আমি উহাকে কেবল-মাত্র একটি ভিন্ন চপেটাঘাত করি নাই, সেই চপেটাঘাতের পরেই সে সেইস্থানে পড়িয়া যায় ও তাহার মৃত্যু হয়। সুতরাং আমার অনুমান হয় যে, আমার চপেটাঘাতেই উহার মৃত্যু হইয়াছে।

রাজচন্দ্র দাসের কথা শুনিয়া আমি সেই সময় কিছুই স্থির করিয়া উঠিতে পারিলাম না। রাজচন্দ্র যাহা বলিতেছিলেন, তৎ-সম্বন্ধে একটু ভাবিয়া দেখিলাম। দেখিলাম, এ পর্য্যন্ত যতদূর

আমরা অবগত হইতে পারিয়াছি, তাহা রাজচন্দ্র বলিয়া না দিলে কোনরূপ উপায়েই আমাদিগের জানিবার উপায় ছিল না যে, মৃতব্যক্তি কে? কোথা হইতে তাহাকে সেইস্থানে আনা হইয়াছে এবং কেই বা তাহাকে আনিয়াছে। মনে করুন, রাজ-চন্দ্র দাস আমাদিগের নিকট গমন করেন নাই বা আমাদিগকে কোন কথা বলেন নাই। এই মৃতদেহ দাহ করিবার ঘাট হইতে সংবাদ পাঠাইয়া দেওয়ার পর আমরা আসিয়া এখানে উপস্থিত হইয়াছি, এবং মৃতদেহ যাহারা এইস্থানে বহন করিয়া আনিয়াছিল, তাহাদিগের কাহাকেও প্রাপ্ত হই নাই, এইস্থানে আসিয়া কেবলমাত্র মৃতদেহই পাইয়াছি। তাহার অঙ্গে পেরেক বিদ্ধ আছে দেখিতে পাইয়াছি, এরূপ অবস্থায় এ মৃতদেহ কাহার, প্রথমতঃ অনুসন্ধান করিয়া তাহাই বাহির করা সহজ নহে, তাহার উপর কাহার কর্তৃক এ ব্যক্তি হত হইয়াছে, তাহা বাহির করা যে কিরূপ দুঃসাধ্য, তাহা পাঠকগণ সহজেই অনুমান করিতে পারেন। এরূপ অবস্থায় রাজচন্দ্র দাস নিজে আসিয়া থানায় উপস্থিত না হইলে তাহার উপর এই অপরাধ আমরা সহজে প্রমাণ করিতে পারিতাম বলিয়া অনুমান হয় না। প্রমাণ হওয়া দূরে থাকুক, রাজচন্দ্র দাসের দ্বারা যে এই কার্য্য ঘটিয়াছে, তাহাই বা জানিতে পারিতাম কিরূপে? এরূপ অবস্থায় রাজচন্দ্র দাস নিজে হাজির হইয়া যে সকল কথা বলিয়া তাঁহাকে বিষম বিপদে পতিত করিয়াছে, তাহাই বা একেবারে অবিশ্বাস করি কি প্রকারে? হয় ত হইতে পারে, কোন ব্যক্তি কর্তৃক তাহার বক্ষঃস্থলে পেরেক বিদ্ধ হইয়াছে, রাজচন্দ্র হয় ত তাহার কিছুই অবগত নহে। সেই পেরেক বিদ্ধকারীর উদ্দেশে গালি প্রদানকালে

রাজচন্দ্র দাস তাহাকে প্রহার করিয়াছে, এবং সেই প্রহারের পর রসিক সেইস্থানে পতিত হইয়া ইহজীবন পরিত্যাগ করিয়াছে।

মনে মনে এইরূপ নানাপ্রকার চিন্তা আসিয়া উপস্থিত হইল, কিন্তু সেই সকল চিন্তার দিকে কিছুমাত্র লক্ষ্য না করিয়া ইহার অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। মৃতদেহ আপাততঃ সেই স্থানেই প্রহরীর জিম্মায় রহিল।

রাজচন্দ্র দাসকে সঙ্গে লইয়া প্রথমতঃ রাজচন্দ্র দাসের বাড়ীতেই গিয়া উপস্থিত হইলাম। রাজচন্দ্র দাসকে জিজ্ঞাসা করায়, তিনি তাঁহার বাড়ীর সম্মুখবর্ত্তী রাস্তা দেখাইয়া দিয়া কহিলেন, এইস্থানে রসিক দাঁড়াইয়া আমাকে গালি দিয়াছিল। এইস্থানে আমি তাহাকে চপেটাঘাত করি, এবং এইস্থানে সে পতিত হইয়া ইহজীবন পরিত্যাগ করে। এই বাড়ীতে রসিক বাস করিত।

রাজচন্দ্র দাসের কথা শুনিয়া ঐ স্থানের প্রত্যেককেই একে একে জিজ্ঞাসা করিলাম, কিন্তু কেহই কোন কথা বলিতে পারিল না বা ইচ্ছা করিয়া বলিল না। রাজচন্দ্র দাস যাহা কহিলেন, তাহার সমর্থন করিবার বা তাহার বিপক্ষে কোন কথা কহিতে পারে, এরূপ কোন ব্যক্তিকে সেইস্থানে প্রাপ্ত হইলাম না।

যে বাড়ীতে রসিক বাস করিত, রাজচন্দ্র দাস তাহা আমাদিগকে দেখাইয়া দিলেন, ঐ বাড়ী রাজচন্দ্র দাসের বাড়ীর সন্নিকটে। আমরা ঐ বাড়ীতে প্রবেশ করিলাম, দেখিলাম, উহা একটী মেস বা বাসাড়িয়া বাড়ী। কেহ পরিবার লইয়া ঐ বাড়ীতে বাস করেন না, কয়েকটী স্কুলের ছাত্র ও কয়েকজন অফিসের কর্ম্মচারী ঐ বাড়ীতে বাস করিয়া থাকেন। বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিলে একজন অর্দ্ধবয়স্ক যুবক আমাদিগের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত

হইলেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্র আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি কে? এই বাসার সহিত আপনার কোনরূপ সংশ্রব আছে কি? আমার কথার উত্তরে তিনি কহিলেন, আমি এই বাসাতেই থাকি এবং এই বাসার বন্দোবস্তের ভার এখন আমার উপরই ন্যস্ত আছে।

আমি। তাহা হইলে আপনিই এখন এই বাসার ম্যানেজার?

ম্যানেজার। কতকটা বই কি? কেন, আপনার কি প্রয়োজন?

আমি। প্রয়োজন অনেক আছে, আপনাদিগের নিকট আমার অনেক কথা জিজ্ঞাস্য আছে। আপনি বোধ হয় অবগত নহেন যে, আমি কে? আমি জনৈক পুলিস-কর্ম্মচারী. একটী গুরুতর অপরাধের অনুসন্ধান করিবার নিমিত্ত আমি এইস্থানে আগমন করিয়াছি।

ম্যানে। এত রাত্রে আসিয়াছেন কেন, দিবাভাগে আসিলেই পারিতেন। এখন বাসার প্রায় সকলেই নিদ্রাগত, আপনি দিনমানে আসিবেন, আমাদিগের দ্বারা যে কোনরূপ সাহায্য হইবার সম্ভাবনা, তাহা অনায়াসেই আমাদিগের নিকট হইতে প্রাপ্ত হইবেন।

আমি। বিশেষ প্রয়োজন না হইলে কি এই রাত্রিকালে আপনাদিগকে বিরক্ত করিতে আসিয়াছি। কল্য দিবাভাগে আসিলে যদি চলিত, তাহা হইলে এত রাত্রিতে এখানে আসিব কেন?

ম্যানে। বলুন, আমাদিগকে কি করিতে হইবে?

আমি। বিশেষ কিছুই করিতে হইবে না, কেবলমাত্র আমি

আপনাদিগকে যে সকল কথা জিজ্ঞাসা করিব, তাহার যথাযথ উত্তর পাইলেই আমার কার্য্য শেষ হইয়া যাইবে।

ম্যানে। আপনি কি জানিতে চাহেন বলুন, আমার দ্বারা যতদূর সম্ভব, তাহার উত্তর আপনি এখনই প্রাপ্ত হইবেন।

আমি। আপনাদিগের এই বাসায় রসিক নামক কোন ব্যক্তি বাস করেন কি?

ম্যানে। হাঁ, রসিকবাবু এই বাসায় থাকেন।

আমি। তিনি এখন উপস্থিত আছেন কি?

ম্যানে। আমি ঠিক বলিতে পারি না, সম্ভবত তিনি তাঁহার ঘরে শুইয়া আছেন।

আমি। যদি আপনি একবার অনুগ্রহ করিয়া দেখিয়া আসেন, তাহা হইলে বড়ই অনুগৃহীত হই।

আমার কথা শুনিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ ভিতরে গমন করি-লেন এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যে ফিরিয়া আসিয়া কহিলেন, না মহাশয়! তিনি তাঁহার ঘরে নাই। তিনি কি কোনরূপে বিপদগ্রস্ত হইয়া আপনাদিগের হস্তে পতিত হইয়াছেন?

আমি। না, তিনি কোনরূপ বিপদগ্রস্ত হইয়া আমাদিগের হস্তে পতিত হন নাই, কিন্তু জগতের সমস্ত বিপদ হইতে তিনি অব্যাহতি প্রাপ্ত হইয়াছেন।

ম্যানে। আপনার এ কথার কোনরূপ অর্থ আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না।

আমি। আমার কথার অর্থ অতি পরিষ্কার, তিনি ইহজগতে নাই। সুতরাং ইহজগতের সমস্ত বিপদ হইতে তিনি অব্যাহতি প্রাপ্ত হইয়াছেন।

ম্যানে। সে কি মহাশয়! কোথায় ও কিরূপে তাঁহার মৃত্যু ঘটিল।

আমি। তাহাই অনুসন্ধান করিবার নিমিত্ত আমি এইস্থানে আগমন করিয়াছি।

আমার কথা শুনিবামাত্র তিনি ঐ বাসার সমস্ত ব্যক্তিকেই ডাকিলেন। তাঁহার কথা শুনিয়া সকলেই নিদ্রা হইতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক আমার নিকট আগমন করিয়া আমার চতুষ্পার্শ্বে বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইলেন, এবং প্রত্যেকেই একেবারে আমাকে নানা কথা জিজ্ঞাসা আরম্ভ করিলেন। কেহ বলিলেন, "রসিক বাবু কোথায়? কেহ বলিলেন, তিনি কি একেবারে মরিয়া গিয়াছেন? কেহ জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি কোথায় মরিলেন, কোন স্ত্রীলোকের বাড়ীতে কি? কেহ বলিলেন, কে তাঁহাকে মারিয়া ফেলিল? কেহ জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কি করিয়া জানিতে পারিলেন? কেহ কহিল, যে মারিয়াছে, সে ধরা পড়িয়াছে ত? এইরূপ যাহার মনে যাহা আসিতে লাগিল, তিনি তাহাই কহিতে লাগিলেন। উহার মধ্য হইতে কোন বালক বলিয়া উঠিল, টাকা খাইয়া এই মকর্দ্দমা না উড়াইয়া দিলে, আর পুলিস এখানে আসিবে কেন? কেহ কহিল, আসল আসামীকে ছাড়িয়া দিয়া আমাদিগের মধ্যে কাহাকে ধরিয়া আসামী করিতে পারে, তাহাই দেখিবার নিমিত্ত পুলিস এখানে আসিয়াছে। পুলিসের যত ক্ষমতা তাহা জানি, উহারা দোষীকে দেখিতে পায় না, কেবল নির্দ্দোষী লইয়াই টানাটানি করে। কোন কথা না শুনিয়াই বা কোন বিষয় অবগত না হইয়াই যাহার মনে যাহা আসিয়া উদয় হইতে লাগিল, তিনি তাহাই বলিতে আরম্ভ করিলেন। উহা-

দিগের অবস্থা দেখিয়া উহাদিগের কোন কথার উত্তর প্রদান না করিয়া আমি চুপ করিয়া যে যাহা বলিতে লাগিল, তাহাই শুনিতে লাগিলাম।

এই কলিকাতা সহরের মধ্যে যে সকল স্কুলের ছাত্র বা অফিসের কর্ম্মচারী বা কেরাণীমহল বাসা করিয়া বাস করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের গতিকই এইরূপ; তাঁহারা প্রথমতঃ কোন কথা উত্তমরূপে অনুধাবন করিয়া দেখেন না, যাহা ইচ্ছা তাহা বলিয়া সরকারী কর্ম্মচারীগণকে নিরর্থক গালিবর্ষণ করিয়া থাকেন। তাঁহাদিগের মনের এই ধারণা যে, সরকারী কর্ম্মচারী মাত্রই অবিশ্বাসী, উৎকোচগ্রাহী ও অনবরত নিরীহ লোকদিগের সর্ব্বনাশ করিতেই প্রস্তুত। এই বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়াই যে কোন সরকারি কর্ম্মচারীর সহিত তাঁহাদিগের কোনরূপ সংস্রব ঘটে, অমনি তাহাদিগকে গালি প্রদান করেন, এবং তাহাদিগের সম্মুখেই তাহাদিগের বিপক্ষে নানারূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়া থাকেন। যে সকল উদ্ধতস্বভাবের কর্ম্মচারীগণ ঐ সকল কথা সহ্য করিতে না পারিয়া তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতিবাদ করিতে আরম্ভ করেন, তাহাদিগের সহিতই তৎক্ষণাৎ গোলযোগ বাধিয়া উঠে ও পরি-শেষে উহার ফল বিষময় হইয়া দাঁড়ায়। আর যে সকল কর্ম্মচারী উহাদিগের স্বভাব উত্তমরূপে অবগত আছেন, তাঁহারা ঐ সকল কথা শুনিয়াও শোনেন না, বা উহার উপর কোনরূপ লক্ষ্যও করেন না। এইরূপে উহাদিগের যাহা যাহা বক্তব্য, তাহা শেষ হইয়া গেলে পরিশেষে তাহাদিগের দ্বারাই সকল কার্য্য অনায়াসেই উদ্ধার করিয়া লইতে পারেন। তাহার উপর যে সকল কর্ম্মচারী উহাদিগের পক্ষ অবলম্বন করিয়া, তাহাদিগের কথার পোষকতা

করিয়া, সেই সময় যদি দুই চারিটী কথা বলিতে পারেন, অর্থাৎ সরকারি কর্ম্মচারীগণ সমস্তই অত্যাচারী, সমস্তই উৎকোচগ্রাহী, সমস্তই অবিশ্বাসী প্রভৃতি এইরূপ দুই চারিটী কথা বলিয়া তাহাদিগের মতে মত দিতে সমর্থ হন, তাহা হইলে যে কার্য্য সম্পন্ন করিবার নিমিত্ত তিনি এইস্থানে গমন করিয়াছেন, সেই কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে তাঁহাকে কোনরূপ কষ্টই পাইতে হয় না। সেই স্থানে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলেও তাঁহার সমস্ত কার্য্য উঁহারা আপনা হইতেই বিশেষ আগ্রহ ও যত্নের সহিত নির্ব্বাহ করিয়া দিয়া থাকেন। এরূপ উদাহরণ আমি শত শত দেখাইতে পারি।

আমি, এই স্থানের বাসাড়িয়া বাড়ীর ছাত্রগণ ও অফিসের কর্ম্মচারীগণের অবস্থা উত্তমরূপে জানিতাম। সুতরাং উঁহাদিগের কথায় বিন্দুমাত্র লক্ষ্য না করিয়া, আমি কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া রহিলাম ও উঁহাদিগের কথায় সমর্থন করিয়া পুলিস-কর্ম্মচারীগণ যে নিতান্ত অকর্ম্মণ্য ও অবিশ্বাসী, তাহার সত্য মিথ্যা দুই একটী উদাহরণও প্রদান করিলাম। দেখিলাম, আমার উপর সকলেই সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহারা আপনাপন মুখ বন্ধ করিলেন ও আমাকে সর্ব্বতোভাবে সাহায্য করিতে প্রস্তুত হইলেন। তখন উঁহারা নিতান্ত অসঙ্গত কথা ছাড়িয়া দিয়া, সঙ্গত কথার আলোচনায় প্রস্তুত হইলেন। উঁহাদিগের মধ্যে একজন সকলকে চুপ করিতে বলিয়া আমার সহিত কথা কহিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

তিনি আমাকে প্রথমতঃ জিজ্ঞাসা করিলেন, রসিকবাবু কি প্রকৃতই মরিয়া গিয়াছেন?

আমি। সত্য মরিয়া গিয়াছেন।

বাসাড়িয়া। তাহার যেরূপ স্বভাব ছিল, তাহাতে আমরা

পূর্ব্বেই ভাবিয়াছিলাম যে, উহার দশা এইরূপই হইবে। সে কোথায় মরিয়া গেল, কোন স্ত্রীলোকের বাড়ীতে কি তাহার মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছে ?

আমি। না।

বাসা। তাহার যেরূপ চরিত্রের কথা আমরা ইদানীন্তন জানিতে পারিয়াছিলাম, তাহাতে আমরা একরূপ স্থির করিয়াই রাখিয়াছিলাম যে, হয় বেশ্যাবাড়ীতে—না হয় মদ খাইয়া কোনরূপ বেটকরে পড়িয়া সে তাহার জীবন হারাইবে।

আমি। আপনারা যেরূপ অনুমান করিয়া রাখিয়াছিলেন, ঘটিয়াছেও তাহাই। কিন্তু কিরূপে যে ঘটিল, তাহার এখন পর্য্যন্ত কিছুই স্থির করিয়া উঠিতে পারি নাই বলিয়াই আপনাদিগের নিকট আগমন করিয়াছি। সে কি সদাসর্ব্বদাই নেশায় উন্মত্ত থাকিত ?

বাসা। সদাসর্ব্বদা না হইলেও রাত্রিকালে প্রায়ই সুরাপান করিয়া সে বাসায় আসিত। অবশ্য আমরা সকল দিন জানিতে পারিতাম না যে, কখন সে ফিরিয়া আসিয়াছে। তাহার খাদ্য প্রায় নষ্ট হইত।

আমি। বেশ্যাবাড়ীর কথা বলিতেছেন, কোন্ বেশ্যাবাড়ীতে তাহার যাতায়াত ছিল ?

বাসা। এ কথা আমরা বলিতে পারিব না, ইহা আমাদিগের অনুমান মাত্র। তবে ইহা আমরা বেশ বুঝিতে পারিতাম যে, সে নিশ্চয়ই বেশ্যাসক্ত হইয়া পড়িয়াছে। তাহার উপর উহার আর একটী বিষম দোষ ঘটিয়াছিল। আপনি দেখিতে পাইতেছেন যে, আমরা গৃহস্থপল্লীর মধ্যে বাস করি। আমরা যে

সময় বাসায় উপস্থিত না থাকিতাম, অথচ সে একাকী এই স্থানে থাকিত, সেই সময় নিকটবর্ত্তী গৃহস্থবর্গের কোন স্ত্রীলোককে জানালার সন্নিকটে আগমন করিবার বা ছাদের উপর উঠিবার যো ছিল না; স্ত্রীলোকগণকে দেখিতে পাইলেই প্রায়ই সে ঠাট্টা তামাসা ও অশ্লীলভাষা প্রয়োগ করিয়া তাহাদিগকে বিপথ-গামিনী করিবার চেষ্টা করিত; ইহার জন্য কতদিন প্রতিবেশী-বর্গের নিকট আমাদিগকে লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইয়াছে। আমরা একরূপ স্থির করিয়াই রাখিয়াছিলাম ও উহাকে বলিয়া দেওয়াও হইয়াছিল যে, এই মাসের এই কয়েকদিবস গত হইলেই তাহাকে এ বাসা পরিত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে। ইহার অনেক দিবস পূর্ব্বেই আমরা তাহাকে এই বাসা হইতে তাড়াইয়া দিবার সংকল্প করিয়াছিলাম, কিন্তু বাসার হিসাবে অনেকগুলি টাকা তাহার নিকট পাওনা থাকায় নিতান্ত দায়ে পড়িয়া কেবল তাহাকে এতদিবস রাখিতে হইয়াছে। কিন্তু এ মাসে আমরা সেই টাকার আশা পরিত্যাগ করিয়া তাহাকে বলিয়া দিয়াছিলাম যে, ১লা তারিখের মধ্যেই তিনি যেন এই বাসা পরিত্যাগ করিয়া অপর স্থানে চলিয়া যান। তিনিও আমাদিগের কথায় সম্মত হইয়া, শুনিয়াছি অপর বাসার অনুসন্ধান করিতেছিলেন। সে যাহা হউক, এখন তাহার মৃতদেহ পাইলেন কোথায়?

আমি। তাহার মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছে কাশীমিত্রের শবদাহ করিবার ঘাটে।

বাসা। সেই স্থানে কে লইয়া গেল?

আমি। শুনিয়াছি, তাহার বন্ধুবান্ধব বা আত্মীয়স্বজন।

বাসা। বন্ধু-বান্ধবের মধ্যে এক তো আমরাই সকলে আছি।

তাহার আত্মীয়স্বজন যে কেহ এখানে আছে, তাহা তো আমা-দিগের বোধ হয় না; কারণ, এ কথা তো কখন আমরা শুনি নাই। যাহারা ঐ মৃতদেহ দাহ করিবার নিমিত্ত লইয়া গিয়াছিল, তাহাদিগকে পাইয়াছেন তো, তাহারা কি বলে?

আমি। তাহাদিগকে পাওয়া যায় নাই, ঘাটে মৃতদেহ পরি-ত্যাগ করিয়া তাহারা পলায়ন করিয়াছে।

বাসা। উহার মৃত্যু হইয়াছে কিসে?

আমি। যাহারা মৃতদেহ বহন করিয়া লইয়া গিয়াছিল, তাহারা বলিয়াছিল যে, বিসূচিকা রোগে উহার মৃত্যু হইয়াছে, কিন্তু মৃতদেহের বক্ষস্থলে একটী বড় লৌহ পেরেক বিদ্ধ আছে, সুতরাং উহাই উহার মৃত্যুর কারণ বলিয়া অনুমান হইল।

বাসা। উহার বক্ষস্থলে লৌহ পেরেক বিদ্ধ করিল কে?

আমি। তাহাই জানিবার জন্য অনুসন্ধান করিতে হই-তেছে। আপনি বাসার সকলকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখুন যে, এখান হইতে ঐ মৃতদেহ কেহ তো সৎকার করিবার নিমিত্ত লইয়া যায় নাই?

বাসা। তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই জানিতে পারিতাম।

উহার কথা শুনিয়া সকলেই বলিয়া উঠিলেন, "আমরা ইহার কিছুই জ্ঞাত নহি।"

আমি। রসিক যদি এই বাড়ীতে বা ইহার সন্নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে হত হইতেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই বোধ হয়, আপনারা তাহা অনায়াসেই অবগত হইতে পারিতেন?

বাসা। অবগত হইতে পারিবার খুব সম্ভাবনা।

আমি। আর আপনাদিগের [illegible] কোন স্থানে যদি উহার মৃতদেহ পাওয়া যাইত, [illegible] হইলে ঐ স্থান হইতে ঐ মৃতদেহ কাশীমিত্রের ঘাটে লইয়া যাইবার কালীনও বোধ হয়, আপনারা জানিতে পারিতেন।

বাসা। নিশ্চয়ই জানিতে পারিতাম, আর আমরা ভিন্ন এইস্থানে তাহার এরূপ আর কোন আত্মীয় আমরা দেখিতে পাইতেছি না যে, ঐ মৃতদেহ দাহ করিবার নিমিত্ত তাহারা লইয়া যাইতে সহজে সম্মত হয়। আমার বোধ হয়, যাহারা উহাকে হত্যা করিয়াছে, তাহারাই ঐ মৃতদেহ ভস্মে পরিণত করিবার মানসে ঐ স্থানে লইয়া গিয়াছিল।

আমি। যিনি উহাকে মারিয়াছেন, তিনি তো আপনাদিগের সম্মুখেই উপস্থিত আছেন। তিনি বলিতেছেন, ঐ মৃতদেহ তাহারা স্থানান্তরিত করে নাই, রসিকের আত্মীয় স্বজন বা বন্ধু-বান্ধবগণ ঐ মৃতদেহ লইয়া গিয়াছে।

বাসা। তাহা হইলে রসিক বাবুকে যিনি হত্যা করিয়াছেন, তাঁহাকে আপনারা প্রাপ্ত হইয়াছেন, তিনি কোথায়?

আমি। আপনাদিগের সম্মুখেই দণ্ডায়মান, আপনারা রাজচন্দ্র দাসকে চেনেন?

বাসা। এই বাবুটীকে?

আমি। হাঁ।

বাসা। খুব চিনি, ইনি আমাদিগের প্রতিবাসী; আমাদিগের বাসাবাড়ীর সংলগ্ন বাড়ীতে ইনি বাস করিয়া থাকেন।

আমি। ইনিই রসিক বাবুকে হত্যা করিয়াছেন।

বাসা। আমাদিগের সহিত মিথ্যা উপহাস করিতেছেন

কেন? রাজচন্দ্র [illegible] ভদ্রলোক, ইহাঁর দ্বারা এ কার্য্য কিছুতেই সম্পন্ন হইতে পারে না। এমন কি, যদি আমরা স্বচক্ষে ইহাঁকে ঐ কার্য্য সম্পন্ন করিতে দেখি, তাহা হইলেও আমাদিগের বিশ্বাস হয় না যে, ঐ কার্য্য ইহাঁর দ্বারা সম্পন্ন হইয়াছে।

আমি। আমি আপনাদিগের সহিত উপহাস করিতেছি না। রাজচন্দ্র দাসকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখুন, তিনি নিজে আপনাদিগকে কি বলেন?

বাসা। কি মহাশয়! এরূপ কথা হইতেছে কেন?

রাজ। রসিক আমার দ্বারাই হত হইয়াছে, ইহাই আমার বিশ্বাস।

বাসা। সে আপনার দ্বারা কিরূপে হত হইল?

রাজ। সন্ধ্যার সময় যখন আমি আমার অফিস হইতে প্রত্যাগমন করিতেছিলাম, সেই সময় রসিক আমার বাড়ীর সম্মুখে আমাকে দেখিতে পাইয়া, বিনাকারণে নিতান্ত অশ্লীল ভাষায় আমাকে গালি প্রদান করিতে আরম্ভ করে। আমি তাহাকে যত নিষেধ করি, সে ততই অশ্লীল ভাষায় গালি প্রদান করিতে থাকে। এরূপ অবস্থায় আমার নিতান্ত ক্রোধের উদয় হয় ও ঐ ক্রোধ আমি কোনরূপে সংবরণ করিতে না পারিয়া, সজোরে তাহার গণ্ডদেশে এক চপেটাঘাত করি। আমার ঐ চপেটাঘাত সে সহ্য করিতে না পারিয়া ঐ স্থানে পতিত হয় ও ইহজীবন পরিত্যাগ করে।

বাসা। এ কিরূপ কথা হইল! আপনার বাড়ীর সম্মুখে এই কার্য্য সম্পন্ন হইলে, প্রকারান্তরে আমাদিগের বাসার সম্মুখেই

এই কার্য্য সম্পন্ন হইল, অথচ আমরা তাহার কিছুমাত্র জানিতে পারিলাম না। বিশেষ আপনি যে সময়ের কথা বলিতেছেন, সেই সময় আমাদিগের বাসার অনেকেই বাসায় উপস্থিত ছিলেন, এরূপ একটী ভয়ানক ঘটনা বাসার সম্মুখে ঘটিলে আমাদিগের মধ্যে কেহ না কেহ নিশ্চয়ই উহা জানিতে পারিতেন। আর এক চপেটাঘাতেই যদি উহার মৃত্যু হইয়া থাকে, তাহা হইলে উহার বক্ষঃস্থলে লৌহ পেরেক কিরূপে সংবিদ্ধ হইল?

রাজ। তাহা আমি বলিতে পারি না।

বাসা। উহাকে দাহ করিবার জন্য কে লইয়া গিয়াছিল?

রাজ। তাহা বলিতে পারি না। ও ঐ স্থানে পতিত হইবার পর আমি আমার বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করি। হঠাৎ এই অবস্থা ঘটিয়া পড়ায়, আমার মনের কিছুমাত্র স্থিরতা থাকে না, সুতরাং আমি আর বাড়ী হইতে বহির্গত হই নাই। কিন্তু পরে শুনিয়াছিলাম, ঐ মৃতদেহ তাহার আত্মীয় স্বজন বা বন্ধুবান্ধবেরা লইয়া গিয়াছে। সুতরাং আমি মনে করিয়াছিলাম যে, আপনারাই ঐ মৃতদেহ সৎকার মানসে স্থানান্তরিত করিয়াছেন।

বাসা। আমরা অনেক দিবস হইতে এই স্থানে বাসা করিয়া আছি। আপনার সহিত বিশেষরূপ আলাপ পরিচয় না থাকিলেও আপনাকে আমরা বিশেষরূপে অবগত আছি। অবগত আছি যে, আপনি নিতান্ত ভদ্রলোক, নিজের বাড়ীতে পরিবারসহ বাস করিয়া থাকেন, এ পর্য্যন্ত কখন আপনার সহিত কাহারও বিবাদ বিসম্বাদ হইতে দেখি নাই

নাই; সুতরাং এরূপ অবস্থায় এরূপ কার্য্য যে কখন আপনার দ্বারা হইতে পারে, তাহা বিশ্বাস করা সহজ নহে; কিন্তু আপনি যেরূপ বলিতেছেন, তাহা আমরা সহজে বিশ্বাস করিতে সমর্থ নহি। রসিক আজ যদি নিতান্ত অশ্লীল ভাষায় রাস্তার উপর দাঁড়াইয়া গালি প্রদান করিত, তাহা হইলে আমরা কেহ না কেহ নিশ্চয়ই তাহা জানিতে পারিতাম। তাহার উপর সে হত হইয়া রাস্তার উপর পতিত থাকিলে নিশ্চয়ই ঐ স্থানে লোকের জনতা হইত ও আমরা নিশ্চয়ই তাহা জানিতে পারিতাম। বৈকাল হইতে রাত্রি ৯টা ১০টা পর্য্যন্ত আমাদিগের এই বাসার কেহ না কেহ যে কতবার ঐ স্থান দিয়া গমনাগমন করিয়াছে, তাহার স্থিরতা নাই। এরূপ অবস্থায় আপনি মনে করেন কি, যে আমরা সকলেই অন্ধ হইয়া ঐ স্থান দিয়া যাতায়াত করিয়াছি। তাহার উপর বলুন দেখি, যদি আমরা ঐ মৃতদেহ বহন করিয়া না লইয়া গিয়া থাকি, তাহা হইলে এই স্থান হইতে অপর কোন ব্যক্তি উহা লইয়া যাইবে, আর লইয়া গেলেও যে আমরা উহা একেবারে জানিতে পারিব না, তাহাই বা বলি কি প্রকারে? আমার বোধ হয়, এই ঘটনা এই স্থানে আদৌ ঘটে নাই, বা আপনা কর্ত্তৃক সে শমন-সদনে গমন করে নাই। ইহা অপর স্থানের ঘটনা ও যাহার দ্বারা এই কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে, আপনি তাহাকে বাঁচাইবার নিমিত্ত সমস্ত দোষ আপনার উপর গ্রহণ করিতেছেন।

আমি। আপনি যাহা বলিতেছেন, তাহা নিতান্ত অযুক্তি সঙ্গত কথা নহে, তবে ইহার ভিতর একটী কথা বিবেচনা

করা আবশ্যক যে, যাহারা ঐ মৃতদেহ সৎকার করিবার নিমিত্ত লইয়া গিয়াছিল, তাহারা যখন দেখিল, ঐ মৃতদেহের সৎকার হইল না, অথচ ঐ সংবাদ পুলিসে প্রদত্ত হইল, তখন তাহারা বিপদগ্রস্ত হইবে ভাবিয়া ঐ মৃতদেহ পরিত্যাগ করিয়া সেইস্থান হইতে পলায়ন করিল। এইরূপে যাহারা পলায়ন করিয়া আসিয়াছে, তাহারা কি আর এখন সহজে স্বীকার করিবে যে, তাহারা ঐ মৃতদেহ লইয়া গিয়াছিল।

বাসা। আপনার কথা প্রকৃত মনে করুন, আমরাই ঐ মৃতদেহ লইয়া গিয়াছিলাম ও বিপদের আশঙ্কা করিয়া ঐ মৃতদেহ ঐ স্থানে পরিত্যাগ করিয়া আমরা পলাইয়া আসিয়াছি। সুতরাং এখন আমরা তাহা কোনরূপেই স্বীকার করিব না। কিন্তু যে স্থানে ঐ মৃতদেহ পড়িয়াছিল বলিয়া জানিতে পারিতেছেন, ও যে স্থান হইতে ঐ মৃতদেহ বহন করিয়া লইয়া যাওয়া হইয়াছিল, সেইস্থানে অনুসন্ধান করিলেই তো জানিতে পারিবেন যে, প্রকৃতপক্ষে সেইস্থানে কোন মৃতদেহ ছিল কি না, ও সেইস্থান হইতে কোন মৃতদেহ কেহ বহন করিয়া লইয়া গিয়াছে কি না? অনুসন্ধানে যদি অবগত হইতে পারেন যে, এইস্থানে ঐ মৃতদেহ পড়িয়াছিল ও এইস্থান হইতে ঐ মৃতদেহ কেহ বহন করিয়া লইয়া গিয়াছে, তাহা হইলেই প্রমাণ হইবে যে, আমরাই ঐ মৃতদেহ বহন করিয়া লইয়া গিয়াছিলাম, ও ঘাট হইতে ভয়ে পলাইয়া আসিয়াছি ও এখন পর্য্যন্ত মিথ্যা কথা বলিতেছি।

আমি। আপনার কথায় আমি সম্পূর্ণরূপে অনুমোদন করি। যদি এই স্থান হইতে ঐ মৃতদেহ স্থানান্তরিত হইয়া

থাকে ও মৃত অবস্থায় রসিক যদি কিয়ৎক্ষণ ঐ রাস্তার উপর পড়িয়া থাকে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই পাড়ার লোকে তাহা দেখিয়াছে; ও একটু অনুসন্ধান করিলেই অনায়াসেই এখন জানা যাইতে পারিবে। এখন রসিক কোন্ ঘরে বাস করিত, একবার তাহা দেখিয়া লই।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

আমার কথা শুনিয়া বাসার সকলেই আমাকে সঙ্গে লইয়া যে ঘরে রসিক বাবু বাস করিত, সেই ঘরে লইয়া গেলেন। দেখিলাম, দোতালার উপরিস্থিত একটী ক্ষুদ্র ঘরে রসিক বাস করিত। ঐ ঘরের মধ্যে একখানি কেওড়া কাষ্ঠের তক্ত-পোষের উপর কেবল একটী মাত্র বিছানা আছে, উহার উপরেই রসিক শয়ন করিত। এতদ্ব্যতীত ঐ ঘরের এক দিকে একটী টিনের বাক্স আছে, জানিলাম, উহাও রসিকের। তৈজসপত্রের মধ্যে রসিকের ইহা ভিন্ন আর কিছুই সেই স্থানে দেখিতে পাইলাম না, কিন্তু জানিতে পারিলাম, ইহা ব্যতীত তাহার একখানি থাল, একটী গেলাস ও দুইটী বাটী রান্না ঘরে আছে। বিছানাটী উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিলাম, কোনরূপ চিঠিপত্র বা অপর কিছুই দেখিতে পাইলাম না। টিনের বাক্সটী দেখিলাম, সেটি চাবিবদ্ধ অবস্থায় আছে। উহা খুলিবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু প্রথমতঃ উহা খুলিতে পারিলাম না, কিন্তু পরিশেষে ঐ বাসার সকলের চাবি সংগ্রহ করিয়া

দেখিলাম, উহার মধ্যে একটী চাবি ঐ বাক্সের কলে লাগিয়া গেল, উহার দ্বারা বাক্সটী খুলিয়া দেখিলাম, উহার মধ্যে সামান্য পরিধেয় ভিন্ন আর কিছুই নাই।

পূর্ব্বেই পাঠকগণ অবগত হইতে পারিয়াছেন যে, বাসাড়িয়া বাড়ীতে রসিক বাস করিত, সেই বাড়ী ও রাজচন্দ্র দাসের বাড়ী প্রায়ই পাশাপাশি অবস্থিত। রসিকের ঘরে গিয়া দেখিলাম, তাহার ঘর রাজচন্দ্র দাসের অন্দরমহলের প্রায় সংলগ্ন, রসিকের ঘরে যে একটী জানালা আছে, তাহা খোলা থাকিলে ঐ রাজচন্দ্র দাসের বাড়ীর অনেক স্থান দেখিতে পাওয়া যায়, বিশেষ ঐ জানালা সংলগ্ন রাজচন্দ্র দাসের একটী ঘর আছে। ঐ ঘরের একটী জানালা রসিকের ঘরের ঐ জানালার সহিত ঠিক ঋজুভাবে সংস্থাপিত, উভয় জানালা এক সময়ে খোলা থাকিলে, উভয় ঘর হইতে উভয় ঘরের সমস্তই অবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। রাজচন্দ্র দাসকে বাধ্য হইয়া তাহার ঐ ঘরের জানালা প্রায় সর্ব্বদাই বন্ধ করিয়া রাখিতে হইত। রসিকের উপর ঐ জানালা বন্ধ করিয়া রাখিবার বাসার ম্যানেজারের আদেশ থাকিলেও তিনি কিন্তু উহা প্রায়ই বন্ধ করিয়া রাখিতেন না, ইহাতে রাজচন্দ্রকে প্রায় বিশেষরূপে অসুবিধা ভোগ করিতে হইত।

রসিকের বাসস্থানের অবস্থা অবগত হইয়া যে স্থানে রাজচন্দ্র দাস রসিককে চপেটাঘাত করিয়াছিলেন, এবং যে স্থানে সে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, সেইস্থানে আমরা সকলে গমন করিলাম। ঐ স্থানের নিকটবর্ত্তী বাড়ীতে যাঁহারা বাস করিতেন, তাঁহাদিগকে যতদূর সম্ভব, সেই রাত্রিতেই উঠাইলাম। কিন্তু রসিকের মৃতদেহ

কেহ যে সেইস্থানে দেখিয়াছেন বা উহার মৃত্যু সম্বন্ধে কোন কথা যে কেহ শ্রবণ করিয়াছেন, তাহা কিন্তু কেহই বলিলেন না। এখন যথার্থই জানিতে পারিলাম যে, রাজচন্দ্র দাস যে সকল কথা বলিতেছেন, তাহা সত্য নহে—মিথ্যা। রসিক ঐ স্থানে হত হয় নাই, বা ঐ স্থান হইতে তাঁহার মৃতদেহ কেহ স্থানান্তরিত করে নাই। এইরূপ অনুসন্ধানের পরও কিন্তু রাজচন্দ্র দাস তাঁহার কথার কোনরূপ পরিবর্ত্তন করিলেন না, পূর্ব্ব হইতে যাহা বলিতেছিলেন, এখনও তাহাই বলিতে লাগিলেন।

ইহার পর রাজচন্দ্র দাসকে লইয়া তাঁহার বাড়ীর ভিতর আমি প্রবেশ করিলাম। ঐ বাড়ীতে কেবলমাত্র তাঁহার স্ত্রী ও তাঁহার স্ত্রীর ভ্রাতা ভিন্ন আর কেহই ছিল না। তাঁহাদিগের নিকট হইতে জানিতে পারিলাম, তাঁহারা দুইজন ও রাজচন্দ্র ভিন্ন অপর আর কেহই ঐ বাড়ীতে বাস করে না, চাকর চাকরাণী প্রভৃতিও বিশেষ কেহ নাই। কেবলমাত্র একটী চাকর আছে, সে তাহার কার্য্যাদি শেষ করিয়া সন্ধ্যার পরই তাহার নিজের বাসায় গমন করিয়া থাকে, পরদিবস প্রাতঃকাল ভিন্ন সে আর প্রত্যাগমন করে না। উহাদিগকেও জিজ্ঞাসা করিয়া বিশেষ কোনরূপ কথাই প্রাপ্ত হইলাম না। ঐ বাড়ীর যে ঘরটীর কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, অর্থাৎ রসিকের ঘরের দিকে যে ঘরের জানালা আছে, সেই ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, রাজচন্দ্র দাসের বাড়ীর মধ্যে ঐটীই সর্ব্বপ্রধান ও উৎকৃষ্ট ঘর। রাজচন্দ্র দাস ও তাঁহার যুবতী ভার্য্যা ঐ ঘরেই বাস করিয়া থাকেন। ঐ ঘরের যে জানালা রসিকের ঘরের দিকে স্থাপিত, তাহা বন্ধ করিয়া না রাখিলে ঐ ঘরে কি হইতেছে না হইতেছে,

তাহা রসিক সর্ব্বদাই দেখিতে পায়। আমি যে সময় ঐ ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলাম, সেই সময় ঐ জানালা বন্ধ অবস্থাতেই ছিল। উহা খুলিয়াও দেখিলাম। ঘরের অবস্থা দেখিয়াও বিশেষ কিছুই বুঝিতে পারিলাম না যাহাতে রসিকের মৃত্যুর কারণ বিন্দুমাত্র নির্ণয় করিতে পারি। কিন্তু ঘরের অবস্থা দেখিয়া আমার বিশেষ সন্দেহ হইল যে, রাজচন্দ্র দাসের শয়ন-ঘরের ঐ জানালার সহিত রসিকের মৃত্যুর বিশেষরূপ সংশ্রব আছে। কিন্তু অনুসন্ধান করিয়া যখন এ সম্বন্ধে কোনরূপ প্রমাণ সংগ্রহ করিতে পারিলাম না, তখন কেবলমাত্র মনের সন্দেহে কি করা যাইতে পারে? আমার মনের সন্দেহ মনে রাখিয়াই ইহার অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম। এইরূপে ঐ রাত্রি অতিবাহিত হইয়া গেল, অনুসন্ধানে বিশেষ কোনরূপ ফলই ফলিল না।

পরদিবস মৃতদেহ পরীক্ষার নিমিত্ত প্রেরণ করা হইল। মৃতদেহ পরীক্ষা করিয়া ডাক্তার সাহেব তাঁহার অভিমত প্রকাশ করিলেন যে, "একটী প্রকাণ্ড লৌহপেরেক সজোরে হৃৎপিণ্ডের মধ্যে বিদ্ধ হওয়াতেই উহার মৃত্যু হইয়াছে।"

ডাক্তার সাহেবের রিপোর্ট পাইয়া আমি উহা রাজচন্দ্র দাসকে দেখাইলাম, এবং তাঁহাকে বিশেষরূপে বুঝাইয়া তাঁহাকে সত্য-কথা কহিতে কহিলাম। এখন দেখিলাম, রাজচন্দ্র দাস অন্য আর এক প্রকার ভাব অবলম্বন করিয়াছে, আমার কথাগুলি তিনি সবিশেষ মনোযোগের সহিত শুনিয়া পরিশেষে কহিলেন, "মহাশয়! আপনারা আমাকে যতই বুঝাইয়া বলুন না কেন, যাহা আমি অবগত নহি, সে সম্বন্ধে আমি কোন কথা আপনাদিগকে কিরূপে বলিব? আমি যাহা অবগত আছি, তাহা সমস্তই

আপনাদিগকে বলিয়াছি। আমি যাহা করিয়াছি, তাহা প্রথম হইতেই আপনাদিগের নিকট স্বীকার করিয়া আসিতেছি, কিন্তু যখন আপনারা আমার কথা কিছুতেই বিশ্বাস করিতেছেন না, তখন আমি আপনাদিগকে আর কি বলিতে পারি? ডাক্তার সাহেব বলিতেছেন, উহার হৃদ্‌পিণ্ডে পেরেক বিদ্ধ হওয়ায় উহার মৃত্যু হইয়াছে। তিনি যাহা বলিতেছেন, তাহা নিশ্চয়ই সত্য হইবে; কিন্তু আমি তাহার বিন্দুবিসর্গও অবগত নহি। এরূপ অবস্থায় আমার প্রকৃতকথা যখন আপনারা বিশ্বাস করিতেছেন না, তখন আপনাদিগের নিকট প্রকৃতকথা বলিবারও আর প্রয়োজন নাই। এখন হইতে আমিও আপনাদিগের নিকট মিথ্যা কথা কহিব। যে প্রকৃত কথা আমি এ পর্য্যন্ত স্বীকার করিয়া আসিতেছিলাম, তাহাও স্বীকার করিব না। এখন আমি বলিতেছি, আমি ইহার কিছুই জানি না, আমি উহাকে চপেটাঘাত করি নাই, ও আমার চপেটাঘাতে উহার মৃত্যুও হয় নাই; আপনারা আমাকে এখন যেরূপ দণ্ডে দণ্ডিত করিবার চেষ্টা করুন না কেন, আমি কিন্তু এখন হইতে সমস্ত কথা অস্বীকার করিব। যে কেহ আমাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবে, তাহাকেই কহিব যে, আমি কিছুই জানি না, পুলিস আমাকে ধরিয়া নিরর্থক কষ্ট প্রদান করিতেছে; আপনি জিজ্ঞাসা করিলেও পরিশেষে আমার নিকট হইতে এই একমাত্র উত্তরই প্রাপ্ত হইবেন। কিন্তু আমার একটী অনুরোধ এই যে, আমার উপর আপনারা যে সকল প্রকৃত প্রমাণ প্রাপ্ত হন, তাহাই গ্রহণ করিবেন, ইহাতে আমার ফাঁসি হইলেও আমার দুঃখ হইবে না, কিন্তু মিথ্যা প্রমাণ সংগ্রহ

করিয়া যেন আমাকে চরম দণ্ডে দণ্ডিত না করেন। আপনাদিগের কাহারও চাকরি চিরস্থায়ী নহে, সামান্য চাকরির খাতিরে আমার বিপক্ষে মিথ্যা সাক্ষীর যোগাড় করিয়া দিয়া অধর্ম্ম সঞ্চয় করিবেন না, ইহাই আমার একমাত্র শেষ অনুরোধ।

এই বলিয়া রাজচন্দ্র দাস চুপ করিলেন। আমিও এখন বুঝিতে পারিলাম যে, রাজচন্দ্র দাস তাহার মনের গতি অপর দিকে পরিবর্ত্তিত করিতে সমর্থ হইয়াছে। আরও বুঝিতে পারিলাম যে, তাহার উপর আর কোনরূপ প্রমাণ এখনও পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই দেখিয়াই, সে এখন বুঝিতে পারিয়াছে যে, এখন যদি সে আর কোন কথা স্বীকার না করে, তাহা হইলে তাহার কোনরূপই দণ্ড হইতে পারে না। এই ভাবিয়া পূর্ব্ব হইতে সে যাহা বলিয়া আসিতেছিল, এখন আর সে তাহাও বলিতে সম্মত নহে। রাজচন্দ্রের মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া, সেই সময় হইতে তাহাকে আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলাম না, তাহার সম্মুখে আর কোনরূপ অনুসন্ধান করিতেও প্রবৃত্ত হইলাম না। ইহার পর হইতেই রাজচন্দ্র দাস হাজতগৃহে আবদ্ধ হইল, তাহার বিপক্ষে অনুসন্ধান চলিতে লাগিল। এপর্য্যন্ত আমি একাকীই এই বিষয়ে অনুসন্ধান করিতেছিলাম, কিন্তু এখন হইতে আরও তিন চারিজন বহুদর্শী কর্ম্মচারী আমার সমভিব্যাহারে ইহার অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

এখন আমরা যে অনুসন্ধানে নিযুক্ত, তাহা একটী সঙ্গিন হত্যাপরাধ, সুতরাং অনুসন্ধানও সেইরূপ ভাবে চলিতে লাগিল। রসিক যে বাসায় বাস করিত, সেই বাসার অপর ব্যক্তিগণের মধ্যে যেরূপ ভাবে অনুসন্ধান করার প্রয়োজন, তাহার কিছুই বাকী রহিল না; কিন্তু ঐ সমস্ত লোকের বিরুদ্ধে কোনরূপ প্রমাণ পাওয়া গেল না। যখন তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহাদিগের উপর আমাদিগের সন্দেহ হউক বা না হউক, তাঁহাদিগের বিপক্ষে আমরা বিশেষরূপ অনুসন্ধান করিয়া কিছুই প্রাপ্ত হইলাম না, তখন তাঁহারাও আমাদিগের সহিত যোগ দিয়া যাহাতে এই হত্যারহস্যের নিগূঢ় তত্ত্ব বাহির করিতে সমর্থ হন, সাধ্যমতে তাহার চেষ্টা করিতে ক্রুটী করিলেন না।

রসিক যে আফিসে কার্য্য করিত, যাহার যাহার সহিত তাহার একটু বিশেষরূপ মেসামিসি ছিল, তাহাদিগের সম্বন্ধেও বিশেষরূপ অনুসন্ধান করিলাম, ও তাহাদিগের মধ্যে যাহাদিগের নীচ স্থানে গমনাগমন আছে, রসিককে লইয়া যে সকল স্থানে তাহারা যাতায়াত করিয়া থাকে, সেই সকল স্থানে বিশেষ রূপ অনুসন্ধান করিলাম কিন্তু কাহারও বিপক্ষে কিছুই অবগত হইতে পারিলাম না, বা কাহারা ঐ মৃতদেহ বহন করিয়া শবদাহ করিবার ঘাটে লইয়া গিয়াছিল, তাহারও কিছুমাত্র সন্ধান করিয়া উঠিতে পারিলাম না।

যে স্থানে রসিক হত হইয়াছিল বলিয়া রাজচন্দ্র দাস আমা-

দিগকে দেখাইয়া দিয়াছিল, সেই স্থানের প্রত্যেক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল, কিন্তু তাহারা কেহই ঐ স্থানে রসিকের মৃতদেহ দর্শন করে নাই বা কোনরূপ গোলযোগও শ্রবণ করে নাই। সুতরাং আমরা একরূপ স্থির করিয়াই লইয়াছিলাম যে, রাজচন্দ্রের কথা মিথ্যা, ঐ স্থানে কোনরূপ গোলযোগ হয় নাই বা রসিকের মৃত্যুও ঐ স্থানে হয় নাই। কিন্তু ইহা স্পষ্টই বুঝিতে পারিয়াছিলাম যে, রাজচন্দ্র দাস এই হত্যা-রহস্যের কিছু না কিছু অবগত আছে, ও কোনরূপ বিশেষ উদ্দেশ্য সাধন করিবার মানসে সে থানায় গিয়া আত্মসমর্পণ করিয়াছিল। কিন্তু তাহার সেই উদ্দেশ্য যে কি, তাহা কিছুতেই অবগত হইতে পারিলাম না।

রাজচন্দ্র দাস সম্বন্ধে বিশেষরূপ অনুসন্ধান করা হইল, কিন্তু তিনি যাঁহার যাঁহার নিকট পরিচিত, তাঁহারা সকলেই একবাক্যে কহিলেন, রাজচন্দ্র দাস অতি নিরীহ ভদ্রলোক, কাহারও সহিত তাঁহার কোনরূপ কলহ বিবাদ কেহ কখন দেখে নাই, বা তাঁহার যে কোন শত্রু আছে, তাহাও কেহ অবগত নহেন, তিনি সকলের নিকট প্রিয় ও সকলেই তাঁহাকে ভালবাসিয়া থাকে।

রাজচন্দ্র দাসের বাড়ীতে স্ত্রীলোকের মধ্যে কেবলমাত্র তাঁহার স্ত্রী বাস করিয়া থাকেন। তাঁহার চরিত্র সম্বন্ধে গোপনভাবে বিশেষরূপ অনুসন্ধান করা হইল, কিন্তু তাঁহার বিপক্ষে কাহারও মুখ দিয়া একটী কথাও বাহির হইল না; অধিকন্তু তাঁহার চরিত্র সমস্ত স্ত্রীলোকের আদর্শস্থানীয় বলিয়া সকলেই তাঁহার ভূরি ভূরি প্রশংসা করিতে লাগিল। যে পর্য্যন্ত এই মোকদ্দমার অনুসন্ধান চলিতে লাগিল, রাজচন্দ্র দাস সেই পর্য্যন্ত হাজত-গৃহে

আবদ্ধ রহিল, সেই সময় যে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, তাহাকেই সে উত্তর প্রদান করিল যে, সে কিছুই অবগত নহে, পুলিস তাহাকে ধরিয়া নিরর্থক কষ্ট প্রদান করিতেছে, তাহার বাড়ীর নিকট রসিক বাস করিত বলিয়াই তাহাকে এইরূপ অবমাননা সহ্য করিতে হইতেছে। “তিনি যদি নিরর্থক ধৃত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে নিজে থানায় গিয়া তাহার আত্মসমর্পণ করিবার প্রয়োজন কি ছিল, ও কেনই বা তিনি স্বীকার করিয়াছিলেন যে, তাহার চপেটাঘাতে রসিক ইহজীবন পরিত্যাগ করিয়াছে।” একথা যিনি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তাঁহাকেই রাজচন্দ্র দাস পরিশেষে এই উত্তর প্রদান করিলেন যে, তিনি কোন থানায় গিয়া কাহারও নিকট আত্মসমর্পণ করেন নাই বা কাহার নিকট স্বীকার করেন নাই যে, তাঁহারই চপেটাঘাতে রসিক ইহজীবন পরিত্যাগ করিয়াছে। রাজচন্দ্রের নিকট হইতে এইরূপ উত্তর পাইবার পর তাহাকে আর কেহই কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলেন না কিন্তু তাহার বিপক্ষে যতদূর সম্ভব অনুসন্ধান চলিতে লাগিল। এইরূপে প্রায় পনের দিবস অনুসন্ধানের পর যখন দেখা গেল যে, রাজচন্দ্রের বিরুদ্ধে আর কোন প্রমাণই সংগ্রহ হইল না, তখন অনন্যোপায় হইয়া রাজচন্দ্রকে ছাড়িয়া দিতে হইল। তিনি জামিনে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া আপন বাড়ীতে গমন করিলেন। রাজচন্দ্রকে জামিনে ছাড়িয়া দিবার পর যে ঐ অনুসন্ধান একবারে বন্ধ হইয়া গেল, তাহা নহে; তাহার বিপক্ষে, ও কিরূপে ও কাহার হস্তে রসিক হত হইয়াছে, সেই সম্বন্ধে আরও দুইমাস কাল অনুসন্ধান চলিতে লাগিল, কিন্তু কোনরূপ ফলই ফলিল না। প্রায় তিন মাসকাল অনুসন্ধানের পর ঐ অনুসন্ধান বন্ধ হইয়া গেল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

এই অনুসন্ধান বন্ধ হইয়া গেল, রাজচন্দ্র দাস অব্যাহতি পাইয়া নিজ কার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন, আমরাও অপরাপর কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া দিনযাপন করিতে লাগিলাম। ঐ অনুসন্ধান শেষ হইয়া যাইবার পর অন্য কার্য্যে নিযুক্ত থাকিলেও আমি কিন্তু এই ঘটনাটী একেবারে ভুলিয়া যাইতে পারিলাম না। রসিকের মৃত্যুর কারণ জানিবার নিমিত্ত আমার মনে যে কৌতূহল প্রথম হইতে উদিত হইয়াছিল, তাহা কিন্তু কোন রূপেই দূর করিতে পারিলাম না; সুতরাং যে কোন কার্য্যে নিযুক্ত থাকি না কেন, ঐ হত্যারহস্যের দিকে আমার সদাসর্ব্বদা লক্ষ্য রহিল। রাজচন্দ্র দাসের গৃহকার্য্য নির্ব্বাহ করিবার জন্য এখন যে সকল চাকর চাকরাণি নিযুক্ত হইত, আমি প্রায়ই তাহাদিগের সহিত আলাপ পরিচয় রাখিতাম, তাহাদিগের নিকট হইতে উহার বাড়ীর ভিতরের অবস্থা জানিয়া লইতে সর্ব্বদাই চেষ্টা করিতাম; কারণ আমার মনে কেমন একরূপ দৃঢ়বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, রসিকের হত্যা সম্বন্ধে রাজচন্দ্র দাসের বাড়ীর কেহ না কেহ সংশ্লিষ্ট আছে, ও থানায় হঠাৎ যাইয়া রাজচন্দ্র দাসের আত্মসমর্পণ করার বিশেষ কোনরূপ উদ্দেশ্য ছিল।

এইরূপে প্রায় এক বৎসর অতিবাহিত হইয়া গেল। রাজচন্দ্র দাসের বাড়ীর সে সকল পুরাতন চাকর চাকরাণী ছিল, ক্রমে ক্রমে তাহারা সকলেই অবসর গ্রহণ করিয়া অপর স্থানে গমন

করিল। রাজচন্দ্র দাসের বাড়ী পরিত্যাগ করিবার পরও, আমি উহাদিগের নিকট হইতে যদি হত্যা সম্বন্ধে কোন কথা জানিতে পারি, তাহার নিমিত্ত, বিশেষরূপ চেষ্টা করিয়া ছিলাম, কিন্তু কোনরূপেই কৃতকার্য্য হইতে সমর্থ হই নাই।

রাজচন্দ্র দাসের বাড়ী হইতে পুরাতন চাকর চাকরাণী চলিয়া যাইবার পর যে চাকর চাকরাণী নিযুক্ত হইল, তাহাদিগের সহিতও আমি ক্রমে আলাপ পরিচয় করিয়া লইলাম। দেখিলাম, এবার যে চাকরাণী নিযুক্ত হইয়াছে, সে অতিশয় চতুরা, তাহাকে হস্তগত করিতে পারিলে যদি আমার মনোবাঞ্ছা কোনরূপে পূর্ণ করিতে পারি তাহার চেষ্টা করিলাম। এক দিবস তাহার সহিত নির্জ্জনে সাক্ষাৎ করিয়া জানিতে পারিলাম যে, সে সমস্ত দিবস রাজচন্দ্র দাসের বাড়ীতে কার্য্য করিয়া রাত্রি ১০টা ১১টার সময় নিজ বাসায় ফিরিয়া যায়, ও রাত্রির অবশিষ্ট অংশ তথায় থাকিয়া প্রত্যুষে পুনরায় আপন কার্য্যে গমন করে। আহারীয় ও পরিধেয় ভিন্ন রাজচন্দ্রের নিকট হইতে সে মাসিক আড়াই টাকা বেতন পাইয়া থাকে। তাহার নিকট হইতে এই তথ্য অবগত হইয়া আমিও নিজ হইতে তাহাকে মাসিক আর তিন টাকা বেতন বরাদ্দ করিয়া দিলাম, কিন্তু আমার আসল উদ্দেশ্যের কোন কথা তাহাকে না বলিয়া যাহাতে সে রাজচন্দ্র দাসের পত্নীর উত্তমরূপে সেবাশুশ্রূষা করিয়া তাহার প্রীতিভাজন হইতে পারে, কেবল সেই চেষ্টা করিতে বলিলাম। তাহাকে আরও বলিয়া দিলাম যে, সে আমার নিকট হইতে এইরূপ অতিরিক্ত বেতন প্রাপ্ত হইতেছে, তাহা যেন রাজচন্দ্র দাস বা তাহার পত্নী কোনরূপে অবগত হইতে না পারে। আরও বলিলাম,

যে দিবস উহারা এই কথা জানিতে পারিবে, সেই দিবস হইতে তাহার ঐ অতিরিক্ত বেতন বন্ধ হইবে। সে আমার কথায় সম্মত হইয়া তাহার নিজের কার্য্যসাধন করিতে লাগিল, আমিও মাসে মাসে তাহাকে ৩৲ টাকা করিয়া অতিরিক্ত বেতন প্রদান করিতে লাগিলাম, ও মধ্যে মধ্যে রাত্রিকালে তাহার বাসায় গমন করিয়া রাজচন্দ্র দাসের বাড়ীর অবস্থা অবগত হইতে লাগিলাম। এইরূপে আরও ছয় মাস অতিবাহিত হইয়া গেল।

পরিচারিকাটী অতিশয় চতুরা ছিল, একথা পূর্ব্বেই আমি বলিয়াছি; সে আমার আদেশমত রাজচন্দ্র দাসের স্ত্রীর এরূপ ভাবে পরিচর্য্যা করিতে লাগিল যে, তিনি ক্রমে ঐ পরিচারিকাকে প্রাণের সহিত ভালবাসিতে লাগিলেন। সুতরাং তাঁহার মনের কথা ক্রমে ঐ পরিচারিকার নিকট প্রকাশ করিতে লাগিলেন। এইরূপে যে দিবস যে সকল কথা ঐ পরিচারিকা অবগত হইতে লাগিল, তাহার সমস্তই আমার সাক্ষাৎ হইলেই আমাকে বলিতে লাগিল। আমিও উহাদিগের ঘরের কোন কোন কথা জানিয়া লইবার মানসে ঐ পরিচারিকাকে দুই একটী কথা বলিয়া দিতে লাগিলাম; সেও সুযোগমত ঐ সকল বিষয় রাজচন্দ্র দাসের স্ত্রীর নিকট হইতে অবগত হইয়া আমাকে বলিয়া দিতে লাগিল। আমার আসল উদ্দেশ্যের কথা কিন্তু এখন পর্য্যন্ত আমি উহাকে বলি নাই, বাজে কথা লইয়াই আরো ছয় মাস অতিবাহিত হইয়া গেল। এইরূপে এক বৎসরকাল আমার নিকট হইতে মাসিক ৩৲ টাকা হিসাবে বেতন প্রাপ্ত হইবার পর, আমি একদিন আমার মনের কথার একটু আভাস তাহাকে প্রদান করিলাম, বলিয়া দিলাম, রাজচন্দ্র দাসের স্ত্রী এ সম্বন্ধে কি অবগত আছেন,

তাহা ক্রমে সুযোগমত তাহার নিকট হইতে বাহির করিয়া লইতে হইবে। পরিচারিকা আমার কথা শুনিয়া কহিল, সে অনায়াসেই তাহা জানিয়া লইতে পারিবে।

ইহার পনের দিবস পরেই আমার সহিত যখন তাহার সাক্ষাৎ হইল, তখন সে আমাকে কহিল, আপনি আমাকে যাহা জানিয়া লইতে বলিয়াছিলেন, তাহার সমস্তই আমি জানিতে পারিয়াছি। তাহার কথা শুনিয়া আমি তাহাকে কহিলাম, কি জানিতে পারিয়াছ তাহা আনুপূর্ব্বিক আমাকে বল। পরিচারিকা কহিল, আমি যেরূপে এ সমস্ত বিষয় রাজচন্দ্রের স্ত্রীর নিকট হইতে জানিতে পারিয়াছি, তাহা বলিবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই, কিন্তু যাহা জানিতে পারিয়াছি তাহা বলিতেছি। রসিক যে ঘরে বাস করিত, সেই ঘর ও রাজচন্দ্রের স্ত্রীর ঘর আলাহিদা বাটীতে হইলেও প্রায় এক বলিলেও হয়। রাজচন্দ্র দাসের স্ত্রী অতিশয় সাধ্বী, কিন্তু রসিক সদা সর্ব্বদা তাঁহাকে দেখিতে পাইত ও তাঁহাকে বিপথগামিনী করিবার নিমিত্ত সাধ্যমত চেষ্টা করিতে কিছুমাত্র ক্রটী করিত না। রাজচন্দ্র দাসের স্ত্রী উহার কথায়, উহার ভাবভঙ্গিতে ও উহার নির্ল্লজ্জ ইঙ্গিতে নিতান্তই অস্থির হইয়া পড়িয়াছিলেন, তথাপি তিনি তাহার দিকে কিছুমাত্র লক্ষ্য না করিয়া নিজ গৃহকার্য্য লইয়াই ব্যস্ত থাকিতেন। রসিক ঐরূপে অত্যাচার করিয়াই যে কেবল নিবৃত্ত থাকিত তাহা নহে, তাহার বন্ধু-বান্ধবের মধ্যে যাহারা তাহার নিকট আগমন করিত, ও যাহাদিগের চরিত্র রসিকের চরিত্রের ন্যায় ছিল, তাহাদিগের নিকট রসিক সময়ে সময়ে বলিত, রাজচন্দ্র দাসের স্ত্রী তাহার উপপত্নী। এই রূপ ভয়ানক অপবাদের কথা রাজচন্দ্র দাসের স্ত্রী স্বকর্ণে শ্রবণ

করিয়াও প্রথমত তিনি তাহার দিকে লক্ষ্য করেন নাই, ইহার পর আরও দুই তিনবার ঐ কথা উহার বন্ধুগণের নিকট বিবৃত করিতে শ্রবণ করিয়া তিনি ক্রোধে একেবারে অধৈর্য্য হইয়া পড়েন, ও স্বহস্তে ইহার প্রতিশোধ লইতে মনস্থ করিয়া, কোন কথা তাহার স্বামীকে না বলিয়া তিনি মনে মনে স্থির করেন যে, উহার জীবন স্বহস্তে গ্রহণ করিয়া দারুণ অপমানের প্রতিশোধ প্রদান করিবেন। মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়া এক দিবস বৈকালে তিনি রসিককে তাহার ঘরে দেখিতে পাইয়া তাহাকে কহিলেন, "তুমি এত দিবস পর্য্যন্ত যে ইচ্ছা করিয়া আসিতেছ, আজ আমি তোমার সেই ইচ্ছা পূর্ণ করিতে মনস্থ করিয়াছি। আজ রাত্রিতে আমার স্বামী আমার গৃহে আসিবেন না, বাড়ীর চাকর চাকরাণী প্রভৃতি সকলকে আমি সন্ধ্যার পরেই বিদায় করিয়া দিব। বাড়ীর দরজা খোলা থাকিবে। সেই সময় তুমি আমার ঘরে আসিও, সমস্ত রাত্রি থাকিয়া ভোরে চলিয়া যাইও।" বলা বাহুল্য, তাহার এই প্রস্তাবে রসিক যেন হস্তে স্বর্গ পাইল, ভাল মন্দ কোন কথা না ভাবিয়াই সন্ধ্যার সময়েই সে রাজচন্দ্র দাসের স্ত্রীর ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইল। ইহার পূর্ব্বেই রাজচন্দ্র দাসের স্ত্রী, তাহার চাকর চাকরাণী প্রভৃতি সকলকে বিদায় করিয়া দিয়াছিলেন। রসিক আসিবামাত্র তিনি তাহাকে বিশেষ সমাদরে রাজচন্দ্র দাসের বিছানার উপর লইয়া গিয়া বসাইলেন ও তাহাকে সেই পালঙ্কের উপর শয়ন করিতে কহিলেন। রসিক আহ্লাদে উন্মত্ত প্রায় হইয়া আপনার হিতাহিত জ্ঞান হারাইয়া সেই পালঙ্কের উপর শয়ন করিলেন। রাজচন্দ্রের স্ত্রী পূর্ব্ব হইতে বৃহৎ ও তীক্ষ্মমুখ একটী পেরেক

সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন। রসিক শয়ন করিলে, রাজচন্দ্রের স্ত্রী লুক্কাইতভাবে সেই পেরেকটী নিজের নিকট রাখিয়া তাহার পার্শ্বে আসিয়া উপবেশন করিলেন, ও তাহার গাত্রে হস্তার্পণ করিতে করিতে সেই পেরেকটী তাহার বক্ষঃস্থলে এরূপ সজোরে বসাইয়া দিলেন যে, সেই পেরেকের প্রায় অর্দ্ধেক রসিকের হৃৎপিণ্ডে বিদ্ধ হইয়া গেল। রসিক চীৎকার করিয়া উঠিল, কিন্তু ঘরের সমস্ত দরজা বন্ধ থাকায় সেই শব্দ বিশেষরূপে বাহিরে যাইতে পারিল না। সেই স্থানে বিছানার পার্শ্বেই এক-খণ্ড কাষ্ঠ রাজচন্দ্রের স্ত্রী পূর্ব্ব হইতেই রাখিয়া দিয়াছিলেন, চকিতের ন্যায় তিনি ঐ কাষ্ঠখণ্ড গ্রহণ করিয়া সেই পেরেকের উপর সজোরে আঘাত করিয়া সেই পেরেকটী সম্পূর্ণরূপে উহার হৃৎ-পিণ্ডের মধ্যে বিদ্ধ করিয়া দিলেন। দেখিতে দেখিতে রসিক ইহ-জীবন পরিত্যাগ করিল; রসিক মৃত অবস্থায় সেইস্থানে পড়িয়া রহিল। রাজচন্দ্র দাসের স্ত্রী ঐ ঘরে তালা বন্ধ করিয়া দিয়া অপর এক ঘরে গিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। বসিয়া রহিলেন সত্য, কিন্তু তাঁহার মনের গতিক সেই সময় যে কি হইয়াছিল, তাহা পাঠক-গণ অনায়াসেই অনুভব করিতে পারিবেন। তিনি একে স্ত্রীলোক, গৃহস্থঘরের বউ, তাহাতে তিনি চরিত্রবতী বলিয়া পাড়ার সকলের নিকট পরিচিতা, এরূপ অবস্থায় তাঁহার ঘরের মধ্যে অপরিচিত পুরুষের সমভিব্যাহারে কিয়ৎক্ষণ অবস্থিতি করিবার পর, তাহাকে হত্যা করা ও ঐ মৃতদেহ আপন পালঙ্কের উপর রাখিয়া ঘরে তালা বন্ধ করিয়া একাকী সেই বাড়ীতে স্থির ভাবে বসিয়া থাকা, স্ত্রীলোকের পক্ষে যে কতদূর দুরূহ ব্যাপার তাহা পাঠকগণ অনায়াসেই অনুভব করিতে পারিবেন। কিন্তু রাজচন্দ্র দাসের

স্ত্রীর হৃদয় কিরূপ তাহা জানি না, তিনি এইরূপ অবস্থায় ঐ মৃতদেহ ঘরের ভিতর রাখিয়া স্থিরভাবে নিকটবর্ত্তী আর একটী ঘরে উপবেশন করিয়া আপনার স্বামীর আগমনের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। ইহার অতি অল্পক্ষণ পরেই তাঁহার স্বামী অফিস হইতে প্রত্যাগমন করিলে, তিনি সমস্ত কথা তাঁহার নিকট বলিলেন ও ঘরের তালা খুলিয়া রসিকের মৃতদেহ দেখাই-লেন। রাজচন্দ্র দাস চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিলেন। এরূপ অবস্থায় কি করা কর্ত্তব্য তাহা স্থির করিতে না পারিয়া ঘরের দরজা পূর্ব্ববৎ বন্ধ করিয়া দিয়া তাঁহার অফিসের একজন বিশ্বাসী বন্ধুর নিকট গমন করিলেন, ও তাঁহাকে সমস্ত কথা বলিলেন। সমস্ত কথা শুনিয়া, বন্ধুবর রাজচন্দ্র দাসের স্ত্রীকে ধন্যবাদ প্রদান করিলেন, ও কহিলেন, যাহা হইয়াছে তাহার নিমিত্ত বিশেষরূপ ভাবিবার কোন কারণ নাই। এই বলিয়া তিনি তাঁহার নিজের গাড়ী প্রস্তুত করিতে আদেশ প্রদান করিলেন, ও তাঁহার নিজের দুইজন বিশ্বাসী কর্ম্মচারীকে সঙ্গে লইয়া ঐ গাড়ীতে রাজচন্দ্র দাসের সহিত তাঁহার বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি, রাজচন্দ্র দাস ও ঐ দুইজন কর্ম্মচারী রসিকের মৃতদেহ ঘর হইতে বাহির করিয়া তাঁহার নিজের গাড়ীর মধ্যে এরূপ সতর্কতার সহিত রাখিয়া দিলেন যে, অপর কোন ব্যক্তি ইহার কিছুমাত্র জানিতে পারিল না। এইরূপে মৃতদেহ সেইস্থান হইতে লইয়া প্রস্থান করিলেন ও শবদাহ করিবার ঘাটের সন্নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে অন্ধকারের মধ্যে ঐ গাড়ী রাখিয়া একখানি খাট আনাইয়া তাহাতে ঐ মৃতদেহ স্থাপন পূর্ব্বক আপনারা বহন করিয়া শবদাহ করিবার ঘাটে লইয়া গেলেন, ও বিসূচিকা রোগে উহার মৃত্যু হইয়াছে

বলিয়া, ঐ দেহ দাহ করিবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু যখন দেখিলেন যে, তাঁহারা ঐ কার্য্যে কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না, তখন ঐ মৃতদেহ সেই স্থানে পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্ধকারের আশ্রয় লইয়া একে একে সকলেই তথা হইতে পলায়ন করতঃ তাহাদিগের গাড়ীতে আসিয়া উপবেশন করিলেন ও সেইস্থান হইতে চলিয়া আসিলেন। পরিশেষে ইহাই সাব্যস্ত হইল যে, পুলিস ইহার অনুসন্ধান করিলে সকল কথা বাহির হইয়া পড়িতে পারে, সুতরাং অনুসন্ধানের পূর্ব্বেই রাজচন্দ্র দাস থানায় গিয়া আত্মসমর্পণ করুন, তাহা হইলে আর বিশেষরূপ অনুসন্ধান হইবে না, তিনিই সামান্য দোষে দোষী হইবেন, তাঁহার স্ত্রীর উপর কোন দোষ পড়িবে না, সামান্য দণ্ডেই তিনি নিষ্কৃতি পাইবেন। কিন্তু কোনরূপেই যেন প্রকৃত কথা স্বীকার করা না হয়।

এই পরামর্শ অনুসারে রাজচন্দ্র দাস আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন ও যাহা যাহা বলিয়াছিলেন, পাঠকগণ তাহা অবগত আছেন।

এতদিন পরে হত্যার প্রকৃত অবস্থা জানিতে পারিলাম সত্য কিন্তু বিনা প্রমাণে মোকদ্দমা চলিল না, রাজচন্দ্র দাস অনায়াসেই নিষ্কৃতি লাভ করিলেন।

সম্পূর্ণ।

DETECTIVE STORIES NO. 141. দারোগার দপ্তর, ১৪১ সংখ্যা

রাজা সাহেব।

শ্রীপ্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত।

১৪ নং হুজুরিমলস্ লেন, বৈঠকখানা,
"দারোগার দপ্তর" কার্য্যালয় হইতে
শ্রীউপেন্দ্রভূষণ চৌধুরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত

দ্বাদশ বর্ষ।] সন ১৩১১ সাল। [পৌষ।

রাজা সাহেব।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

অঙ্কুরোদ্ভেদ।

যে প্রদেশের প্রসঙ্গ লইয়া আজ এই পুস্তক লিখিত হইতেছে, তাহা এই ভারতবর্ষের মধ্যে একটী নিতান্ত ক্ষুদ্র

---

* "Thc late swindling case—We are glad to hear that the suggestion thrown out by us other day has been acted upon, at the Commissioner and the Deputy Commissioner of Police have taken active steps in the case in which Babu * * * * Assistant Secretary of H. H. the Maharaja of * * was swindled out of a large sum of money. Owing to the indisfatigable exertions of the Detective Superintendent Mr. Johnstone and the Sub-Inspector Babu Priyanauth Mookerjee, the majority of the gang and the principal parties concerned in the swindling were arrested within a few hours of the receipt of warrants from the Presidency Magistrate's Court."

The Statesman and Friend of India.
Dated 28th September, 1886.

স্বাধীন রাজ্য। এরূপ কিম্বদন্তী আছে যে, এই রাজত্ব নিতান্ত ক্ষুদ্র, এবং এখন নিতান্ত অধিক না থাকিলেও, পুরাকালে ইহার প্রতাপ অতিশয় প্রবলই ছিল। কিন্তু এখন আর সে দিন নাই, কাল পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে ইহার সেই প্রবল প্রতাপ অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে। নামে স্বাধীন রাজ্য হইলেও, কাজে এখন পরাধীন হইয়া পড়িয়াছে। ইংরাজ রাজত্বের সঙ্গে পূর্ব্বে ইহার কোনরূপ সংস্রব না থাকিলেও, এখন সম্পূর্ণরূপে ইংরাজ রাজত্বের অধীন হইয়া পড়িয়াছে। এখন এই ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজত্বের ভিতর একজন ইংরাজ রেসিডেন্ট প্রবেশাধিকার পাইয়াছেন। রাজা স্বাধীন হইলেও সেই ইংরাজ রেসিডেন্টের অনুমতি ব্যতিরেকে আর কোনরূপে রাজকার্য্য নির্ব্বাহিত হইবার উপায় নাই।

একজন যুবক পূর্ব্বোক্ত রাজত্বের এখন বর্ত্তমান রাজা। ইনি যশের সহিতই এ পর্য্যন্ত আপন প্রজাদিগকে প্রতিপালন করিয়া আসিতেছেন। রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা এবং প্রজা-দিগকে প্রতিপালন করিতে হইলে, রাজাগণের যে সকল গুণের আবশ্যক হয়, জগদীশ্বর ইঁহাকে সেই সকল গুণ হইতে বঞ্চিত করেন নাই।

এদেশীয় বর্ত্তমান রাজা ও প্রধান প্রধান জমীদারগণ যে প্রকার সংক্রামক রোগে আজকাল আক্রান্ত হইতেছেন, যে সংক্রামক রোগের ভয়ানক প্রকোপে কেহ রাজ্যচ্যুত হইতেছেন, কেহ তাঁহার পৈতৃক জমীদারী নষ্ট করিয়া পরিশেষে পথের ভিখারী হইতেছেন, আমাদিগের পুস্তকো-ল্লিখিত রাজা রাজকার্য্য পর্য্যালোচনায়, এবং প্রজা প্রতি-

পালনে পরাঙ্মুখ না হইলেও, সেই সংক্রামক রোগ তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে পারে নাই।

পাঠকগণ! এই সংক্রামক রোগ যে কি, তাহা বুঝিতে পারিয়াছেন কি? ইহা আয়ুর্ব্বেদান্তর্গত কোন প্রকার রোগ নহে, এ রোগের নাম "ঋণ" রোগ। আজ তাঁহার রাজত্বের ভিতর লাটসাহেবের শুভাগমন হইয়াছে, তাঁহাকে সম্মানিত করিবার নিমিত্ত—তাঁহার অনুচরবর্গের সেবার নিমিত্ত দশ সহস্র মুদ্রার আবশ্যক; রাজকোষে অর্থ নাই, কাজেই ঋণ করিতে হইবে। আজ গবর্ণমেণ্ট রাজার উপর সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে মহারাজা উপাধি প্রদান করিয়াছেন। সুতরাং কিছু অর্থের প্রয়োজন—একটী দরবারের আবশ্যক; কিন্তু রাজকোষ শূন্য, কাজেই ঋণের আবশ্যক। এইরূপ নানাকারণে আজকাল রাজা ও জমীদারগণের যেরূপ দুর্দ্দশা ঘটিয়া আসিতেছে, বর্ত্তমান মহারাজেরও আজ সেই দুর্দ্দশা। তিনি সেই সংক্রামক রোগের ভয়ানক যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া নিতান্ত কষ্টভোগ করিতেছেন।

সমস্ত দিবস রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিয়া, একদিবস সন্ধ্যার পর তাঁহার প্রধান মন্ত্রীর সহিত নির্জ্জনে বসিয়া মহারাজ বৈষয়িক গুপ্ত পরামর্শে নিযুক্ত হইলেন। তাঁহারা যে যে বিষয় সম্বন্ধে পরামর্শ করিলেন, তাহার সমস্ত কথার উল্লেখ করা এই পুস্তকের উদ্দেশ্য নহে। এই নিমিত্ত সে সমস্ত বিষয় পরিত্যাগ করিয়া, কেবলমাত্র যে সূত্র অবলম্বনে একটী ভয়ানক জুয়াচুরির দ্বার উদ্ঘাটিত হইয়াছিল, তাহারই দুই চারিটী কথা এইস্থানে বর্ণিত হইল মাত্র।

মহারাজ। মন্ত্রী মহাশয়! আপনি বুঝিতে পারিতেছেন কি যে, আমার এই রাজত্বে যে পরিমাণ আয় হইয়া থাকে, তাহা অপেক্ষা ব্যয় দিন দিন ক্রমেই বর্দ্ধিত হইতেছে, এবং তজ্জন্য সঙ্গে সঙ্গে ঋণও বর্দ্ধিত হইতেছে? আপনি বলুন দেখি, এখন কি উপায় আছে, যাহা অবলম্বন করিলে উহা দিন দিন বর্দ্ধিত না হইয়া, ক্রমে উহার লাঘব হইতে পারে; বিশেষতঃ কিরূপেই বা উহা হইতে পরিত্রাণ পাইয়া মনের সুখে রাজকার্য্য করিতে সমর্থ হই? আমি অনেক সময়ে অনেকরূপ ভাবিয়া চিন্তিয়া দেখিয়াছি, কিন্তু এরূপ কোন উপায় স্থির করিতে পারি নাই যে, যাহাতে এই ঋণজাল হইতে ক্রমে পরিত্রাণ পাইতে পারি।

মন্ত্রী। মহারাজ! অনেক দিবস হইতে আমি এই বিষয় আপনাকে বলিব মনে করিয়াছিলাম; কিন্তু উপযুক্তরূপ সুযোগ না ঘটায় এতদিবস তাহা আমি আপনাকে বলিতে সমর্থ হই নাই। ঋণের নিমিত্ত আপনি ভাবিবেন না। কারণ, এই জগতে এরূপ মনুষ্যই নাই যে, যাহার কোন না কোন প্রকারে কিছু না কিছু ঋণ আছে। অপরের কথার প্রয়োজন কি, যাঁহার রাজত্ব হইতে সূর্য্যদেব একবারে অস্তমিত হন না, সেই মহারাণী ভারতেশ্বরীরই দেখুন না কেন, কত টাকা দেনা। মহারাজ! আপনি যদি সেই প্রকার দেনা করিতেন, তাহা হইলে আমাদিগের চিন্তিত হইবার কোন কারণই থাকিত না। আপনার ঋণ অপরাপর রাজাগণের ঋণ অপেক্ষা সম্পূর্ণরূপে বিভিন্ন। এই নিমিত্তই আমরা অতিশয় ভীত ও চিন্তিত হইয়াছি, এবং এই নিমিত্তই

আমি মহারাজকে কিছু বলিতে ও সৎপরামর্শ দিতে পূর্ব্ব হইতেই ইচ্ছা করিয়াছিলাম।

মহারাজ। আপনি কহিলেন যে, আমার ঋণের সহিত অপরের ঋণের প্রভেদ আছে, ইহার নিমিত্তই ভয় ও চিন্তা। কিন্তু আমি আপনার এই কথার তাৎপর্য্য কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। ঋণমাত্রই ভয় ও চিন্তার কারণ, ইহা সর্ব্বসম্মত। কিন্তু আমার ঋণ ও অপরের ঋণের প্রভেদ কি? যে প্রকারের ঋণই হউক, আমি সকল ঋণকে সমান দেখিয়া থাকি।

মন্ত্রী। অপরের ঋণের সহিত মহারাজের ঋণের বিশিষ্ট প্রভেদ আছে। আমি হিসাব করিয়া দেখিয়াছি, আপনার ঋণ প্রায় তিন লক্ষ টাকা হইবেক, এবং সেই তিন লক্ষ টাকা প্রায় শতাধিক লোকের নিকট হইতে অধিক সুদে ক্রমে ক্রমে লওয়া হইয়াছে; এমন কি, শতকরা মাসিক বার আনা সুদ হইতে আরম্ভ করিয়া দেড় টাকা পর্য্যন্ত সুদ দিতে হয়। ইহাতে শতকরা গড় এক টাকা হিসাবে সুদ ধরিলেও তিন লক্ষ টাকার বৎসরে ছত্রিশ হাজার টাকা সুদ লাগে। বিশেষতঃ এই রাজত্বের অনেক প্রজার নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করাতে অনেকেই রাজত্বের দেনার বিষয় অবগত হইয়াছে; সুতরাং ইহাতে মহারাজের অনিষ্ট ভিন্ন কোনক্রমেই ইষ্ট হইতে পারে না। অপরাপর রাজাগণ ঋণ করিতে হইলে একস্থান ভিন্ন অনেক স্থানে গমন করেন না, তাহাও কম সুদে ও আপন আপন রাজত্বের বহির্ভাগে। এই নিমিত্ত তাঁহাদিগের ঋণের কথা কেহ জানিতে পারে

না; সুতরাং তাঁহাদিগের রাজস্বের অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনাও নিতান্ত কম।

মহারাজ। আমি এ সমস্তই যে একবারে জানি না ও বুঝি না, তাহা নহে। কিন্তু আমি এখন যেরূপ অবস্থায় পতিত হইয়াছি, তাহাতে কিছুতেই বর্ত্তমান অবস্থার পরিবর্ত্তন করিতে সমর্থ হইতেছি না। আপনিও একটু বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখুন দেখি, অতঃপর কি উপায় অবলম্বন করিলে আমার ও রাজস্বের বিশেষ মঙ্গল হইতে পারে।

মন্ত্রী। মহারাজ! এ বিষয়ে অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া দেখিয়াছি, কিন্তু আমি ইহার উক্ত একমাত্র উপায় ভিন্ন আর কিছুই স্থির করিয়া উঠিতে পারি নাই; বিশেষতঃ এই উপায় কিছু নূতনও নহে। এই উপায় অবলম্বন করিয়াই রাজামাত্রেই রাজ্য চালাইয়া থাকেন। আমার বিবেচনায় আপনিও সেই উপায় অবলম্বন করুন। তাহা হইলে রাজ্যের মঙ্গল হইবে, এবং ক্রমে ক্রমে এই রক্তবীজ সদৃশ ঋণজাল হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারিবেন।

মহারাজ। এমন কি প্রকার বন্দোবস্ত করা কর্ত্তব্য?

মন্ত্রী। বন্দোবস্ত আর কিছুই নহে। এখন একজন ধনী লোকের নিকট হইতে অল্প সুদে সমস্ত টাকা কর্জ্জ করিয়া এখানকার সমস্ত ব্যক্তির দেনা পরিশোধ করিয়া দিউন। বর্ত্তমান ঋণ পরিষ্কার করিতে যতই কেন ঋণের প্রয়োজন হউক না, তৎসমস্তই এক ব্যক্তির নিকট হইতে লইতে হইবে। রাজস্বের উপস্বত্ব হইতে সম্বৎসরের খরচ বাদে যাহা কিছু উদ্বৃত্ত হইবেক, তাহা ক্রমে বৎসর বৎসর দেনা

দেওয়া যাইবেক। তদ্ব্যতীত অল্প সুদে এমন কি শতকরা বাৎসরিক ছয় টাকা সুদেও যদি টাকা পাওয়া যায়, তাহা হইলেও এখন বৎসর বৎসর যে সুদ দিয়া আসিতেছি, তাহা অপেক্ষা বাৎসরিক প্রায় আঠার হাজার টাকা কম দিতে হইবেক। সুতরাং বৎসর বৎসর সেই অবশিষ্ট আঠার হাজার টাকা নিশ্চয়ই আসল দেনা হইতে কমিবেক।

মহারাজ। এ উপায় যে সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম, তাহার আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু অল্প সুদে এত টাকা এক ব্যক্তির নিকট হইতে কোথায় পাইব? কাহার এত টাকা আছে যে, সে আমাকে এত অল্প সুদে ধার দিবে?

মন্ত্রী। মহারাজ! এ প্রদেশে সে প্রকার লোক নাই। বিশেষতঃ থাকিলেও সে এত টাকা এত অল্প সুদে যে ধার দিবে, তাহার আশা করা যায় না; ইহাও আমি উত্তমরূপে অবগত আছি। তথাপি আমার বিশ্বাস যে, একটু চেষ্টা করিলেই সেইরূপ ধনী মহাজন পাওয়া যাইবেক, তাহার আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

মহারাজ। চেষ্টা করিলেই বা সেই প্রকার ধনী মহাজন কোথায় পাইবেন, এবং কাহার দ্বারাই বা সেইরূপ চেষ্টা হইতে পারিবে?

মন্ত্রী। কলিকাতায় উক্তরূপ ধনী মহাজনের অভাব নাই। সেইস্থানে একটু চেষ্টা করিলেই অক্লেশে কার্য্য শেষ হইতে পারিবেক। কিন্তু একটী কথায় আমার সন্দেহ আছে,—বিনাবন্ধকে বোধ হয়, কলিকাতায় কেহই অল্প সুদে টাকা দিতে সম্মত হইবেন না।

মহারাজ। তাহার নিমিত্ত কোন ভাবনা নাই। আবশ্যক হইলে আমার এই রাজত্বই বন্ধক দিতে পারিব। কারণ, কলিকাতা বা অন্য কোন দূরবর্ত্তী প্রদেশে আমার রাজত্ব বন্ধক দিতে আমি অসম্মত নহি। যে কথা আমার রাজত্বের কোন প্রজার ঘুণাক্ষরেও জানিবার সম্ভাবনা নাই, তাহাতে আমার কোনরূপ অনিষ্ট হইতে পারে না; তথাপি এ প্রদেশীয় কোন ব্যক্তির নিকট আমি আমার রাজত্ব বন্ধক রাখিতে পারিব না। কারণ, ইহা অতিশয় লজ্জার, অবমাননার ও অনিষ্টের বিষয়।

মন্ত্রী। এ প্রদেশীয় কোন ব্যক্তির নিকট মহারাজের রাজত্ব কিছুতেই বন্ধক দেওয়া যাইতে পারে না। চেষ্টা করিলে কলিকাতা ভিন্ন অপর কোন স্থানে মহারাজকে গমন করিতে হইবে না।

মহারাজ। আমার কর্ম্মচারীবর্গের মধ্যে এরূপ বিশ্বাসী ও উপযুক্ত কর্ম্মচারী কে আছেন, যাঁহাকে কলিকাতায় প্রেরণ করিলে, তিনি অনায়াসেই এই কার্য্য সমাধা করিয়া আগমন করিতে পারিবেন ?

মন্ত্রী। মহারাজের বোধ হয়, স্মরণ থাকিতে পারে যে, গুটিকতক ভাল মুক্তা খরিদ করিবার নিমিত্ত মহারাজের এসিষ্টেন্ট সেক্রেটারীর উপর আদেশ প্রদান করিয়াছেন। তিনি বোধ হয়, দুই এক দিবসের মধ্যে কলিকাতায় গমন করিবেন। মহারাজের এসিষ্টেন্ট সেক্রেটারী অনুপযুক্ত কর্ম্মচারী নহেন, তিনি একজন সুচতুর, বিশ্বস্ত, বুদ্ধিমান, এবং কার্য্যাধ্যক্ষ কর্ম্মচারী। আমার বোধ হয় যে, এ বিষয়ের

ভার তাঁহার উপর অর্পণ করা যাইতে পারে। বিশেষতঃ এক কার্য্যের নিমিত্ত যখন কলিকাতায় গমন করিতেছেন, তখন অপর কার্য্যও তিনি তথায় অনায়াসেই সম্পন্ন করিয়া পুনরাবৃত্ত হইতে পারিবেন।

মহারাজ। এ অতি সৎপরামর্শ। আপনি এসিষ্টেণ্ট সেক্রেটারীকে এখনই আমার নিকট ডাকাইয়া আনুন। আমি সমস্ত কথা তাঁহাকে তন্ন তন্ন করিয়া বুঝাইয়া দিব।

মহারাজের আদেশ পাইয়া মন্ত্রী মহাশয় তখনই একজন চাপরাশীকে এসিষ্টেণ্ট সেক্রেটারী মহাশয়ের উদ্দেশে প্রেরণ করিলেন, এবং অর্দ্ধঘণ্টা উত্তীর্ণ হইতে না হইতেই এসিষ্টেণ্ট সেক্রেটারী মহাশয় আগমন করিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন।

মহারাজ। মুক্তা খরিদ করিবার নিমিত্ত আপনি কোন্ তারিখে কলিকাতায় গমন করিবেন?

এসিষ্টেণ্ট সেক্রেটারী। ধর্ম্মাবতার! মুক্তা খরিদ করিবার নিমিত্ত অদ্যই আমি কলিকাতায় গমন করিতাম; কিন্তু অদ্য প্রাতঃকালে আমার শরীর একটু অসুস্থ বোধ হওয়ায় আজ যাইতে পারি নাই, কল্য প্রত্যূষে নিশ্চয়ই গমন করিব।

মহারাজ। কলিকাতায় কোন ধনবান লোকের সহিত আপনার পরিচয় আছে কি?

এঃ সেঃ। দুই একজন ধনী ব্যক্তির সহিত জানা শুনা আছে, কিন্তু বিশেষ বন্ধুত্ব নাই।

মহারাজ। কলিকাতায় কোন ধনাঢ্য ব্যক্তির নিকট হইতে অল্প সুদে কিছু টাকা ধার করিবার যোগাড় করিতে পারিবেন কি?

এঃ সেঃ। টাকা ধার দিয়া থাকে, কলিকাতায় এরূপ ব্যক্তি বিস্তর আছে। চেষ্টা করিলে যে না হইতে পারিবে, এমন নহে।

মহারাজ। আমি নিজে তিন লক্ষ টাকা ঋণ করিব। কিন্তু স্থদ নিতান্ত অল্প হওয়া আবশ্যক; ইহাতে যদি কোন বিষয় বন্ধক দিবার প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে আমি আমার রাজত্ব পর্য্যন্তও বন্ধক দিতে প্রস্তুত আছি। আপনি কলিকাতায় গমন করিতেছেন, সেইস্থানে এই ঋণের যোগাড় করিয়া যত শীঘ্র পারেন, আমাকে সংবাদ দিবেন।

এঃ সেঃ। যে আজ্ঞা মহারাজ। আমি সবিশেষরূপে চেষ্টা করিয়া যাহাতে শীঘ্র এই কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারি, তাহাতে কিছুমাত্র ক্রটী করিব না। অগ্রে মুক্তা কয়েকটী খরিদ করিয়া মহারাজের নিকট পাঠাইয়া দিব, ও পরিশেষে আমি সেইস্থানে অবস্থিতি করিয়া যত শীঘ্র পারি, টাকার যোগাড় করিব। ইহাতে যে কৃতকার্য্য হইতে পারিব, তাহার আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

এসিষ্টেণ্ট সেক্রেটারীর কথায় মহারাজ অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে আবশ্যকীয় অপরাপর উপদেশ প্রদান পূর্ব্বক বিদায় দিলাম।

মহারাজের আদেশ মত এসিষ্টেণ্ট সেক্রেটারী বাবু সেই-স্থান হইতে আপন বাসায় গমন করিলেন, এবং পরদিবস অতি প্রত্যুষে ক্ষুদ্র স্বাধীনরাজ্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক কলিকাতা অভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

দালালের দালালী।

সেক্রেটারী বাবু কলিকাতায় আসিয়া মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীটে অশ্বিনীকুমার বসুর বাসায় গিয়া উপস্থিত হইলেন। অশ্বিনী-কুমার বসু সেক্রেটারী বাবুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা, এখানে থাকিয়া বিদ্যাভ্যাস করিতেছেন। এবার তাঁহার বি-এ, পরীক্ষা দেওয়ার বৎসর; সুতরাং তিনি রাত্রিদিন পাঠেই নিযুক্ত আছেন। তাঁহার গৃহে সেক্রেটারী বাবু থাকিলে পাছে তাঁহার পড়া শুনার ব্যাঘাত জন্মে, বিশেষতঃ এবার তিনি যে কর্ম্মের নিমিত্ত আগমন করিয়াছেন, তাহা যে দুই চারি দিবসের মধ্যে সম্পন্ন হইবেক, তাহাও নহে; বোধ হয়, দুই চারি মাস লাগিলেও লাগিতে পারে; এই ভাবিয়া তিনি অশ্বিনীকুমারের গৃহের সংলগ্ন আর একটী ঘর ভাড়া লইয়া সেইস্থানেই অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

সেক্রেটারী বাবু নানাস্থানে গমন করিতে লাগিলেন। অনেক ব্যক্তির নিকট টাকার প্রসঙ্গ উত্থাপন করিতে লাগিলেন; কিন্তু কোনস্থানেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। কেহই এত টাকা দিতে স্বীকার করিলেন না; যদি বা কেহ স্বীকার করিলেন, তিনি স্বাধীনরাজ্য বন্ধক রাখিতে অস্বীকৃত হইলেন। কেহ বা সুদ অনেক অধিক চাহিলেন।

এইরূপ নানা গোলযোগে প্রায় এক মাস অতীত হইয়া গেল। তখন একদিবস সেক্রেটারী বাবু কিছু কাপড় ও মুক্তা খরিদ করিবার মানসে বড়বাজারে গমন করিলেন।

দিবা প্রায় দুইটা বাজিয়াছে। বড়বাজারে গাড়ী ঘোড়ায় এবং লোকজনের এত ভিড় যে, তাহার ভিতর সহজে প্রবেশ করে কাহার সাধ্য। এই ভিড়ের ভিতর একখানি দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে কেবল একজন চাকর মাত্র সঙ্গে লইয়া, সেক্রেটারী বাবু প্রবেশ করিলেন; কিন্তু বহুস্থানে নানাপ্রকার প্রতিবন্ধক পাইয়া, বহুস্থানের পথ একবারে বন্ধ থাকা প্রযুক্ত গাড়ী থামাইয়া থামাইয়া তাঁহার গাড়ীর কোচমান ও গরুর গাড়ীর গাড়োয়ান্‌দিগের মুখ-নির্গত অশ্রাব্য ভাষায় উভয়ের উত্তর প্রত্যুত্তর শুনিতে শুনিতে দিবা চারিটার সময় বড়বাজার মনোহর দাসের চকের সম্মুখে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সেইস্থানে তাঁহার গাড়ী থামিতে না থামিতে তিন চারি জন লোক আসিয়া তাঁহার গাড়ীদ্বারে উপস্থিত হইল। সেক্রেটারী বাবু ইহা-দিগকে দালাল বলিয়া চিনিতে পারিলেন। ইহাদিগের কাহারও সাহায্য না লইলে, বড়বাজারের কোন্ স্থানে কি দ্রব্য বিক্রীত হয়, তাহা সকলের—বিশেষতঃ বিদেশবাসী আগন্তুক লোকের পক্ষে জানা অসম্ভব বলিয়া, তিনি উহা-দিগের মধ্যে একজনকে সঙ্গে করিয়া কিছু "কিংথাপ" খরিদ করিবার মানসে চকের উপর উঠিলেন।

সেক্রেটারী বাবু যে দালালের সহিত উপরে উঠিলেন, তাঁহার নাম দেবীলাল। দেবীলালের বাসস্থান মথুরার সন্নিকটস্থ

একটী পল্লীগ্রামে। দেবলীলালের বয়ঃক্রম যখন ষোল বৎসর, সেই সময়ে কোন একজন দালালের সঙ্গে সে কলিকাতায় আইসে, এবং তাহার সহিত সে সামান্ত দালালী কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়; সেই কার্য্যে এতদিবস পর্য্যন্ত নিযুক্ত থাকিয়াও আজ পর্য্যন্ত তাহার সেই সামান্ত দালালী ঘুচে নাই। এখন উহার বয়ঃক্রম প্রায় ষাট্ বৎসর হইয়াছে, বয়ঃক্রমে দেবীলাল যেরূপ পরিপক্ক হইয়াছে, কার্য্যে কিন্তু এখনও সেরূপ পরিপক্ক হইতে পারে নাই।

দেবীলাল সেক্রেটারী বাবুকে সঙ্গে করিয়া একজন মাড়ওয়াড়ির দোকানে লইয়া গেল, এবং তাঁহার দোকান হইতে বাবুর মনোনীত প্রায় সত্তর আশী টাকার বস্ত্রাদি ক্রয় করিয়া দিল। সেক্রেটারী বাবু দেবীলালের দালালীর গতিক দেখিয়া সবিশেষ সন্তুষ্ট হইলেন, এবং পূর্ব্বে তিনি অন্য স্থান হইতে যেরূপ মূল্যে সেইপ্রকার বস্ত্র ক্রয় করিয়াছিলেন, অদ্য তাহা অপেক্ষা অনেক ন্যূন মূল্যে সেই প্রকার বস্ত্র পাইয়া দেবীলালের অনেক প্রশংসা করিলেন, এবং আপন পকেট হইতে একটী টাকা বাহির করিয়া দেবীলালকে প্রদান করিলেন ও কহিলেন, "দেবীলাল! তোমার কার্য্য দেখিয়া আমি তোমার উপর একান্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি। এখন হইতে বড়বাজারে আমার যে কোন দ্রব্য ক্রয় করিবার প্রয়োজন হইবে, তাহা তোমার সাহায্য ভিন্ন কখন ক্রয় করিব না।"

দেবীলাল। মহারাজ! আমি আপনার তাঁবেদার! হুকুম করিবামাত্র তাহা সম্পন্ন করিতে কিছুমাত্র ত্রুটী করিব না।

সেক্রেটারী। দেবীলাল! তোমাকে আমার যখন প্রয়োজন হইবে, তখন কোথায় তোমার সাক্ষাৎ পাইব?

দেবীলাল। আমাকে যখন অনুসন্ধান করিবেন, তখনই এইস্থানে পাইবেন। আর যদি দৈবাৎ কখন দেখা না পান, তবে অন্য দালালদিগের মধ্যে যাহাকে বলিবেন, সেই আমার সন্ধান বলিয়া দিতে পারিবে।

সেক্রে। তোমার সহিত কোন ভাল জহুরির আলাপ আছে?

দেবীলাল। অনেক ভাল ভাল ও বিশ্বাসী জহুরির সহিত আমার জানা শুনা এবং লেনা দেনা আছে। আপনার যে কোন দ্রব্যের প্রয়োজন হইবেক, আমাকে বলিবেন, তাহা আমি আনিয়া দিব।

সেক্রে। মহারাজের নিমিত্ত কয়েকটী ভাল মুক্তা খরিদ করিবার প্রয়োজন আছে। বাজারে কি প্রকার মুক্তা পাওয়া যায়, একবার দেখিয়া গেলে হয় না?

দেবীলাল। মুক্তা যদি কেবলমাত্র দেখিতে চাহেন, তবে চলুন; যে প্রকারের মুক্তা চাহিবেন, দেখাইতে পারিব। কিন্তু আমার কথার উপর আপনি যদি বিশ্বাস করেন, তাহা হইলে বাজারে গিয়া মুক্তা প্রভৃতি কোন জহরত ক্রয় করিবেন না। বাজারে এ সকল দ্রব্য ক্রয় করিলে প্রায় ঠকিতে হয়। বিশেষতঃ ঠকিয়া ক্রয় করিয়া একবার লইয়া গেলে, এখানকার দোকানদারেরা আর কোনক্রমেই তাহা ফেরৎ লয় না। যদি আপনি অনুমতি করেন, এবং আমার কথায় যদি বিশ্বাস করেন, তাহা হইলে আমাকে আপনার ঠিকানা লিখিয়া দিউন. কল্য প্রাতঃকালে একজন

জহরিকে মুক্তা সমেত আপনার বাসায় লইয়া যাইব। মুক্তা দেখিয়া যদি আপনার মনোনীত হয়, তাহা হইলে দর দস্তর ঠিক করিয়া আপনার নিকট উহা রাখিয়া দিবেন। পরে আপনার পরিচিত লোক দ্বারা উহার বাজার দর যাচাইয়া যদি সুবিধা বিবেচনা করেন, রাখিবেন, নচেৎ ফেরৎ দিবেন। পুনরায় অন্য জহুরিকে আমি ডাকিয়া আনিব; ইহাতে কোন প্রকারেই আপনার ঠকিবার সম্ভাবনা থাকিবে না। আর আমরা মহাশয়দিগের ন্যায় সদাশয় ব্যক্তিগণের নিকটই প্রতিপালিত; সুতরাং যাহাতে আপনারা কোন প্রকারে প্রতারিত বা ক্ষতিগ্রস্ত না হন, ইহাই আমাদের একমাত্র বাসনা ও কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

সেক্রেটারী বাবু মনে মনে ভাবিলেন যে, এ অতি উত্তম প্রস্তাব। ইহাতে কোন প্রকারেই ঠকিবার সম্ভাবনা নাই। মাল দেখিয়া, পছন্দ করিয়া, যাচাই করিয়া তাহার পর টাকা দিব, ইহাতে আর ঠকিব কি প্রকারে? দেবীলালের এ প্রস্তাব উত্তম। আমি জানিতাম না যে, বড়বাজারে এরূপ সৎ ও পরোপকারী দালালও আছে। প্রকাশ্যে বলিলেন, "আচ্ছা দেবীলাল! আমি তোমার প্রস্তাবেই সম্মত হইলাম। কল্য প্রত্যূষে তুমি একজন সদ্ব্যবসায়ী জহুরিকে ভাল মুক্তার সহিত আমার নিকট লইয়া যাইও। যদি মনোগত হয়, এবং সুবিধা বিবেচনা করি, তাহা হইলে আমি ক্রমে তোমাদ্বারা অনেক জহরৎ প্রভৃতি ক্রয় করিব।" এই বলিয়া সেক্রেটারী বাবু তাঁহার মেছুয়াবাজারের ঠিকানা একখানি কাগজে লিখিয়া দেবীলালের হস্তে প্রদান করিয়া

আপন গাড়ীতে আরোহণ করিলেন। তাঁহার চাকর সেই কাগড়গুলি গাড়ীর ভিতর রাখিয়া কোচবাক্সের উপর গিয়া বসিল। কোচমান গাড়ী চালাইয়া দিল। দেবীলাল তাহার মস্তক নিম্ন ও দক্ষিণহস্ত উত্তোলন করিয়া উপর্য্যুপরি তিন চারিবার সেলাম করিলে, গাড়ী ক্রমে ক্রমে ভিড়ের ভিতর যাইয়া মিশিল।

এই গাড়ী চলিয়া গেলে দেবীলাল মনে মনে ভাবিতে লাগিল যে, অদ্য কোন গতিকে সেক্রেটারী বাবুর মত পরিবর্ত্তিত করিয়া তাঁহাকে ত ফিরাইয়া দিলাম; কিন্তু কল্য কি করিব? আমার কথায় ত কোন জহুরি মুক্তা লইয়া মেছুয়াবাজারে যাইবে না। আর আমি যে মুক্তা প্রভৃতি বহুমূল্য দ্রব্যের দালালী করিতেছি, ইহাও ত কেহ বিশ্বাস করিবে না। এখন কোন্ উপায় অবলম্বন করিলে বাবুও সন্তুষ্ট হইবেন, আমিও কিছু উপার্জ্জন করিতে সমর্থ হইব? পথের ধারে একখানি দোকানে বসিয়া দেবীলাল এইরূপ ভাবিতেছে, এমন সময় অন্য আর একজন দালাল আসিয়া সেইস্থানে উপস্থিত হইল, এবং দেবীলালকে চিন্তিত দেখিয়া বলিল, "কি হে দেবীলাল! বসিয়া বসিয়া কি ভাবিতেছ?"

দেবীলাল। তুমি আসিয়াছ, ভালই হইয়াছে। তোমার বাসায় গিয়া তোমার সহিত দেখা করিব ভাবিতেছিলাম। একটি কার্য্য উপস্থিত আছে, যোগাড় করিতে পারিলে উভয়েই কিছু কিছু পাইতে পারিব।

দালাল। এমন কি কার্য্য উপস্থিত করিয়াছ যে, তাহাতে উভয়েই কিছু কিছু উপার্জ্জন করিতে পারিব?

দেবীলাল। একজন বাবু অদ্য এখানে আসিয়াছিলেন, তাঁহার কিছু কাপড় ও কয়েকটী ভাল মুক্তা ক্রয় করিবার প্রয়োজন ছিল। আমি তাঁহার কাপড় ক্রয় করিয়া দিয়াছি, ইহাতে দোকানদারের নিকট হইতে আমি দুই টাকা দালালী পাইয়াছি। কিন্তু বাবু তাহা জানিতে না পারিয়া, আমাকে এক টাকা পারিতোষিক প্রদান করেন, এবং আমাকে মুক্তা ক্রয় করিয়া দিতে বলেন। আমার সহিত মুক্তা-বিক্রেতার ভাল আলাপ পরিচয় না থাকায়, কোন ছল অবলম্বন করিয়া অদ্য আমি তাঁহাকে বিদায় করিয়া দিয়াছি, এবং কল্য প্রাতঃকালে তাঁহার বাসায় মুক্তা লইয়া যাইব, ইহাও তাঁহাকে বলিয়া দিয়াছি। বাবুটীর চাল-চলন কিছু উচ্চদরের। তাঁহার নিকট মুক্তা বেচিতে পারিলেই বিলক্ষণ কিছু লাভ করিতে পারিব। যদি কোন জহুরির সহিত তোমার সবিশেষ জানা শুনা থাকে, তাহা হইলে তাহাকে ঠিক কর; কল্য প্রাতঃকালেই মুক্তাসহ তাহাকে লইয়া আমরা সেইস্থানে গমন করিব। তাঁহার বাসার ঠিকানা আমাকে তিনি লিখিয়া দিয়া গিয়াছেন।

দালাল। তাহার জন্য আর ভাবনা কি? একজন কেন, বল না, শতজন জহুরিকে মুক্তা সহিত তাঁহার বাসায় লইয়া যাইব; ইহার জন্য তুমি চিন্তিত হইও না। কল্য প্রত্যুষে আমার বাসায় যাইও; সেইস্থান হইতে সকলে একত্র বাবুর বাসায় গমন করিব।

এই বলিয়াই উভয়ে সে স্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক আপন আপন কার্য্যে গমন করিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

মুক্তা খরিদ।

ভগবান দাস একজন প্রকৃত দালাল। দালালী করিতে করিতে চল্লিশ বৎসর উত্তীর্ণ হইয়া এখন প্রায় পঁয়তাল্লিশে উপস্থিত। ইনি দালালীর রীতি-নীতি, ভাব-ভঙ্গী, বোল-চাল যেমন জানেন, মিষ্ট মিষ্ট কথায় ক্রেতা ও বিক্রয়-কারীকে সন্তুষ্ট করিতে যেমন শিখিয়াছেন, সেরূপ আর কোন দালালেই শিখে নাই। তবে ইহাঁর দোষের মধ্যে— ইনি মিথ্যা কথা বলিতে এবং অপরকে প্রতারণা করিতে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হয়েন না। এ সকল দোষকে তিনি দোষ বলিয়াই গ্রাহ্য করেন না, কোনরূপে অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারিলেই তিনি সন্তুষ্ট থাকেন। লোকে বলে যে, ইনি দুই একবার পুলিসের হস্তেও পড়িয়াছিলেন; কিন্তু ভাগ্যবলে শ্রীমন্দিরে গমন করেন নাই। ভগবান দাস দেবীলালের কথামত একজন জহুরির নিকট এই সকল প্রস্তাব করিয়া তাঁহাকে সম্মত করাইলেন, এবং মুক্তা লইয়া পরদিবস প্রাতে তিনজনে একত্র মিলিত হইয়া সেই সেক্রেটারী বাবুর বাসার উদ্দেশে চলিলেন। ক্রমে তাঁহারা মেছুয়াবাজারের বাসা অনুসন্ধান করিয়া সেইস্থানে উপস্থিত হইলেন।

সেক্রেটারী বাবু দেবীলালকে দেখিয়াই চিনিলেন, এবং তাহার কথার কিছুমাত্র ব্যতিক্রম না দেখিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন।

দেবীলাল, ভগবান দাসের পরিচয় দিয়া সেক্রেটারী বাবুর নিকট কহিলেন, "আমাদিগের মধ্যে ইনিই সর্ব্বপ্রধান ও অতিশয় বিশ্বাসী ও উপযুক্ত লোক। এই নিমিত্ত আমি ইহাঁকেও সঙ্গে করিয়া আপনার নিকট আনয়ন করিয়াছি। আর অপর এই ব্যক্তি বড়বাজারের একজন প্রধান জহরত-বিক্রেতা। আপনার কথামত ইনি কতকগুলি মুক্তাও সঙ্গে করিয়া আনিয়াছেন। ইহার ভিতর যদি আপনার কোন মুক্তা মনোনীত হয়, তাহা হইলে উহা আপনি লইতে পারেন।"

সেক্রেটারী বাবু ভগবান দাসের সহিত আলাপ করিয়া, সেই জহুরিকে মুক্তা দেখাইতে বলিলেন। জহুরি তাহার পকেট হইতে কয়েকটী মুক্তা বাহির করিয়া একটী একটী করিয়া সেক্রেটারী বাবুর হস্তে দিতে লাগিলেন, এবং সেই সঙ্গে সেই সেই মুক্তার উৎকর্ষ প্রতিপন্ন করিবার নিমিত্ত যে কত কথা বলিলেন, তাহার স্থিরতা নাই। তিনি যে কত বড় লোকের নিকট, কত রাজা-মহারাজার নিকট, কত সাহেব সুবার নিকট মুক্তা, হীরা প্রভৃতি বিক্রয় করিয়া থাকেন, তাহা প্রতিপন্ন করিবার নিমিত্ত যে কত লোকের নাম করিলেন, তাহার সংখ্যা নাই।

এই সকল কথা শুনিতে শুনিতে সেক্রেটারী বাবু মুক্তা দেখিতে লাগিলেন। দেখিয়া দেখিয়া কয়েকটী মুক্তা মনোনীতও করিলেন। তাহার দাম জিজ্ঞাসা করাতে মুক্তা-বিক্রেতা উহার এক প্রকার দামও বলিয়া দিলেন। সেক্রেটারী বাবু দাম শুনিয়া দেবীলালের ও ভগবান দাসের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। কিন্তু তাহাতে ভগবান দাস কহিলেন,

"মহারাজ! আপনার যে যে মুক্তা মনোনীত হয়, আপনি গ্রহণ করুন। উহার এক প্রকার দামও শুনিলেন, পরে দেখিয়া শুনিয়া উহার দাম স্থির করা যাইবে। এখন আপনি উহা আপনার নিকট রাখিয়া দিন। ইনি দুই দিবস পরে আসিয়া হয় ইহার দাম—না হয় মুক্তা ফেরৎ লইয়া যাইবেন। আমরা কল্য প্রাতঃকালে আসিয়া আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিব।" ভগবান দাসের এই কথায় মুক্তা-বিক্রেতাও সম্মত হইলেন। তখন মুক্তা কয়েকটী সেক্রেটারী বাবুর নিকট রাখিয়া তাঁহারা সকলেই প্রস্থান করিলেন।

তাঁহারা যখন সেক্রেটারী বাবুর বাসা হইতে প্রত্যাগমন করেন, সেই সময়ে পথিমধ্যে ভগবান দাস দেবীলালকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "ভাই! বোধ হইতেছে, এই বাবুটী অতি সরল; সুতরাং ইহার নিকট হইতে কিছু অর্থ বাহির করিয়া লইতে হইবে। যাহাতে আমাদের দশ টাকা উপার্জ্জন হয়, এবং এই জহুরিও কিছু পায় তাহার এক সদুপায় করিতে হইতেছে।" এই বলিয়া সেই মুক্তা-বিক্রেতাকে কানে কানে কি বলিয়া দিল। তিনি অতঃপর এই দালালদ্বয়কে পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিলেন।

দেবীলাল ও ভগবান দাস পরদিবস প্রত্যূষে সেক্রেটারী বাবুর বাসায় গিয়া পুনরায় উপস্থিত হইল, এবং বাবুকে সম্বোধন করিয়া কহিল, "মহাশয়! কল্য সেই জহরত-বিক্রয়কারীর সম্মুখে আপনাকে আমরা কিছু বলিতে পারি নাই। যে সকল মুক্তা আপনি মনোনীত করিয়া রাখিয়া দিয়াছেন, তাহা অতি উৎকৃষ্ট দ্রব্য। তথাপি সেই জহরি

যে দাম বলিয়াছিলেন, তাহা কিন্তু আমাদিগের মনোনীত হয় নাই। এই নিমিত্ত আমি সেই মুক্তা আপাততঃ রাখিয়া দিবার নিমিত্ত বলিয়াছিলাম। অদ্য আমাদিগের সহিত বাজারে চলুন,—সেইস্থানে জহরতের বিস্তর দোকান আছে, তাহাদিগের নিকট যাচাই করিয়া দেখিলেই ইহার প্রকৃত দাম বুঝিতে পারিব। আপনাকে একটী কথা পূর্ব্বেই বলিয়া রাখি যে, জহরত বিক্রেতামাত্রই প্রায় একই প্রকৃতির লোক। যদি উহারা বুঝিতে পারে যে, আপনি সেই সকল মুক্তা ক্রয় করিবেন, তাহা হইলে তাহারা উহার দাম প্রকৃত দাম অপেক্ষা অনেক অধিক করিয়া বলিয়া দিবে। আপনি যাহাতে কোন প্রকারে প্রতারিত না হন, ইহাই আমাদিগের নিতান্ত ইচ্ছা বলিয়াই পূর্ব্ব হইতেই আপনাকে সতর্ক করিয়া দিতেছি। যে মুক্তা আপনি ক্রয় করিবেন, বাজারে গিয়া সেই সকল দ্রব্য বিক্রয়ের ভান করিবেন, তাহা হইলে আপনি ইহার প্রকৃত মুল্য অবগত হইতে পারিবেন। কারণ, সেই ব্যক্তি উহা যে মূল্যে প্রকৃতই ক্রয় করিতে পারিবে, সেই মূল্যই বলিবে; কেহ বা কিছু কম করিয়াও বলিতে পারে। এরূপ অবস্থায় উহার প্রকৃত মূল্য জানিতে আর বাকি থাকিবে না। সুতরাং কোনরূপে আমাদিগের ঠকিবার সম্ভাবনা থাকিবে না। প্রকৃত মূল্য অবগত হইতে পারিলে, জহরত-বিক্রেতা যদি সেই মূল্যে সেই মুক্তা বিক্রয় করে, তাহা হইলে আপনি উহা গ্রহণ করিবেন। নচেৎ সেই মুক্তা ফেরৎ দিয়া পুনরায় অন্য কোন জহুরিকে মুক্তা সহিত আপনার নিকট আনয়ন করিব।"

উহাদিগের কথা শ্রবণ করিয়া সেক্রেটারী বাবু অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন, এবং মনে মনে ভাবিলেন যে, ইহারা যাহা বলিতেছে, তাহা অপেক্ষা অন্য কোন সদুপায় আর নাই। ইহাদিগের প্রস্তাবিত উপায় অবলম্বন করিলে কিছুতেই আমাদিগের ঠকিবার সম্ভাবনা নাই। এই ভাবিয়া সেক্রেটারী বাবু মুক্তা কয়েকটী হস্তে লইয়া, দালালদ্বয়ের সহিত বড়-বাজার-অভিমুখে গমন করিলেন।

ভগবান দাস সেক্রেটারী বাবুকে একটী জহরতের দোকানে সর্ব্বপ্রথম লইয়া গেলেন। সেইস্থানে সেক্রেটারী বাবুকে একজন সাবেক বড়লোক বলিয়া পরিচয় দিলেন, এবং মুক্তা কয়েকটী বাহির করিয়া সেই দোকানদারের হস্তে প্রদান করিয়া কহিলেন, "বিশেষ কোন কারণবশতঃ ইহাঁকে এই মুক্তা কয়েকটী বিক্রয় করিতে হইবে। আর আপনারা প্রকৃত যে দরে লইতে পারেন, তাহা বলিয়া দিন। নিতান্ত লোকসান না হইলে এখনই ইহা আপনার নিকট বিক্রয় করিবেন।"

দোকানদার এই কথা শুনিয়া মুক্তা কয়েকটী উত্তম-রূপে দেখিয়া কহিলেন, "এ অতি উৎকৃষ্ট মুক্তা, এরূপ মুক্তা সচরাচর বাজারে পাওয়া যায় না। আপনি যখন ইহা ক্রয় করিয়াছেন, তখন আপনাকে অধিক মূল্য প্রদান করিতে হইয়াছে; কিন্তু আজকাল মুক্তার বাজার অত্যন্ত নরম যাইতেছে। তথাপি যদি আপনি প্রকৃতই ইহা বিক্রয় করেন, তাহা হইলে আমি এই মূল্য প্রদান করিতে পারি।" এই বলিয়া সেই মুক্তা কয়েকটীর একটী দাম বলিয়া দিলেন।

সেক্রেটারী বাবু দেখিলেন, তিনি যে দর প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহা জহরত-বিক্রয়কারীর কথিত মূল্য অপেক্ষা অধিক ন্যূন নহে, প্রায় সমান।

দোকানদারের কথা শুনিয়া দেবীলাল কহিলেন, "আরও দুই একজন দোকানদারকে দেখাই। দেখি, উহারাই বা কি প্রকার দরে ক্রয় করিতে চাহে। আপনার প্রদত্ত দর অপেক্ষা অধিক দর অপর দোকানদার যদি প্রদান না করে, তাহা হইলে আপনার নিকটই উহা বিক্রয় করিব।" এই বলিয়া বাবুকে সঙ্গে লইয়া নিকটবর্ত্তী আর একখানি দোকানে গমন করিলেন। সেই দোকানদার এই মুক্তা কয়েকটী দেখিয়া পূর্ব্ব দোকানদার অপেক্ষা আরও কিছু কম মূল্য বলিয়া দিলেন। এবারও পূর্ব্বরূপ বলিয়া দেবীলাল, বাবুকে লইয়া সেই দোকানের বাহিরে আসিলেন। সেই সময় সেক্রেটারী বাবুকে কহিলেন, "আমরা যেরূপ অনুমান করিয়াছিলাম, এখন দেখিতেছি, আমাদিগের সে অনুমান ঠিক নহে। এখন বুঝিতে পারিতেছি যে, মুক্তা কয়েকটী প্রকৃতই উত্তম দ্রব্য, এবং বিক্রেতাও যে নিতান্ত অধিক দর বলিয়াছে, তাহা নহে। আরও দুই এক দোকানে যদি উহা দেখাইতে চাহেন, তাহাও দেখাইতে পারেন।"

দেবীলালের এই কথা শ্রবণ করিয়া সেক্রেটারী বাবু কহিলেন, "ইহার প্রকৃত দর এক প্রকার বুঝিতে পারিয়াছি, আর কোন দোকানে দেখাইবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু বিক্রেতা যখন ইহার মূল্যের জন্য আগমন করিবে, সেই সময় তুমিও তাহার সহিত আসিও। তাহাকে বলিয়া কহিয়া

ইহার মূল্য আরও কিছু কম করিয়া লইতে হইবে।” দালালদ্বয় বাবুর কথায় সম্মত হইয়া আর কোন দোকানে গমন করিল না। বাবুর সহিত বাজার পরিত্যাগ করিয়া মেছুয়াবাজারের বাসা-অভিমুখে প্রস্থান করিল।

গমনকালীন কথায় কথায় সেক্রেটারী বাবু দালালদ্বয়কে কহিলেন, “তোমাদিগের দালালীতে আমি বিশেষরূপ সন্তুষ্ট হইয়াছি। কোনরূপ দ্রব্যাদি ক্রয় করিবার নিমিত্ত যখন আমি কলিকাতায় আসিব, সেই সময় তোমাদিগের সন্ধান করিব, এবং তোমাদিগের সহায়তা গ্রহণ করিয়া দ্রব্যাদি ক্রয় করিব। তোমাদিগের দালালী দেখিয়া বোধ হইতেছে যে, তোমরা উভয়েই অতিশয় পুরাতন দালাল।”

ভগবান দাস। হাঁ মহাশয়! অনেক দিবস হইতে এই কার্য্য করিতেছি।

সেক্রেটারী বাবু। অনেক টাকা কর্জ্জ দিতে পারে, এরূপ কোন বড়লোকের সহিত তোমাদিগের জানা শুনা আছে কি?

ভগবান। কেন মহাশয়! কোন ব্যক্তি টাকা কর্জ্জ করিতে চাহেন কি?

বাবু। একজন বড়লোকের কিছু টাকার প্রয়োজন আছে বলিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছি।

ভগবান। দালালীই যখন আমাদিগের ব্যবসা, তখন আমরা সকল কর্ম্মেরই দালালী করিয়া থাকি। টাকা ধার দেওয়া ত আমাদিগের প্রধান কর্ম্ম। কি দ্রব্য বন্ধক রাখিয়া কত টাকা ধার দেওয়াইতে হইবে, তাহা আমাকে বলিয়া দিবেন, আমি অনায়াসেই টাকার সংগ্রহ করিয়া দিব।

বাবু। সময়-মত আমি এ বিষয়ে তোমার সহিত পরামর্শ করিব।

এইরূপ কথাবার্ত্তা শেষ হইতে না হইতেই সকলেই মেছুয়া-বাজারের বাসায় গিয়া উপস্থিত হইল। কিয়ৎক্ষণ পরেই সেই জহরত-বিক্রেতাও আগমন করিল। সে পূর্ব্বে যে মূল্য স্থির করিয়া জহরত রাখিয়া গিয়াছিল, দালালদ্বয় বাবুর সাক্ষাতে অনেক করিয়া বলায়, তাহা অপেক্ষা মূল্য কিছু কম করিয়া দিল। বাবুও তাহার সমস্ত টাকা মিটাইয়া দিলে সকলে সেইস্থান হইতে প্রস্থান করিল। প্রকৃত দরে মুক্তা ক্রয় করা হইয়াছে বিবেচনা করিয়া, বাবু সবিশেষ সন্তুষ্ট হইলেন। ওদিকে দালালগণ বাবুকে উত্তমরূপে ঠকাইয়া হাস্যমুখে আপন আপন স্থানে প্রস্থান করিল।

পাঠকগণকে বোধ হয় বলিয়া দিতে হইবে না, জহরত-বিক্রয়কারী ও দুইজন দালাল চক্রান্ত করিয়া সেক্রেটারী বাবুকে বিশেষরূপে প্রতারিত করিল। যে যে দোকানে মুক্তা জাচাইয়া দেখিবার নিমিত্ত সেক্রেটারী বাবুকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়াছিল, সেই সকল দোকান পূর্ব্ব হইতেই ঠিক করিয়া রাখা হইয়াছিল। সুতরাং এরূপ চক্রান্তে পড়িয়া একজন সহর হইতে বহুদূরদেশবাসী ব্যক্তি যে প্রতারিত হইবেন, তাহার আর ভুল কি?

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

নূতন রাজ-পরিচয়।

মুক্তা ক্রয়ের গোলযোগ মিটিয়া যাইবার দুইদিবস পরে, ভগবান দাস একাকী আসিয়া পুনরায় সেক্রেটারী বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। ভগবান দাসকে দেখিয়াই সেক্রেটারী বাবু সবিশেষ সন্তুষ্ট হইলেন, এবং তাহাকে সেইস্থানে বসিতে আসন দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন মহাশয়! শারীরিক ভাল আছেন ত?"

ভগবান। আমার শরীরটা নিতান্ত ভাল নাই; এই নিমিত্তই মহাশয়ের নিকট আসিতে দুইদিবস বিলম্ব হইয়াছে। কিন্তু আমি আপনার নিকট আসিতে পারি নাই বলিয়া যে আপনার কোন কার্য্য করি নাই, তাহা নহে। আমি একজন বিশিষ্ট ধনী মহাজন স্থির করিয়াছি। কোন্ ব্যক্তি, কি বন্ধকে, কত টাকা কর্জ্জ লইবেন, তাহার সবিশেষ বিবরণ অবগত হইতে পারিলেই এখন সমস্ত স্থির করিয়া ফেলিতে পারি।

বাবু। আমিও মনে মনে তাহাই ভাবিয়াছিলাম। ভাবিয়াছিলাম যে, আপনার আসিতে যখন বিলম্ব হইতেছে, তখন নিশ্চয়ই আপনি একটা কিছু স্থির করিয়াই আসিবেন। সে যাহা হউক, কোন্ ব্যক্তি টাকা ধার করিবেন, এবং

কিরূপে ধার করিতে চাহেন, তাহা আপনি এখনই জানিতে চাহেন কি ?

ভগবান। সেই নিমিত্তই আমি আজ আপনার নিকট আগমন করিয়াছি। কারণ, ওদিকে আমি যে প্রকার স্থির করিয়া আসিয়াছি, তাহাতে বোধ হয় যে, আপনার কার্য্য শীঘ্রই শেষ করিয়া দিব।

বাবু। কার্য্য যত শীঘ্র শেষ করিতে পারেন, ততই ভাল। কারণ, কেবলমাত্র সেই কার্য্যের নিমিত্তই আমাকে খরচপত্র করিয়া কলিকাতায় অবস্থান করিতে হইতেছে। যে অর্থ কর্জ্জ লইবার কথা হইতেছে, তাহা আমি নিজে গ্রহণ করিব না, আমার মনিব উহা গ্রহণ করিবেন।

ভগবান। আপনার মনিব কে ?

বাবু। আমার মনিব একজন নিতান্ত সামান্য ব্যক্তি নহেন জানিবেন। তিনি * * নামক স্থানের স্বাধীন রাজা। তাঁহার নাম * * *।

ভগবান। আপনি যে স্থানের কথার উল্লেখ করিলেন, আমি পূর্ব্বে সেইস্থানের নাম শুনিয়াছি। সেইস্থানের রাজা প্রকৃতই স্বাধীন। তিনি তাঁহার রাজত্বে আপনার প্রণীত আইন চালান। নিজের ইচ্ছামত দোষী ব্যক্তিকে ফাঁসী দেন, ইহাতে ইংরাজ পর্য্যন্ত কথাটী কহেন না। তিনি টাকা কর্জ্জ করিবেন! এরূপ লোকের টাকা কর্জ্জ করিতে আর কোনরূপ কষ্টই হইবে না। যিনি অবগত হইতে পারিবেন, তিনিই উঁহাকে টাকা ধার দিবেন। তাঁহার কত টাকা লইবার প্রয়োজন ?

বাবু। কম সুদে পাইলে, আপাততঃ তিন লক্ষ টাকা হইলেই চলিতে পারিবে।

ভগবান। কম সুদ, আপনি কত পর্য্যন্ত সুদ দিতে সম্মত আছেন ?

বাবু। শত করা বাৎসরিক ছয় টাকার অধিক দিতে পারিব না। ইহা অপেক্ষা যত কম হয়, ততই ভাল।

ভগবান। যদি আমি পাঁচ টাকায় করিয়া দিতে পারি ?

বাবু। তাহা হইলে ত উত্তমই হয়।

ভগবান। কি বন্ধক দিয়া তিনি এই টাকা গ্রহণ করিতে চাহেন ?

বাবু। আবশ্যক হইলে তাঁহার রাজত্ব পর্য্যন্ত বন্ধক দিতে তিনি প্রস্তুত আছেন।

এই কয়েকটী কথাবার্ত্তার পর ভগবান দাস সেইদিবস চলিয়া গেলেন। যাইবার সময় বলিয়া গেলেন যে, কথাবার্ত্তা স্থির করিয়া পরদিবস তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন।

ভগবান দাস চলিয়া যাওয়ার পর সেক্রেটারী বাবু মনে মনে বলিতে লাগিলেন যে, এ ব্যক্তি নামেও ভগবান, কাজেও ভগবান। টাকা ধার করিবার কথা ইতিপূর্ব্বে কত লোককে বলিয়াছি; কিন্তু কেহই তাহার কোনরূপ সংগ্রহ করিয়া উঠিতে পারেন নাই। পরন্তু ইহার নিকট প্রস্তাব করিতে না করিতেই এ সমস্ত ঠিক করিয়া ফেলিল! আবার সেই টাকা পাওয়া যাইতেছে—তাহাও অল্প সুদে। এখন আমার নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে যে, ভগবান দাস কর্ত্তৃক আমার সমস্ত টাকা সংগৃহীত হইবে।

ভগবান দাস যেরূপ বলিয়া গিয়াছিলেন, পরদিবস ঠিক সেই সময় আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং বাবুকে কহিলেন, “আমি সমস্তই প্রায় ঠিক করিয়া আসিয়াছি। এখন আপনি দেখিয়া শুনিয়া সমস্ত ঠিক করিয়া লউন। এই আমার নিবেদন।”

বাবু। তোমার কথায় আমি অতিশয় সন্তুষ্ট হইলাম। কোন্ ব্যক্তি টাকা দিতে প্রস্তুত আছেন, তাঁহার নাম জানিতে পারি কি ?

ভগবান। যিনি ঋণ গ্রহণ করিবেন, তিনি যেরূপ উচ্চ পদস্থ ব্যক্তি, যাঁহার নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করা যাইবে, তিনিও সেই প্রকার উচ্চ পদস্থ ব্যক্তি। ইনিও একজন রাজা। সম্প্রতি কোন কার্য্য-বশতঃ কলিকাতায় আগমন করিয়াছেন, এবং আরও কিছুদিবস এইস্থানে অবস্থিতি করিবেন। আমি আপনাকে সঙ্গে করিয়া তাঁহার দরবারে লইয়া যাইতেছি, তাহা হইলেই আপনি বুঝিতে পারিবেন, আমার কথা প্রকৃত কি না। আমি দালালী ব্যবসা দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করি সত্য; কিন্তু যিনি যেরূপ পদস্থ, তাঁহাকে সেইরূপে সেইস্থানেই লইয়া গিয়া থাকি।

বাবু। আমাকে কোন্ সময়ে সেই রাজ-দরবারে গমন করিতে হইবে ?

ভগবান। আপনি এখনই চলুন, আমি এখনই আপনাকে লইয়া গিয়া মন্ত্রী মহাশয়ের সহিত আলাপ পরিচয় করিয়া দি। আপনি রাজ-কর্ম্মচারী; সুতরাং রাজন্তগণের কার্য্য-প্রণালী আপনি উত্তমরূপেই অবগত আছেন। এতদ্দেশীয়

রাজামাত্রই প্রায় নামে। রাজকর্য্যাদি যাহা কিছু, সমস্তই মন্ত্রী বা সেই প্রকার উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীর হস্তে।

বাবু। রাজগণের কার্য্য আমি উত্তমরূপেই অবগত আছি, তাহা আর তোমাকে বলিয়া দিতে হইবে না। এখন কোন্ সময়ে তুমি আমাকে মন্ত্রী মহাশয়ের নিকট লইয়া যাইবে, তাহাই বল?

ভগবান। আপনি প্রস্তুত হইয়া আসুন, এখনই আমি আপনাকে সঙ্গে লইয়া মন্ত্রী মহাশয়ের সহিত আলাপ পরিচয় করাইয়া দিব।

ভগবান দাসের কথা শ্রবণ করিয়া সেক্রেটারী বাবুও আর কালবিলম্ব করিলেন না। নিয়মিত সজ্জায় সুসজ্জিত হইয়া তখনই তাহার সহিত আপন বাসা পরিত্যাগ করিলেন। এখানে বাবুর নিজের গাড়ী ঘোড়া প্রভৃতি কিছুই ছিল না; সুতরাং ভাড়াটিয়া গাড়ীতেই বাবুকে রাজবাড়ী গমন করিতে হইল বলিয়া, মনে মনে যেন একটু লজ্জিত হইলেন। ভগবান দাসের নির্দ্দেশ-মত এ গলি ও গলি দিয়া গাড়ী ক্রমে গমন করিতে করিতে অর্দ্ধঘণ্টার মধ্যেই একখানি বাড়ীর সম্মুখে গিয়া উপস্থিত হইল। সেইস্থানে উপস্থিত হইবামাত্র ভগবান দাস কহিলেন, "রাজা মহাশয় এই বাড়ীতেই অবস্থিতি করেন।"

ভগবান দাসের কথা শ্রবণ করিয়া সেইস্থানে সেক্রেটারী বাবু গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়া, ভগবান দাসের পশ্চাৎ পশ্চাৎ সেই বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিলেন। কোচমান খালি গাড়ী ঘুরাইয়া লইয়া [illegible] একপার্শ্বে রাখিয়া দিল।

যে বাড়ীর ভিতর সেক্রেটারী বাবু ভগবান দাসের সহিত প্রবেশ করিলেন, সেই বাড়ীর অবস্থা পাঠকবর্গের এইস্থানে একটু জানা আবশ্যক। যে দ্বার দিয়া তাঁহারা বাড়ীর ভিতর প্রবিষ্ট হইলেন, সেই দ্বারে দুইজন প্রহরী সিপাহীর সাজে সজ্জিত হইয়া সেঙ্গিয়ান বন্দুক লইয়া পাহারায় নিযুক্ত আছে। তাহাদিগের পোষাক এবং চাক্‌চিক্যময় সেঙ্গিয়ান বন্দুকের অবস্থা দেখিয়া বাবুর মনে মনে একটু ভয় হইল। তিনি একটু ইতস্ততঃ করিয়া ভগবান দাসের সঙ্গে সেই বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিলেন। সিপাহীদ্বয় বাবুকে একবার আপদ-মস্তক দর্শন করিল মাত্র, কিন্তু কিছু বলিল না। তাহাদিগের ভাব-ভঙ্গীতে বোধ হইল, যেন ইহারা সহজে বাবুকে বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিতে দিত না; কেবল ভগবান দাসের সহিত যাইতেছেন বলিয়া কোন কথা কহিল না।

দ্বার অতিক্রম করিলেই বিস্তৃত প্রাঙ্গণ, তাহার মধ্যে মনোহর পুষ্পোদ্যান। এই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পুষ্পোদ্যানের ভিতর দিয়া কিছুদূর গমন করিলে, একটী দ্বিতল বাটীতে উপনীত হওয়া যায়। সেই বাটী দেখিলে বোধ হয় যে, অতি অল্প দিবস হইল, উহা উত্তমরূপে মেরামত হইয়া মনোহর রঙ্গে রঞ্জিত হইয়াছে। ভগবান দাসের সহিত সেক্রেটারী বাবু সেই পুষ্পোদ্যানের মধ্য দিয়া সেই দ্বিতল বাড়ী অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। পথিমধ্যে কেবল-মাত্র দুইজন উড়িয়া মালির সহিত সাক্ষাৎ হইল। তাহারা উঁহাদিগের দিকে লক্ষ্যই করিল না। বোধ হইল, ইহারা আপন কার্য্যেই ব্যস্ত।

সেই সুবিস্তৃত প্রাঙ্গণের মধ্যস্থিত পুষ্পোদ্যান অতিক্রম করিয়া ক্রমে ক্রমে তাঁহারা সেই দ্বিতল গৃহের সন্নিকটে গিয়া উপনীত হইলেন। সেইস্থানে কেবলমাত্র একজন চাপরাশীর সহিত উঁহাদিগের সাক্ষাৎ হইল। ভগবান দাস সেই চাপরাশীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মন্ত্রী মহাশয় আসিয়াছেন কি?" উত্তরে চাপরাশী কহিল, "না,—মন্ত্রী মহাশয় এখনও আগমন করেন নাই। তাঁহার আগমন করিবার সময় হইয়াছে, এখনই তিনি আগমন করিবেন। দাওয়ানজী মহাশয় প্রভৃতি অন্যান্য কর্ম্মচারীগণ প্রায় সকলেই রাজ-দরবারে উপস্থিত আছেন। আপনারাও সেইস্থানে গমন করুন।"

চাপরাশীর এই কথা শুনিয়া সম্মুখবর্ত্তী সোপান দিয়া ভগবান দাস উপরে আরোহণ করিলেন। সেক্রেটারী বাবুও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ উপরে গমন করিলেন। উপরে আরোহণ করিয়াই সম্মুখবর্ত্তী একটি প্রশস্ত গৃহের ভিতর উভয়েই প্রবেশ করিলেন।

এই গৃহটী যেমন দীর্ঘ, তেমনি প্রশস্ত, এবং একখানি উৎকৃষ্ট কার্পেট দ্বারা উহার মেজে আবৃত। সেই কার্পেটের বা গৃহের মধ্যস্থলের কিয়দংশ স্থানে অতি উৎকৃষ্ট কিংখাপের চাদর পাতা, তাহার উপর সেইরূপ কিংখাপের কয়েকটী তাকিয়া বা সুন্দর উপাধান। দেখিলে বোধ হয়, রাজা বাহাদুর যখন এই দরবারে আগমন করেন, তখন সেই সুসজ্জিত সুপরিষ্কৃত স্থানেই উপবেশন করেন। এই গৃহের চতুস্পার্শ্বস্থ মধ্যবর্ত্তী দেওয়াল নয়ন-মনোরম-বর্ণে সুরঞ্জিত ও শিল্পীদ্বারা নানাবর্ণে অতি উৎকৃষ্টরূপে চিত্রিত। মধ্যে মধ্যে

এক একখানি উৎকৃষ্ট অয়েল পেন্‌টিং বড় বড় প্রতিকৃতি সেই দেওয়ালের আরও শোভা বৃদ্ধি করিতেছে।

এই গৃহের মধ্যে তিন চারিজন বেশ পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন বস্ত্রাদি পরিধান করিয়া উপবিষ্ট আছেন। তাঁহাদিগকে দেখিলে বোধ হয় যে, একান্ত মনোযোগিতার সহিত তাঁহারা আপন আপন কার্য্যে নিযুক্ত আছেন।

ভগবান দাস সেক্রেটারী বাবুর সহিত সেই গৃহের ভিতর প্রবিষ্ট হইবামাত্র উপবেশনকারী ব্যক্তিগণের মধ্য হইতে এক ব্যক্তি কহিলেন, "কেও, ভগবান দাস! কখন আগমন করিলে, সমস্ত মঙ্গল ত? এই বাবুটী কে?"

উত্তরে ভগবান দাস কহিলেন, "আমরা এখনই আগমন করিতেছি। আর যে স্বাধীন রাজার কর্ম্মচারীর কথা আমি আপনাদিগকে বলিয়াছিলাম, ইনি সেই কর্ম্মচারী। রাজা মহাশয়ের সহিত সমস্ত বিষয় স্থির করিবার নিমিত্ত আমি ইহাঁকে সঙ্গে করিয়া এইস্থানে আনিয়াছি।

ভগবান দাসের কথা শ্রবণ করিবামাত্র পুনরায় তিনি বাবুর প্রতি লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, "আসুন মহাশয়! এইদিকে আসুন। আপনার সহিত পরিচয় হওয়ায় অদ্য যে কি পরিমাণে সুখী হইলাম, তাহা বলিতে পারি না।" এই বলিয়া তিনি গাত্রোত্থান করিয়া সেক্রেটারী বাবুর হস্ত ধরিয়া আপনার বসিবার স্থানে লইয়া গেলেন, ও আপনার সন্নিকটে বসাইলেন।

এই সময়ে ভগবান দাস বলিয়া দিলেন, "দাওয়ানজী মহাশয় আপনাকে যে সকল কথা জিজ্ঞাসা করেন, তাহার

যথাযথ উত্তর প্রদান করিবেন। কারণ, আপনি যে কার্য্যের নিমিত্ত আগমন করিয়াছেন, সেই কার্য্য সম্পন্ন হইবার মূলই ইনি। তাহার পর মন্ত্রী মহাশয়, এবং সর্ব্বশেষে রাজা মহাশয়।" এই বলিয়া ভগবান দাসও সেইস্থানে উপবেশন করিলেন। সেক্রেটারী বাবু দাওয়ানজী মহাশয়ের নিকট উপবেশন করিলে দাওয়ানজী মহাশয় তাঁহাকে কহিলেন, "আমরা আপনার সবিশেষ পরিচয় এ পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হই নাই। কেবল এইমাত্র জানিতে পারিয়াছি যে, আপনি * * রাজ্যের একজন প্রধান কর্ম্মচারী। যদি আত্মপরিচয় প্রদানে আপনার কোন প্রকার প্রতিবন্ধকতা না থাকে, তাহা হইলে আমাদিগের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিলে সবিশেষ সুখী হইব।"

বাবু। আমার বাসস্থান ঢাকা জেলার অন্তর্গত * * গ্রামে। কিন্তু বহুদিবস হইতে রাজ-সরকারে কর্ম্ম করিতেছি, এই নিমিত্ত এখন সেইস্থানেই একরূপ বাসস্থান হইয়াছে।

দাওয়ান। রাজ-সরকারে আপনি কি কার্য্যে নিযুক্ত আছেন?

বাবু। আমি রাজার এসিষ্টেণ্ট সেক্রেটারী। রাজ্যের প্রায় সমস্ত কার্য্যের উপর আমায় লক্ষ্য রাখিতে হয়।

দাওয়ান। আপনার উপর আর কয়জন কর্ম্মচারী আছেন?

বাবু। একজন। সেক্রেটারী আমার উর্দ্ধতন-কর্ম্মচারী।

দাওয়ান। যাহা হউক, মহাশয় একজন বড়লোক। মহাশয়ের সহিত অদ্য বিশেষরূপে পরিচয় হওয়ায় যে কি পর্য্যন্ত আনন্দিত হইলাম, তাহা বলিতে পারি না। যে

কার্য্যের নিমিত্ত মহাশয়ের এইস্থানে শুভাগমন হইয়াছে, তাহা অনায়াসেই হইয়া যাইবে। মন্ত্রী মহাশয় আগমন করিলে তাঁহার সহিত আপনার পরিচয় আমি করাইয়া দিব, এবং যাহাতে আপনার কার্য্য শীঘ্র শীঘ্র সম্পন্ন হয়, তাহারও বন্দোবস্ত করিয়া দিব।

বাবু। আপনার অনুগ্রহ। এখন আমি আপনার নিকট আগমন করিয়াছি,—আপনার যাহা ভাল বিবেচনা হয়, তাহাই করিবেন।

এসিষ্টেণ্ট সেক্রেটারী ও দাওয়ানজী মহাশয়ের মধ্যে এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছে, এমন সময় একজন চাপরাশী আসিয়া সংবাদ প্রদান করিল যে, মন্ত্রী মহাশয় আসিতেছেন। এই সংবাদ পাইবামাত্র সকলেই উঠিয়া দাঁড়াইলেন, দেখিতে দেখিতে মন্ত্রী মহাশয় গৃহের ভিতর প্রবেশ করিয়া আপন স্থানে উপবেশন করিলেন। মন্ত্রী মহাশয়ের অভ্যর্থনার নিমিত্ত যখন সকলেই গাত্রোত্থান করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন, তখন এসিষ্টেণ্ট সেক্রেটারী বাবুও দাঁড়াইলেন, এবং সকলে যখন উপবেশন করিলেন, তখন তিনিও সেই সময় উপবেশন করিলেন। উপবেশনকালীন মন্ত্রী মহাশয় দাওয়ানজীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ বাবুটী কে? ইহাকে ত আমি চিনিতে পারিলাম না।"

দাওয়ান। ইঁহাকে আপনি পূর্ব্বে কখনও দেখেন নাই, এই নিমিত্ত চিনিতে পারিতেছেন না। যে স্বাধীন রাজ্যের রাজ-কর্ম্মচারীর কথা পূর্ব্বে আপনাকে বলা হইয়াছিল, ইনিই সেই রাজ-কর্ম্মচারী। ইনি একজন সামান্ত কর্ম্মচারী নহেন,

ইনি মহারাজের এসিষ্টেণ্ট সেক্রেটারী। এক কথায়, রাজ-কার্য্যের সমস্ত ভারই ইঁহার উপর। অত বড় স্বাধীন-রাজ্যের সমস্ত কর্ম্মই ইঁহাকে নির্ব্বাহ করিতে হয়। এদিকে ঢাকা জেলার সম্ভ্রান্ত কায়স্থ বংশে ইঁহার জন্ম।

বাবুর পরিচয় পাইয়া দুই চারিটী মিষ্টকথায় তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিয়া তাঁহাকে সেইস্থানে বসিতে কহিলেন, এবং রাজাকে বলিয়া তাঁহার কার্য্য যত শীঘ্র পারেন, সম্পন্ন করিয়া দিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন।

সেই সময়ে আরও তিন চারি জন লোক সেই গৃহের ভিতর প্রবেশ করিলেন। দাওয়ানজী মহাশয় ও মন্ত্রী মহাশয় উভয়েই তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করিয়া সেইস্থানে বসাইলেন। ইঁহাদিগের কথার ভাবে বোধ হইল যে, ইঁহারা সেক্রেটারী বাবুর ন্যায় অপরিচিত নহে, সকলেই পূর্ব্ব হইতে পরস্পরের পরিচিত। তাঁহারা সেইস্থানে উপবেশন করিলে একজন কর্ম্মচারী কহিলেন, "রাজা মহাশয় বলিয়া দিয়াছেন যে, ইঁহারা আগমন করিবামাত্র যেন তাঁহার নিকট সংবাদ প্রেরণ করা হয়।"

কর্ম্মচারীর কথা শুনিয়া রাজা মহাশয়কে সংবাদ দিবার নিমিত্ত মন্ত্রী মহাশয় স্বয়ং গমন করিলেন। সেই সময়ে সেই নবাগত ব্যক্তিগণের মধ্যস্থিত এক ব্যক্তি দাওয়ানজী মহাশয়কে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, "কল্য আপনি আমাদিগের যেরূপ উপকার করিয়াছিলেন, অদ্যও যদি সেইরূপ করেন, তাহা হইলে কল্য যেরূপ লভ্যাংশের অর্দ্ধেক আপনার হইয়াছিল, অদ্যও তাহাই হইবে।"

এই কথার উত্তরে দাওয়ানজী মহাশয় বলিলেন, "এ অতি সামান্য কথা। রাজা মহাশয়কে আমি চিরকাল দেখিয়া আসিতেছি; সুতরাং উঁহার ভাব গতিক আমি যতদূর অবগত আছি, ততদূর আর কেহই অবগত নহেন। মনে করিলে ইহার প্রত্যেক হাত আমি জিতিয়া লইতে পারি; কিন্তু মনিবের সঙ্গে বসিয়া ক্রীড়া করা উচিত নহে বলিয়াই, আমি চুপ করিয়া থাকি। আপনি আমার সঙ্কেত অনুযায়ী কার্য্য করিবেন; দেখিবেন, আপনি কত অর্থ উপার্জ্জন করিয়া লইয়া যাইতে পারেন।"

দাওয়ানজী মহাশয়ের সহিত নবাগত ব্যক্তির এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, এমন সময় মন্ত্রী মহাশয় সেইস্থানে প্রত্যাগমন করিয়া আপন স্থানে উপবেশন করিলেন। তাঁহার আগমনের সঙ্গে সঙ্গে দাওয়ানজী মহাশয় প্রভৃতির কথা বন্ধ হইয়া গেল। কিয়ৎক্ষণ সকলেই স্থিরভাবে সেইস্থানে উপবেশন করিয়া রহিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

হার-জিত।

মন্ত্রী মহাশয় দরবারে আগমন করিয়া উপবেশন করিবার কিয়ৎক্ষণ পরেই রাজা মহাশয় আগমন করিয়া দরবারে প্রবেশ করিলেন। রাজা মহাশয়ের অবস্থা আর কি বর্ণন করিব? রাজা ত রাজাই, চেহারা রাজার মত, পোষাক-পরিচ্ছদ রাজার মত, আদব কায়দা, চাল চলন রাজার মত। তিনি রাজ-কায়দায়—রাজধরণে আগমন করিয়া তাঁহার বসিবার স্থানে উপবেন করিলেন। একজন অনুচর তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ একটী ক্যাসবাক্স হস্তে সেই দরবার গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইল, এবং রাজা মহাশয়ের সম্মুখে সেই বাক্সটী স্থাপিত করিয়া দূরে গিয়া দণ্ডায়মান রহিল। রাজা মহাশয় যে সময় দরবার গৃহে প্রবেশ করেন, সেই সময় সেই গৃহস্থিত ব্যক্তিমাত্রই দণ্ডায়মান হইয়া আপন আপন পদমর্য্যাদা অনুযায়ী রাজা মহাশয়কে অভিবাদন করিলেন। বলা বাহুল্য যে, আমাদিগের এসিষ্টেণ্ট সেক্রেটারী মহাশয়ও অপরাপর কর্ম্মচারীবর্গের ন্যায় রাজা মহাশয়কে অভিবাদন করিতে বিস্মৃত হইলেন না। রাজা মহাশয় উপবেশন করিলে সকলে রাজ-দরবারের রীতি-অনুযায়ী উপবেশন করিলেন। উপবেশন করিবার সময় এসিষ্টেণ্ট সেক্রেটারী মহাশয়ের

দিকে রাজা মহাশয়ের নয়ন আকৃষ্ট হইল। তিনি মন্ত্রী মহাশয়ের দিকে লক্ষ্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই বাবুটী কে? ইহাঁকে ইতিপূর্ব্বে আর কখন দেখিয়াছি বলিয়া ত আমার বোধ হয় না।"

উত্তরে মন্ত্রী মহাশয় কহিলেন, "ইতিপূর্ব্বে ইহাকে আপনি আর কখনও দেখেন নাই।" এই বলিয়া রাজা মহাশয়ের নিকট তিনি এসিষ্টেণ্ট সেক্রেটারী মহাশয়ের পরিচয় প্রদান করিলেন, এবং পরিশেষে কহিলেন, "ইহারই টাকা ঋণ করিবার কথা আপনাকে পূর্ব্বে বলিয়াছিলাম।"

মন্ত্রী মহাশয়ের কথা শ্রবণ করিয়া রাজা মহাশয় কহিলেন, "ইহাকে একটু অপেক্ষা করিতে বলুন, টাকা দেওয়া যাইবে।" এই বলিয়া সেই নবাগত লোকদিগের প্রতি লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, "আপনারা কতক্ষণ আসিয়াছেন? আজ আমার আসিতে একটু বিলম্ব হইয়াছে, তজ্জন্য আমাকে মাপ করিবেন। যাই হোক্, এখন আসুন—কার্য্য আরম্ভ করা যাউক, বিলম্বে আর প্রয়োজন কি?"

রাজা মহাশয়ের মুখ হইতে এই কথা বহির্গত হইবামাত্র একজন অনুচর একজোড়া তাস আনিয়া রাজা মহাশয়ের সম্মুখে রাখিয়া দিল। আগন্তুক কয়েক ব্যক্তিও তাঁহার নিকটে গমন করিয়া উপবেশন করিল। খেলা আরম্ভ হইল। কথায় কথায় হাজার দু হাজার টাকায় হার-জিত হইতে লাগিল। দরবারস্থ সমস্ত লোক অতীব মনোযোগের সহিত ক্রীড়া দেখিতে লাগিলেন। দাওয়ানজী মহাশয় আগন্তুকদিগের নিকট বসিয়া ইঙ্গিতে দুই এক কথা তাহাদিগকে

বলিয়া দিতে লাগিলেন। তাহারাও সেই অনুযায়ী কার্য্য করিয়া কেবল জিতিতে লাগিল, এবং রাজা মহাশয় ক্রমে হারিতে লাগিলেন।

এই সময় রাজা মহাশয় এসিষ্টেন্ট সেক্রেটারীর দিকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, "কেমন মহাশয়! আপনার এইরূপ একটু আধটু ক্রীড়া করা অভ্যাস আছে কি?"

উত্তরে সেক্রেটারী মহাশয় কহিলেন, "না মহাশয়! ইতিপূর্ব্বে এরূপ ক্রীড়ায় হস্তক্ষেপ করা দূরে থাকুক, অপর কাহাকেও এরূপ ক্রীড়া করিতে দেখি নাই।"

প্রত্যুত্তরে রাজা মহাশয় কহিলেন, "এ অতি সামান্য খেলা। যে কোন ব্যক্তি একটু মনোযোগের সহিত দেখিলেই তখনই শিখিতে পারেন। তাহার দৃষ্টান্ত দেখুন, ইহাঁরা এ ক্রীড়া আদৌ জানিতেন না। আমার নিকট শিক্ষা করিলেন; আশ্চর্য্য দেখুন, এখন আমাকেই ইহাঁদিগের নিকট পরাস্ত হইতেই হইতেছে!"

এই বলিয়া ক্রীড়ায় পুনরায় মনঃসংযোগ করিলেন। দুই একবার জিতিতেও লাগিলেন, কিন্তু প্রায়ই হারিতে লাগিলেন। সেই সময় মন্ত্রী মহাশয়ের দিকে একবার লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, "পাট ক্রয় করিতে পারদর্শী লোকের কোনরূপ বন্দোবস্ত করিতে পারিয়াছেন কি?"

মন্ত্রী। বিশেষরূপ চেষ্টা দেখিতেছি; কিন্তু সেরূপ উপযুক্ত লোক এখনও স্থির করিয়া উঠিতে পারি নাই। লোকের অভাব কি? দুই এক দিবসের মধ্যে সমস্ত ঠিক করিয়া লইব।

পুনরায় ক্রীড়া চলিতে লাগিল। পুনরায় রাজা মহাশয় পরাভূত হইতে লাগিলেন। এইরূপে প্রায় দুই ঘণ্টা কাল ক্রীড়া হইবার পর হার-জিতের হিসাব হইল। সেই সময় জানিতে পারা গেল যে, রাজা মহাশয় পঁচিশ হাজার টাকা জিতিয়াছেন। কিন্তু এক লক্ষ পঁচিশ হাজার টাকা হারিয়া গিয়াছেন; সুতরাং হিসাবে রাজা মহাশয় লক্ষ টাকার জন্য দায়ী হইলেন।

এইরূপে অনেকগুলি টাকা একবারে হারিয়া যাওয়ায় তিনি একটু দুঃখিত হইলেন সত্য; কিন্তু ক্যাসবাক্স খুলিয়া একতাড়া নোট বাহির করিয়া উহাদিগের হস্তে প্রদান করিলেন। করেন্সি আফিস হইতে নূতন নোটের তাড়া বাহির হইবার সময় যেরূপভাবে লাল সূতার দ্বারা উহা বাঁধা থাকে, এ নোটগুলিও সেইরূপভাবে বাঁধা। এই তাড়ার উপরিস্থিত একখানি নোটের উপর সকলের দৃষ্টি পড়িল; উহা একখানি হাজার টাকার নোট। সুতরাং সকলেই তখন অনুমান করিল যে, এ নোটের তাড়ায় একশত নোট আছে, এবং প্রত্যেক নোট এক হাজার টাকার। যাঁহার হস্তে রাজা মহাশয় সেই নোটের তাড়া অর্পণ করিলেন, তিনি উহা না গণিয়া আপনার পকেটেই রাখিয়া দিলেন।

ইহার পরই সে দিবসের নিমিত্ত ক্রীড়া শেষ হইয়া গেল। পরদিবস এই সময়ে পুনরায় ক্রীড়া আরম্ভ করিবেন, এইরূপ স্থির করিয়া রাজা মহাশয় গাত্রোত্থান করিবার উদ্যোগ করিলেন। সেই দিবস অনেকগুলি টাকা তিনি

হারিলেন বলিয়া, তাঁহার মনে একটু অশান্তির উদয় হইয়াছে, ইহাই সকলের অনুমান হইল।

DETECTIVE STORIES NO 142. দারোগার দপ্তর, ১৪২ সংখ্যা।

রাজা সাহেব।

(২য় অংশ)

শ্রীপ্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত।

১৪ নং হজুরিমলস্ লেন, বৈঠকখানা।
"দারোগার দপ্তর" কার্য্যালয় হইতে
উপেন্দ্রভূষণ চৌধুরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

দ্বাদশ বর্ষ।]   সন ১৩১১ সাল।   [মাঘ।

রাজা সাহেব।

(২য় অংশ)

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

জালে পড়া।

রাজা মহাশয়ের গমন করিবার সময় মন্ত্রী মহাশয় এসিষ্টেণ্ট সেক্রেটারীর দিকে লক্ষ্য করিয়া রাজা মহাশয়কে কহিলেন, "ইহাঁর প্রতি কি আদেশ হয়?"

রাজা। কি সম্বন্ধে আদেশ?

মন্ত্রী। ইনি ইহাঁর মনিবের নিমিত্ত যে টাকা কর্জ্জ করিতে চাহিতেছেন, সেই সম্বন্ধে কি আদেশ হয়?

রাজা। কেন, সে আদেশ ত আমি পূর্ব্বেই দিয়াছি। আমি বলিয়া দিয়াছি, টাকা দেওয়া যাইবে।

মন্ত্রী। তাহা হইলে কোন্ তারিখে ইহাঁকে আসিতে কহিব?

রাজা। কল্যই আসিতে বলিয়া দিন। যেরূপ ভাবে লেখাপড়া হইবে, তাহা সমস্ত ঠিক করা হইয়াছে ত?

মন্ত্রী। না, এখনও তাহার কিছুই হয় নাই।

রাজা। আজ যদি সুবিধা হয়, সে সমস্ত কার্য্য শেষ করিয়া রাখুন। আর পাট ক্রয় করিবার লোকের বন্দোবস্ত করিতেছেন না কেন? এক মাসের মধ্যে সমস্ত পাটের ডিলিভারি দিতে হইবে, তাহা আপনি ভুলিয়া গিয়াছেন কি? ঢাকা, সিরাজগঞ্জ প্রভৃতি যে সকল প্রদেশে পাট জন্মিয়া থাকে, সেই প্রদেশীয় কোন লোক হইলে ভাল হয়। কারণ, সেইস্থানের লোক সকল যেরূপভাবে পাট চিনিতে পারে, অপর কোন স্থানের লোক সেরূপ ভাবে পাট চিনিতে পারে না।

মন্ত্রী। দুই এক দিবসের মধ্যে আমি পাট ক্রয় করিবার নিমিত্ত লোক স্থির করিয়া দিতেছি। পাঠের ডিলিভারি দেওয়ার নিমিত্ত আপনি ব্যস্ত হইবেন না। দশ পনর দিবসের মধ্যে সমস্ত পাট যাহাতে ক্রয় করা যায়, তাহার নিমিত্ত আমি সবিশেষরূপে চেষ্টা করিব। অন্যান্য মহাজনদিগের ন্যায় টাকার অভাব ত আর আমাদিগের নাই; সুতরাং কার্য্য শেষ করিতে কয়দিবস লাগিবে?

মন্ত্রী মহাশয়ের সহিত এই কয়েকটী কথা হইবার পরই রাজা দরবার গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া অন্দরের ভিতর প্রবেশ করিলেন। ক্যাসবাক্সবাহীও ক্যাসবাক্স লইয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রস্থান করিল।

যে পর্য্যন্ত রাজা মহাশয় দরবারে উপস্থিত ছিলেন, সেই সময় এক মন্ত্রী মহাশয় ব্যতীত অপর কাহারও মুখ দিয়া কোন কথা নির্গত হয় নাই; সকলেই মুখ বন্ধ করিয়া আপন আপন কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন। রাজা মহাশয় অন্তঃ-

পুরে গমন করিবার পর সকলের মুখ দিয়া কথা নির্গত হইল। সেই সময়ে দাওয়ানজী মহাশয় মন্ত্রী মহাশয়কে কহিলেন, "পাট ক্রয় করিতে দক্ষ লোকের নিমিত্ত রাজা মহাশয় যখন এত ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন, তখন একটী লোক স্থির করিয়াই কেন দিউন না।"

মন্ত্রী। লোকের আবশ্যক বলিয়াই যে একটী অকর্ম্মণ্য লোক নিযুক্ত করিতে হইবে, এমন নহে। পনের কুড়ি দিবস একটু পরিশ্রম করিলে সম্বৎসরের নিমিত্ত তাহাকে আর চিন্তা করিতে হইবে না। এরূপ কার্য্যের নিমিত্ত আমি একজন সামান্য লোক নিযুক্ত করিতে পারি না।

দাওয়ান। তবে এরূপ উৎকৃষ্ট অথচ কঠিন কার্য্যের নিমিত্ত অপর লোক নিযুক্ত করিবার প্রয়োজনই বা কি? আপনার অধীনে ত অনেকগুলি কর্ম্মচারী কর্ম্ম করিতেছেন; দশ পনর দিবসের নিমিত্ত তাহাদিগের মধ্য হইতে একজনকে পাঠাইয়া দিলে হয় না?

মন্ত্রী। আমিও মনে মনে তাহাই স্থির করিয়া রাখিয়াছিলাম। কিন্তু রাজা মহাশয় যখন ঢাকা কি সিরাজগঞ্জ-নিবাসী কোন লোককে নিযুক্ত করিতে চাহিতেছেন, তখন আমি আমার অধীনের কর্ম্মচারীগণের মধ্যে কাহাকেও পাঠাইতে পারি না। কারণ, সেই প্রদেশীয় কোন লোকই রাজ-সরকারে কর্ম্ম করেন না।

দাওয়ান। এরূপ অবস্থায় যাহা আপনি ভাল বিবেচনা করেন, তাহাই করুন। এসিষ্টেণ্ট সেক্রেটারী বাবুর বাড়ী আমার বোধ হয় ঢাকা জেলায়। তাঁহাকে বলিলে তিনি

নিশ্চয়ই একজন উপযুক্ত লোক স্থির করিয়া দিতে পারেন সন্দেহ নাই।

মন্ত্রী। আপনি উত্তম কথা বলিয়াছেন। সেক্রেটারী মহাশয়ের বাড়ী ঢাকা জেলায়, ইহা আমি অবগত হইয়াছি; কিন্তু কার্য্যের সময় সে কথা আমার মনে হয় নাই। আপনার এই প্রস্তাবের নিমিত্ত আমি আপনাকে ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারি না। (এসিষ্টেণ্ট সেক্রেটারীর প্রতি) আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক যদি একজন উপযুক্ত ও বিশ্বাসী লোক স্থির করিয়া দেন, তাহা হইলে সবিশেষ উপকৃত হই। কারণ, আপনি নিজেই শুনিলেন, রাজা মহাশয় একজন লোকের নিমিত্ত কিরূপ ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন।

এসিষ্টেণ্ট সেক্রেটারী। লোকের অভাব নাই। আমি কল্য নিশ্চয়ই একজন লোক ঠিক করিব, এবং যে সময় এইস্থানে আগমন করিব, সেই সময় আমি তাহাকে সঙ্গে করিয়া আনয়ন করিব।

মন্ত্রী। দেখিবেন, যেন ভুলিবেন না। আর আপনার টাকা সম্বন্ধে যেরূপভাবে লেখা পড়া করিয়া লইতে চাহেন, সেইরূপভাবে একটী খসড়া আপনি প্রস্তুত করিয়া আনিবেন। উহা আমি একবার দেখিয়া রাজা মহাশয়ের মঞ্জুর লিখাইয়া লইব। তাহার পর উহা নিয়মিতরূপ ষ্ট্যাম্প কাগজে লিখিয়া দিলেই আপনি টাকা প্রাপ্ত হইবেন। লেখা পড়া করিবার কি রেজিষ্টারী হইবার পূর্ব্বেই যদি আপনার টাকার সবিশেষ প্রয়োজন হয়, তাহা হইলেও কতক অংশ পূর্ব্বেই আপনি লইতে পারিবেন।

এসিষ্টেণ্ট সেক্রেটারীর সহিত এইরূপ দুই চারিটী কথা হইবার পরই মন্ত্রী মহাশয় সেই দরবার গৃহ পরিত্যাগ করিয়া আপনার বাসা-অভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

যাঁহারা রাজা মহাশয়ের সহিত তাস খেলা করিয়া এক দিবসেই লক্ষ টাকার সংস্থান করিয়া লইলেন, তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া দাওয়ানজী মহাশয় কহিলেন, "এইরূপ ক্রীড়ায় রাজা মহাশয়ের মনের গতি কতদিবস স্থির থাকিবে, তাহা বলিতে পারি না। এই সময়ে কিছু সংস্থান করিয়া লউন। রাজা মহাশয়ের অগাধ টাকা; সুতরাং ইহাতে তাঁহার অধিক কিছু ক্ষতি হইবে না, অথচ আমরা পাঁচজন এই সুযোগে কিছু উপার্জ্জন করিয়া লইতে পারিব।"

দাওয়ানজী মহাশয়ের কথা শ্রবণ করিয়া উঁহাদিগের মধ্য হইতে একজন কহিলেন, "আপনার সম্মুখে আপনার মনিবের নিন্দা করা উচিত নহে। আমরা বিস্তর বিস্তর মূর্খ দেখিয়াছি, কিন্তু আপনার রাজা সাহেব সদৃশ মূর্খ ব্যক্তি এ পর্য্যন্ত আমাদিগের নয়নগোচর হয় নাই। বড়মানুষ হইলেই কি এইরূপ মূর্খ হইতে হয়?"

দাওয়ান। আমার মনিব যে সকল কার্য্য করেন, তাহাতে তাঁহাকে মূর্খ বলা যাইতে পারে না; চলিত কথায়, উহাকে বড়মানুসি কহে। চিরকালটা পল্লীগ্রামে রাজত্ব করিয়া ইঁহাকে জীবন অতিবাহিত করিতে হয়। সেই সকল স্থানে যে সে লোক ইঁহার নিকট গমন করিতে পারে না; সুতরাং এরূপভাবে অর্থ নষ্ট করিবার সুযোগও হয় না। কলিকাতায় আসিয়া যে কয়দিবস অবস্থিতি করেন, সেই

কয়দিবস নানারূপে খরচের হুণ্ডি সকলকে দেখাইয়া যান। আপনারা যেমন একদিন জুটিয়া গিয়াছেন, সেইরূপ যদি আর কাহাকেও পাই, তাহা হইলে আমার মনিবের সঙ্গে তাঁহাকেও জুটাইয়া দিই। আপনাদিগের উপলক্ষে যেমন কিছু কিছু প্রাপ্ত হইতেছি, সেইরূপ তাঁহাদিগকে উপলক্ষ করিয়া আরও কিছু সংস্থান করিয়া লইতে পারি।

ক্রীড়াকারী একজন। তাস খেলার কৌশল যেমন আমাদিগকে শিখাইয়া দিয়া, পরিশেষে রাজা মহাশয়ের সহিত মিলাইয়া দিয়াছেন; এসিষ্টেণ্ট সেক্রেটারী মহাশয়কেও কেন সেইরূপে শিখাইয়া দিয়া তাঁহাকেও এই রাজা মহাশয়ের সহিত মিলাইয়া দেন না? তাহা হইলে আপনারও মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে, এবং এসিষ্টেণ্ট সেক্রেটারী মহাশয়ও মধ্য হইতে কিছু উপার্জ্জন করিয়া লইয়া যাইতে পারিবেন। রাজা মহাশয় এইস্থান হইতে প্রস্থান করিয়া গেলে ত আর এরূপ সুযোগ সহজে পাওয়া যাইবে না।

দাওয়ানজী। সেক্রেটারী মহাশয় যদি সেরূপ ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে আমিও চেষ্টা দেখিতে পারি।

এসিষ্টেণ্ট সেক্রেটারী মহাশয় এ সম্বন্ধে কোন কথা কহিলেন না। ইহার পর গল্পের স্রোত ফিরিয়া গেল। অন্যান্য অনেক কথার পর সে দিবসের কার্য্য শেষ হইল। আগন্তুক ব্যক্তিগণ আপন স্থানে প্রস্থান করিলেন। দাওয়ানজী মহাশয়ও দরবার গৃহ পরিত্যাগ করিবার মানসে গাত্রোত্থান করিলেন। এসিষ্টেণ্ট সেক্রেটারী মহাশয় অতঃপর গাত্রোত্থান করিয়া ভগবান দাসের সহিত আপন বাসায় গমন করিলেন।

যাইবার সময় দাওয়ানজী মহাশয়ের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন। "যে সময়ে আজ আগমন করিয়াছিলাম, পরদিবস পুনরায় সেই সময় মুসবিদার খসড়া সহিত আগমন করিব" এই কথা বলিয়া গেলেন। গমন করিবার কালে পথে ভগবান দাস কহিল, "কেমন মহাশয়! কিরূপ মহাজনের যোগাড় করিয়া দিয়াছি?"

সেক্রেটারী। মহাজন ভালই বলিয়া বোধ হইতেছে; তবে কার্য্য শেষ না হইলে কোন কথা বলা যায় না।

ভগবান। যখন রাজা মহাশয়ের আদেশ হইয়া গিয়াছে, তখন কার্য্যও শেষ হইয়া গিয়াছে জানিবেন।

সেক্রেটারী। যে পর্য্যন্ত সমস্ত বিষয় শেষ না হইয়া যায়, সেই পর্য্যন্ত যদি রাজা মহাশয় পুনরায় নূতন আদেশ প্রদান না করেন, তা' হলেই ভাল।

ভগবান। আপনি ইহাঁর সহিত পূর্ব্বে কখনও ব্যবহার করেন নাই বলিয়া, এই প্রকার কহিলেন। যদি পূর্ব্ব হইতে ইহাঁর সহিত আপনার জানা শুনা থাকিত, তাহা হইলে এরূপ কথা কখনই আপনার মনে উদিত হইত না। ইহাঁর মুখ হইতে একবার যে কথা বাহির হইবে, লক্ষ লক্ষ মুদ্রায় ক্ষতি হইলেও, সে আদেশ কখনই তিনি প্রত্যাহার করিবেন না। তাহার দৃষ্টান্ত আজ আপনি স্বচক্ষেই দর্শন করিলেন। দুই ঘণ্টার মধ্যে লক্ষ টাকা নষ্ট করিয়া তিনি একবারের নিমিত্ত একটু দুঃখ প্রকাশ করিলেন না, তাঁহার মন কত উচ্চতর। বিশেষতঃ ইহাঁর কত টাকা আছে, তাহা আমরা এ পর্য্যন্ত কেহই স্থির করিয়া উঠিতে পারিলাম না।

সেক্রেটারী। তবে কি তোমার বিশ্বাস হয় যে, রাজা মহাশয়ের নিকট হইতে আমি আমার প্রস্তাবিত অর্থ সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইব?

ভগবান। তাহার আর কিছুমাত্র ভুল নাই। টাকা আপনার হস্তগত হইয়াছে, ইহাই আপনি স্থির করিয়া রাখুন।

সেক্রেটারী। ইনি কি এতই ধনী?

ভগবান। তাহা আর আপনি আমাকে কেন জিজ্ঞাসা করিতেছেন? ইহাঁর কার্য্য দেখিয়া তাহা আর আপনি অনুমান করিতে পারিতেছেন না?

ভগবান দাসের সহিত এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতে না হইতেই এসিষ্টেণ্ট সেক্রেটারী মহাশয় তাঁহার বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

পাট ক্রয়ের বন্দোবস্ত।

এসিষ্টেণ্ট সেক্রেটারী মহাশয়কে তাঁহার বাসায় পৌছাইয়া দিয়া, ভগবান দাস আপন বাসাভিমুখে প্রস্থান করিল। যাইবার সময় বলিয়া গেল, "পুনরায় কল্য আসিয়া আপনাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইব।"

ভগবান দাস গমন করিবার পর সেক্রেটারী মহাশয় মনে মনে অনেক প্রকার চিন্তা করিলেন। রাজার কায়দা-করণ, কথাবার্ত্তা, তাঁহার মনে সর্ব্বদা জাগিতে লাগিল। দুই ঘণ্টার মধ্যে লক্ষ টাকা নষ্ট করিয়া একবারের নিমিত্তও তিনি দুঃখ প্রকাশ করিলেন না, এই বিষয় কেবল তাঁহার মনে পড়িতে লাগিল। ভাবিতে লাগিলেন যে, যে ব্যক্তি এইরূপে জলের মত অর্থ অপব্যয় করিতে পারে, তাঁহার বৈভবই বা কত টাকার? মনে মনে এই প্রকার চিন্তা করিতে করিতেই তিনি সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত করিলেন। পাট ক্রয় করিবার একজন উপযুক্ত লোকের অনুসন্ধান করিবার নিমিত্ত মন্ত্রী মহাশয় যে তাঁহাকে বলিয়া দিয়াছিলেন, তাহা এক প্রকার ভুলিয়াই গেলেন।

এসিষ্টেণ্ট সেক্রেটারী মহাশয়ের স্বদেশীয় একজন উকীল তাঁহার বাসার সন্নিকটেই বাস করিতেন। পরদিবস অতি

প্রত্যূষে তিনি সেই উকীল মহাশয়ের বাসায় গমন করিয়া রাজত্ব বন্ধক রাখিয়া অর্থ গ্রহণ করিতে হইলে যে প্রকার লেখা-পড়া করিবার প্রয়োজন, সেই প্রকারের একটী খসড়া মুসবিদা প্রস্তুত করাইয়া লইলেন। বলা বাহুল্য, সুযোগ বুঝিতে পারিয়া সেক্রেটারী মহাশয় উক্ত লেখা পড়ার মধ্যে যতদূর সম্ভব আপনার মনিবের অনুকূলে লিখাইয়া লইলেন।

নিয়মিত সময়ে পুনরায় ভগবান দাস আসিয়া উপস্থিত হইল। রাজবাড়ীতে গমন করিবার অভিপ্রায়ে এসিষ্টেণ্ট সেক্রেটারী মহাশয় পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত হইয়া বসিয়াছিলেন। মেছুয়া বাজারের যে বাসায় এসিষ্টেণ্ট সেক্রেটারী মহাশয় বাস করিতেন, সেই বাসায় আরও অনেকগুলি লোক অবস্থিতি করিত, একথা পাঠকগণ পূর্ব্ব হইতেই অবগত আছেন। রাজবাড়ীতে রাজা মহাশয় সম্বন্ধে যে সকল বিষয় সেক্রেটারী বাবু স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়াছিলেন, রাজবাড়ী হইতে বাসায় আসিয়া তিনি সকলের সম্মুখে সেই সকল গল্প করেন। তাঁহার গল্প শ্রবণ করিয়া তাঁহার জনৈক বন্ধু—তাঁহার সহিত পরদিবস গমন করিয়া রাজ-দরবার দেখিয়া আসিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। সুতরাং আজ তিনিও সেক্রেটারী মহাশয়ের সহিত রাজ-দরবারে গমন করিবার নিমিত্ত প্রস্তুত হইয়া বসিয়া আছেন। এইরূপে ইঁহারা কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা করিবার পরই ভগবান দাস আসিয়া সেইস্থানে উপস্থিত হইল, এবং তাঁহাদিগকে লইয়া পুনরায় সেই রাজবাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইল। তাঁহারা সকলে পূর্ব্বের ন্যায় দরবার গৃহে গিয়া উপবেশন করিলেন। যে সময় তাঁহারা দরবার গৃহে প্রবেশ

করিলেন, সেই সময় সেইস্থানে দুই একজন নিম্ন কর্ম্মচারী ব্যতীত অপর আর কেহই ছিলেন না। কিন্তু তাঁহাদের গমন করিবার পর, ক্রমে দাওয়ানজী মহাশয় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে মন্ত্রী মহাশয় আগমন করিলেন। ক্রমে পূর্ব্বোক্ত আগন্তুক ব্যক্তি কয়েকজনও আগমন করিল, এবং পরিশেষে পূর্ব্ব দিবসের ন্যায় রাজা মহাশয়ও দরবার-গৃহে প্রবেশ করিলেন।

দাওয়ানজী মহাশয় আগমন করিয়াই এসিষ্টেন্ট সেক্রেটারী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি খস্‌ড়া মুসবিদা প্রস্তুত করিয়া আনিয়াছেন কি?" এই কথায় তিনি আপনার নিকট হইতে সেই খস্‌ড়া লেখা-পড়াখানি বাহির করিয়া দাওয়ানজী মহাশয়ের হস্তে প্রদান করিলেন। তিনি নিতান্ত উদাস ভাবে একবার উহা আদ্যোপান্ত দেখিয়া লইলেন, কহিলেন, "ঠিক হইয়াছে, মন্ত্রী মহাশয় আগমন করিলে আপনার কার্য্য শেষ করিয়া দেওয়া যাইবে।" এই বলিয়া কাগজখানি আপনার নিকটেই রাখিয়া দিলেন। পরিশেষে মন্ত্রী মহাশয় আগমন করিলে, তিনি তাঁহার হস্তে উহা প্রদান করিলেন। মন্ত্রী মহাশয়ও দাওয়ানজী মহাশয়ের মত একবার পড়িয়া লইলেন ও কহিলেন, "ইহার ভিতর সামান্য সামান্য কয়েকটী দোষ থাকিলেও লেখা মন্দ হয় নাই। রাজা মহাশয় দরবারে আসিবামাত্রই তাঁহার মঞ্জুরি লিখাইয়া লইয়া আপনাকে প্রদান করিব। পরিশেষে উপযুক্ত ষ্টাম্পযুক্ত কাগজে আপনি উহা লিখাইয়া আনিবেন।" এই বলিয়া মন্ত্রী মহাশয় সেই কাগজখানি আপনার নিকটেই

রাখিয়া দিলেন। পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনাকে যে লোকের নিমিত্ত বলিয়া দিয়াছিলাম, তাহার কিছু করিতে পারিয়াছেন কি ?"

সেক্রেটারী। লোকের ভাবনা নাই। কিন্তু কিরূপ ভাবে পাট খরিদ করিতে হইবে, কত পাট ক্রয় করিতে হইবে, যে ব্যক্তিকে নিযুক্ত করা হইবে, সেই বা কিরূপ প্রাপ্ত হইবে? প্রভৃতি সমস্ত বিষয় উত্তমরূপে জানিতে পারিলেই আমি লোক আনিয়া দিতে পারিব।

মন্ত্রী। আমাদিগের রাজা মহাশয় কখনও পাটের ব্যবসা করেন নাই। কিন্তু ইহাঁর একজন বন্ধু সাহেব ইহাঁর জমীদারীর ভিতর একটী চটের কল খুলিয়াছেন। যে প্রদেশে চটের কল খোলা হইয়াছে, সেই প্রদেশীয় কোন লোক এই কার্য্য বুঝে না। সুতরাং পাট আমদানী করিয়া দিবার কনট্রাক্ট কেহই লয়েন না। এই অবস্থা জানিতে পারিয়া রাজা মহাশয় বিরক্ত হন, এবং তাঁহার রাজত্বের ব্যবসাদার-দিগকে শিক্ষা দিবার নিমিত্ত নিজেই পথ-প্রদর্শক হইয়া, সমস্ত পাট নিজেই সরবরাহ করিয়া দিবেন বলিয়া, নিজেই কনট্রাক্ট গ্রহণ করিয়াছেন।

সেক্রেটারী। আমি গত কল্য যেরূপ বুঝিতে পারিয়াছি, তাহাতে আমার অনুমান হয় যে, সেই পাটের ডিলিভারি দিতে অতি অল্প সময়ই বাকি আছে। কি পরিমাণ পাট ক্রয় করায় প্রয়োজন হইবে?

মন্ত্রী। নিতান্ত অধিক পাট ক্রয় করিতে হইবে না। আমার বোধ হয়, কেবলমাত্র লক্ষ মণ পাটের কনট্রাক্ট

আছে, এই লক্ষ মণ পাট ক্রয় করিলেই হইতে পারিবে। আপনি যাহা বিবেচনা করিয়াছেন, তাহা ঠিক। পাটের ডিলিভারি দিবার আর অধিক দিবস বাকি নাই; কিন্তু এক আধ আনা দাম অধিক দিয়া নগদ টাকায় ক্রয় করিলে এই সামান্য পাট ক্রয় করিতে আর কয়দিবস লাগিবে ?

সেক্রেটারী। যে ব্যক্তি পাট ক্রয় করিবে, তাহাকে কি পরিমাণে বেতনাদি দিতে মনস্থ করিয়াছেন ?

মন্ত্রী। যে কয়দিবসই হউক, এক মাসের বেতন অন্যূন একশত টাকা তিনি পাইবেন। গমনাগমন করিতে, কিম্বা ক্রয়ের স্থানে বাসা প্রভৃতি করিয়া অবস্থান করিতে যে ব্যয় হইবে, সে সমস্ত ব্যয়ই সরকার হইতে প্রাপ্ত হইবেন। ইহা ব্যতীত যত টাকার পাট ক্রয় করিবেন, তাহার প্রত্যেক টাকায় এক পয়সা করিয়া কমিসন পাইবেন।

সেক্রেটারী। যে ব্যক্তি পাট ক্রয় করিতে গমন করিবে, তাহাকে পাট ক্রয় করিবার টাকা কিরূপভাবে দেওয়া হইবে ?

মন্ত্রী। এইস্থান হইতে গমন করিবার সময় প্রথমতঃ তিনি এক লক্ষ টাকা সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইবেন। সেই টাকায় পাট ক্রয় সমাপ্ত হইলে, তিনি যখন যে টাকা চাহিবেন, তাঁহার নিকট সেই পরিমিত টাকা পাঠাইয়া দেওয়া হইবে।

সেক্রেটারী। যে লোককে প্রথমে নিযুক্ত করিয়া পাট ক্রয় করিবার নিমিত্ত পাঠাইয়া দেওয়া হইবে, তাহাকে বিশ্বাস করিয়া, একবারে এত টাকা তাহার হস্তে সমর্পণ করা যাইবে কি প্রকারে ?

মন্ত্রী। এই নিমিত্তই ভাল লোকের অনুসন্ধান করা হইতেছে। বিশ্বাসী লোক না হইলে তাঁহার হস্তে এত টাকা কিরূপে সমর্পণ করা যাইতে পারে? কিন্তু যে লোক নিযুক্ত করা হইবে, আমাদিগের সরকারের নিয়মানুযায়ী তাঁহাকে প্রথমতঃ জামিন দেওয়ার প্রয়োজন হইবে।

সেক্রেটারী। কিরূপ ভাবে জামিন লওয়া হইবে? এত টাকার জামিন হইতে সহজে কোন লোক স্বীকৃত হইবেন না।

মন্ত্রী। জামিন অতি সামান্য। কেবল সরকারের নিয়ম প্রতিপালন করা মাত্র। অতি সামান্য পরিমিত নগদ টাকা রাজসরকারে জমা দিলেই চলিতে পারিবে।

সেক্রেটারী। আপনাদিগের রাজসরকারের নিয়মানুযায়ী জামিনস্বরূপ কত টাকা জমা দিবার প্রয়োজন হইবে?

মন্ত্রী। সে অতিশয় সামান্য টাকা। কেবলমাত্র পাঁচ হাজার টাকা জমা দিলেই হইতে পারিবে।

মন্ত্রী মহাশয়ের সহিত এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছে, এমন সময় রাজা মহাশয় আসিয়া উপস্থিত। সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব্ব দিবসের ন্যায় ক্যাসবাক্সও উপস্থিত হইল।

রাজা মহাশয় দরবার গৃহে আপন স্থানে উপবেশন করিবার পরই মন্ত্রী মহাশয়, সেক্রেটারী মহাশয়ের আনীত খসড়া মুসবিদাটী রাজা মহাশয়ের হস্তে প্রদান করিলেন। তিনি উহা আপন হস্তে গ্রহণ করিয়া পাঠ করিয়া দেখিবার উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময়ে সেই কয়েকজন আগন্তুকের দিকে তাঁহার নয়ন আকৃষ্ট হইল। তিনি তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, "আপনারা কতক্ষণ আগমন করিয়াছেন?

আসিবামাত্র আমাকে সংবাদ প্রদান করেন নাই কেন? আমার সন্নিকটে আসুন, কার্য্য আরম্ভ করিয়া দেওয়া যাউক।"

রাজা মহাশয়ের মুখ হইতে এই কয়েকটী কথা নির্গত হইবামাত্র তাঁহারা যেমন রাজার সন্নিকটবর্ত্তী হইলেন, অমনি রাজা মহাশয় সেই খনুড়া কয়েকখানি আপনার ক্যাসবাক্সের নিম্নে রাখিয়া দিয়া তাঁহাদের সহিত ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইলেন। পূর্ব্ব দিবসের ন্যায় ক্রীড়া আরম্ভ হইল। দেখিতে দেখিতে হাজার হাজার টাকার হার-জিত হইতে লাগিল। সেই দরবার গৃহস্থিত সমস্ত লোক একমনে সেই ক্রীড়া দেখিতে লাগিলেন। বলা বাহুল্য, এসিষ্টেণ্ট সেক্রেটারী মহাশয় ও তাঁহার বন্ধু একদৃষ্টে সেই খেলার দিকে লক্ষ্য করিয়া রহিলেন। আজ রাজা মহাশয়ের শরীর একটু অসুস্থ থাকা-প্রযুক্ত অধিকক্ষণ খেলা হইল না, এক ঘণ্টার মধ্যে সমস্ত শেষ হইয়া গেল। সেই সময় হিসাব করিয়া দেখায় জানিতে পারা গেল যে, আজ রাজা মহাশয় পঞ্চাশ হাজার টাকা জিতিয়াছেন। কিন্তু পঞ্চান্ন হাজার টাকা হারিয়াছেন, সুতরাং পাঁচ হাজার মাত্র ঋণী হইলেন। সেই সময় রাজা মহাশয় আপনার ক্যাস্‌বাক্স খুলিয়া পূর্ব্ব দিবসের ন্যায় হাজার টাকার নোটের একটী বাণ্ডিল বাহির করিলেন, এবং কি ভাবিয়া কহিলেন, "সামান্য টাকার নিমিত্ত আর বাণ্ডিল খুলিব না। আজ আপনাদিগের টাকা বাকি থাকিল।—না, বাকিই বা থাকিবে কেন?" এই বলিয়া মন্ত্রী মহাশয়কে কহিলেন, "আপনাদিগের তহবিল হইতে এই খুচরা পাঁচ হাজার টাকা ইহাদিগকে প্রদান করুন।"

রাজা মহাশয়ের কথা শ্রবণ করিয়া মন্ত্রী মহাশয় তাহাতেই সম্মত হইলেন ও কহিলেন, "আমি ইহাদিগকে পাঁচ হাজার টাকা এখনই প্রদান করিতেছি।" এই বলিয়া খাতাঞ্চী মহাশয়কে ডাকিয়া আনিবার নিমিত্ত একজন লোক প্রেরণ করিলেন।

সেই সময় রাজা মহাশয় সেই খস্‌ড়া কুসবিদাটী বাহির করিয়া একবার এপিট ওপিট করিয়া দেখিলেন। পরিশেষে মন্ত্রী মহাশয়কে কহিলেন, "আজ আমার শরীর একটু অসুস্থ বোধ হইতেছে; সুতরাং ইহা আর এখন আমি দেখিতে পারিব না। ইহা অদ্য আপনার নিকট রাখিয়া দিন। লেখা ঠিক হইয়াছে কি না, সময়-মত তাহা আপনি একবার দেখিবেন, এবং কল্য আমাকে প্রদান করিবেন।" এই বলিয়া সেই কাগজখানি মন্ত্রী মহাশয়ের হস্তে অর্পণ করিলেন, তিনি উহা আপনার বাক্সের ভিতর বন্ধ করিয়া রাখিলেন। পরিশেষে মন্ত্রী মহাশয় কতকগুলি কাগজ আপনার বাক্স হইতে বাহির করিয়া রাজা মহাশয়ের হস্তে প্রদান পূর্ব্বক কহিলেন, "এই কয়খানি অতীব প্রয়োজনীয় কাগজ। ইহাতে অদ্যই আপনার স্বাক্ষর না হইলে রাজত্বের কতক-গুলি কার্য্যের সবিশেষ অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা।"

মন্ত্রী মহাশয়ের কথা শ্রবণ করিয়া রাজা মহাশয় সেই কাগজগুলি এক একখানি করিয়া দেখিতে লাগিলেন, এবং স্বাক্ষর করিয়া মন্ত্রী মহাশয়ের হস্তে অর্পণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে সমস্ত কাগজগুলিতে স্বাক্ষর হইবার পর, তিনি উহা দাওয়ানজী মহাশয়ের হস্তে অর্পণ করিলেন।

দাওয়ানজী মহাশয় উহা আপনার বাক্সের ভিতর বন্ধ করিয়া রাখিয়া দিলেন।

এইরূপে রাজকার্য্য সম্পন্ন করিয়া সে দিবসের নিমিত্ত সভা ভঙ্গ করিয়া রাজা মহাশয় গাত্রোত্থান করিলেন, এবং অন্তঃপুরে প্রবেশ করিবার উদ্যোগ করিলেন। সেই সময় রাজা মহাশয় মন্ত্রী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, "পাট ক্রয় করিবার লোকের বন্দোবস্ত শেষ হইয়া গিয়াছে কি?" উত্তরে মন্ত্রী মহাশয় কহিলেন, "এখনও সম্পূর্ণরূপে স্থির করিয়া উঠিতে পারি নাই। অদ্য প্রাতঃকালে আমি হাটখোলায় গমন করিয়া কয়েকজন পাটের মহাজনের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাদিগকে আমার মনের কথা বলিয়াছিলাম।" তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকেই এ কার্য্যের ভার গ্রহণ করিতে সম্মত হইয়াছেন, তদ্ব্যতীত এসিষ্টেণ্ট সেক্রেটারী মহাশয়ও একজন পারদর্শী লোক স্থির করিয়া দিবেন বলিতেছেন। কারণ, ইহার নিজের নিবাস ঢাকা জেলায়। সুতরাং সেই প্রদেশীয় একজন ভাল লোক অনায়াসেই ইনি স্থির করিয়া দিতে পারিবেন।"

মন্ত্রী মহাশয়ের এই কথা শ্রবণ করিয়া রাজা মহাশয় এসিষ্টেণ্ট সেক্রেটারী মহাশয়ের দিকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, "অতি অল্প দিবসের নিমিত্ত যদি আপনি একজন উপযুক্ত লোক দিতে পারেন, তাহা হইলে ভাল হয়। কিরূপ বন্দোবস্তে লোক নিযুক্ত করা হইবে, তাহার সমস্ত অবস্থা আপনি মন্ত্রী মহাশয়ের নিকট হইতে জানিতে পারিবেন।" এই বলিয়া রাজা মহাশয় অন্তঃপুরের ভিতর প্রবেশ করিলেন।

রাজা মহাশয় গমন করিলে পর মন্ত্রী মহাশয় পুনরায় আপনার স্থানে উপবেশন করিলেন। সেই সময় যে লোক খাতাঞ্চী মহাশয়কে ডাকিতে গিয়াছিল, সে প্রত্যাগমন করিয়া কহিল, "খাতাঞ্চী মহাশয়ের শরীর অসুস্থ হইয়াছে, এই নিমিত্ত তিনি আসিতে পারিবেন না। কিসের নিমিত্ত তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠান হইয়াছে, তাহা তিনি জানিতে চাহিয়াছেন। যদি না আসিয়া সেই কার্য্য তাঁহার দ্বারা হইতে পারে, এই নিমিত্ত তাঁহার উপর যে আদেশ হইয়াছে, তাহা জানিবার নিমিত্ত পুনরায় আমাকে পাঠাইয়া দিয়াছেন।"

এই কথা শ্রবণ করিয়া সেই আগন্তুকদিগকে পাঁচ হাজার টাকা দিবার নিমিত্ত একখানি রোকা লিখিয়া তাঁহাদিগের হস্তে প্রদান করিয়া কহিলেন, "আপনারা খাতাঞ্চী মহাশয়ের নিকট হইতে পাঁচ হাজার টাকা লইয়া যাউন।" তাঁহারা মন্ত্রী মহাশয়কে অভিবাদন পূর্ব্বক সেই রোকা লইয়া সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।

তাঁহারা সেইস্থান হইতে প্রস্থান করিলে মন্ত্রী মহাশয় সেক্রেটারী মহাশয়কে কহিলেন, "আপনার প্রস্তুত মুসবিদা আমি এক প্রকার দেখিয়াছি, উহা প্রায় ঠিকই আছে। তথাপি রাজা মহাশয় যখন বলিতেছেন, তখন পুনরায় আর একবার দেখিয়া রাখিব, এবং কল্য যখন তিনি দরবারে আগমন করিবেন, সেই সময় তাঁহাকে দিয়া মঞ্জুরি লিখিয়া লইব। তাহার পর ষ্ট্যাম্প কাগজে উহা উঠাইতে, না হয়, আর একদিবস বিলম্ব হইবে। কিন্তু ইংরাজ আইনের নিয়মানুযায়ী আপনার রাজা মহাশয়কে একবার এখানে

আসিতে হইবে। তাঁহাকে সেই দলিল সহি করিতে হইবে এবং রেজেষ্টারী আফিসে গিয়া তাঁহাকেই উহা রেজেষ্টারী করিয়া দিতে হইবে। এরূপ অবস্থায় তাঁহাকে সংবাদ প্রদান করুন। দেখুন—কতদিবস পরে তিনি এইস্থানে আগমন করিয়া আবশ্যকীয় কার্য্য সমাপনান্তর সমস্ত টাকা লইয়া গমন করিতে পারিবেন।”

সেক্রেটারী। খসড়াখানি রাজা মহাশয়ের মঞ্জুরি দেখা হইলেই আমি তাঁহাকে সংবাদ প্রদান করিব। কিন্তু আমার অনুমান হয় যে, এক মাসের কম তিনি কোন প্রকারেই আগমন করিতে সমর্থ হইবেন না।

মন্ত্রী। টাকা প্রদান করিতে রাজা মহাশয় মুখে আদেশ প্রদান করিয়াছেন। তথাপি কল্য লিখিত আদেশ করাইয়া লইব এবং আমাদিগের দ্বারা এই কার্য্য যত শীঘ্র সম্পন্ন হইবার সম্ভাবনা, তাহাও করিব। আপনার রাজা মহাশয় যত শীঘ্র আগমন করিবেন, কার্য্যও তত শীঘ্র শেষ হইয়া যাইবে। এক মাস সময়ের মধ্যে না আগমন করিতে পারেন, তাহাতেও বিশেষ ক্ষতি হইবে না। কারণ, আমার মনিব এখনও দুই তিন মাস কলিকাতায় অবস্থান করিবেন, একথা তিনি আমাকে দুই তিনবার বলিয়াছেন।

সেক্রেটারী। আমি কল্যই রাজা মহাশয়কে পত্র লিখিব, এবং যত শীঘ্র পারেন, এইস্থানে আগমন করিবার নিমিত্ত অনুরোধ করিব।

মন্ত্রী। আপনার কার্য্যের সমস্তই ত এক প্রকার শেষ হইয়া গেল। এখন আপনি আমার কার্য্যের কিছু করিতে

পারিবেন কি? যদি আপনার দ্বারা এ কার্য্য সম্পন্ন না হয়, তাহা হইলে তাহাও আমাকে বলিবেন। আমি হাটখোলার কোন একজন পাটের মহাজনের সহিত বন্দোবস্ত করিব; একটী সামান্য কর্ম্মের নিমিত্ত প্রত্যহ রাজা মহাশয়ের নিকট অপদস্থ হওয়া ভাল নহে।

মন্ত্রী মহাশয়ের কথা শ্রবণ করিয়া দাওয়ানজী মহাশয় কহিলেন, "হাটখোলার কোন মহাজনের সহিত আপনার বন্দোবস্ত করিতে হইবে না। বিশেষতঃ রাজা মহাশয়ের কথার ভাবে বোধ হইল যে, তিনিও সেইরূপ বন্দোবস্তে সম্মত নহেন। সেক্রেটারী মহাশয় যখন বলিতেছেন, তখন তিনিই একজন উপযুক্ত লোককে আনিয়া দিবেন। না পারেন, আমিও মনে মনে একরূপ স্থির করিয়াছি যে, সেরাজগঞ্জে বহুদিবস হইতে অবস্থান করিতেছেন, এরূপ আমার একজন লোক আছে। আবশ্যক হয়, তাঁহাকে টেলিগ্রাফ করিব। সংবাদ পাইবামাত্র তিনি এইস্থানে আগমন করিয়া সমস্ত বিষয় অবগত হইয়া পাঁচ হাজার টাকা জমা দিবেন, এবং আপাততঃ এক লক্ষ টাকা লইয়া গিয়া আপনার কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবেন। দশ পনর দিন কার্য্য করিলে যাহাতে পাঁচ ছয় সহস্র টাকা পাইবার সম্ভাবনা, এরূপ কার্য্য কি সহজে হস্তান্তর করা কর্ত্তব্য?"

এইরূপ কথাবার্ত্তার পর সকলেই আপন আপন স্থানে প্রস্থান করিলেন। সেক্রেটারী বাবু ও তাঁহার বন্ধুকে পূর্ব্ব দিবসের ন্যায় ভগবান দাস তাঁহাদিগের বাসায় রাখিয়া গেল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

নূতন কর্ম্মে নিয়োগ।

পথে গমন করিতে করিতে ভগবান দাস এসিষ্টেণ্ট সেক্রেটারী বাবুকে কহিলেন, "মহাশয়, আপনারা বড়লোক; সুতরাং আপনাদিগের কার্য্য-কলাপ আমাদিগের মত ক্ষুদ্র ব্যক্তি কিরূপে বুঝিতে পারিবে? তথাপি আমার মনে যে একটী ভাবের উদয় হইয়াছে, তাহা আপনার নিকট প্রকাশ না করিয়া কোন মতেই থাকিতে পারিলাম না। অতএব এরূপ অনধিকার-প্রবেশে যদ্যপি আমার কোনরূপ অপরাধ হয়, অনুগ্রহ পূর্ব্বক ক্ষমা করিবেন।"

"মন্ত্রী মহাশয়ের ও আপনার কথানুযায়ী যেন আমার বোধ হইল, আপনার রাজা মহাশয় এক মাসের কম কোন-রূপই এখানে আগমন করিতে পারিবেন না; সুতরাং এক মাসের মধ্যে আপনার কার্য্যও শেষ হইবে না। আর বিনাকার্য্যে আপনাকে মাসাবধি কলিকাতায় বসিয়া থাকিতে হইবে। আমি আরও বুঝিতে পারিয়াছি যে, পাট ক্রয় করিবার নিমিত্ত রাজা মহাশয় ঢাকা জেলা নিবাসী একজন ভাল লোক চাহেন। আরও শুনিয়াছি, আপনার বাসস্থান ঢাকা জেলায়। এরূপ অবস্থায় কলিকাতায় বসিয়া না থাকিয়া আপনি কেন এই সময় বাড়ী গমন করুন না? সেইস্থানে

আপনার লোকজন নিশ্চয়ই অনেক আছেন, তাঁহাদিগের দ্বারা এই কার্য্য অনায়াসেই সম্পন্ন করিয়া লইতে পারিবেন। এরূপ উপায়ে অনায়াসেই আপনি পাঁচ ছয় হাজার টাকা লাভ করিতে পারিবেন। অথচ সময়-মত এইস্থানে আগমন করিয়া আপনার মনিবের কার্য্যও উদ্ধার করিতে পারিবেন। মহাশয়! আমি নিতান্ত সামান্য লোক। আমার সামান্য বুদ্ধিতে যাহা আসিল—তাহাই আমি কহিলাম। ভাল মন্দ বিবেচনা করিবার ভার আপনার উপর।"

ভগবান দাসের কথা শ্রবণ করিয়া এসিষ্টেন্ট সেক্রেটারী মহাশয় কহিলেন, "তোমাকে সামান্য বুদ্ধির লোক কে কহে? যে কথা আমাদের মনে উদিত হয় নাই, তাহা তোমার মনে উদয় হইয়াছে দেখিয়া, আমি তোমার উপর অতিশয় প্রীত হইলাম। তুমি যাহা কহিলে, তাহা আমি প্রথমে বিশেষরূপে বিবেচনা করিয়া দেখিব, এবং পরিশেষে অপর লোকের অনুসন্ধান করিব।"

এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতে না হইতে এসিষ্টেন্ট সেক্রেটারি মহাশয় আপন বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। "পুনরায় সময়-মত কল্য আগমন করিব" এই বলিয়া ভগবান দাস প্রস্থান করিল।

ভগবান দাস সেইস্থান হইতে প্রস্থান করিলে এসিষ্টেন্ট সেক্রেটারী বাবুর বন্ধু কহিলেন, "আজি যতদূর দেখিলাম, তাহাতে আমার বোধ হয় যে, রাজা মহাশয়ের নিকট হইতে আপনার মনিব নিশ্চয়ই টাকা প্রাপ্ত হইবেন। আমার আরও বোধ হয়, বাঙ্গাল ভগবান দাস যা কহিল, তাহা

নিতান্ত অযৌক্তিক কথা নহে। পাঁচ ছয় হাজার টাকা কেন, আমার বিবেচনায় একটু চালাকির সহিত কার্য্য করিলে, আট দশ হাজার টাকা অনায়াসেই উপার্জ্জন হইতে পারিবে।”

সেক্রেটারী। আপনি যাহা কহিলেন তাহা সত্য, একথা আমি ইতিপূর্ব্বে অনেকবার ভাবিয়াছি। সকল কার্য্য আমি অনায়াসেই সম্পন্ন করিতে পারিব এবং বিনাক্লেশে ও পরের অর্থে কিছু উপার্জ্জনও হইবে; কিন্তু আমি আপাততঃ পাঁচ হাজার টাকা কোথায় পাইব?

বন্ধু। পাঁচ হাজার টাকার নিমিত্ত আপনি এত চিন্তিত হইতেছেন কেন? এই কলিকাতা সহরে আপনার বন্ধুবান্ধব কম নাই; দুই এক দিবসের নিমিত্ত তাঁহাদিগের নিকট হইতে ধার করিলে, অনায়াসেই পাঁচ সহস্র মুদ্রার সংগ্রহ হইবে। এই টাকা আপনার জামিন স্বরূপ প্রদান করিলে, আপনার হস্তেই পাট ক্রয়ের ভার ন্যস্ত হইবে; আপনাকে রাজা মহাশয় লক্ষ টাকা প্রদান করিবেন। সেই সময় এই টাকা হইতে আপনার হাওলাতি দেনা পরিশোধ করিয়া পঁচানব্বই হাজার টাকা লইয়া আপনি সেইস্থানে গমন করিবেন এবং যেরূপ সুবিধা বুঝেন, সেইরূপ ভাবে কার্য্য করিবেন।

সেক্রেটারী। আপনি যাহা কহিলেন, তাহা সত্য। কিন্তু বন্ধু বান্ধবদিগের নিকট হইতে এইরূপ ভাবে টাকা কর্জ্জ লওয়া কর্তব্য কি না, তাহা আমি ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। এদিকে একজনের নিকট কর্ম্ম করিতেছি।

সেই কর্ম্মে আমি নিযুক্ত থাকিতে থাকিতে এইরূপ ভাবে অপরের কার্য্যে আমার হস্তার্পণ করাও উচিত, কি না?

বন্ধু। একজনের কর্ম্মে যখন নিযুক্ত থাকা যায়, তখন সেই কার্য্যের ক্ষতি করিয়া অপরের কর্ম্মে হস্তক্ষেপ করা কোনমতে যুক্তি-সঙ্গত নহে; ইহা আমি স্বীকার করি। কিন্তু বর্ত্তমান কার্য্য ভিন্ন প্রকারের। দুইটী কারণে ইহাতে অনায়াসেই হস্তক্ষেপ করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ, এ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলে আপনার মনিবের কোনরূপ অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা নাই। বরং রাজা মহাশয় আপনার কার্য্যে সন্তুষ্ট হইলে আপনার মনিবের প্রস্তাবিত অর্থ প্রদান করিতে কোনমতে কুণ্ঠিত হইতে পারিবেন না। সুতরাং ইহাতে আপনার মনিবের অনিষ্ট না হইয়া বরং ইষ্টই সাধিত হইবে। দ্বিতীয়তঃ, যখন আপনাকে একমাস কাল বিনাকর্ম্মে বসিয়া থাকিতে হইতেছে, তখন কলিকাতায় না থাকিয়া তাহার কতক সময় আপন বাড়ীতে বসিয়া থাকিলে, আপনার মনিবের কি ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা?

সেক্রেটারী। আপনার কথা যুক্তি-শূন্য নহে স্বীকার করি; কিন্তু বন্ধুবান্ধবের নিকট হইতে পাঁচ হাজার টাকা সংগ্রহ করিতে পারিব কি?

বন্ধু। টাকার সংগ্রহ হইবে কি না, তাহা চেষ্টা না দেখিয়া বলা সহজ নহে।

এইরূপে এসিষ্টেণ্ট সেক্রেটারী ও তাঁহার বন্ধুর সহিত পরস্পরের অনেক কথা হইবার পর, পরিশেষে ইহা স্থির হইল যে, যাহাতে পাঁচ হাজার টাকা সংগৃহীত হয়, তাহার চেষ্টা

করাই কর্ত্তব্য। এইস্থানে বোধ হয়, পাঠকগণকে বলিয়া দেওয়া আবশ্যক যে, এসিষ্টেণ্ট সেক্রেটারী বাবুর বন্ধু বি-এ ক্লাশের একটী ছাত্র।

সেই দিবস সন্ধ্যার পরই এসিষ্টেণ্ট সেক্রেটারী মহাশয় আপনার বন্ধু বান্ধবদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। কি নিমিত্ত তাঁহার টাকার নিতান্ত প্রয়োজন হইয়াছে, তাহা কিন্তু কাহারও নিকট না বলিয়া, দুই এক দিবসের নিমিত্ত কিছু টাকার প্রয়োজন হইয়াছে, এই বলিয়া যাঁহার যাঁহার নিকট হইতে যাহা প্রাপ্ত হইতে পারিবেন, তাহার একটী অনুমানিক হিসাব স্থির করিয়া লইলেন। এইরূপে বন্ধুবর্গের নিকট হইতে যাহা প্রাপ্ত হইতে পারেন, এবং নিজের নিকট যাহা কিছু আছে, তাহা মিলাইয়া দেখিলেন; সর্ব্বসমেত প্রায় সাড়ে চারি হাজার টাকা হইতে পারে। এখনও পাঁচশত টাকার অনাটন রহিল।

পরদিবস ভগবান দাস নিয়মিত সময়ে পুনরায় আসিয়া উপস্থিত হইল। এসিষ্টেণ্ট সেক্রেটারী বাবু পূর্ব্ব হইতেই কাপড় ছাড়িয়া ঠিক হইয়া বসিয়াছেন। ভগবান দাস আসিবামাত্র কালবিলম্ব না করিয়া তাহার সহিত গমন করিলেন।

পথে গমন করিতে করিতে ভগবান দাস সেক্রেটারী বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "রাজবাড়ীতে গমন করিবামাত্রই মন্ত্রী মহাশয় প্রভৃতি সকলেই পাট ক্রয় করিবার লোকের কথা জিজ্ঞাসা করিবেন। আপনি লোকের ঠিক করিয়াছেন?"

সেক্রেটারী। লোক ত ঠিক করিয়া উঠিতে পারি নাই। কোন্ লোককে বিশ্বাস করিয়া একবারে এত টাকা তাহার

হস্তে প্রদান করিতে রাজা মহাশয়কে বলিব? টাকার লোভ সম্বরণ করা সকলের পক্ষে নিতান্ত সহজ কথা নহে। সে ব্যক্তি যদি সেই লোভ সম্বরণ করিতে না পারিয়া, রাজা মহাশয় প্রদত্ত টাকা লইয়া পলায়ন করে, তাহা হইলে সেই টাকার নিমিত্ত রাজা মহাশয়ের নিকট কে দায়ী হইবে? তুমি কাল যেরূপ ভাবে বলিতেছিলে, সেইরূপ ভাবে আমি নিজে গমন করিতে পারি, যাইব; নতুবা অপর কোন লোককে আমি এই কার্য্যে পাঠাইতে ইচ্ছা করি না।

ভগবান। ইহাই উত্তম পরামর্শ। আপনি নিজেই এই কার্য্যে গমন করুন। দশ পনর দিনের মধ্যে কার্য্য শেষ করিয়া পুনরায় আপনি কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিতে সমর্থ হইবেন।

সেক্রেটারী। আমি নিজেই এই কার্য্যে গমন করিতে প্রস্তুত আছি, একথা আমি নিজে মন্ত্রী মহাশয়, কি রাজা মহাশয়ের নিকট কিরূপে প্রস্তাব করিব?

ভগবান। তাহার নিমিত্ত আপনি ভাবিতেছেন কেন, সে কার্য্যের ভার আমি লইতে প্রস্তুত আছি।

এইরূপ কথা বলিতে বলিতে উভয়েই ক্রমে রাজবাটীতে গিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং রাজ দরবারের ভিতর প্রবেশ করিলেন। দরবার গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন যে, মন্ত্রী মহাশয় আজ অগ্রেই আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। সেক্রেটারী মহাশয় দরবার গৃহে প্রবেশ করিবামাত্র মন্ত্রী মহাশয় নিজে গাত্রোত্থান করিয়া সসম্ভ্রমে তাঁহাকে সেইস্থানে বসাইলেন, এবং আপনার বাক্স হইতে সেই পসূত্রা মুসবিদাখানি বাহির

করিয়া কহিলেন, "আমি সবিশেষ মনোযোগের সহিত ইহা পাঠ করিয়াছি। ইহা অতি উত্তমরূপেই লিখিত হইয়াছে, কেবল একটীমাত্র স্থান ভিন্ন ইহাতে আমার আর কোন কথা বলিবার নাই। ইহাতে লিখিত আছে যে, শতকরা বাৎসরিক চারি টাকা সুদে আপনারা টাকা কর্জ্জ করিতেছেন, এত কম সুদে টাকা ধার দেওয়ার পদ্ধতি এ সরকারে নাই। অভাব পক্ষে শতকরা বাৎসরিক পাঁচ টাকা সুদের কমে এ পর্য্যন্ত কাহাকেও কখন টাকা প্রদত্ত হয় নাই। উহা অপেক্ষা অধিক না হউক, আপনি যদি উহাতেও সম্মত হইতে না পারেন, তাহা হইলে রাজা মহাশয় যে টাকা প্রদান করিবেন, তাহা আমার বোধ হয় না; বিশেষ সরকারে যে দস্তুর নাই, তাহা সম্পাদন করিবার নিমিত্ত আমরাও কোন কথা রাজা সাহেবকে বলিতে সাহসী হইব না, আর বলিলেও তিনি যে তাহা শুনিবেন, তাহাও বোধ হয় না। ওরূপ অবস্থায় আপনি যাহা ভাল বিবেচনা করেন, তাহা আমাকে বলুন, রাজা মহাশয় আসিলে আপনার কার্য্য শেষ করিয়া দিবার বিশেষরূপ চেষ্টা করিয়া দেখি।"

সেক্রেটারী। আমার মনিবের টাকার প্রয়োজন, তাঁহাকে টাকা গ্রহণ করিতেই হইবে। যদি পাঁচ টাকার কম সুদে আপনাদিগের সরকারে ধার দেওয়ার পদ্ধতি না থাকে, তাহা হইলে কাজেই আমাকে উহাতেই স্বীকৃত হইতে হইবে। আপনি রাজা মহাশয়কে বলিয়া আমার কার্য্য শেষ করিয়া দিউন, আমি বাৎসরিক শতকরা পাঁচ টাকা হিসাবেই সুদ দিতে স্বীকৃত হইলাম।

এসিষ্টেণ্ট সেক্রেটারী মহাশয়ের এই কথা শ্রবণ করিয়া মন্ত্রী মহাশয় খস্ড়া মুসবিদার যে স্থানে চারি টাকা স্থদের কথা লেখা ছিল, সেই স্থানটী কাটিয়া পাঁচ টাকা করিয়া দিলেন। সেই কাগজখানি আপনার নিকট রাখিয়া দিয়া পরিশেষে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি আমার কার্য্যের কিছু স্থির করিতে পারিয়াছেন কি?"

সেক্রেটারী। এখন পর্য্যন্ত সবিশেষ কিছুই স্থির করিয়া উঠিতে পারি নাই। বিশ্বাস করিয়া যাহার হস্তে একবারে লক্ষ টাকা প্রদান করিবেন, এরূপ বিশ্বাসী লোক সহজে প্রাপ্ত হওয়া নিতান্ত সহজ নহে। আজ কালকার অবস্থা যেরূপ, তাহা আপনি উত্তমরূপে অবগত আছেন। দশ টাকা দিয়া কোন লোককে বিশ্বাস করিতে সহজে সাহস হয় না। তাহার উপর একেবারে লক্ষ টাকা আপনারা তাহার হস্তে একবারে প্রদান করিবেন ও তাহার জামিনের স্বরূপ আপনারা কেবল মাত্র পাঁচ সহস্র মুদ্রা গ্রহণ করিবেন। এরূপ অবস্থায় বলুন দেখি, আমি কাহাকে বিশ্বাস করিয়া এই কার্য্যে প্রবৃত্ত করিতে সাহসী হই। ঈশ্বর না করুন, সে যদি ঐ টাকা লইয়া কোন রূপে আত্মসাৎ করিয়া বসে, তাহা হইলে ভাবুন দেখি, আমার পরিণাম কি হইবে, আমার উপর আপনাদিগের কিরূপ বিশ্বাস বর্ত্তমান থাকিবে ও পরিণামে আমার মনিবের কার্য্যেই বা কতদূর কৃতকার্য্য হইতে সমর্থ হইব? সে সময়ে আপনারা আমার কথায় আর কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারিবেন না। যে কার্য্যে এতদূর বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা আছে, সেই কার্য্যের নিমিত্ত লোক প্রদান করা আমার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব।

এই সময়ে ভগবান দাস কহিল, "ধর্ম্মাবতার! আমার একটী কথা বলিবার আছে। সেক্রেটারী বাবু যাহা কহিলেন, তাহা সত্য; বিশ্বাস করিয়া যাঁহার হস্তে প্রথমেই লক্ষ টাকা প্রদান করিবেন, এরূপ লোক সহজে প্রাপ্ত হওয়া; একেবারেই অসম্ভব। সেক্রেটারী বাবুর মনিবের কলিকাতায় আসিয়া দলিলাদি রেজেষ্টারী করিয়া দিতে প্রায় মাসাবধি লাগিবে। এই সময়ের মধ্যে যদি আপনারা তাঁহার সমস্ত কার্য্য ঠিক করিয়া রাখেন, তাহা হইলে আপনাদিগের উপকারের নিমিত্ত সেক্রেটারী মহাশয় নিজেই যাহাতে আপনাদিগের কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে প্রস্তুত হন, তাহা না হয় একবার চেষ্টা করিয়া দেখি। তিনি যদি অনুগ্রহ করিয়া এই কার্য্য নিজ হস্তে গ্রহণ করিতে সম্মত হন, তাহা হইলে এক লক্ষ কেন দুই লক্ষ টাকাও রাজা সাহেব ইহার হস্তে অনায়াসেই প্রদান করিতে পারেন। ইহার হস্তে আর প্রদান করিতে যেমন কাহাকেও কোনরূপে সঙ্কুচিত হইতে হইবে না, ইহার দ্বারা কার্য্যও সেইরূপ সুচারুরূপে অনায়াসেই নির্ব্বাহ হইবে। আমার বিবেচনায় অপর লোকের চেষ্টা না দেখিয়া যাহাতে ইনিই ঐ কার্য্যে প্রবৃত্ত হন, তাহারই চেষ্টা দেখা আমাদিগের একান্ত কর্ত্তব্য।

ভগবান দাসের কথা শ্রবণ করিয়া, মন্ত্রী মহাশয় অতীব সন্তুষ্ট হইলেন, এবং সেক্রেটারী মহাশয়ের দিকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, "আপনি নিজেই যদি এই কার্য্যের ভার গ্রহণ করেন, তাহা হইলে আমাদিগের যে কি উপকার করা হয়, তাহা আর কি বলিব। আপনার কার্য্যের নিমিত্ত

আপনাকে কিছুমাত্র দেখিতে হইবে না, সে ভার আমি নিজেই গ্রহণ করিলাম। আপনার মনিব যে দিবস কলিকাতায় আসিয়া দলিল রেজেষ্টারী করিয়া দিবেন, সেই দিবসই টাকা প্রাপ্ত হইবেন। আর ইহাতেও যদি তাঁহার কার্য্যের অসুবিধা হয়, অর্থাৎ দলিল রেজেষ্টারী হইবার পূর্ব্বে যদি টাকার একান্ত প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে আমি তাহা প্রদান করিবারও বন্দোবস্ত করিতে পারিব।”

সেক্রেটারী। যখন আপনি বলিতেছেন, তখন আমি আপনাদিগের পাট ক্রয় করিবার কার্য্য স্বহস্তে গ্রহণ করিতে সম্মত আছি। আশা করি, এই কার্য্য সুচারুরূপে আমি সম্পন্ন করিতে পারিব; কিন্তু একটী বিষয়ের নিমিত্ত আমার কিছু অসুবিধা হইতেছে। এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে হইলে সর্ব্বপ্রথম পাঁচ হাজার টাকা আপনাদিগের সরকারে জমা দিবার নিয়ম আছে। কলিকাতায় আমি একে এক প্রকার অপরিচিত, তদ্ব্যতীত অত টাকা আমার সঙ্গে নাই। এরূপ অবস্থায় আমি কিরূপে সেই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে সমর্থ হইব?

মন্ত্রী। আপনিও রাজসরকারের একজন প্রধান কর্ম্মচারী, সুতরাং যে সরকারে যেরূপ নিয়ম আছে, তাহার অন্যথাচরণ করা যে কতদূর অসম্ভব, তাহা আপনাকে বলা নিষ্প্রয়োজন। আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে যদি প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলে যে উপায়েই হউক, রাজসরকারের নিয়মানুযায়ী আপনাকে পাঁচ হাজার টাকার বন্দোবস্ত করিতেই হইবে। তবে দুই এক শত টাকার

যদি কোন প্রকারে অনাটন হয়, তাহা হইলে সে উপায় আমি করিতে পারিব।

সেক্রেটারী। দুই এক শত টাকার বন্দোবস্ত করিলে হইবে না, অভাব পক্ষে আপনাকে পাঁচশত টাকার বন্দোবস্ত করিতে হইবে।

মন্ত্রী। যতদূর সংগ্রহ করিতে পারেন, তাহা লইয়া কল্য আগমন করিবেন। সেই সময় সে বিষয়ের বন্দোবস্ত করা যাইবে। যদি শতাবধি-টাকা কমই পড়ে, তখন যেরূপ হয়, একরূপ বন্দোবস্ত করা যাইবে; আমিই না হয় আপনাকে ঐ টাকা হাওলাত স্বরূপ প্রদান করিব। পরিশেষে সুযোগমতে আপনি আমাকে উহা পাঠাইয়া দিবেন।

এসিষ্টেণ্ট সেক্রেটারী ও মন্ত্রী মহাশয়ের মধ্যে এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছে, এরূপ সময়ে সংবাদ আসিল যে, রাজা মহাশয় দরবার গৃহে আগমন করিতেছেন। এই সংবাদ পাইবামাত্র সকলেই শশব্যস্তে গাত্রোত্থান করিলেন। রাজা মহাশয়ও দরবার গৃহে প্রবেশ করিয়া আপনার স্থানে উপবেশন করিলেন ও কহিলেন, "আজ আমার শরীরটা তত ভাল নহে। খেলা করিবার মানসে যদি তাঁহারা আগমন করেন, তাহা হইলে কল্য তাঁহাদিগকে আসিতে কহিবেন। অদ্য আমি অধিকক্ষণ দরবার গৃহে উপবেশন করিব না, এখনই অন্তঃপুরের ভিতর গমন করিব। অতএব অদ্য একান্ত প্রয়োজনীয় কোন কাগজ পত্রে যদি আমার স্বাক্ষর করিবার নিতান্ত প্রয়োজন থাকে, তাহা হইলে তাহা এখনই আনায়ন করুন।"

রাজা মহাশয়ের কথা শ্রবণ করিয়া মন্ত্রী মহাশয় কহিলেন, "বিশেষ আবশ্যকীয় কোন কাগজ পত্র নাই, যাহা আছে, তাহা কল্য দেখিলেও অনায়াসেই চলিতে পারে, তবে কেবলমাত্র সেক্রেটারী মহাশয়ের খস্‌ড়াখানি একবার আপনার দেখার আবশ্যক।" এই বলিয়া সেই খস্‌ড়া মুসবিদাখানি রাজা মহাশয়ের হস্তে প্রদান করিয়া কহিলেন, "আমি সবিশেষ মনোযোগের সহিত ইহা দেখিয়াছি। লেখার মধ্যে কোন দোষ আছে বলিয়া আমার বোধ হয় না। কেবল স্থদের হার কিছু কম করিয়া লেখা ছিল,—তাহা আমি ঠিক করিয়া দিয়াছি।"

মন্ত্রী মহাশয়ের কথা শ্রবণ করিয়া রাজা মহাশয় আর কোন কথা কহিলেন না। কেবল সেই খস্‌ড়ার উপর লিখিয়া দিলেন, "উপযুক্ত ষ্ট্যাম্প কাগজে লেখা পড়া ও রেজেষ্টারী হইলে, টাকা প্রদান করা হউক।"

মন্ত্রী। তাহা হইলে ষ্ট্যাম্প কাগজে লেখা পড়া হইলে স্বাধীন রাজা মহাশয় আমাদের ঐ দলিল রেজেষ্টরি করিয়া দিলেই আমরা টাকা প্রদান করিতে পারি।

রাজা। নিশ্চয়ই, কিন্তু রেজেষ্টরি হইবার পূর্ব্বে যেন টাকা দেওয়া না হয়। রেজিষ্টারির সময়ে রেজিষ্টরি আফিসে টাকা প্রদান করিবেন।

মন্ত্রী। তাহাই হইবে। আর একটী কথা, পাট ক্রয় করিবার নিমিত্ত আপনি যে একটী লোক স্থির করিতে বলিয়াছিলেন, অদ্য তাহা স্থির হইয়াছে। যেরূপ উপযুক্ত লোক এই ভার গ্রহণ করিয়াছেন, এইরূপ লোক যে অনায়াসেই পাওয়া যাইবে, তাহা ইতিপূর্ব্বে কখনও ভাবি নাই। এসিষ্টেন্ট

সেক্রেটারী মহাশয় নিজেই গমন করিয়া পাট ক্রয় করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন।

রাজা। সেক্রেটারী মহাশয় নিজেই গমন করিবেন,—ইহা অপেক্ষা সৌভাগ্যের বিষয় আমাদিগের আর কি হইতে পারে? আমি যেরূপ নূতন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে মনস্থ করিয়াছি, ঈশ্বর অনুকম্পায় সেইরূপ উপযুক্ত লোকও প্রাপ্ত হইয়াছি। কোন নূতন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে হইলে সর্ব্বপ্রথম প্রায়ই লোকসান দিতে হয়, কিন্তু যেরূপ উপযুক্ত লোক এই কার্য্য নিজ হস্তে গ্রহণ করিতেছেন, তাহাতে লোকসান হওয়া দূরে থাকুক, দেখিবেন, এই কার্য্যে বিশেষরূপ লাভ হইবে। এখন সেক্রেটারি মহাশয়ের সহিত কথাবার্ত্তা স্থির করিয়া রাজসরকারের নিয়মানুযায়ী টাকা জমা লইয়া ইহাঁর গমনের সমস্ত বন্দোবস্ত ঠিক করিয়া দিবেন। যখন ইনি গমন করিবেন, সেই সময়ে আপাততঃ এক লক্ষ টাকা ইহাঁর হস্তে প্রদান করিবেন। পরিশেষে পাট ক্রয় করিবার স্থান হইতে যখন যে টাকার নিমিত্ত লিখিবেন, তখনই তাহা প্রেরণ করিবেন। যাহাতে কল্যই সেক্রেটারী মহাশয় গমন করিতে পারেন, তাহার বন্দোবস্ত করিবেন। আপনাদিগের তহবিলে যদি অত টাকা মজুত না থাকে, তাহা হইলে আমি উহা প্রদান করিব। বোধ হয়, আমার বাক্সে এখনও দুই লক্ষ টাকা মজুত আছে।

এই বলিয়া রাজা মহাশয় গাত্রোত্থান করিলেন, এবং অন্তঃপুরের ভিতর প্রবেশ করিলেন। রাজা মহাশয় গমন করিবার পর, সেই খস্‌ড়া মুসবিদার উপর রাজা মহাশয় যে

আদেশ লিখিয়া দিয়াছিলেন, তাহা মন্ত্রী মহাশয় সেক্রেটারী বাবুকে দেখাইলেন। রাজা মহাশয়ের স্বহস্ত-লিখিত আদেশ দেখিয়া সেক্রেটারী মহাশয় অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন, এবং মনে মনে ভাবিলেন, টাকা পাইবার পক্ষে আর কোনরূপ সন্দেহ নাই। এখন মনিব মহাশয় আসিয়া এইস্থানে উপস্থিত হইতে পারিলেই অল্প দিবসের মধ্যে সমস্ত কার্য্য শেষ হইয়া যায়। এই ভাবিয়া সেক্রেটারী মহাশয় সেই কাগজখানি আপনার নিকট রাখিয়া দিলেন ও কহিলেন, "উপযুক্ত ষ্ট্যাম্প কাগজে আমি উহা লিখাইয়া আনিব।" সেক্রেটারী মহাশয়ের প্রস্তাবে মন্ত্রী মহাশয়ও সম্মত হইলেন ও পরিশেষে কহিলেন, "আপনি জামিনের টাকা প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া কল্যই লইয়া আসিবেন। কারণ, কল্যই পাট ক্রয় করিবার নিমিত্ত আপনাকে গমন করিতে হইবে।" মন্ত্রী মহাশয়ের প্রস্তাবে সেক্রেটারী মহাশয় সম্মত হইলেন। পরদিবস আসিয়া পুনরায় তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন, এইরূপ বলিয়া সেই দিবস সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। বলা বাহুল্য, ভগবান দাসও তাঁহার সহিত তাঁহার বাসা পর্য্যন্ত গমন করিল। যাইবার সময় আবার কহিল, "আপনি পাট খরিদ করিতে সম্মত হইয়া বিশেষ বুদ্ধিমানের কার্য্য করিয়াছেন, না হইবে কেন, আপনারা যে কার্য্য করিয়া থাকেন, এরূপ বুদ্ধিমান না হইলে কি ঐ কার্য্য কেহ সম্পন্ন করিয়া উঠিতে পারেন। আপনি দেখিবেন, যে কার্য্যের নিমিত্ত আপনি আগমন করিয়াছেন, সেই কার্য্য সম্পন্ন হইতে হইতেই আপনি অনায়াসেই দশ টাকা সংস্থান করিয়া লইতে পারি-বেন। অবশ্য আপনার অর্থের কিছু কম নাই, তাহা আমি.

জানি, কিন্তু বিনা চেষ্টায় অথচ সততায় যদি কোন অর্থ আপনা হইতে আগমন করে, তাহা ইচ্ছা করিয়া কে পরিত্যাগ করিয়া থাকে। কিন্তু মহাশয় গরিবের একটী নিবেদন যে, তাহাকে যেন ভুলিবেন না।"

সেক্রেটারী। তা কি কথন হয়, ভগবান দাস, তোমাকে আমি কি কথন ভুলিতে পারি? যদি এই কার্য্যে আমার দশ টাকা উপার্জ্জন হয়, তাহা হইলে জানিও, তোমারই পরামর্শে ও উদ্যোগে। অবশ্য তোমার পারিতোষিকের কথা আমাকে কিছু বলিতে হইবে না। তোমাকে আমি সন্তুষ্ট করিতে বিশেষরূপ চেষ্টা করিব।

এসিষ্টেন্ট সেক্রেটারী মহাশয়ের স্বদেশীয় যে উকীল বাবু খসড়া মুসবিদাখানি প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তাঁহার নিকট গমন করিয়া রাজা মহাশয়ের আদেশ-সংযুক্ত সেই কাগজখানি পুনরায় এসিষ্টেন্ট সেক্রেটারী বাবু তাঁহার হস্তে অর্পণ করিলেন, এবং উপযুক্ত ষ্ট্যাম্প কাগজে উহা উত্তমরূপে লিখিয়া প্রস্তুত করিয়া রাখিতে কহিলেন। উকীল বাবু সেক্রেটারী বাবুর প্রস্তাবে সম্মত হইলেন ও কহিলেন, "আমি সমস্তই ঠিক করিয়া রাখিয়া দিব, আপনি চারি পাঁচ দিবস পরে আসিয়া লইয়া যাইবেন।"

সেক্রেটারী। আপনি সমস্ত ঠিক করিয়া রাখিবেন। চারি পাঁচ দিবস পরে আমি বোধ হয় আসিয়া উহা লইয়া যাইতে পারিব না। আমার পক্ষ হইতে অপর কেহ আপনার নিকট আগমন করিলে আপনি উহা তাহার হস্তে প্রদান করিবেন। আমার বন্ধুবান্ধব ও লোকজন সকলেই আপনার নিকট পরি-

চিত। আপনার পরিচিত যে কেহ আসিলে আপনি তাহার হস্তে উহা অনায়াসেই প্রদান করিতে পারিবেন।

উকীল। আপনি নিজে আসিতে পারিবেন না কেন?

সেক্রেটারী। কোন বিশেষ কার্য্যের নিমিত্ত আমাকে বোধ হয় কল্যই বাহিরে গমন করিতে হইবে।

উকীল। কোথায় যাইবেন।

সেক্রেটারী। আর কোন স্থানে নহে, আমাদিগের দেশেই গমন করিব।

উকীল। এমন হঠাৎ এরূপ কি কার্য্য পড়িয়া গেল যে, কল্যই আপনাকে দেশে গমন করিতে হইবে?

সেক্রেটারী। সমস্তই আপনি জানিতে পারিবেন, আপনাকে সমস্তই পরে বলিব।

উকিল বাবুর সহিত এইরূপ বন্দোবস্ত হওয়ার পর এসিষ্টেন্ট সেক্রেটারী মহাশয় তাঁহার যে সকল বন্ধুবান্ধবের নিকট পূর্ব্বদিবস টাকার বন্দোবস্ত করিয়া আসিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের নিকট গমন করিলেন, এবং যাঁহার নিকট হইতে যতদুর সম্ভব, তাঁহার নিকট হইতে সেইরূপ টাকা সংগ্রহ করিয়া রাত্রি প্রায় দশটার সময় আপন বাসায় প্রত্যাগমন করিলেন। বলা বাহুল্য, ঐ সকল টাকা যাহাদিগের নিকট হইতে সংগ্রহ করিলেন, তাহাদিগের প্রত্যেককেই শতকরা এক টাকা হইতে দুই টাকার হিসাবে সুদ দিতে সম্মত হইলেন। কেবল একটী কি দুইটী বন্ধু বিনা সুদে টাকা প্রদান করিয়াছিলেন। বাসায় আসিয়া আপনার নিকট যাহা কিছু ছিল, তাহাও বাহির করিয়া দেখিলেন যে, সাড়ে চারি হাজার

টাকার সংস্থান হইয়াছে। এখনও পাঁচশত টাকার অনাটন আছে; কিন্তু অনেক চেষ্টা করিয়া সেই পাঁচশত টাকা কোন প্রকারে সংগ্রহ করিয়া উঠিতে পারিলেন না।

পরদিবস ঠিক নিয়মিত সময়ে পুনরায় দালাল ভগবান দাস আসিয়া উপস্থিত হইল। এসিষ্টেণ্ট সেক্রেটারী মহাশয় তাঁহার সংগৃহীত সাড়ে চারি হাজার টাকা সঙ্গে লইয়া তাঁহার সহিত রাজা মহাশয়ের বাসাভিমুখে গমন করিলেন। দরবার গৃহের ভিতর প্রবেশ করিয়া দেখিলেন যে, সে দিবসও মন্ত্রী মহাশয় পূর্ব্ব হইতেই আসিয়া বসিয়া আছেন। সেক্রেটারী মহাশয় গৃহের ভিতর প্রবেশ করিবামাত্র মন্ত্রী মহাশয় সাদর-সম্ভাষণ করিয়া তাঁহাকে বসাইলেন, শেষে কহিলেন, "কেমন মহাশয়! অদ্যই গমন করিতে পারিবেন কি?"

সেক্রেটারী। অদ্যই গমন করিতে আমার আর কোন প্রকার প্রতিবন্ধক দেখিতেছি না; কেবলমাত্র রাজসরকারে যে টাকা জমা দিতে হইবে, এ পর্য্যন্ত তাহার সমস্ত সংগ্রহ করিয়া উঠিতে পারি নাই।

মন্ত্রী। কত টাকার সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছেন?

সেক্রেটারী। সাড়ে চারি হাজার টাকা সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছি; বক্রী পাঁচ শত টাকা সংগ্রহ করিয়া উঠিতে পারি নাই।

মন্ত্রী। যখন এত টাকা সংগ্রহ হইল, তখন সামান্য পাঁচ শত টাকা সংগ্রহ করিতে পারিলেন না? সামান্য টাকার নিমিত্ত কার্য্য নষ্ট হওয়া কোনরূপ যুক্তিসঙ্গত নহে, নাগাইত সন্ধ্যা বক্রী পাঁচ শত টাকার যোগাড় করিয়া উঠিতে পারিবেন না কি?

সেক্রেটারী। আপাততঃ আর কিছুই সংগ্রহ হইবার উপায় নাই, যদি কোনরূপ সম্ভাবনা থাকিত, তাহা হইলে এই সামান্ত বিষয়ের নিমিত্ত আমাকে বলিতে হইত না।

রাজা সাহেব।

(৩য় অংশ)

শ্রীপ্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত।

১৪ নং হজুরিমলস্ লেন, বৈঠকখানা
"দারোগার দপ্তর" কার্য্যালয় হইতে
শ্রীউপেন্দ্রভূষণ চৌধুরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

দ্বাদশ বর্ষ।] সন ১৩১১ সাল। [ফাল্গুন।

রাজা সাহেব।

(৩য় অংশ)

নবম পরিচ্ছেদ।

টাকা জমা।

মন্ত্রী মহাশয় সেক্রেটরীকে কহিলেন, "আপনি যেরূপ অবস্থায় পতিত হইয়াছেন, তাহা আমি বেশ বুঝিতে পারিয়াছি, তাহার নিমিত্ত বিশেষ ক্ষতি হইবে না, আমি একরূপ বন্দোবস্ত করিয়া দিব।" তৎপরে দাওয়ানজী মহাশয়কে কহিলেন, "আপনি একখানি আদেশপত্র লিখিয়া প্রস্তুত করিয়া রাখুন, রাজা মহাশয় আগমন করিবামাত্র উহাতে তাঁহার স্বাক্ষর করাইয়া দিব। আর সেক্রেটারী বাবু যে টাকা জমা দিতেছেন, তাহার নিমিত্ত একখানি পাঁচ হাজার টাকার রসিদ লিখিয়া প্রস্তুত করুন, এবং ইহাঁকে এখনই যে লক্ষ টাকা প্রদান করিতে হইবে, তাহারও একখানি রসিদ প্রস্তুত হউক। রাজা মহাশয় আগমন করিবামাত্র যত শীঘ্র পারি, সমস্ত কার্য্য শেষ করিয়া লইব।"

মন্ত্রী মহাশয়ের কথা শ্রবণ করিয়া দাওয়ানজী মহাশয় তৎক্ষণাৎ তাঁহার আদেশ প্রতিপালন করিলেন, এবং সমস্ত

কাগজ-পত্র প্রস্তত করিয়া রাজা মহাশয়ের প্রত্যাশায় বসিয়া রহিলেন।

সময়-মত রাজা মহাশয় দরবার গৃহে আগমন করিয়া উপবেশন করিলেন ও অপরাপর রাজকার্য্যের অনেক কথাবার্ত্তার পর কহিলেন, "পাট ক্রয় করিবার জন্য সেক্রেটারী মহাশয় অদ্যই গমন করিতে সমর্থ হইবেন কি?"

মন্ত্রী। সেক্রেটারী মহাশয় প্রস্তত হইয়াই আসিয়াছেন। এখন আপনার আদেশ প্রাপ্ত হইলেই গমন করেন।

রাজা। ডিপজিটের টাকা জমা হইয়া গিয়াছে?

মন্ত্রী। এখনও জমা হয় নাই। জমা দিবার অভিপ্রায়ে সেক্রেটারী মহাশয় টাকা সঙ্গে করিয়া আনিয়াছেন, আপনার আদেশ হইলে এখনই জমা করিয়া দেন।

রাজা। টাকা জমা করিয়া দেওয়া হউক। দাওয়ানজী মহাশয়! আপনি টাকা জমা করিয়া লউন।

মন্ত্রী। সেক্রেটারী মহাশয়! আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই, টাকাগুলি জমা করিয়া দিউন।

এই কথা শ্রবণ করিয়া এসিষ্টেন্ট সেক্রেটারী মহাশয় কতকগুলি নোট বাহির করিয়া মন্ত্রী মহাশয়ের হস্তে প্রদান করিলেন। মন্ত্রী মহাশয় উহা দেখিয়া লইয়া রাজা মহাশয়ের হস্তে অর্পণ করিলেন, এবং দাওয়ানজী মহাশয়কে কহিলেন, "সাড়ে চারি হাজার টাকা সেক্রেটারী বাবুর নামে জমা করিয়া লউন।" রাজা মহাশয় উক্ত নোটগুলি গ্রহণ করিয়া গণিয়া আপনার ক্যাসবাক্সের ভিতর বন্ধ করিয়া রাখিলেন ও কহিলেন, "আর পাঁচশত-টাকা?"

মন্ত্রী। সেক্রেটারী মহাশয় আর পাঁচ শত টাকা সংগ্রহ করিয়া উঠিতে পারেন নাই।

রাজা। এই সরকারে যে নিয়ম আছে, তাহার অন্যথাচরণ আমি কিরূপে করিতে পারি?

মন্ত্রী। নিয়মের অন্যথাচরণ করিতে আমি বলিতে পারি না। কিন্তু যখন কেবলমাত্র পাঁচশত টাকা সংগৃহীত হয় নাই, তখন সাড়ে চারি হাজার টাকা ফিরাইয়া দিলে সেক্রেটারী মহাশয়ের অবমাননা করা হয়। ইনি অপর কার্য্যের নিমিত্ত এইস্থানে আগমন করিয়াছেন; সুতরাং এত টাকা সঙ্গে করিয়া আনিবার ইহাঁর কিছুমাত্র প্রয়োজন ছিল না। পূর্ব্বে যদি ইনি জানিতে পারিতেন, ইহাঁর হস্তে এইরূপ কার্য্যের ভার অর্পিত হইবে, তাহা হইলে পাঁচ হাজার কেন, দশ হাজার টাকা সঙ্গে করিয়া আনিতে পারিতেন। এরূপ অবস্থায় রাজ-সরকারের নিয়ম ভঙ্গ করিতে যদি মহারাজ একান্তই অসম্মত হয়েন, তাহা হইলে সেক্রেটারী মহাশয় বক্রী পাঁচ শত টাকার নিমিত্ত একখানি হ্যাণ্ডনোট লিখিয়া দিতেছেন, তাহা হইলেই রাজ-সরকারের নিয়ম রক্ষা হইল; অথচ এসিষ্টেণ্ট সেক্রেটারীর মান রক্ষা হইল।

মন্ত্রী মহাশয়ের কথা শ্রবণ করিয়া রাজা মহাশয় যেন একটু অপ্রতিভ হইলেন ও কহিলেন, "আপনার বিবেচনায় বক্রী পাঁচশত টাকার হ্যাণ্ডনোট লিখিয়া লইলে যদি রাজ-সরকারের নিয়ম ভঙ্গ করা না হয়, তাহা হইলে আমার আর কোনরূপ আপত্তি নাই।" এই বলিয়া আপনার ক্যাসবাক্স খুলিয়া পূর্ব্ববর্ণিতরূপ এক তাড়া নোট বাহির করিলেন। করেন্সী

আফিস হইতে নূতন নোটের তাড়া বাহির হইবার সময় যেরূপ ভাবে লাল সূতার দ্বারা সেলাই করা থাকে, ইহাও সেরূপ ভাবে সেলাই করা। সুতরাং বোধ হইল যে, উহার মধ্যে একশতখানি করেন্সী নোট আছে। তাড়ার উপরের যে নোটখানি দেখা যাইতেছিল, তাহা একখানি হাজার টাকার নোট বলিয়া বোধ হইল।

রাজা মহাশয় উক্ত নোটের তাড়া আপনার ক্যাসবাক্স হইতে বাহির করিয়া সেইস্থানেই রাখিয়া দিলেন, এবং মন্ত্রী মহাশয়কে কহিলেন, "আপনাদিগের লেড়াপড়া শেষ হইলে এসিষ্টেণ্ট সেক্রেটারী মহাশয়কে এই লক্ষ টাকা প্রদান করিয়া এখনি বিদায় করিয়া দিউন। কারণ, আজ রাত্রিকালেই পাট ক্রয় করিবার নিমিত্ত ইহাঁকে গমন করিতে হইবে।"

রাজা মহাশয় ও মন্ত্রী মহাশয়ের মধ্যে যে কথা হইল, তাহা শুনিয়া ও লক্ষ টাকার নোটের তাড়া সম্মুখে দেখিয়া, এসিষ্টেণ্ট সেক্রেটারী মহাশয় বক্রী পাঁচশত টাকার হ্যাণ্ডনোট লিখিয়া দিতে সম্মত হইলেন।

মন্ত্রী মহাশয়ের আদেশমত দাওয়ানজী মহাশয় আবশ্যক-মত লেখাপড়া করিতে আরম্ভ করিলেন। এদিকে রাজা মহাশয় এসিষ্টেণ্ট সেক্রেটারী মহাশয়কে নানাপ্রকার উপদেশ দিয়া কিরূপে কত পাট ক্রয় করিতে হইবে, কত দিবসের মধ্যে পাট ক্রয় শেষ হওয়া আবশ্যক, এই সকল বিষয় পরিষ্কাররূপে বুঝাইয়া দিতে লাগিলেন।

দরবার গৃহে বসিয়া সকলেই যখন এইরূপ ভাবে আপন আপন কর্ম্মে ব্যস্ত আছেন, সেই সময়ে অন্তঃপুরের মধ্য

হইতে হঠাৎ এক ভয়ানক গোলযোগ উত্থিত হইল। এই গোলযোগ শুনিয়া রাজা মহাশয় অতিশয় বিস্মিত হইলেন; সেক্রেটারী বাবুকে দিবার নিমিত্ত যে নোটের তাড়া বাহির করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহা আপনার ক্যাসবাক্সের ভিতর রাখিয়া উহাতে চাবি বন্ধ করিয়া গাত্রোত্থান করিলেন, এবং কি হইয়াছে, তাহা অবগত হইবার নিমিত্ত দ্রুতপদে অন্তঃপুরের ভিতর প্রবেশ করিলেন। ক্যাসবাক্সবাহীও ক্যাসবাক্স আপন হস্তে উঠাইয়া লইয়া রাজা মহাশয়ের পশ্চাৎ পশ্চাৎ অন্তঃপুরের ভিতর প্রবেশ করিল।

অন্তঃপুরের ভিতর গোলযোগ ক্রমেই বৃদ্ধি হইতে লাগিল। হঠাৎ কিসের গোলযোগ উত্থিত হইল, তাহা জানিবার নিমিত্ত দরবারস্থিত সমস্ত লোকই ক্রমে অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। মন্ত্রী মহাশয়, দাওয়ানজী মহাশয় প্রভৃতি ক্রমে ক্রমে সকলেই দরবার গৃহ পরিত্যাগ করিয়া কিসের গোল-যোগ, তাহা জানিবার নিমিত্ত, অন্তঃপুরের দিকে গমন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু রাজার বিনা-আদেশে কেহই অন্তঃপুরের ভিতর প্রবেশ করিতে না পারিয়া, নিতান্ত চিন্তিতান্তঃকরণে সকলেই সেইস্থানে দণ্ডায়মান রহিলেন। ইচ্ছা—অন্দরের দাস-দাসী প্রভৃতি কাহাকেও দেখিতে পাইলে জিজ্ঞাসা করিবেন যে, অন্দরের ভিতর কিসের গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে। কিন্তু তাঁহাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল না। কারণ, দাস-দাসী প্রভৃতি কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। এদিকে অন্তঃপুরের ভিতরে সেই গোলযোগ ক্রমেই বৃদ্ধি হইতে লাগিল; সুতরাং সকলেই বড় উৎকুণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন।

সেই সময় মন্ত্রী মহাশয় কহিলেন, "রাজা মহাশয়ের অন্তঃপুরের ভিতর যখন এরূপ গোলযোগ হইতেছে, তখন নিশ্চয়ই বিশিষ্ট কোন বিপদ ঘটিয়াছে। এরূপ অবস্থায় আমি আর স্থির থাকিতে পারি না; কি হইয়াছে, তাহা অন্তঃপুরের ভিতর গিয়া দেখিয়া আসি।" এই বলিয়া মন্ত্রী মহাশয় যেমন অন্তঃপুরের ভিতর গমন করিবার উদ্যোগ করিতেছেন, এরূপ সময় সেই ক্যাসবাক্স-বাহী দ্রুতবেগে অন্দর মহল হইতে বহির্গত হইয়া মন্ত্রী মহাশয়কে কহিল, "সর্ব্বনাশ হইয়াছে! কুমার বাহাদুর উপরের বারান্দা হইতে পড়িয়া গিয়াছেন। বোধ হইতেছে যে, তাঁহার হস্তপদ চূর্ণ হইয়া গিয়াছে, একজন ডাক্তার আনিবার নিমিত্ত কাহাকেও শীঘ্র পাঠাইয়া দিন।"

এই কথা শ্রবণ করিবামাত্র দাওয়ানজী মহাশয় কহিলেন, "আমি এখনই ডাক্তার লইয়া আসিতেছি।" এই বলিয়া কাগজ পত্র তাঁহার বাক্সের ভিতর বন্ধ করিয়া দ্রুতপদে বাড়ী হইতে বহির্গত হইয়া গেলেন।

দাওয়ানজী মহাশয় বাড়ী হইতে বহির্গত হইবার অতি অল্প সময় পরেই একখানি ব্রুহাম গাড়ী রাজবাটীর ভিতর প্রবেশ করিল। গাড়ী দেখিয়া সকলেই কহিলেন, "ডাক্তার আসিয়াছেন, আর ভয় নাই।"

গাড়ীখানি একবারে অন্তঃপুরের ভিতর প্রবেশ করিল, এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যে আরও একখানি গাড়ী আসিয়া উপনীত হইল; কিন্তু তৎক্ষণাৎ উভয় গাড়ীই পুনরায় বাড়ীর বাহির হইয়া গেল। গাড়ী বাহির হইয়া যাইবার

সঙ্গে সঙ্গে অন্তঃপুরের গোলযোগও একবারে কমিয়া গেল। সেই সময় যে সকল ভৃত্য অন্তঃপুরের ভিতর ছিল, তাহার মধ্যে কোন কোন ব্যক্তি বাহিরে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাদিগের মুখে সকলেই জানিতে পারিলেন যে, যে সময় রাজা মহাশয় দরবার গৃহে বসিয়াছিলেন, সেই সময় অন্তঃ-পুরের ভিতর তাঁহার এক বৎসর বয়স্ক একমাত্র কুমার বাহাদুর উপরের বারান্দায় খেলা করিতেছিলেন। খেলা করিতে করিতে বালক হঠাৎ কিরূপে নিম্নে পড়িয়া যায়, এবং তাহাতে সাংঘাতিকরূপে আঘাত প্রাপ্ত হয়। তাহার এখনও কোনমতে চেতনা সঞ্চার হয় নাই। ডাক্তার সাহেব আসিয়া উহাকে দর্শন করিবামাত্র উপদেশ দেন যে, এইস্থানে এই বালককে রাখিলে কোনরূপেই ইহার চিকিৎসা হইবে না। ইহাকে এখনই হাঁসপাতালে লইয়া যাওয়া আবশ্যক। এই বলিয়া ডাক্তার সাহেব নিজেই তাহাকে ক্রোড়ে করিয়া আপন গাড়ীতে উঠাইয়া লয়েন। রাজা মহাশয়ও ডাক্তার সাহেবের সহিত তাঁহার গাড়ীতে এবং রাণী ও এই বাটীর অপরাপর স্ত্রীলোকগণ সকলেই অপর আর একখানি গাড়ীতে উঠিয়া, এই বাড়ী পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন।

এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া সকলেই অতিশয় দুঃখিত হইলেন। কাহার কাহারও চক্ষু দিয়া অশ্রুজল নির্গত হইল। কেহ হাঁসপাতালে যাইবার নাম করিয়া বাড়ী হইতে বহির্গত হইয়া গেল। সেই সময় মন্ত্রী মহাশয় এসিষ্টেণ্ট সেক্রেটারী মহাশয়কে কহিলেন, "হঠাৎ কি ভয়ানক বিপদ উপস্থিত হইল দেখিলেন! আমি এইস্থানে আর অপেক্ষা করিতে পারিতেছি

না। আপনিও অদ্য গমন করুন, কল্য আগমন করিবেন। সেই সময় আপনার পাট ক্রয় করিতে যাইবার বন্দোবস্ত করিয়া দিব।" এই বলিয়া মন্ত্রী মহাশয় দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেলেন। এসিষ্টেন্ট সেক্রেটারী বাবুও নিতান্ত চিন্তিত অন্তঃকরণে আপন বাসায় প্রত্যাগমন করিলেন।

দশম পরিচ্ছেদ।

নূতন বিপদ—অপার ভাবনা।

পরদিবস নিয়মিত সময়ে এসিষ্টেণ্ট সেক্রেটারী মহাশয় পুনরায় রাজবাড়ীতে গমন করিলেন। অপরাপর দিবস রাজবাড়ীতে গমন করিলে তথায় যে লোকদিগকে দেখিতে পাইতেন, আজ আর তাহাদিগের কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিবার সময় একজন পরিচারকের সহিত সাক্ষাৎ হইল মাত্র। তাহাকে দেখিয়া এসিষ্টেণ্ট সেক্রেটারী বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "কুমার কেমন আছেন, কোন সংবাদ পাইয়াছ কি? রাজা সাহেব এখন কোথায় আছেন?" চাকর কোন প্রকার উত্তর প্রদান না করিয়া, বিষণ্ণবদনে দরবার গৃহ দেখাইয়া দিল। এসিষ্টেণ্ট সেক্রেটারী বাবুও তাহাকে আর কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া, এবং অপর কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া পূর্ব্বপরিচিত সেই দরবার গৃহে গিয়া উপস্থিত হইলেন।

সেক্রেটারী বাবু দেখিলেন, আজ দরবার গৃহ শূন্য। লোকজন প্রভৃতি আজ কেহই সে গৃহে নাই, কেবলমাত্র মন্ত্রী মহাশয় একাকী নিতান্ত বিষণ্ণবদনে বসিয়া রহিয়াছেন। এসিষ্টেণ্ট সেক্রেটারী বাবুকে দেখিয়া মন্ত্রী মহাশয় তাঁহাকে বসিতে কহিলেন। তিনি সেইস্থানে উপবেশন করিবামাত্র

মন্ত্রী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কুমার বাহাদুর কেমন আছেন? তিনি ভাল আছেন ত?"

উত্তরে মন্ত্রী মহাশয় কহিলেন, "কুমার বাহাদুরের কথা আর জিজ্ঞাসা করিবেন না। জানি না, জগদীশ্বর কি কারণে আমাদিগের উপর নিতান্ত নির্দ্দয় হইয়া গত রজনীতে কুমার বাহাদুরকে লইয়া গিয়াছেন। সেই শোকে সকলেই বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছেন, এই নিমিত্ত আজ আপনি আর কাহাকেও এখানে দেখিতে পাইতেছেন না। কেবল যে আমাকে দেখিতেছেন, সেও কেবল আপনার নিমিত্ত। অদ্য আপনার এইস্থানে আগমন করিবার কথা ছিল; আপনি আগমন করিয়া কাহাকেও দেখিতে না পাইলে মনে কি ভাবিবেন? এই বিবেচনায় আপনার অপেক্ষায় আমি এই স্থানে বসিয়া রহিয়াছি। এই ভয়ানক বিপদের পর আমি আর রাজা মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারি নাই, বা আপনাকে যে টাকা প্রদান করিতে হইবে, তাহাও তাঁহার নিকট হইতে চাহিয়া লইতে সমর্থ হই নাই। এদিকে আপনি যদি সেইস্থানে গমন করিতে বিলম্ব করেন, তাহা হইলেও বিশেষরূপে কার্য্যের ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা। এরূপ অবস্থায় কি করা কর্ত্তব্য, তাহা আমি কিছুই স্থির করিয়া উঠিতে পারিতেছি না।"

সেক্রেটারী। আপনি যাহা কহিলেন, তাহা সত্য। যে কার্য্যে আমাকে গমন করিতে হইতেছে, যত বিলম্বে সেই কার্য্যে গমন করিব, ততই কার্য্যের ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা। পাট আমদানীর সময় প্রায় শেষ হইয়া আসিতেছে। আরও

দশ পাঁচ দিবসের মধ্যে একরূপ আমদানী হইবে, পরে কিন্তু কম পড়িয়া আসিবে। আমদানী কমিয়া গেলে, এত পাট ক্রয় একবারেই অসম্ভব হইয়া পড়িবে।

মন্ত্রী। আপনি যাহা বলিতেছেন, তাহা ঠিক। বিলম্বে যে সবিশেষ ক্ষতি হইবে, তাহা আমি এইস্থানে বসিয়াই বেশ বুঝিতে পারিতেছি। আমদানী কমিয়া গেলে পাটের মূল্য অধিক হইবারই সম্ভাবনা। তদ্ব্যতীত আমাদিগের প্রয়োজনীয় সকল পাটই যে পাওয়া যাইবে, তাহারই বা ভরসা কি? যে পরিমাণ পাটের সাটা মহারাজ গ্রহণ করিয়াছেন, তাহার সমস্ত যদি তিনি প্রদান করিতে না পারেন, তাহা হইলে তাঁহার পক্ষে কি অপমান, তাহা একবার ভাবুন দেখি? আমার বিবেচনায় আপনি আর বিলম্ব করিবেন না, অদ্যই পাট ক্রয় করিবার স্থানে গমন করুন। সেইস্থানে গমন করিয়াই কিছু পাট ক্রয় করিতে পারিবেন না। আপনাদিগের থাকিবার স্থান ঠিক করিতে, পাট ক্রয় করিবার নিমিত্ত আপনাকে সাহায্য করিতে পারে, এরূপ লোকজন সংগ্রহ করিতে, এবং পাট ক্রয় করিয়া আপাততঃ তাহা কোথায় রাখিবেন, তাহার বন্দোবস্ত করিতে, অভাব পক্ষে আপনার দুই তিন দিবস অতীত হইয়া যাইবে। যে পর্য্যন্ত এই সকল বন্দোবস্ত ঠিক না হইবে, সেই পর্য্যন্ত পাট ক্রয় আরম্ভ করিতে সমর্থ হইবেন না। আপনি অদ্যই গমন করিয়া এই সকল বিষয় স্থির করিয়া লউন। এদিকে মহারাজার শোকাবেগও একটু কমিয়া যাউক। যেমন তিনি একটু প্রকৃতিস্থ হইবেন, অমনি আমি তাঁহার নিকট

হইতে টাকা চাহিয়া লইয়া আপনার নিকট পাঠাইয়া দিব। আর দুই তিন দিবসের মধ্যে যদি তাঁহাকে কোন কথা বলিবার সুযোগ নাই পাই, তাহা হইলেও আপনি টাকা পাইবেন। আমাদিগের হস্তে যে সকল তহবিল আছে,—তাহা হইতে কোন খরচ না করিলে দুই তিন দিবসের মধ্যে লক্ষ টাকা জমিয়া যাইবে। রাজা মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ না হইলে তাঁহার বিনা-অনুমতিতে আমি সেই টাকা পাঠাইয়া দিতে পারিব। অতএব সে বিষয়ে কিছুমাত্র চিন্তা নাই। আপনি আর কালবিলম্ব করিবেন না, অদ্যই এইস্থান হইতে গমন করিয়া যাহাতে সুচারুরূপে কার্য্য-নির্ব্বাহ করিতে পারিবেন, তাহার বন্দোবস্ত করুন।

মন্ত্রী মহাশয়ের কথা শ্রবণ করিয়া এসিষ্টেণ্ট সেক্রেটারী মহাশয় আর কালবিলম্ব করিতে পারিলেন না। তাঁহার প্রস্তাবে মত দিয়া, সেইদিবসই কলিকাতা পরিত্যাগ করিবেন, এইরূপ বলিয়া মন্ত্রী মহাশয়ের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। যাইবার সময় তাঁহার নিজের কার্য্যের বিষয় মন্ত্রী মহাশয়কে একবার কহিলেন। উত্তরে মন্ত্রী মহাশয় বলিলেন, "তাহার নিমিত্ত আপনাকে আর কোন কথা বলিতে হইবে না। আপনি আপনার রাজা মহাশয়কে পত্র লিখিয়া দিউন। যে দিবস তিনি আসিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন, সেই দিবসই আমি তাঁহার কার্য্য শেষ করিয়া দিব।"

বলা বাহুল্য, পাট ক্রয় করিতে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে যে সকল বন্দোবস্ত করিবার প্রয়োজন, সেই সকল বন্দোবস্ত করিয়া লইবার নিমিত্ত এসিষ্টেণ্ট সেক্রেটারী বাবু সেইদিবস

রাত্রিতেই কলিকাতা পরিত্যাগ করিলেন। কলিকাতা পরিত্যাগ করিবার পূর্ব্বে তাঁহার মনিবকে এক পত্র লিখিয়া জানাইলেন যে, টাকার সমস্তই ঠিক হইয়া গিয়াছে। তাঁহার পরিচিত জনৈক উকীলের বাড়ীতে দলিল লেখাপড়া হইতেছে। এক মাসের মধ্যে কলিকাতায় আসিয়া যে দিবস সেই দলিল তিনি রেজেষ্টারী করিয়া দিবেন, সেই দিবসই টাকা প্রাপ্ত হইবেন। রাজা মহাশয়কে যেরূপভাবে পত্র লিখিলেন, তাঁহার সর্ব্বপ্রধান কর্ম্মচারীকেও সেইরূপ ভাবে আর এক পত্র লিখিলেন। অধিকন্তু তাঁহাকে এই লিখিয়া দিলেন যে, রাজা মহাশয়ের কলিকাতায় আগমনের দিবস স্থির হইলে, তারযোগে যেন তাঁহাকে পূর্ব্বে সংবাদ প্রদান করা হয়।

এদিকে এসিষ্টেন্ট সেক্রেটারী বাবু তাঁহার ভ্রাতার সহিত এইরূপ বন্দোবস্ত করিয়া গেলেন যে, তাঁহার নামে যে সকল পত্রাদি আসিবে, তাহা তিনি খুলিয়া পাঠ করিবেন। তাহার মধ্যে যদি কোন বিশেষ প্রয়োজনীয় বিষয় না থাকে, তাহা হইলে সেই সকল পত্রাদি এসিষ্টেন্ট সেক্রেটারী বাবুর নিকট পাট ক্রয় করিবার স্থানে পাঠাইয়া দিবেন; সেইস্থান হইতে তিনি উহার উত্তর লিখিয়া দিবেন। কোন পত্রে যদি কোন সবিশেষ প্রয়োজনীয় কর্ম্মের উল্লেখ থাকে, বা রাজা মহাশয়ের কলিকাতায় আসিবার দিন স্থির করিয়া যদি কেহ কোন পত্র লেখেন, তাহা হইলে তাঁহাকে তারযোগে সংবাদ প্রদান করিলে যত শীঘ্র পারেন, তিনি কলিকাতায় আগমন করিবেন। এইরূপ ভাবে বন্দোবস্ত করিয়া তিনি কলিকাতা পরিত্যাগ করিলেন।

সময়মত এসিষ্টেন্ট সেক্রেটারী বাবু পাট ক্রয় করিবার বন্দোবস্ত করিতে সিরাজগঞ্জে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সেইস্থানে উপস্থিত হইয়াই মন্ত্রী মহাশয়কে এক পত্র লিখিলেন।

এসিষ্টেন্ট সেক্রেটারী বাবু ইতিপূর্ব্বে আর কখন সিরাজগঞ্জে পদার্পণ করেন নাই। সুতরাং সেই স্থানে তিনি সম্পূর্ণরূপে অপরিচিত হইলেও, ক্রমে ক্রমে সমস্ত কার্য্যের বন্দোবস্ত ঠিক করিয়া লইতে লাগিলেন। যে স্থানে থাকিলে পাট খরিদ করিবার বিশেষরূপ সুযোগ ঘটিবার সম্ভাবনা হয়, এরূপ স্থান দেখিয়া তাঁহার থাকিবার স্থান স্থির করিয়া লইলেন, যেরূপ লোকজন নিযুক্ত করিলে ঐ পাট খরিদ কার্য্য অনায়াসেই সম্পন্ন করিতে সমর্থ হইবেন, বাছিয়া বাছিয়া ও বিশেষরূপ বিবেচনা করিয়া সেইরূপ লোকজন নিযুক্ত করিতে আরম্ভ করিলেন। পাট খরিদ হইলে যে স্থানে উহা রাখিতে হইবে অনেক দেখিয়া শুনিয়া সেইরূপ একটী স্থানেরও বন্দোবস্ত করিলেন। এই সকল কার্য্য শেষ করিতে প্রায়ই ৩।৪ দিবস অতীত হইয়া গেল, এইরূপে পাট ক্রয় করিতে আরম্ভ করিতে হইলে যে সকল বন্দোবস্তের বিশেষ প্রয়োজন, তাহার সমস্তই স্থির করিয়া মন্ত্রী মহাশয়কে দ্বিতীয় পত্র লিখিলেন। কিন্তু কোন পত্রেরই কোন উত্তর না পাইয়া টাকা পাঠাইয়া দিবার নিমিত্তই উপর্য্যুপরি আরও দুই একখানি পত্র লিখিলেন; কিন্তু তাহারও কোন উত্তর আসিল না। এইরূপে তিন চারি দিবসের পরিবর্ত্তে ক্রমে আট দশ দিবস অতীত হইয়া গেল, তথাপি টাকাও আসিল না, বা পত্রের উত্তরও পাইলেন না। তখন কি করা কর্ত্তব্য, তাহার কিছুই স্থির করিতে

না পারিয়া এক টেলিগ্রাফ করিলেন। তাহারও কোনরূপ উত্তর না পাইয়া, সেক্রেটারী বাবু অতিশয় চিন্তিত হইলেন। এইরূপে প্রায় পনর দিবস বিনাকার্য্যে অতিবাহিত হইয়া গেল। পাটের আমদানী ক্রমে কমিয়া আসিতে লাগিল। তখন অনন্যোপায় হইয়া সমস্ত বিষয় বিবৃত করিয়া আপনার ভ্রাতাকে এক পত্র লিখিলেন। সেই পত্রের উত্তরে তাঁহার ভ্রাতার নিকট হইতে অবগত হইলেন, "যে বাড়ীতে রাজা মহাশয় বাস করিতেন, তথায় গমন করিয়া দেখিলাম যে, সেই বাড়ীতে এখন লোকজন কেহই বাস করে না, তাহার সদর দ্বার তালাবদ্ধ আছে। রাজা মহাশয় উক্ত বাড়ী পরিত্যাগ করিয়া যে কোথায় গমন করিয়াছেন, তাহাও সেখানকার কেহই বলিতে পারিল না।"

ভ্রাতার নিকট হইতে এই সকল বিষয় অবগত হইয়া সেক্রেটারী বাবু যে কতদুর ভাবিত হইলেন, তাহা আর কি বলিব? কখনও ভাবিলেন, রাজা মহাশয় কোথায় উঠিয়া গেলেন, তাহা কিরূপে স্থির করিব? কখনও ভাবিলেন, এত বড় একটা রাজা মনের কষ্টে যদি সেই বাড়ী পরিত্যাগ করিয়াই থাকেন, তাহা হইলে তিনি যে কোথায় উঠিয়া গিয়াছেন, তাহা অনায়াসেই জানিতে পারা যাইবে। আবার ভাবিলেন, যদি রাজা মহাশয়ের কোনরূপ সন্ধান না করিয়া উঠিতে পারি, তাহা হইলে মনিবের নিকট যে কিরূপ লজ্জিত ও লাঞ্ছিত হইব, তাহা বলিতে পারি না। তাহার উপর আমার নিজের পাঁচ হাজার টাকা আদায় হইবার উপায় কি? কখনও ভাবিলেন, পূর্ব্বে শুনিতাম যে, কলিকাতা

জুয়াচোরে পরিপূর্ণ। ইহা ত সেই প্রকার কোন জুয়াচোরের খেলা নহে? আবার ভাবিলেন যে, এত বড় বাড়ী, এত লোকজন কি কখনও জুয়াচোরের সম্ভবে? এইরূপ নানা-প্রকার চিন্তা করিতে করিতে এসিষ্টেণ্ট সেক্রেটারী বাবু সিরাজগঞ্জ পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতায় আগমন করিলেন।

পরদিবস অতি প্রত্যূষে সেক্রেটারী বাবু আপনার ভ্রাতা ও অপরাপর দুই একজন বন্ধুবান্ধবকে সঙ্গে লইয়া যে বাড়ীতে রাজা বাস করিতেন, সেই বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন যে, দ্বারে একমাত্র দ্বারবান্ ভিন্ন সেই বাড়ীর ভিতর জনমানব কেহই নাই। বাড়ীর সম্মুখে লেখা আছে যে, এই বাড়ী ভাড়া দেওয়া যাইবে। এই অবস্থা দেখিয়া সেক্রেটারী বাবু সেই দ্বারবান্‌কে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই বাড়ীতে যে রাজা মহাশয় বাস করিতেন, তিনি এখন কোথায় গমন করিয়াছেন?"

দ্বারবান্। কে এই বাড়ীতে বাস করিত, তাহা আমি জানি না। যে পর্য্যন্ত আমি কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছি, সেই পর্য্যন্ত এ বাড়ী খালিই দেখিতেছি।

এসিষ্টেণ্ট সেক্রেটারী। কতদিন হইতে তুমি কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছ?

দ্বারবান্। দিন পনর হইবে।

সেক্রেটারী। কে তোমাকে নিযুক্ত করিয়াছে?

দ্বারবান্। যাঁহার বাড়ী, তিনিই আমাকে কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়াছেন।

সেক্রেটারী। যাঁহার বাড়ী তাঁহার নাম কি?

দ্বারবান্। নাম আমি বলিতে পারি না। তাঁহার থাকিবার বাড়ী জানি—সুকিয়া ষ্ট্রীটে তাঁহার বাড়ী। আমাকে আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবেন না। আপনি যেরূপ ভাবে আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, এইরূপ ভাবে কত লোক যে প্রত্যহ আসিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করে, তাহা আর কি বলিব? সকলের কথার উত্তর দিতে দিতে আমি জ্বালাতন হইয়া গিয়াছি। ঐ দেখুন—একটী লোক আসিতেছেন, উনি প্রায় প্রত্যহই আসিয়া আমাকে এইরূপে জ্বালাতন করেন।

দ্বারবান্ এই কথা বলিলে পর সেই লোকটী আসিয়া সেইস্থানে উপস্থিত হইনেন, এবং এসিষ্টেণ্ট সেক্রেটারী বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়! আপনারা এখানে কাহার অনুসন্ধান করিতেছেন?"

সেক্রেটারী। এই বাটীতে যে রাজা মহাশয় বাস করিতেন, তাঁহারই অনুসন্ধান করিতেছি।

আগন্তুক। রাজা মহাশয়ের কোন সন্ধান করিয়া উঠিতে পারিয়াছেন কি?

সেক্রেটারী। তাঁহার অনুসন্ধানের নিমিত্ত এইমাত্র আমরা এখানে আগমন করিতেছি, এবং এই বাড়ীর অবস্থা দেখিয়া, রাজা মহাশয় কোথায় উঠিয়া গিয়াছেন, তাহাই দ্বারবানকে জিজ্ঞাসা করিতেছি; এমন সময় আপনি আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন।

আগন্তুক। রাজা মহাশয়ের অনুসন্ধানে আপনারা এইমাত্র আসিয়াছেন, আমি কিন্তু গত পনর দিবস হইতে তাঁহার অনুসন্ধান করিয়া ফিরিতেছি; এ পর্য্যন্ত কোনরূপ সন্ধান করিয়া উঠিতে পারি নাই।

সেক্রেটারী। আপনি কি নিমিত্ত রাজা মহাশয়ের সন্ধান করিয়া ফিরিতেছেন?

আগন্তুক। সে দুঃখের কথা আপনাকে আর কি বলিব? আমার নিকট হইতে তিনি প্রায় সহস্র টাকা মূল্যের কাপড় ক্রয় করিয়াছেন, কিন্তু একটীমাত্র পয়সাও এ পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হই নাই। যে তারিখে আমাকে টাকা দিবার কথা ছিল, সেই তারিখে আসিয়া দেখি যে, এ বাটী খালি পড়িয়া রহিয়াছে। ইহাতে না আছেন রাজা, না আছেন তাঁহার লোকজন।

সেক্রেটারী। এত বড় একটা রাজা এই বাড়ী হইতে উঠিয়া অপর কোন বাড়ীতে গমন করিয়াছেন, তাহার সন্ধান হইবে না, ইহাও বড় আশ্চর্য্যের কথা!

আগন্তুক। আমি এখন যেরূপ জানিতে পারিতেছি, তাহাতে আমার বোধ হইতেছে যে, এ বাড়ীতে কোন রাজা কোন সময়েই বাস করেন নাই। রাজা বলিয়া যে এই বাড়ীতে বাস করিত, সে একজন জুয়াচোর, এবং মন্ত্রী, দাওয়ান প্রভৃতি যত লোকজন এই বাড়ীতে থাকিত, তাহারা সকলেই সেই জুয়াচোরের দলের লোক।

সেক্রেটারী। আপনি কি বলেন মহাশয়! ইহারা কি সকলেই জুয়াচোর? যদি ইহারা জুয়াচোর হয়, তাহা হইলে ইহারা আমার কি সর্ব্বনাশই করিল।

আগন্তুক। কেন মহাশয়! আপনার নিকট হইতেও উহারা কিছু লইয়াছে নাকি?

সেক্রেটারী। নিতান্ত কিছু নহে মহাশয়! পাঁচ হাজার

টাকা লইয়াছে! আপনি কি ঠিক জানিতে পারিয়াছেন যে, উহারা জুয়াচোর ?

আগন্তুক। আমি যতদূর অবগত হইতে পারিয়াছি, তাহাতে ঠিক বলিয়াই বোধ হয়।

সেক্রেটারী। আপনার নিকট হইতে কাপড় ক্রয় করিবার কালে কোন দালাল দালালী করিয়াছিল কি ?

আগন্তুক। ইহার ভিতর একজন দালাল ছিল বটে; কিন্তু তাহারও আর কোনরূপ সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না, সেও এখন পলাতক।

সেক্রেটারী। সেই দালালের নাম আপনি কি জানেন ?

আগন্তুক। সে আমাদিগের বাজারের দালাল। তাহাকে বহুদিবস হইতে আমি চিনি, তাহার নাম ভগবান দাস।

সেক্রেটারী। আমারও দালাল ছিল—ভগবান দাস। ভগবান দাসকে পাওয়া যাইতেছে না? সেও কি পলায়ন করিয়াছে? কি সর্ব্বনাশ! মনে মনে এ পর্য্যন্ত যাহার ভরসা করিতেছিলাম, সেও জুয়াচোর? কি ভয়ানক! এ জগতে কাহাকে বিশ্বাস করিব ?

আগন্তুক। আপনিও দেখিতেছি, আমার মত ভগবান দাসকে বিশ্বাস করিয়াছিলেন।

সেক্রেটারী। যেমন বিশ্বাস করিয়াছিলাম, তেমনই তাহার উপযুক্ত ফল প্রাপ্ত হইলাম। যাহা হউক, এখন এই বাড়ী যাঁহার, চলুন দেখি মহাশয়! একবার তাঁহার নিকট গমন করি। তাঁহার বাড়ী কে ভাড়া লইয়াছিল, তাহার যদি তিনি কোনরূপ সন্ধান বলিয়া দিতে পারেন।

আগন্তুক। তাহা দেখিতে কি আর আমি বাকি রাখিয়াছি মহাশয়! বাড়ীওয়ালা বাবু আমাদিগের প্রয়োজনীয় কোন সংবাদই প্রদান করিতে পারেন না। তিনি বলেন যে, একদিবস একজন লোক তাঁহার নিকট আগমন করেন, এবং এক মাসের ভাড়া অগ্রিম দিয়া এই বাড়ী এক মাসের নিমিত্ত গ্রহণ করেন; কিন্তু একমাস পূর্ণ হইতে না হইতেই কাহাকেও কিছু না বলিয়া চলিয়া যান। এই কথা যখন তিনি জানিতে পারেন, সেই সময় যাহাতে এই খালি বাড়ী কেহ কোনরূপে নষ্ট করিতে না পারে, এই নিমিত্ত এই দরোয়ানকে এইস্থানে নিযুক্ত করিয়া রাখিয়া দিয়াছেন। যে ব্যক্তি এই বাড়ী ভাড়া লইয়াছিল, তাহাকে পূর্ব্বে তিনি কখনও দেখেন নাই, বা তাহার নামও অবগত নহেন; কিন্তু যদি পুনরায় তাহাকে তিনি দেখিতে পান, তাহা হইলে তাহাকে চিনিতে পারিবেন।

সেক্রেটারী। সে উপায়ও নাই। তবে এখন কি করা যায় মহাশয়?

আগন্তুক। ভাবিয়া চিন্তিয়া আমি ত কোন উপায়ই দেখিতেছি না।

সেক্রেটারী। তবে কি আমাদিগের এতগুলি টাকা মারা যাইবে?

আগন্তুক। টাকা মারা যাইবে, বলিতেছেন কি মহাশয়! মারা ত গিয়াছে। টাকা আদায়ের আমি কোন উপায়ই দেখিতে পাইতেছি না।

উভয়ের মধ্যে এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছে, এরূপ সময়ে অপর

এক ব্যক্তি আসিয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইল, ও সেক্রেটারী মহাশয়কে সেইস্থানে দেখিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনারা এখানে কাহার অনুসন্ধানের নিমিত্ত আসিয়াছেন?"

সেক্রেটারী। রাজা সাহেবের অনুসন্ধানে আমরা এইস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি, তুমিও কি তাঁহার অনুসন্ধান করিতে আসিয়াছ?

নবাগত। হাঁ মহাশয়, আমিও আজ কয়েক দিবস পর্য্যন্ত তাঁহার অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইতেছি, কিন্তু কোন স্থানে তাহাদিগের কিছু অনুসন্ধান করিয়া উঠিতে পারিতেছি না।

সেক্রেটারী। কেন তুমি তাহাদিগের অনুসন্ধান করিতেছ? তুমিও কি তাহাদিগের কর্ত্তৃক কোন প্রকারে প্রতারিত হইয়াছ?

নবাগত। হাঁ মহাশয়! উহারা আমার বিশেষরূপে সর্ব্বনাশ করিয়াছে, আমি উহাদিগের কর্ত্তৃক বিশেষরূপে প্রতারিত হইয়াছি।

সেক্রেটারী। তুমি কিরূপে প্রতারিত হইয়াছ, তুমিও কি পাট খরিদ করিতে গমন করিয়াছিলে?

নবাগত। না মহাশয়, আমি পাট খরিদ করিতে যাই নাই।

সেক্রেটারী। তবে কি তোমার নিকট হইতে উহারা কাপড় খরিদ করিয়াছিল?

নবাগত। না মহাশয়, আমার কাপড়ের দোকান নাই, বা আমার নিকট হইতে উহারা কাপড় খরিদ করিয়া আমাকে প্রতারিত করে নাই।

সেক্রেটারী। তাহা হইলে তুমি কিরূপে প্রতারিত হইয়াছ?

নবাগত। আপনি রাজা সাহেবের বাড়ীর ভিতর নিশ্চয়ই গমন করিয়াছিলেন ?

সেক্রেটারী। অন্দরের ভিতর যাই নাই কিন্তু সদরের সমস্ত স্থানই প্রায় দেখিয়াছি।

নবাগত। ঐ সকল স্থান কিরূপ সজ্জিত ছিল ?

সেক্রেটারী। উত্তম উত্তম তৈজস-পত্র দ্বারা ভালরূপেই সজ্জিত ছিল।

নবাগত। এই বাড়ীতে যত দ্রব্য দেখিয়াছেন, সমস্তই আমার। আমার নিকট হইতে ঐ সকল দ্রব্য এক মাসের জন্য ভাড়া করিয়া আনিয়া এই বাড়ী সুসজ্জিত করা হয়। ঐ সকল দ্রব্যাদির নিমিত্ত যে ভাড়া দেওয়ার কথা ছিল, তাহা দেওয়া দূরে থাক, আজ কয় দিবস হইতে তাহাদিগের কাহাকেও দেখিতে পাইতেছি না। আমার বোধ হয়, ঐ সকল দ্রব্যাদির সহিত উহারা এই স্থান পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে।

সেক্রেটারী। উহারা যে কোথায় গিয়াছে, তাহার কিছু তথ্য কি জানিতে পারিয়াছ ?

নবাগত। না, মহাশয়।

সেক্রেটারী। তুমি ঐ সকল দ্রব্য কেন দিয়াছিলে ?

নবাগত। আমরা ঐরূপ দিয়া থাকি। ইহাই আমাদিগের ব্যবসা। ইহার কর্ম্মচারীগণ ইহাকে মফস্বলের জনৈক রাজা বলিয়া আমার নিকট পরিচয় প্রদান করে ও কহে, কন্যার বিবাহ উপলক্ষে তিনি কলিকাতায় আগমন করিয়া বাড়ী ভাড়া করিয়াছেন, এক মাসের মধ্যেই বিবাহ শেষ হইয়া যাইবে। বিবাহের পরে আমার দ্রব্যাদি ফিরাইয়া দিবেন ও ভাড়ার টাকা মিটাইয়া

দিয়া আপন দেশে গমন করিবেন। উহাদিগের কথায় বিশ্বাস করিয়া আমি দ্রব্যাদি প্রদান করিয়াছিলাম। কিন্তু এখন এইরূপ বিপদে ঠেকিয়াছি।

সেক্রেটারী। তিনি কোন স্থানের রাজা তাহা আপনাকে বলিয়াছিলেন কি ?

নবাগত। না, কেবল মাত্র এই কথা বলিয়াছিলেন, যে তিনি মফস্বলের রাজা, কিন্তু কোন্ স্থানের তাহা স্পষ্ট করিয়া বলেন নাই।

সেক্রেটারী। এই জুয়াচোর দলের হস্তে দেখিতেছি আপনিও পড়িয়াছেন এবং উহারা আপনারও সর্ব্বনাশ করিয়াছে।

এইরূপ উভয়ের মধ্যে কথাবার্ত্তা হইবার পর, সেই আগন্তুক দোকানদারদ্বয়ের নাম ও ঠিকানা জানিয়া লইয়া এসিষ্টেণ্ট সেক্রেটারী বাবু নিতান্ত দুঃখিতমনে ও চিন্তিতান্তঃকরণে আপন বাসায় প্রত্যাগমন করিলেন। বাসায় গিয়া অপরাপর বন্ধু বান্ধবদিগকে এই সকল কথা বলিলেন। যিনি এই সকল কথা শুনিলেন, তিনিই সেক্রেটারী বাবুর দুঃখে দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন, এবং অতঃপর কোন্ উপায় অবলম্বন করিলে অর্থগুলির পুনরুদ্ধার ও অপরাধীগণ দণ্ডিত হইতে পারে, সকলে মিলিয়া সেই বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। পরিশেষে ইহাই স্থিরীকৃত হইল যে, পুলিসের সর্ব্বপ্রধান কর্ম্মচারীর সাহায্য গ্রহণ করিতে না পারিলে কিছুই হইতে পারিবে না। এইরূপ পরামর্শ স্থিরীকৃত হইলে কলিকাতার পুলিসের সর্ব্বপ্রধান কর্ম্মচারীর সহিত যে প্রধান লোকের বিশেষরূপ আলাপ পরিচয় আছে, এরূপ কোন

একজন গণ্য মান্ত লোকের সহায়তায় তিনি পুলিসের সাহায্য প্রাপ্ত হইবার উপায় স্থির করিতে লাগিলেন। এদিকে সমস্ত অবস্থা বর্ণন করিয়া এসিষ্টেণ্ট সেক্রেটারী বাবু তাঁহার মনিব রাজা মহাশয়কে পত্র লিখিলেন, এবং তাঁহাকে আপাততঃ কলিকাতায় আসিতে নিষেধ করিলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

"ভায়ারও ফলার?"

পুলিসের হস্তে কোনরূপে এই মোকদ্দমার ভার যাহাতে অর্পিত হইতে পারে, এসিষ্টেণ্ট সেক্রেটারী বাবু প্রাণপণে তাহার চেষ্টা দেখিতে লাগিলেন। কারণ, যেরূপ ভাবে তাঁহাকে লোভ দেখাইয়া জুয়াচোরগণ তাঁহার নিকট হইতে পাঁচ হাজার টাকা বাহির করিয়া লইয়াছে, তাহা নিতান্ত সহজ অপরাধ না হইলেও আইন অনুসারে একায়েক অনুসন্ধান করিবার ক্ষমতা সেই সময় কোন পুলিস-কর্ম্মচারীর ছিল না। এখন যে আইনমতে কার্য্য হইতেছে, সেই আইনের পরিবর্ত্তন সেই সময় ঘটে নাই, সুতরাং ম্যাজিষ্ট্রেট বা ম্যাজিষ্ট্রেটের ভারপ্রাপ্ত কোন পুলিস-কর্ম্মচারীর আদেশ ব্যতীত অপর কোন পুলিস-কর্ম্মচারী এই অনুসন্ধানে সেই সময় লিপ্ত হইতে পারিতেন না, একথা বোধ হয়, অনেক পাঠকই অবগত আছেন।

যে সকল লোকের সহানুভূতি প্রাপ্ত হইলে পুলিসের হস্তে এই অনুসন্ধানের ভার অর্পিত হইতে পারিবে, এসিষ্টেণ্ট সেক্রেটারী বাবুর বন্ধু-বান্ধবগণ তাহার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সেক্রেটারী বাবু সেই দিবসই আহারাদির পর বড়বাজারে সেই দোকানদারের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন।

দোকানে গিয়া দেখিলেন যে, সেক্রেটারী বাবুর মত যিনি হাজার টাকা জলাঞ্জলি দিয়াছেন, তিনও একজন

নিতান্ত সামান্ত দোকানদার নহেন। ইনি শাল, চেলি, প্রভৃতি মূল্যবান্ কাপড় সকল বিক্রয় করিয়া থাকেন। সেক্রেটারী বাবুকে দেখিবামাত্র তিনি চিনিতে পারিলেন, তাঁহাকে আপন দোকানে বসাইয়া কিরূপে তাঁহার নিকট হইতে জুয়াচোরগণ একবারে পাঁচ হাজার টাকা গ্রহণ করিতে সমর্থ হইল, তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন। উত্তরে সেক্রেটারী বাবু যেরূপ অবস্থায় পড়িয়া পাঁচ হাজার টাকা তাহাদিগের হস্তে অর্পণ করিয়াছিলেন, তাহা আনুপূর্ব্বিক বিবৃত করিলেন। এসিষ্টেণ্ট সেক্রেটারী মহাশয়ের এই কথা শ্রবণ করিয়া দোকানদার মহাশয় আরও বিস্মিত হইলেন ও কহিলেন, "জুয়াচোরগণ না করিতে পারে, এরূপ কার্য্যই প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না!"

সেক্রেটারী। আমার বাড়ী বঙ্গদেশে. কলিকাতায় আমি প্রায়ই থাকি না। সুতরাং জুয়াচোরগণের হস্তে পতিত হওয়া আপনার পক্ষে একেবারে অসম্ভব নহে; কিন্তু আপনি কলিকাতায় থাকিয়া, বিশেষতঃ বড় বাজারের দোকানদার হইয়া কিরূপে উহাদিগের হস্তে পতিত হইলেন?

দোকানদার। বিশ্বাস। বিশ্বাসের উপর নির্ভর না করিলে কোন প্রকারেই আমাদিগের এই কার্য্য চলিতে পারে না। সুতরাং সেই বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া সময় সময় আমাদিগকে এইরূপ লোক্‌সানও দিতে হয়।

সেক্রেটারী। কি ছল অবলম্বন করিয়া আপনার নিকট হইতে উহারা বস্ত্রাদি আত্মসাৎ করিতে অসমর্থ হইল, যদি কোন বাধা না থাকে, অনুগ্রহ পূর্ব্বক বলিতে পারেন কি?

দোকানদার। সর্ব্বপ্রথমে যে ব্যক্তি আপনাকে এই কার্য্যে লওয়াইয়াছিল, সেই ব্যক্তি কর্ত্তৃক আমরাও এইরূপে প্রতারিত হইয়াছি। ভগবান দাস এই বাজারের একজন পুরাতন দালাল, সে আমাদিগের দোকান হইতে সময় সময় অনেক বস্ত্রাদি তাহার আনীত গ্রাহকগণের নিকট বিক্রয় করাইয়া দিয়াছে। তাহাতে সেও কিছু পাইয়াছে, আমরাও দু' পয়সা লাভ করিয়াছি; সুতরাং তাহার কথায় আমরা হঠাৎ অবিশ্বাস করিতে না পারিয়া এইরূপে প্রতারিত হইয়াছি।

সেক্রেটারী। সে কিরূপ উপায় অবলম্বন করিয়া আপনা-দিগকে প্রতারিত করিল?

দোকানদার। একদিবস সে আসিয়া আমাকে কহিল, "মফস্বল হইতে একজন রাজা আসিয়া কিছুদিবস হইতে এই কলিকাতা সহরে বাস করিতেছেন, কোন কার্য্য গতিতে আমাকে সেইস্থানে গমন করিতে হয়। সেই সুযোগে রাজা মহাশয় ও মন্ত্রী মহাশয় প্রভৃতির সহিত আমার আলাপ পরিচয় হইয়াছে। রাজা মহাশয়ের সহিত রাণীও এইস্থানে আগমন করিয়াছেন, তাঁহার দুই একখানি বেনারসী শাটীর আবশ্যক। রাজা মহাশয় আমাকে বলিয়া দিয়াছেন যে, যদি কোন দোকানদারের সহিত আমার আলাপ পরিচয় থাকে, তাহা হইলে ভাল ভাল কয়েকখানি বেনারসী শাটীর সহিত সেই দোকানদারকে তাঁহার বাড়ীতে লইয়া যাইতে পারিলে ভাল হয়; কারণ, সেই বস্ত্র রাণী স্বচক্ষে দেখিয়া পরে ক্রয় করিবেন। যদি তাঁহার মনোনীত হয়, তাহা হইলে নগদ মূল্য প্রদান করিবেন।

নচেৎ বস্ত্র লইয়া দোকানদার আপন দোকানে চলিয়া আসিবেন।” দোকানদার হইয়া একথা শুনিবার পর আর কোন্ ব্যক্তি স্থির থাকিতে পারে? প্রায় এক হাজার টাকা মূল্যের চারি পাঁচখানি ভাল ভাল শাটী লইয়া তৎক্ষণাৎ ভগবান দাসের সহিত সেই রাজবাটীতে গমন করিলাম। বাড়ীর অবস্থা দেখিয়া এবং লোকজন প্রভৃতির অবস্থা দেখিয়া আমার মনে প্রত্যয় হইল যে, প্রকৃত রাজা না হইলেও কোন একজন বড়-লোক আসিয়া এই বাড়ীতে যে বাস করিতেছেন, তাহার আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। ভগবান দাস ক্রমে আমাকে মন্ত্রী মহাশয়ের নিকট লইয়া গেল। মন্ত্রী মহাশয় রাজা মহাশয়কে সংবাদ প্রদান করিলে তিনি অন্তঃপুর হইতে বাহিরে আগমন করিয়া আমার সহিত নানাপ্রকার কথা বার্ত্তা কহিলেন, এবং পরিশেষে আমার নিকট হইতে শাটী কয়েকখানি লইয়া প্রথমে তিনি উহার মূল্য জিজ্ঞাসা করিলেন। বলা বাহুল্য, সুযোগ বুঝিয়া সেই হাজার টাকা মূল্যের শাটী কয়েকখানির মূল্য দেড় হাজার টাকা বলিয়া দিলাম। তাহাতেও রাজা মহাশয়ের ভাব দেখিয়া বোধ হইল যে, শাটী কয়খানিই রাজা মহাশয়ের মনোনীত হইয়াছে। মনুষ্যের আশার কিছুতেই নিবৃত্ত হয় না। রাজা মহাশয়ের ভাব-গতি দেখিয়া মনে করিলাম, সেই কয়খানিমাত্র শাটী ভিন্ন আরও অনেক দ্রব্য ইহার নিকট বিক্রয় করিতে পারিব, এবং এই সুযোগে বেশ দশ টাকা লাভও করিয়া লইব। মনে মনে এইরূপ ভাবিতেছি, এরূপ সময়ে রাজা মহাশয় আমাকে কহিলেন, “আপনার আনীত শাটী কয়েকখানি

মন্দ নয়, ইহা আমার বেশ মনোনীত হইয়াছে। কিন্তু যিনি ইহা পরিধান করিবেন, তাঁহাকে একবার দেখাইয়া ইহা ক্রয় করাই কর্ত্তব্য। যদি আপনার কোনরূপ আপত্তি না থাকে, তাহা হইলে ইহা একবার অন্তঃপুরের ভিতর পাঠাইয়া দি!" রাজা মহাশয়ের কথা শ্রবণ করিয়া আমি কহিলাম, "আমার কোন আপত্তি নাই, আপনি স্বচ্ছন্দে ইহা অন্তঃপুরের ভিতর প্রেরণ করিতে পারেন।"

আমার কথা শ্রবণ করিয়া রাজা মহাশয় একজন পরিচাকরের দ্বারা উহা অন্তঃপুরের ভিতর প্রেরণ করিলেন, এবং পরিচারককে বলিয়া দিলেন, রাণীকে ইহা দেখাইয়া আন। আর জিজ্ঞাসা করিয়া আইস, ইহার মধ্যে কোন্ কোন্‌খানি তাঁহার পছন্দ হয়।

রাজা মহাশয়ের কথা শ্রবণ করিয়া বস্ত্র কয়েকখানি হস্তে গ্রহণ করিয়া পরিচারক অন্তঃপুরের ভিতর প্রবেশ করিল, এবং কিয়ৎক্ষণ পরে প্রত্যাগমন করিয়া কহিল, "রাণীমা পত্রাদি লিখিতে এখন অতিশয় ব্যস্ত আছেন। তিনি উক্ত বস্ত্র কয়েকখানি আপনার হস্তে গ্রহণ করিয়া একবার দেখিলেন, এবং আপনার নিকট রাখিয়া দিয়া কহিলেন, আমি এখন অতিশয় ব্যস্ত। সময়-মত আমি ইহা ভালরূপে দেখিব, এবং ইহার মধ্যে কোন্ কোন্‌খানি লইব, তাহা বলিয়া দিব। ইহা ব্যতীত আমার আরও যে সকল বস্ত্রের প্রয়োজন আছে, তাহাও আনিতে বলিব।"

পরিচারকের কথা শ্রবণ করিয়া রাজা মহাশয় আমাকে কহিলেন, "যখন রাণী বস্ত্র কয়েকখানি রাখিয়া দিয়াছেন,

তখন বোধ হয়, সমস্তগুলিই তাঁহার মনোনীত হইয়া থাকিবে। যাহা হউক, আপনি কতক্ষণ বসিয়া থাকিবেন। আপনি অদ্য গমন করুন, কল্য এই সময় পুনরায় আগমন করিবেন। ইহার মধ্যে যে যে বস্ত্র তাঁহার মনোনীত হয়, কল্য তাহার মূল্য লইয়া যাইবেন, এবং তাঁহার অপরাপর কি কি বস্ত্রের প্রয়োজন আছে, তাহাও শুনিয়া যাইবেন।

রাজা মহাশয়ের কথা শ্রবণ করিয়া সেইদিবস সেই বস্ত্র কয়েকখানি সেইস্থানে রাখিয়া আপনার দোকানে প্রত্যাগমন করিলাম। পুনর্ব্বার পরদিবস নিয়মিত সময়ে সেই স্থানে গিয়া উপস্থিত হইলাম। রাজা মহাশয় সেই সময় দরবার গৃহেই বসিয়াছিলেন, “আমাকে দেখিবামাত্র তিনি কহিলেন, “আপনার সমস্ত বস্ত্রই রাণীর মনোনীত হইয়াছে। তিনি উহা নিজের বাক্সের ভিতর বন্ধ করিয়া রাখিয়াছেন, আরও কিছু বস্ত্রের ফরমাইসও দিয়াছেন।” এই বলিয়া একটী ফর্দ্দ আমার হস্তে প্রদান করিলেন ও কহিলেন, “এই সকল বস্ত্র লইয়া আপনি পরশ্ব দিবস আগমন করিবেন, এবং আপনার সমস্ত টাকা লইয়া যাইবেন। কল্য আমার একটু সবিশেষ কার্য্য আছে, সুতরাং কল্য আসিলে আমার সহিত আপনার সাক্ষাৎ হইবে না।”

রাজা মহাশয়ের এই কথা শ্রবণ করিয়া, এবং লাভের আরও কিছু প্রত্যাশা করিয়া আমি রাজা মহাশয়ের প্রস্তাবে সম্মত হইলাম, এবং সেইদিবস আপন দোকানে প্রত্যাগমন করিলাম। তাহার পরদিবস রাজা মহাশয়ের প্রদত্ত ফর্দ্দ অনুযায়ী সমস্ত দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়া পুনর্ব্বার নিয়মিত সময়ে

রাজবাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইলাম। সেইস্থানে গিয়া যাহা দেখিলাম, তাহাতে আমার মস্তক ঘুরিয়া গেল, বুদ্ধিলোপ হইল, আমি সেইস্থানে বসিয়া পড়িলাম। দেখিলাম যে, সেই বাড়ী তখন শূন্য; লোকজন প্রভৃতি কেহই নাই। তথাপি এক পা দুই পা করিয়া বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিলাম। দরবার গৃহে গমন করিলাম; সেইস্থানে না আছেন রাজা, না আছেন মন্ত্রী, না আছেন অপর কোন ব্যক্তি। তাহার পর অন্তঃপুরের ভিতর গমন করিলাম, সে স্থানেও কাহাকে দেখিতে পাইলাম না। অধিকন্তু অন্তঃপুরের অবস্থা দেখিয়া বোধ হইল যে, সেইস্থানে কোন লোক কখন বাস করে নাই। এই অবস্থা দেখিয়া বিষণ্ণবদনে আপন দোকানে চলিয়া আসিয়া ভগবান দাসের অনুসন্ধান করিলাম। কিন্তু তাহাকেও আর কোনস্থানে দেখিতে না পাইয়া, আজ কয়েক দিবস পর্য্যন্ত তাহাদিগের সন্ধান করিয়া বেড়াইতেছি; কিন্তু কোনরূপ সন্ধানই করিয়া উঠিতে পারি নাই। এই ত মহাশয় আমার অবস্থা! এই অবস্থায় পড়িয়া আমি হাজার টাকা জলাঞ্জলি দিয়াছি।

দোকানদারের কথা শ্রবণ করিয়া এসিষ্টেণ্ট সেক্রেটারী মহাশয় আরও বিস্মিত ও ক্রোধান্বিত হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে কহিলেন, "ইহার প্রতিবিধানের নিমিত্ত পুলিসের সাহায্য লইলে হয় না?"

উত্তরে দোকানদার মহাশয় কহিলেন, "আমার অদৃষ্টে যে লোক্‌সান ছিল, তাহা হইয়াছে। ইহার নিমিত্ত আর থানা পুলিসের হাঙ্গাম করিতে চাহি না।"

দোকানদারের নিকট এই সকল অবস্থা অবগত হইয়া এসিষ্টেণ্ট সেক্রেটারী বাবু সন্ধ্যার পর আপন বাসায় প্রত্যাগমন করিলেন।

এদিকে এসিষ্টেণ্ট সেক্রেটারী যে ভদ্রলোকের সহানুভূতিতে পুলিসের সাহায্য পাইবার চেষ্টা করিতেছিলেন, তাঁহারই চেষ্টায় পুলিসের সর্ব্বপ্রধান কর্ম্মচারী এই জুয়াচুরি কাণ্ডের অনুসন্ধানের ভার গ্রহণ করিয়া জনৈক স্থানীয় ইন্‌স্পেক্টারকে ইহার যথাযথ রিপোর্ট করিতে আদেশ দিলেন। ইন্‌স্পেক্টার বাবুও সেই আদেশ প্রতিপালনের নিমিত্ত অনুসন্ধানে নিযুক্ত হইলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

রহস্য-ভেদ—অপরাধীর দণ্ড।

কয়েক দিবস অনুসন্ধানের পর অনুসন্ধানকারী ইন্‌স্পেক্টার বাবু তাঁহার অনুসন্ধান বিবরণী সর্ব্বপ্রধান কর্ম্মচারীর নিকট প্রেরণ করিলেন। তাঁহার অনুসন্ধানের ফল ক্রমে প্রকাশ হইয়া পড়িল। সেক্রেটারী বাবু প্রভৃতি সকলেই তাহা জানিতে পারিলেন। অনুসন্ধানের ফল জানিতে পারিয়া এসিষ্টেণ্ট সেক্রেটারী বাবু বিশেষরূপে অসন্তুষ্ট ও হতাশ হইলেন। ক্রমে সংবাদ পত্র সম্পাদকদিগের নিকটও সেই সংবাদ গিয়া উপস্থিত হইল।

যাহা হউক, ইন্‌স্পেক্টার বাবু অনুসন্ধান বিবরণীর সারমর্ম্ম এইরূপ ছিল :—

"যে বাড়ীতে রাজবাহাদুর ও তাঁহার লোকজন বাস করিত বলিয়া দরখাস্তে প্রকাশ আছে, সেই বাড়ীতে কখনও কোন রাজা বাস করেন নাই। কিছুদিবস পূর্ব্বে সেই বাড়ী কয়েকজন জুয়াড়ি দ্বারা অধিকৃত হইয়াছিল। তাহাদিগের মধ্যে অনেকেই পুলিসের নিকট পরিচিত। এসিষ্টেণ্ট সেক্রেটারী বাবুরও বোধ হয়, একটু আধটু জুয়াখেলা করা অভ্যাস আছে; নতুবা তিনি সেইস্থানে গমন করিয়া জুয়াড়িদিগের সহিত মিলিত হইবেন কেন? এসিষ্টেণ্ট সেক্রেটারী বাবুর পাঁচ হাজার টাকা উহাদিগের কর্ত্তৃক যে নষ্ট হইয়া

গিয়াছে, তাহার আর কিছুমাত্র ভুল নাই। কিন্তু দরখাস্তে বিবৃত উপায় অবলম্বনে অর্থাৎ পাট ক্রয় করিতে তাঁহাকে নিযুক্ত করিয়া তাহার জামিনস্বরূপ পাঁচ হাজার টাকা যে উঁহারা গ্রহণ করিয়াছে, তাহা আমার বোধ হয় না। অনুসন্ধানে আমি যতদূর অবগত হইতে পারিয়াছি, তাহাতে আমি নিশ্চয় বলিতে পারি যে, এসিষ্টেণ্ট সেক্রেটারী বাবু জুয়াখেলা করিয়া তাঁহার পাঁচ হাজার টাকা নষ্ট করিয়াছেন এবং পরিশেষে লোক লজ্জার ভয়ে এই এক অভিনব মিথ্যা উপায় বাহির করিয়া জুয়াড়িগণের নিকট হইতে যাহাতে টাকাগুলি আদায় করিতে পারেন. তাহার নিমিত্ত এই মিথ্যা অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছেন।”

এইরূপ অনুসন্ধানের ফল জানিতে পারিয়া সর্ব্বপ্রধান পুলিস-কর্ম্মচারী, সেক্রেটারী বাবু, সংবাদ-পত্রের সম্পাদকগণ কেহই সন্তুষ্ট হইলেন না। এসিষ্টেণ্ট সেক্রেটারী বাবু এ বিষয়ের পুনরায় ভালরূপ অনুসন্ধান হইবার নিমিত্ত পুনরায় আবেদন করিলেন। সংবাদপত্র সম্পাদকগণ, সেক্রেটারী বাবুর মতের পোষকতা করিয়া আপন আপন সংবাদপত্রে দীর্ঘ দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিতে লাগিলেন! সর্ব্বপ্রধান পুলিস-কর্ম্মচারীও কি জানি, কি ভাবিয়া সেই বিষয়ের পুনরায় অনুসন্ধানের ভার আমাদিগের হস্তে সমর্পণ করিলেন। আমরা এই অনুসন্ধানে লিপ্ত হইবার পরই পূর্ব্ব অনুসন্ধানকারী কর্ম্মচারী সম্বন্ধে অনেক রহস্য বাহির হইয়া পড়িল। সেই সকল রহস্য এইস্থানে প্রকাশ করা এ পুস্তকের উদ্দেশ্য নহে বলিয়া, তাহা পরিত্যক্ত হইল।

অনুসন্ধানে যতদূর অগ্রবর্ত্তী হইতে লাগিলাম, এসিষ্টেণ্ট সেক্রেটারী বাবুর দরখাস্ত-লিখিত বিবরণ সকল ততই প্রকৃত বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। অনুসন্ধানে জানিতে পারিলাম, রাজা কে, মন্ত্রী কে, দাওয়ান কে, এবং অপরাপর রাজ-কর্ম্মচারীই বা কাহারা। এই সমস্ত বিষয় অবগত হইয়া সেই জুয়াচোর দলের মধ্যস্থ সমস্ত লোকের নামে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট গ্রেপ্তারী ওয়ারেণ্ট প্রার্থনা করিলাম। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব আমাদিগের প্রার্থনা মঞ্জুর করিয়া সকলকেই ধৃত করিবার নিমিত্ত ও সকলের থাকিবার স্থান অনুসন্ধান করিবার নিমিত্ত ওয়ারেণ্ট প্রদান করিলেন।

সর্ব্বপ্রথমেই ধৃত হইলেন—দাওয়ানজী মহাশয়! ইহার বাসস্থান লক্ষ্ণৌ জেলায়, জাতিতে ইনি মুসলমান! এইরূপ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবার নিমিত্ত পূর্ব্বেও ইনি দুই একবার শ্রীঘরও দর্শন করিয়াছেন। ইহার বাক্সের ভিতর হইতে সেক্রেটারী বাবুর পাট ক্রয় কর্ম্মে নিযুক্ত হইবার আদেশ-পত্র, হ্যাণ্ডনোট প্রভৃতি কয়েকখানি কাগজ পাওয়া গেল।

দাওয়ানজী মহাশয় ধৃত হইবার পরই ধৃত হইলেন—মন্ত্রী মহাশয়। সেই সময় মাণিকতলায় একখানি বাড়ী ভাড়া করিয়া ইনি বাস করিতেছিলেন। ইহাঁর জন্মস্থান কলিকাতায়। এইরূপ ভাবে জুয়াচুরি করিয়া ইনি আজীবন কাটাইয়া আসিয়াছেন, পুলিসের সর্ব্বপ্রধান কর্ম্মচারী হইতে সর্ব্ব নিম্ন কর্ম্মচারী পর্য্যন্ত সকলের নিকটই ইনি উত্তমরূপে পরিচিত। কিন্তু এ পর্য্যন্ত কখন ইনি ধরা ছোঁয়ার ভিতর যান নাই। ইতিপূর্ব্বে ইনি যে সকল কার্য্য করিয়াছেন, তাহাতে ইনি

ধৃত হইলেও কখন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন নাই, ইহাঁর দলস্থিত অনেকেই কারাগার ভোগ করিয়াছে কিন্তু ইনি বরাবরই নিষ্কৃতি লাভই করিয়া আসিয়াছেন। ইহাঁর বাঁচিয়া যাইবার কারণ, ইহাঁর পয়সার জোর অনেক ছিল, এক এক মোকদ্দমায় বিস্তর পয়সা ইনি খরচ করিয়াছিলেন, এইরূপ শুনিতে পাওয়া যায়। ইহাঁর বাসস্থান অনুসন্ধান করিয়া রাজা মহাশয়ের সেই রাজপরিচ্ছদ ও লক্ষ লক্ষ টাকা পরিপূর্ণ ক্যাসবাক্স প্রাপ্ত হইলাম। তাহার ভিতর তখনও দুই তাড়া নোট ছিল। পূর্ব্ববর্ণিত ভাবে করেন্সী অফিসের নোটের তাড়ার মত ইহাও লাল সূতায় সেলাই করা; এবং উপরে এক একখানি হাজার টাকার নোট দেখা যাইতেছে। সেই তাড়া দুইটী হস্তে গ্রহণ করিয়া উহা উত্তমরূপে পরীক্ষা করিলাম। দেখিলাম যে, সেই হাজার টাকার নোট প্রকৃত নোট নহে, উহাও জাল নোট! এইরূপ অবস্থা দেখিয়া একটী নোটের তাড়া খুলিয়া ফেলিলাম। দেখিলাম, উহার মধ্যে একখানিও নোট নাই, সমস্তগুলিই তাড়াবান্ধা সাদা কাগজ!

মন্ত্রী মহাশয় ধৃত হইবার পরই রাজা মহাশয়ও ধৃত হইলেন। সেই সময় সকলেই জানিতে পারিলেন যে, এ কার্য্যে রাজা মহাশয় এই প্রথম ব্রতী। ইনি একজন ভদ্রসন্তান; কিন্তু সঙ্গদোষে চরিত্র হারাইয়া, পরিশেষে সহরের প্রধান জুয়াচোর মন্ত্রী মহাশয়ের সহিত মিলিত হইয়াছেন।

ইহার পর এক এক করিয়া অপরাপর "রাজ-কর্ম্মচারী" মাত্রই ধৃত হইল; কিন্তু কাহারও নিকট হইতে নগদ অর্থ কিছুই পাওয়া গেল না।

দালাল ভগবান দাস পূর্ব্ব হইতেই লুক্কায়িত হইয়াছিল সত্য, কিন্তু কলিকাতা পরিত্যাগ করে নাই; সুতরাং সেও কলিকাতায় ধৃত হইল।

বড়বাজারের দোকানদারের নিকট হইতে হাজার টাকা মূল্যের যে কাপড় উহারা জুয়াচুরি করিয়া লইয়াছিল, তাহাও স্থানে স্থানে বন্ধক রাখিয়াছিল, এবং কতক বিক্রয়ও করিয়াছিল, তাহাও পাওয়া গেল।

যে ব্যক্তির নিকট হইতে গৃহ সাজাইবার আসবাব ভাড়া করিয়া লইয়াছিল ও যে সকল দ্রব্যের সহিত উহারা ঐ ঘর পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়, সেই সকল দ্রব্যও ক্রমে আমাদিগের হস্তগত হইল; উহার কতক কতক উহাদিগের বাসস্থানেই পাওয়া গেল, অবশিষ্ট যাহা বিক্রয় করিয়া ফেলিয়াছিল, তাহাও সেই সকল স্থান হইতে বাহির হইয়া পড়িল।

আসামীগণের নিকট হইতে প্রাপ্ত দ্রব্যাদির সহিত রাজা, মন্ত্রী প্রভৃতি সকলেই পরদিবস ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট আনীত হইল। অমাত্যবর্গ-পরিবেষ্টিত মহারাজাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত আদালত গৃহ পূর্ণ হইয়া গেল। উপর্য্যুপরি কয়েক দিবস পর্য্যন্ত ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব এই মোকদ্দমা শ্রবণ করিয়া পরিশেষে উহাদিগের সকলকেই উচ্চ আদালতে প্রেরণ করিলেন। দায়রায় উহাদিগের রাজকার্য্যের পর্য্যালোচনা (!) হইলে জুরিগণ উহাদিগের সকলকেই দোষী সাব্যস্ত করিলেন, আর বিচারক উহাদিগের প্রত্যেককেই কঠিন দণ্ডে দণ্ডিত করিলেন। স্বদলবলে রাজা মহাশয় এইরূপে কারাগারে গমন

করিবার পর এরূপ অনুসন্ধানে আমাদিগকে আর হস্তার্পণ করিতে হয় নাই।

সমাপ্ত।

DETECTIVE STORIES, NO. 144 দারোগার দপ্তর, ১৪৪ সংখ্যা

অদ্ভুত ভিখারী

(বা বিষম ভ্রমে পতিত পুলিস-কর্ম্মচারীর
হত্যার অনুসন্ধান।)

শ্রীপ্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত।

১৪ নং হুজুরিমলস্ লেন, বৈঠকখানা
"দারোগার দপ্তর" কার্য্যালয় হইতে
শ্রীউপেন্দ্রভূষণ চৌধুরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

শ বর্ষ।]   সন ১৩১১ সাল।   [চৈত্র।

অদ্ভুত ভিখারী।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

জ্যৈষ্ঠ মাস প্রায় শেষ হইয়া গিয়াছে। দারুণ গ্রীষ্মের প্রকোপে গত তিন চারি রাত্রি নিদ্রা হয় নাই। আজ এক পশলা বৃষ্টি হওয়ায় প্রকৃতি যেন কতকটা শীতল হইয়াছে। রাত্রি ১০টা বাজিয়া গিয়াছে। আমি আফিসে বসিয়া সমস্ত দিবস যে সকল কার্য্যে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছি, তাহার ডায়েরি লিখিতেছি, এরূপ সময় সংবাদ আসিল যে, চারি দিবস হইল সহরতলীতে একটী অদ্ভুত রকমের হত্যা হইয়াছে, মৃতদেহ পাওয়া যায় নাই কিন্তু হত্যাকারী ধৃত হইয়াছে।

এই সংবাদ পাইবামাত্র সেই রাত্রির বিশ্রাম-সুখের আশা পরিত্যাগ করিতে হইল। যে স্থানে এই হত্যাকাণ্ড সম্পন্ন হইয়াছে, সেই স্থানে গিয়া উপস্থিত হইলাম। এই স্থানটী সহর-তলীর মধ্যে হইলেও সহরের ন্যায় অনেক লোকের বসবাস আছে। যে বাড়ীতে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হইয়াছে, উহা ইষ্টক-নির্ম্মিত একটি দ্বিতল গৃহ। ঐ গৃহের নিম্ন দিয়া একটী ক্ষুদ্র নদী প্রবাহিত। গৃহটী দ্বিতল হইলেও উপরে কেবল মাত্র একটী ভিন্ন ঘর নাই, কিন্তু নিম্নে চারিখানি ঘর আছে। ঐ ঘরগুলি

একজনের অধিকারভুক্ত, তিনি নিজে একজন প্রসিদ্ধ গুলিখোর; নিম্নের ঐ ঘর চারিটীতে তাহারই কার্য্যের উপযোগী একটী গুলির আড্ডা খুলিয়া তিনি সেই স্থানেই বাস করিয়া থাকেন।

আমি সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া একজন পুলিস-কর্ম্মচারীকে ঐ অনুসন্ধানে নিযুক্ত দেখিতে পাইলাম। বহুদিবস পূর্ব্বে আমরা অনেকগুলি পুলিস-কর্ম্মচারী একটী হত্যা-মোকদ্দমার অনুসন্ধানে নিযুক্ত ছিলাম, ইনিও আমাদিগের সহিত সেই অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হন। মৃতদেহ দেখিয়া আমরা প্রথমতঃ কিছুই স্থির করিতে পারি না যে, কিরূপে উহাকে হত্যা করা হইয়াছে; কারণ উহার শরীরে কোনরূপ দাগ বা জখম ছিল না, বা বিষাদি ভক্ষণের কোনরূপ চিহ্নও পরিলক্ষিত হয় না। কিরূপে উহাকে হত্যা করা হইল, তাহা স্থির করিবার নিমিত্ত আমাদিগের মধ্যে অনেক তর্ক বিতর্ক হইতেছিল, সেই সময় ঐ কর্ম্মচারী বলিয়া উঠেন যে, গলা টিপিয়া উহাকে মারিয়া ফেলা হইয়াছে। প্রকৃত-পক্ষে, ডাক্তারের পরীক্ষায়ও তাহাই সাব্যস্ত হয়। সেই সময় হইতে আমরা সকলেই উহাকে ডাক্তার বলিয়া ডাকিতে আরম্ভ করি ও ক্রমে উনি ডাক্তার নামেই পরিগণিত হইয়া পড়েন। সুতরাং ডাক্তার বলিয়াই আমি উহাকে অভিহিত করিব।

অনুসন্ধান উপলক্ষে ঐ স্থানে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, ডাক্তার ঐ অনুসন্ধানে নিযুক্ত আছেন, কিন্তু সেই সময় একখানি ভাড়াটিয়া গাড়ীতে উঠিবার উপক্রম করিতেছেন, আমাকে দেখিবামাত্র তিনি গাড়ীতে না উঠিয়া একটু দাঁড়াইলেন ও কহিলেন, "আপনি আসিয়াছেন, ভালই হইয়াছে; আমি যে স্থানে যাইতেছি, আপনিও সেই স্থানে আমার সঙ্গে আগমন করুন,

নিজ কানে সমস্ত কথা না শুনিলে বিশেষ কিছুই স্থির করিয়া উঠিতে পারিবেন না।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "হত হইয়াছে কে ?"

ডাক্তার। নরেন্দ্রকৃষ্ণ নামক একটী বাবু।

আমি আশ্চর্য্য হইয়া ডাক্তারকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলাম, "নরেন্দ্রকৃষ্ণ বাবু কে ? তাঁর কি হইয়াছিল ? আমাকে সে সকল কথা কিছুই ত বলিলে না ?"

ডাঃ। বলিব। তুমি আমার সঙ্গে যাইবে কি ?

আমি। আবশ্যক হইলে কাজেই যাইতে হইবে।

ডাঃ। প্রথমত এই স্থানের অবস্থাগুলি একবার দেখিয়া লও ; রাস্তায় যাইতে যাইতে সমস্ত অবস্থা বলিব। আমাদের প্রায় তিন ক্রোশ যাইতে হইবে। এই বলিয়া সেই স্থানের সমস্ত অবস্থা আমাকে দেখাইয়া তিনি একখানা গাড়ীতে উঠ্‌লেন। বলা বাহুল্য, আমিও তাহার সহিত সেই গাড়ীতে উঠিলাম। প্রায় এক ঘণ্টা গমন করিবার পর আমার বন্ধু দূরে ছুটী আলোক আমাকে দেখাইয়া বলিল, "ঐযে ছুটী আলোক দেখিতে পাইতেছ, বোধ হয় ঐখানেই আমাদিগকে যাইতে হইবে। আর দশ পনের মিনিটের মধ্যেই আমরা ঐ স্থানে উপস্থিত হইব।"

আমি বলিলাম, "ডাক্তার! আমরা ত এসে পড়্‌লুম, কিন্তু এখনও আমি সমস্ত অবস্থা জান্‌তে পারি নাই। বলবে কখন ?"

"এই যে বলি। আমি যতদূর শুনিয়াছি, তাহাতে এইমাত্র অবগত হইতে পারিলাম যে, খৃষ্টীয় ১৮৮৪ সালে নরেন্দ্রকৃষ্ণ নামে এক অতি ভদ্রলোক এই স্থানে আসিয়া বাস আরম্ভ করে। তাহার যথেষ্ট সম্পত্তি ছিল বলিয়া সকলেই অনুমান

করিত। যাহা হউক, ক্রমে ক্রমে সেই নরেন্দ্রকৃষ্ণ সকলের প্রিয়পাত্র হয় এবং অতি অল্প কাল পরেই স্থানীয় এক ভদ্র-লোকের কন্যাকে বিবাহ করিয়া সুখে স্বচ্ছন্দে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে থাকে। নরেন্দ্রকৃষ্ণ যে কি কার্য্য করিত, তাহা কেহই জানিত না। তবে বড় বড় বণিকদিগের সহিত তাহার সদ্ভাব ছিল। তিনি প্রত্যহ প্রাতে সহরে যাইতেন এবং সন্ধ্যার সময়ে আবার স্বস্থানে ফিরিয়া আসিতেন। সকলে অনুমান করিত, তিনি দালালী করিয়া থাকেন। তিনি একজন সৎ লোক ও অতি শান্ত। তাহার পুত্রগণ ও স্ত্রী তাহার প্রতি বিশেষ অনুরক্ত। এখন তাহার বয়স প্রায় ৩৭ বৎসর এইরূপ শুনিয়াছি।

গত সোমবার নরেন্দ্রকৃষ্ণ বাবু অন্যান্য দিবস অপেক্ষা কিছু অধিক প্রাতে সহরে গমন করেন। যাইবার সময় এই বলিয়া যান, দুইটী কার্য্যোপলক্ষে তাঁহাকে এরূপ প্রাতে যাইতে হইতেছে। ফিরিবার সময় কনিষ্ঠ পুত্রের জন্য এক বাক্স খেলিবার কাঠের পুতুল আনিবেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

নরেন্দ্রকৃষ্ণের স্ত্রীর মাতুলালয় সহরের মধ্যে। নরেন্দ্রকৃষ্ণ বাহির হইয়া যাইবার পর তিনি সংবাদ পান যে, তাহার মাতুল অতিশয় পীড়িত, এমন কি, কখন তাহার মৃত্যু হয়, তাহার স্থিরতা নাই। আরও জানিতে পারেন যে, মৃত্যুর পূর্ব্বে তাহার মাতুল তাহাকে একবার দেখিবার প্রার্থনা প্রকাশ করিয়াছেন, বিলম্ব হইলে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইবার সম্ভাবনা নিতান্তই অল্প। সুতরাং বাধ্য হইয়া স্বামীর বিনা অনুমতিতেই তাহাকে মাতুল দর্শন নিমিত্ত গমন করিতে হয়। একজন পরিচিত গাড়োয়ানকে ডাকাইয়া ও তাহার একমাত্র পুত্রকে সঙ্গে লইয়া তিনি মাতুলালয় উদ্দেশে গমন করেন। সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া মাতুলকে শেষ দর্শন দিয়া সন্ধ্যার প্রাক্কালে তিনি পুনরায় আপন বাড়ীতে প্রত্যাগমন করিতে থাকেন। স্বামির বিনা অনুমতিতে তিনি গমন করিয়াছেন, সুতরাং সেই স্থানে রাত্রিবাস করিতে তাহার সাহস হয় না, বিশেষ যাইবার সময় বাড়ীর কোনরূপ বন্দোবস্ত করিয়া যাইবারও সাবকাশ পান নাই, কাজেই তাহাকে প্রত্যাগমন করিতে হয়; ইচ্ছা ছিল, যদি তাহার মাতুল আরও দুই এক দিবস জীবিত থাকেন, তাহা হইলে তাহার স্বামীকে বলিয়া ও সুবিধা হইলে তাহার স্বামীকেও লইয়া যাইয়া পুনরায় মাতুলালয়ে গমন করিবেন।

মাতুলালয় হইতে প্রত্যাগমন করিবার সময় নরেন্দ্র বাবুর স্ত্রী ও পুত্র ঐ গুলিখানার নিকট দিয়া আসিতেছিলেন। ঐ গুলির আড্ডার সম্মুখে ঘোড়াদিগের জলপান করাইবার একটী স্থান আছে। গাড়োয়ান ঘোড়াকে জলপান করাইবার জন্য সেইখানে দাঁড় করায়। গাড়ীর দরজা কিছু খোলা ছিল। নরেন্দ্রবাবুর স্ত্রী এই সময় হঠাৎ ঐ দ্বিতল গৃহের উপরের জানালার দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন; অমনি তিনি তাঁহার স্বামিকে জানালার নিকট দেখিতে পাইলেন। এরূপ সময়ে এরূপ স্থানে তাঁহার স্বামীকে দেখিয়া মনে করিলেন, কোন কার্য্যগতিকে হয় তো তাঁহার স্বামী সেইস্থানে আগমন করিয়াছেন, ও আরো মনে করিলেন, তিনি যদি জানিতে পারেন যে, তাঁহার স্ত্রী-পুত্র সেইসময় সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, ও তাঁহার কার্য্যও যদি শেষ হইয়া গিয়া থাকে, তাহা হইলে তিনি তাহাদিগের সহিত প্রত্যাগমন করিতে পারেন। মনে মনে এইরূপ ভাবিয়া তিনি সেই গাড়ির কোচম্যানকে তাঁহার পুত্রের দ্বারা বলাইলেন যে, সে ঐস্থানে গমন করিয়া তাঁহার স্বামীকে তাঁহার নিকট ডাকিয়া দেয়। কোচম্যান তাঁহার আদেশমত ঐ বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু সেই গুলিখানার আড্ডাধারী কোনমতেই তাহাকে উপরে উঠিতে দিল না। কোচম্যান প্রত্যাগমন করিয়া সমস্ত কথা তাঁহাকে কহিল, আরো কহিল, "আপনি বোধ হয় অবগত নহেন যে, এই স্থানটী কি? ইহা একটী গুলির অড্ডা। এই স্থানে কোন সম্ভ্রান্ত লোক আগমন করে না। ঐ প্রদেশের যত চোর বদ্মায়েসের ইহা একটী প্রধান আড্ডা, ইহাতে নিত্য নিত্য যে কতরূপ কুকার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে, তাহার ইয়ত্তা নাই।"

এই কথা শুনিয়া নরেন্দ্রবাবুর স্ত্রী আরও চিন্তিত হইলেন ও ভাবিলেন, তাহার স্বামী নিশ্চয়ই কোনরূপ বিপদগ্রস্ত হইয়া ঐ স্থানে আগমন করিয়াছেন; সুতরাং এরূপ অবস্থায় তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া কখনই চলিয়া যাওয়া কর্ত্তব্য নহে।

মনে মনে এইরূপ ভাবিয়া, তিনি তাহার পুত্রের সহিত ঐ কোচম্যানকে পুনরায় সেইস্থানে পাঠাইয়া দিলেন। তাহারা ঐ স্থানে প্রবেশ করিতে সমর্থ না হইয়া বিফল মনোরথের সহিত প্রত্যাগমন করিল।

নরেন্দ্রবাবুর স্ত্রী এরূপ অবস্থায় কি কর্ত্তব্য তাহা স্থির করিয়া উঠিতে পারিলেন না, অথচ ঐরূপ অবস্থায় তাহার স্বামীকে সেইস্থানে পরিত্যাগ করিয়া যাইতেও সাহসী হইলেন না।

এইরূপ বিপদে পড়িয়া, অনেক চিন্তার পর, তিনি মনে মনে স্থির করিলেন, ঐ স্থানে তিনি যদি কোন ভদ্রলোককে সেই সময় দেখিতে পান, তাহা হইলে তাঁহাকে সমস্ত কথা বলিয়া দেখিবেন যে, যদি তাঁহার দ্বারা কোনরূপ উপকার হইতে পারে। তিনি মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, এরূপ সময়ে সেইস্থান দিয়া একজন উচ্চপদস্থ পুলিস কর্ম্মচারীকে গমন করিতে দেখিতে পাইলেন। তাঁহাকে দেখিয়াই তিনি তাহার পুত্রের দ্বারা ঐ কর্ম্মচারীকে ডাকিলেন ও ঐ পুত্রের দ্বারা সমস্ত কথা তাঁহাকে কহিলেন। তিনি সমস্ত অবস্থা শুনিয়া কহিলেন, "এই বাড়ীর নিম্নে একটী গুলির আড্ডা আছে, উপরে একখানি মাত্র ঘর, তাহাতে সময় সময় একজন মুসলমান ফকির বাস করিয়া থাকেন। এই বাড়ীর ভিতর গমনাগমন করিবার কেবল এই একটী মাত্র দরজা আছে।

যদি আপনি আপনার স্বামীকে নিশ্চয়ই দেখিয়া থাকেন ও তিনি তাহার পর যদি বাহিরে না গিয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই এই বাড়ীর ভিতর আছেন, ও বোধ হয়, গুলিটা আসটা খাইয়াও থাকেন। যাহা হউক, আপনার পুত্র আমার সঙ্গে আসুক, যদি তিনি এই বাড়ীর ভিতর থাকেন, তাহা হইলে আমি এখনই তাঁহাকে আপনার সম্মুখে আনিয়া উপস্থিত করিব।” “এই বলিয়া সেই পুলিস-কর্ম্মচারী বালককে সঙ্গে লইয়া সেই বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিলেন।

প্রথমতঃ নিম্নের ঘরগুলি দেখিলেন, তাহাতে নরেন্দ্রবাবুর কোন সন্ধানই পাইলেন না। তাহার পর উপরের ঘরে গমন করিলেন। সেই স্থানে সেই মুসলমান ফকির ভিন্ন আর কাহাকেও দৃষ্টিগোচর হইল না। কিন্তু ঐ ঘরের এক পার্শ্বে একখানি কম্বল দ্বারা আবৃত একটী কাপড়ের গাঁট্‌রি দেখিতে পাইলেন। ঐ গাঁট্‌রিটী খুলিলে দেখিতে পাওয়া গেল, উহার মধ্যে একখানি ধুতি, একখানি চাদর, একটী পিরাণ, এক জোড়া জুতা ও এক জোড়া মোজা আছে। উহা দেখিবামাত্র নরেন্দ্রবাবুর পুত্র ও পরিশেষে নরেন্দ্রবাবুর স্ত্রী কহিলেন, “উহা তাহার স্বামীর। যে সমস্ত বস্ত্রাদি পরিধান করিয়া তিনি বাড়ী হইতে বহির্গত হইয়াছিলেন, উহা তাহাই।”

পুলিস-কর্ম্মচারী এই অবস্থা দেখিয়া অতিশয় বিস্মিত হইলেন, অথচ মুসলমান ফকিরকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি কোনরূপ সন্তোষজনক উত্তর প্রদান করিতে পারিলেন না, কেবল এইমাত্র বলিলেন, তিনি নরেন্দ্রবাবুকে চিনেন না, কোন ব্যক্তি তাহার ঘরে আসে নাই. ও ঐ বস্ত্রাদি তাহার

নয় ও কিরূপে উহা ঐ স্থানে আসিল, তাহা তিনি বলিতে পারেন না।

এইরূপ অবস্থায় ঐ পুলিস-কর্ম্মচারীও বিপদে পড়িলেন, তাঁহার মনে ভয়ানক সন্দেহ আসিয়া উপস্থিত হইল। তাঁহারও মনে হইল, সেই কদাকার লোকই কি নরেন্দ্রবাবুকে হত্যা করিয়াছে, আর তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে ঐ মৃতদেহটা কোথা গেল?

সে যাহা হউক, ঐ পুলিস-কর্ম্মচারী এই সকল অবস্থা দেখিয়া আমাকে সংবাদ প্রদান করেন, আমি আসিয়া এই অনুসন্ধানে নিযুক্ত হই।

আমি। আচ্ছা, সেই লোকটার কোন পরিচয় পাওয়া গিয়াছে কি?

ডাক্তার। লোকটা সহরের একটা ভিখারী; কোম্পানীর বাগানের ধারে প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়। সকলেই তাহাকে নিরীহ লোক বলিয়াই জানে।

আমি। সে চণ্ডুর আড্ডায় কি করে?

ডাক্তার। কিছুই করে না। তবে সে এখানে সেই ঘর-খানিতে বাস করে। আড্ডার অধ্যক্ষ বলে যে, তার মত শান্ত লোক সহরে নাই। ঘরের ভাড়ার স্বরূপ সে মাসে মাসে আড্ডাধারীকে পাঁচ টাকা করিয়া দিয়া থাকে।

আমি। আচ্ছা, লোকটা দেখিতে কিরূপ?

ডাক্তার। সে কথা আর জিজ্ঞাসা করো না। তাহার আকার প্রকার অতি বিশ্রী। লোকটা অল্প খোঁড়া। মুখে নানা প্রকার দাগ। ঠোঁট উল্টান। দেখিলে স্বতঃই মনে দয়ার উদ্রেক হয়।

আমি। ঘরের ভিতর নরেন্দ্রবাবুর কাপড় পাওয়া ভিন্ন তাহার হত্যার আর কোন চিহ্ন পাওয়া যায় নাই?

ডাক্তার। হাঁ, নদীর ধারে যে জানালা আছে, সেই জানালার কপাটে ও সেই গৃহের দুই চারি জায়গায় রক্তচিহ্ন দেখিতে পাওয়া গিয়াছে।

আমি। লোকটা তার কি উত্তর দেয়?

ডাক্তার। সে বলে, তার হাত কেটে গিয়াছিল, সেই জন্যই ঐ সকল রক্তের চিহ্ন। বাস্তবিকই দেখিলাম যে, তাহার দক্ষিণ হস্তের মধ্যমাঙ্গুলির অগ্রভাগ কাটিয়া গিয়াছে এবং তখনও তাহা দিয়া রক্ত বাহির হইতেছিল।

আমি। আচ্ছা ডাক্তার! একটা খোঁড়া লোক অমন তেজীয়ান লোককে কিরূপে খুন করিল।

ডাক্তার। তোমার অনুমান সত্য বটে, কিন্তু লোকটা খোঁড়া হইলে তাহার শক্তি বেশ আছে। সে ইচ্ছা করিলে দুইজনকে একেবারে খুন করিতে পারে।

আমি। আচ্ছা, আড্ডাধারী কি বলে?

ডাক্তার। নরেন্দ্রবাবুর স্ত্রী যখন সেই বাটীতে তাঁহার স্বামীকে দেখেন, তখন আড্ডাধারী নিম্নে ছিল। সে কখনও স্বয়ং খুন করিতে পারে না। তবে সেও যে ঐ ষড়যন্ত্রের মধ্যে আছে, তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। তবে সে বলে যে, সে এ বিষয় কিছুই জানে না; এমন কি, সে ঐ ভাড়াটীয়ার গৃহে পর্য্যন্ত যায় না। কিন্তু কিরূপে যে নরেন্দ্রবাবুর পোষাক ঐ স্থানে আসিল, সে উহার কিছুই বলিতে পারে না।

আমি। তার পর কি হইল?

ডাক্তার। সেই ভিক্ষুক নরেন্দ্রবাবুর হত্যাকারী ভাবিয়া তাহার স্ত্রী অবাক হইয়া পড়িলেন। তখন তাহাকে তথা হইতে স্থানান্তরিত করা হইল এবং সেই ভিক্ষুককে আপাততঃ সন্দেহ করিয়া হাজতে রাখা হইয়াছে।

আমি। আর একটী কথা আমার জিজ্ঞাসা করিবার আছে, নরেন্দ্রবাবুর সকল পোষাকই কি ঐ স্থানে পাওয়া গিয়াছে?

ডাক্তার। না, প্রথমে কেবল চাপকানটী পাওয়া যায় নাই, কিন্তু এখন পাওয়া গিয়াছে। কোথায় জান?

আমি। না, কিরূপে জানিব?

ডাক্তার। ঐ নদীগর্ভে। ঠিক ঐ জানালার নীচে। যখন ভাঁটা পড়ে, তখন সেই চাপকান দেখিতে পাওয়া যায়, উহাতে কি ছিল জান?

আমি। না?

ডাক্তার। পয়সা ও আধলায় পরিপূর্ণ। দুইটী পকেটে প্রায় পাঁচ টাকার পয়সা ও আধলা ছিল। সম্ভবতঃ, যখন নরেন্দ্রবাবুর পুত্র তাহার পিতার অন্বেষণে ঐ আড্ডায় প্রবেশ করে, তখন সেই ভিক্ষুক তাহার ভিক্ষালব্ধ সঞ্চিত পয়সা ও আধলায় তাহার চাপকানের পকেট পূর্ণ করিয়া জানালা দিয়া নদী-গর্ভে নিক্ষেপ করে। বোধ হয়, অপর পোষাকগুলিরও সেই দশা করিত, যদি পুলিস শীঘ্র সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত না হইত।

আমি। খুব সম্ভব।

ডাক্তার। সে যাহা হউক, আপাততঃ সেই কদাকার হতভাগা ভিক্ষুকের উপরেই সন্দেহ হইয়াছে ও তাহাকে

হাজতে রাখা হইয়াছে। তাহার নামে ইতিপূর্ব্বে কোন ঘটনা পুলিসের কর্ণগোচর হইয়াছে কি না, তাহা অনুসন্ধান করা হয় কিন্তু তাহাতে উহার ঠিকানা কিছুই অবগত হইতে পারা যায় নাই। অতএব এখন রহস্য এই যে, নরেন্দ্রকৃষ্ণ বাবু গুলির আড্ডার উপর বসিয়া সে দিন কি করিতেছিলেন, এবং এই কদাকার ভিক্ষুকের সহিত তাহার কি সম্বন্ধ?

ডাক্তারের এই কথা শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের গাড়ী একখানি বৃহৎ অট্টালিকার দ্বারদেশে আসিয়া উপস্থিত হইল। ডাকিবামাত্র ভিতর হইতে একজন চাকর তৎক্ষণাৎ বাড়ীর দরজা খুলিয়া দিল। ডাক্তার গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়া বাটীর ভিতরে প্রবেশ করিলেন। আমিও তাহার অনুসরণ করিলাম। বাটীর ভিতর প্রবেশ করিয়া আমরা বাহিরের বৈঠকখানায় উপবেশন করিলাম ও পরিচারকের দ্বারা সংবাদ প্রদান করিলে, বাটীর গৃহিণী প্রায় বিংশ বৎসর বয়স্কা সুন্দরী এক রমণী অতি আগ্রহের সহিত আমরা যে স্থানে বসিয়াছিলাম, তাহার পার্শ্বের ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, ও অন্তরাল হইতে তাহার সেই পুত্রের দ্বারা আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমার স্বামীর কি আর কোনরূপ সন্ধান পাওয়া গিয়াছে? তাঁহার মৃতদেহ কি বাহির হইয়াছে?

উত্তরে ডাক্তার কহিলেন, "না। এখনও পর্য্যন্ত তাঁহার কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই বা মৃতদেহেরও কোনরূপ সন্ধান করিয়া উঠিতে পারি নাই। সেই ফকির আর কোন কথা বলিতেছে না। আমরা আপনাকে আরও দুই একটী কথা জিজ্ঞাসা করিবার নিমিত্ত আগমন করিয়াছি।"

উত্তরে রমণী কহিলেন, "আপনারা মুক্তকণ্ঠে আমাকে সকল কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারেন। আমি যাহা কিছু অবগত আছি, তাহার সমস্তই অকপটে আপনাদিগের নিকট প্রকাশ করিব। আপনারা যেরূপ কষ্ট সহ্য করিয়া আমার কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন, তাহাতে ঈশ্বর আপনাদিগের মঙ্গল করিবেন।"

উহার কথা শুনিয়া ডাক্তার বলিলেন, "আমাদের ওকথা বলিবেন না। এ কার্য্য আমাদের চির অভ্যস্ত। আপনি সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকুন। আমরা প্রাণপণে আপনার সাহায্য করিব বলিয়া আমার বন্ধুর সহিত এখানে আসিয়াছি। যদি আমি কোন উপকার করিতে পারি, তাহা হইলেই আপনাকে কৃতার্থ মনে করিব।

ডাক্তার এই কথা বলিলে তিনি যেন কতকটা আশ্বস্ত হইয়া আমাদিগকে বলিলেন, "বাবা! আজ আমি আপনা-দিগকে একটী কথা জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করি। আপনারা সত্য করিয়া উহার উত্তর দিন।"

ডাক্তার। কি কথা বলুন? আমি তাহার উত্তর দিতেছি।

রমণী। আপনাদিগের উত্তরে আমার অন্তর কাতর হইবে, এরূপ মনে করিয়া যেন সত্য কথা বলিতে বিচলিত হইবেন না। সত্য কথা অপ্রিয় হইলেও আমার নিকট বলিতে বিমুখ হইবেন না। ঠিক বলুন দেখি, অনুসন্ধানে আপনারা যতদূর অবগত হইয়াছেন, তাহাতে আমার স্বামী জীবিত আছেন কি মরিয়া গিয়াছেন? এ সম্বন্ধে আপনাদিগের অন্তরের অন্তরে কিরূপ ধারণা হইয়াছে তাহা আমাকে ঠিক করিয়া বলুন?

ডাক্তার। সত্য কথা বলিতে গেলে, আমার মতে তিনি ইহলীলা সম্বরণ করিয়াছেন, ইহা আমাদের বিশ্বাস।

রমণী। তবে কি আপনি মনে করেন যে, তিনি আর জীবিত নাই! তিনি আমায় একেবারে পরিত্যাগ করিয়াছেন?

এই বলিয়া রমণী এক সুদীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি পুনরায় কহিলেন, "তাহা হইলে কি আমার স্বামী সেই মুসলমান ফকির কর্ত্তৃকই হত হইয়াছেন?"

ডাক্তার। সে বিষয়ে আমি এখন নিশ্চয় করিয়া কোন কথা বলিতে পারিতেছি না; তবে বোধ হয়, কেহ তাঁহাকে খুন করিয়াছে। নতুবা এই কয় দিবস পর্য্যন্ত তাহার কোনরূপ সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না কেন?

রমণী। আমার মনে এখন কেমন একটু সন্দেহ আসিয়া উপস্থিত হইতেছে, আজ আমি এই চিঠীখানি প্রাপ্ত হইয়াছি; যদি তিনি ইহজীবন পরিত্যাগ করিতেন, তাহা হইলে এই চিঠী কিরূপে আজ আমার হস্তগত হইত?

আমার বন্ধু, রমণীর এই কথা শুনিয়া যেন বজ্রাহত হইলেন। তিনি কোনরূপ কথা কহিতে পারিলেন না। অনেকক্ষণ পর তিনি সহসা বলিয়া উঠিলেন, "আপনি কি বল্‌ছেন?"

রমণী। হাঁ, আজই এই পত্র পেয়েছি, এই দেখনা বাবা?

ডাক্তার। পত্রখানি আমি কি পড়্‌তে পারি?

রমণী। নিশ্চয়ই! আপনাদিগকে উহা দেখাবার জন্যই ত আমি উহা আপনাদিগের হস্তে প্রদান করিলাম।

ডাক্তার পত্রখানি অতি ব্যগ্রভাবে গ্রহণ করিলেন। পরে একবার চারিদিক বিশেষরূপে লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন যে, পত্রখানি সেই তারিখেরই। অনেকক্ষণ এদিক ওদিক দেখিবার পর তিনি উহা আমার হস্তে প্রদান করিলেন, আমি উহা পড়িয়া

দেখিলাম। তখন তিনি কহিলেন, "আপনার স্বামীর লেখা আপনি চেনেন?"

"হাঁ, আমি তাঁর লেখা চিনি।"

"এ লেখা কি তাঁর?"

"না, ওর ভিতর অপর কাগজে তাঁর হাতের লেখা আছে।"

ডাক্তার। দেখ্‌ছি, যে থামের উপর নাম লিখেছে, তাহাকে ঠিকানা জানিবার নিমিত্ত অপরের নিকট যাইতে হইয়াছিল, সে নিশ্চয়ই নিজে ঠিকানা জানিত না।

রমণী ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন করিয়া আপনি উহা জানিতে পারিলেন?"

"কেন? আপনি দেখুন, নামটী সম্পূর্ণ কাল কালীতে লেখা যাহা আপনিই শুকাইয়া গিয়াছে। অর্থাৎ উহাতে ব্লটিং কাগজ ছাপা হয় নাই। আর অবশিষ্ট অংশ এক রকম ফিকে রংয়ের। দেখ্‌লেই বুঝ্‌তে পারবেন যে, উহার উপর ব্লটিং কাগজ দিয়া ছাপা হইয়াছে। ইহা দ্বারা স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, লোকটী প্রথমে নাম লিখিয়া, ঠিকানা জানিবার জন্য অন্যত্র গিয়াছিল। নাম আপনিই শুকাইয়া যায়, পরে সে ঠিকানা জানিয়া আসিয়া উহা থামে লিখিয়া ব্লটিং কাগজ দিয়া ছাপিয়াছে।"

"আপনি নিশ্চয় বলিতে পারেন না যে, ইহা আপনার স্বামীর হস্তাক্ষর?"

রমণী। হাঁ, আমি যথার্থ বলিতেছি যে, এখানা আমার স্বামীর লেখা।

ডাক্তার আর কোন কথা না জিজ্ঞাসা করিয়া পত্র পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন। পত্রে লেখা এই:—

প্রিয়তম! আমার হঠাৎ অদর্শনে ভীত হইও না। শীঘ্রই সমস্ত গোলযোগ মিটিয়া যাইবে। এক মহা সমস্যা ঘটিয়াছে সেই জন্য এই ব্যাপার! তোমারই নরেন।

পত্র পাঠ করিয়া ডাক্তার আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা, আবার জিজ্ঞাসা করিতেছি, আপনি সত্য করিয়া বলুন, উহা আপনার স্বামীর হস্তাক্ষর কি না?"

রমণী। হাঁ বাবা, আমি মিথ্যা বলিব কেন?

ডাক্তার। আজই এই পত্র ডাকে ফেলা হইয়াছে। পোষ্ট অফিসের ষ্ট্যাম্পে আজিকার তারিখ স্পষ্টই দেখা যাইতেছে। মা, বিশেষ সন্দেহ হইতেছে। আজ আমায় চিন্তা করিতে সময় দিন। বোধ হয় কালই আপনাদিগকে সন্তুষ্ট করিতে পারিব।

রমণী। আচ্ছা বাবা! একটী কথা জিজ্ঞাসা করি। এখন তোমার কি মত? তিনি জীবিত আছেন ত?

ডাক্তার। যদি এই পত্র নকল না হয়, তবে তিনি নিশ্চয়ই জীবিত আছেন। তবে একটী কথা—পত্রখানি তিনি মৃত্যুর পূর্ব্বেও লিখিতে পারেন। এইরূপ হইতে পারে যে, হয় ত তিনি মরিবার পূর্ব্বে পত্রখানি লিখিয়া কোন লোককে ডাকে দিবার নিমিত্ত দিয়াছিলেন, লোকটী সে দিন ভুলিয়া গিয়াছিল, আজ দিয়াছে।

এই কথা শুনিয়া রমণী হতাশ হইয়া বলিলেন, "হাঁ, তাহাও হইতে পারে। কিন্তু তা বলিয়া বাবা, আমায় এমন করিয়া হতাশ করিও না। আমার মন কিন্তু বলিতেছে, যে তাঁহার কিছুই হয় নাই। সে দিন তাঁর ছুরিতে হাত কাটিয়া যায়। আমি সে সময় নিকটে ছিলাম না। রন্ধনশালায় আহার করিতে-

ছিলাম। সহসা মন কেমন বিচলিত হইয়া উঠিল। ভাবিলাম, যেন কাহার কি হইয়াছে। আর আহার করিতে ভাল লাগিল না। তখনই শয়নকক্ষে গিয়া দেখি, আমার স্বামীর হাত কাটিয়া রক্তে রক্তারক্তি হইয়াছে। সেই জন্যই বল্‌ছি যে, যাঁর একটা হাত কেটে গেলে আমার প্রাণ এত অস্থির হয়, তাঁর মৃত্যু হইলে আমার প্রাণ কি স্থির থাকৃতে পারে। তিনি নিশ্চয়ই জীবিত আছেন।"

ডাক্তার। মা, আপনি যা বলিতেছেন, তাহা বাস্তবিকই সত্য কথা। কিন্তু মা, যদি আপনার স্বামী জীবিতই আছেন এবং চিঠি লিখ্‌তে পারেন, তবে তিনি কি কারণে তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিতেছেন না? এমন কি ব্যাপার ঘটিল, যাহাতে তিনি তোমায় দেখা দিতে পারিতেছেন না?

রমণী। সেটা আমি বল্‌তে পারি না। ভাব্‌তেও পারি না। ওকথা বলা আমার পক্ষে অসম্ভব।

ডাক্তার। সোমবার দিন যখন তিনি যান, তখন কোন কথা বলে যান নাই?

রমণী। না বাবা।

ডাক্তার। আপনি নিশ্চয়ই তাঁকে গুলির আড্ডায় দেখে আশ্চর্য্য হয়েছিলেন।

রমণী। নিশ্চয়ই!

ডাক্তার। আচ্ছা, জানালা কি খোলা ছিল?

রমণী। হাঁ।

ডাক্তার। তা হ'লে তিনি তোমায় ডাকৃতে পার্‌তেন।

রমণী। হাঁ, নিশ্চয়ই পার্‌তেন।

ডাক্তার। আপনি বলেছিলেন যে, তিনি কেবল একটা অস্পষ্ট শব্দ করেছিলেন।

রমণী। হাঁ বাবা।

ডাক্তার। সেটা কি আপনি ভেবেছিলেন যে, তিনি আপনাকে সাহায্যের জন্য ডাকৃছেন।

রমণী। হাঁ বাবা। তিনি যে তাঁর হাতও তুলেছিলেন।

ডাক্তার। কিন্তু মা, সে হাত তোলাটা আশ্চর্য্যও হতে পারে। লোকে আশ্চর্য্য হলেও হাত তুলে থাকে, আপনাকে হঠাৎ সেথানে দেথে আশ্চর্য্যান্বিত হয়েও তিনি হাত তুলৃতেও পারেন।

রমণী। সম্ভব বটে।

ডাক্তার। আপনি সে গৃহে অপর কোন লোক ত দেখেন নাই?

রমণী। না।

ডাক্তার। আচ্ছা, আপনি যখন আপনার স্বামীকে দেখেন, তখন তাঁহাকে সজ্জিত দেখেছেন কি?

রমণী। না, বোধ হয় তিনি তখন কাপড় ছাড়্ছিলেন।

ডাক্তার। আপনার স্বামীকে ইতিপূর্ব্বে ঐ গুলির আড্ডার কথা বলিতে শুনিয়াছেন কি?

রমণী। না।

ডাক্তার। কখনও কি তিনি আফিং খান। ইহা আপনি জানৃতে পেরেছেন?

রমণী। না, কখনও না।

এইরূপ কথাবার্ত্তা হইবার পর আমি ও আমার বন্ধু সেই সময় সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিলাম।

এখন কিরূপে এই মোকদ্দমার অনুসন্ধান আবশ্যক তাহারই চিন্তা করিবার নিমিত্ত আমরা আপনাপন স্থানে গমন করিলাম। আপন বাসায় উপনীত হইয়া আহারাদি সমাপনান্তে একটু নিদ্রা যাইবার চেষ্টা করিলাম কিন্তু কোনরূপেই নিদ্রা-সুখ অনুভব করিতে পারিলাম না, এই অনুসন্ধান সম্বন্ধীয় নানারূপ চিন্তায় প্রায় সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত হইয়া গেল। প্রত্যূষে অতি সামান্য মাত্র নিদ্রা আসিয়া আমাকে আশ্রয় করিল, কিন্তু তাহাও অধিকক্ষণ স্থায়ী হইতে পারিল না।

প্রত্যূষে ডাক্তারের কণ্ঠস্বর আমার কর্ণগোচর হইল। তিনি আমাকে ডাকিতেছিলেন এবং বলিতেছিলেন, "ভোর হয়েছে, উঠ, আর কেন?"

ডাক্তারের কণ্ঠস্বরে আমার নিদ্রা ভঙ্গ হইল। আমি উঠিলাম ও ডাক্তারের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলাম; ডাক্তারকে কহিলাম, "আমার সঙ্গে এক যায়গায় যাইতে রাজী আছ?"

ডাক্তার। নিশ্চয়ই! সে কথা আবার জিজ্ঞাসা কচ্ছো।

আমি। তবে আমি শীঘ্র প্রস্তুত হইয়া আসিতেছি। এই বলিয়া ডাক্তারকে সেই স্থানে বসিতে বলিয়া আমি ভিতরে গমন করিলাম ও অতি অল্পকাল মধ্যেই প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া একটী ব্যাগ হস্তে ডাক্তারের নিকট আগমন করিলাম। ডাক্তার যে গাড়ীতে আমার নিকট আগমন করিয়াছিলেন, সেই গাড়ীতে তাহার সহিত উঠিলাম। শীঘ্রই গাড়ী চলিতে লাগিল। যাইতে যাইতে পথে ডাক্তার আমায় বলিলেন, "এখন কোথায় গমন করিতে ইচ্ছা করিতেছ?"

আমি। তুমি একজন গণ্ডমূর্খের ন্যায় কার্য্য করিয়াছ বলিয়া

আমার বোধ হইতেছে। আমার বোধ হয়, তুমি প্রথমত বিষম ভ্রমে পতিত হইয়া এই মোকদ্দমার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছ। যেরূপ অনুমান হইতেছে তাহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে এই মোকদ্দমার সমস্ত গোলযোগ এখনই শেষ হইয়া যাইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা।

আমার কথায় ডাক্তার কোন উত্তর করিলেন না। আমি যে কেন এরূপ মতামত প্রকাশ করিতেছি, তাহাও ভাল করিয়া বুঝিতে পারিলেন না। কথায় কথায় আমরা হাজত-গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। সেই স্থানে আমরা উভয়েই বিশেষ পরিচিত। উপস্থিত হইবামাত্র একজন কর্ম্মচারী আসিয়া আমাদিগের নিকটে উপস্থিত হইলেন ও আমাদিগকে সম্ভাষণ করিয়া আমাদিগের সেই সময়ে সেই স্থানে উপস্থিতির কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন।

আমি। একবার গোপনে আপনাকে দুই একটী কথা জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করি।

কর্ম্ম। আসুন, আমার কামরায় আসুন। সেখানে আপনার যাহা ইচ্ছা জিজ্ঞাসা করিতে পারিবেন।

আমি আমার বন্ধুর সহিত সেই কর্ম্মচারীর অফিস-কামরায় যাইলাম। ঘরটী বেশ পরিষ্কার, একটী ছোট টেবিল, তাহার উপর দোয়াত, কলম, একটা কাগজ রাখা বাক্স এবং আরও দুই একটী আবশ্যকীয় জিনিষ রহিয়াছে। আমরা গিয়া এক একখানি আসন অধিকার করিয়া বসিলাম।

সকলে উপবেশন করিলে হাজত-গৃহের সেই কর্ম্মচারী আমাকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, "এখন বলুন, আমি আপনার কি উপকার করিতে পারি?"

আমি। সেই কদাকার ভিক্ষুককে দেখিতে আসিয়াছি, যে ব্যক্তি নরেন্দ্র বাবুকে খুন করিয়াছে বলিয়া আপনার নিকট হাজতে রহিয়াছে।

কর্ম্ম। হাঁ হাঁ, সে ত এখানেই আছে।

আমি। কোথায়?

কর্ম্ম। একটী ঘরে।"

আমি। সে কি শান্ত প্রকৃতির লোক? না কোনরূপ উৎপাত করে?

কর্ম্ম। সে বড় শান্ত। এ পর্য্যন্ত আমাদের কোন কষ্ট দেয় নাই। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তার মত অপরিষ্কার জীব বোধ হয় পৃথিবীতে আর নাই।

আমি। বলেন কি! সে কি এতই অপরিষ্কার!

কর্ম্ম। হাঁ, আমার ইচ্ছা এই যে, তাহার বিচার হয়ে গেলে একবার তাহাকে আচ্ছা করে স্নান করিয়ে দিতে হবে। আপনি যদি এখন তাহাকে একবার দেখেন, তাহলে আপনিও আমার মতে মত দিবেন।

আমি। আমারও বড় ইচ্ছা যে, এখন একবার তাহাকে দেখি।

কর্ম্ম। সত্য না কি? ইহা অতি সহজ কার্য্য। আমার সহিত আসুন, আমি তাহাকে দেখাইয়া দিতেছি।

কর্ম্মচারীর এই কথা শুনিয়া, আমি আমার যে ব্যাগটী সঙ্গে করিয়া সেই স্থানে গমন করিয়াছিলাম, সেই ব্যাগটী হস্তে লইয়া গাত্রোত্থান করিলাম। উহা দেখিয়া, হাজত-গৃহের সেই কর্ম্মচারী কহিলেন, "ও কি! ও ব্যাগ লইয়া আসিবার দরকার

নাই। আমার ঘরে চোর থাকবার সম্ভাবনা নাই। আপনি আপনার ব্যাগটাকে আমার ঘরে রেখে আসুন। মিছামিছি কষ্টভোগ করিবার প্রয়োজন কি?"

আমি। এই ব্যাগটায় আমার বিশেষ দরকার আছে। এটাকে নিয়েই তার কাছে যাওয়া যাক চল।

কর্ম্ম। ভাল! আপনার যাহা ইচ্ছা। আসুন, আপনি আমার সহিত এদিকে আসুন, আমি আপনাকে তাহার কাছে লইয়া যাইতেছি। এই কথা বলিয়া সেই হাজতের কর্ম্মচারী আমাদিগকে কয়েদীর গৃহে লইয়া গেলেন।

আমরা নিকটে গিয়ে দেখিলাম, লোকটী নিদ্রিত। কামরা বাহির হইতে আবদ্ধ। কর্ম্মচারী উহাকে নিদ্রিত দেখিয়া আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "আপনার আসামী গভীর নিদ্রায় নিদ্রিত। এই সুযোগে আপনি ভাল করিয়া দেখিয়া লউন।"

কর্ম্মচারীর কথা শুনিয়া আমিও ডাক্তারের সহিত রেলের ভিতর দিয়া উহাকে দেখিতে লাগিলাম। কয়েদী আমাদের দিকেই মুখ ফিরাইয়া নিদ্রা যাইতেছিল। ভাবভঙ্গী, অঙ্গের সৌষ্টব ও নিশ্বাস-প্রশ্বাসের কার্য্য দেখিয়া তাহাকে দোষী বলিয়া বোধ হয় না। আমার বন্ধুর সহিত অনেক দোষী ও কয়েদীর আকৃতি অনেকবার দেখিয়াছি ও উহাদিগের আকৃতি দেখিয়া উহাদিগের মনের ভাব অনুমান করিবার কেমন একটু ক্ষমতাও জন্মিয়াছে বলিয়া আমাদিগের বিশ্বাস। সেইজন্যই দেখিবামাত্র তাহাকে যেন কেমন নির্দ্দোষী বলিয়া বোধ হইল।

লোকটী অধিক দীর্ঘ বা খর্ব্ব নহে। সাধারণত ভিক্ষুকের যেরূপ বেশভূষা হইয়া থাকে, ইহার বেশভূষা তদপেক্ষাও অনেক

অংশে হীন। গাত্রে একটী শতগ্রন্থি অতি পুরাতন জামা রহিয়াছে। গাত্র অত্যন্ত মলিন। দেখিলেই বোধ হয়, যেন একপুরু ময়লা জমিয়া গিয়াছে। মুখে যেন একটী কাটার দাগ, তাহার উপর আবার ঠোঁট উল্টান থাকায় তাহার বিশ্রী আকৃতি আরও কুৎসিত হইয়াছে।

যখন আমরা আসামীকে এইরূপে দেখিতেছিলাম, তখন সেই কর্ম্মচারী আমাদিগকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, "কেমন? আমি যাহা বলিতেছিলাম, তাহা সত্য নয় কি? এমন সুপুরুষ আর কোথাও দেখেছেন কি? অনেক অনেক কদাকার পুরুষ দেখিয়াছি কিন্তু এরূপ কদাকার ব্যক্তিকে আমি যে কখন দেখিয়াছি তাহা আমার অনুমান হয় না।" এইরূপ অবস্থা দেখিয়া আমি সেই কর্ম্মচারীকে কহিলাম, "আমি ইচ্ছা করি, লোকটাকে একবার পরিষ্কার করিয়া দিয়া দেখি যে, উহাকে কিরূপ দেখায়, আমি মনে মনে এই অভিপ্রায় করিয়াছি। এই ব্যাগে স্নানের আবশ্যকীয় সকল দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছি, এখন আপনি যদি আমার প্রতি অনুগ্রহ করিয়া এই কামরার দরজা খুলিয়া দেন, তাহা হইলে আমি বিশেষ বাধিত হই।" এই বলিয়া আমি একখানি স্পঞ্জ বাহির করিলাম, সেই স্পঞ্জখানা এবং সেই ব্যাগের মধ্যে অন্যান্য দ্রব্যগুলি দেখিয়া কর্ম্মচারী সহসা হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলেন না। মুখে বলিলেন, "আপনার চিরকালই সমান গেল। আসুন, আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই। আপনি ত অনেক দেখিয়াছেন, বলুন দেখি, এই হাজত-গৃহে এমন কুৎসিত আসামী ইতিপূর্ব্বে আর কখন আসিয়াছে কি? ওরূপ কদাকার লোক আমার হাজতের কলঙ্ক-স্বরূপ।"

আমরা আর সময় নষ্ট না করিয়া ধীরে ধীরে সেই কামরায় প্রবেশ করিলাম। আসামী প্রথমে আমাদিগকে দেখিয়া পার্শ্ব-পরিবর্ত্তন করিল, পরে আবার নিদ্রা যাইবার জন্য মুখ ফিরাইয়া কম্বলের উপর মস্তক ন্যস্ত করিল। আমি তাহাকে উঠাইয়া তাহাকে একবারে বিবস্ত্র করিয়া ফেলিলাম ও একখানি বড় স্পঞ্জ জলসিক্ত করিয়া তাহাকে উত্তমরূপে ঘর্ষণ করিতে লাগিলাম। এইরূপে কিয়ৎক্ষণ ঘর্ষণ করিতে করিতে ঐ ফকিরের অঙ্গস্থিত সমস্ত ময়লা ইত্যাদি দূর হইয়া গেল, সে তখন অপর রূপ ধারণ করিল। ডাক্তার এই অবস্থা দেখিয়া নিতান্ত বিস্মিতের সহিত বলিয়া উঠিলেন, "আমার বোধ হইতেছে, ইনিই নরেন্দ্রকৃষ্ণ। যতবার আমি স্পঞ্জ দিয়া আসামীর গাত্র ঘর্ষণ করিতে লাগিলাম, ততবারই যেন গাত্র হইতে এক এক পুরু ছাল উঠিয়া আসিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে সেই কদাকার দেহের সমুদায় ময়লা উঠিয়া গেল, সেই উল্টান ঠোঁট কোথায় অদৃশ্য হইল। চুলের লাল দাগ তখনই যেন কোথায় চলিয়া গেল এবং তাহার পরিবর্ত্তে অতি সুন্দর কৃষ্ণবর্ণ কেশগুচ্ছ শোভা পাইতে লাগিল, অমন মলিন মুখ সুন্দর হইল, কয়েক মিনিটের মধ্যেই তেমন কদাকার লোক যেন সুন্দর যুবকে পরিণত হইল। আসামী এতক্ষণ কোন কথা কহে নাই। কিন্তু যখন দেখিল, যে তাহার ছদ্মবেশ একেবারে অদৃশ্য হইল, তখন সে চীৎকার করিতে করিতে সেই স্থানের কম্বলের মধ্যে তাহার মস্তক লুকাইবার চেষ্টা করিল।

এই সকল ব্যাপার দেখিয়া ডাক্তার আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিল, "কি আশ্চর্য্য! এই লোককেই পাওয়া যাইতেছে না।

আমি ইহার আকৃতি ছবিতে দেখিয়াছি। এমন কি, উহার ফটো এখনও আমার নিকট আছে। এই সেই নরেন্দ্রকৃষ্ণ ?” আসামী তখন সাহসী হইয়া বলিল, “আচ্ছা, যদি তাই হয়, যদি আমিই সেই লোক বলিয়া সাব্যস্ত হই, তবে আর কেন আমায় কষ্ট দেন। কিজন্য আমায় কয়েদ করা হইয়াছে বলুন ?”

ডাক্তার। নরেন্দ্র বাবুকে খুন করিবার জন্য। কিন্তু যখন তুমিই সেই নরেন্দ্রবাবু, তখন তোমাকে আর সে দোষে দোষী করা যাইতে পারে না। যাহা হউক, আমি প্রায় সাতাশ বৎসর পুলিসের কার্য্য করিতেছি, কিন্তু এরূপ আশ্চর্য্য ঘটনা আমি স্বপ্নেও জানিতাম না।

নরেন্দ্র। এখন সে সকল কথা ছাড়িয়া দিন। এখন আমি বলিতেছি যে, যদি আমিই নরেন্দ্রবাবু হই, তাহা হইলে নরেন্দ্র বাবুকে খুন করিয়াছি বলিয়া আমাকে যে কয়েদ করা হইয়াছে, তাহা ন্যায়সঙ্গত হইয়াছে কি ?

আসামীর কথা শুনিয়া আমার বন্ধু বলিল, “তুমি কোন দোষ কর নাই সত্য বটে কিন্তু এক মহা ভ্রম করিয়াছ। তোমার এ কার্য্য তোমার স্ত্রীকে বলিয়া রাখ নাই কেন ? স্বামী স্ত্রীর মধ্যে এরূপ গোপনীয় কার্য্য থাকিতে পারে তাহা আমিও জানিতাম না।”

নরেন্দ্র। আপনি যথার্থ বলিয়াছেন ; কিন্তু আমি আমার সন্তানগণকে আমার এই অবস্থা জানাব না বলিয়াই একার্য্য ঘটিয়াছে। হা ভগবান ! কি পাপ বশতঃ আজ আমার এতাদৃশ অপমানিত করিলে ? এখন আমি কি করিব ? এবার যে সকলেই জানিতে পারিবে। আর যে আমার স্ত্রী বা পুত্রকন্যা-গণের মধ্যে কেহই বিশ্বাস করিবে না।

আসামীর খেদোক্তি শ্রবণ করিয়া আমার বন্ধুর দয়া হইল। তিনি বলিলেন, “যদি এই ব্যাপার আদালতে যায়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই এ সকল সংবাদ সকলেরই শ্রুতিগোচর হইবে। কিন্তু যদি এরূপ বলিতে পার যে, তোমার বিরুদ্ধে পুলিসের আর কোন আধিপত্য নাই অর্থাৎ তুমি যদি এরূপ প্রমাণ করিতে পার যে, তুমি আর কোন দোষে দূষিত নহ, তাহা হইলে এসকল সমাচার সংবাদ পত্রে বাহির না হইলেও হইতে পারে। আমি জানি, এই কর্ম্মচারীও অতি ভদ্র, ইনি কথনই অন্যায়রূপে কাহারও প্রতি অত্যাচার করেন না। আজ যদি তুমি তোমার এই ভ্রমের বিষয় বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া বলিতে পার, তাহা হইলে হয় ত ইনি তোমায় মুক্তি দিতে পারেন।”

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

নরেন্দ্রকৃষ্ণ কহিলেন, “মহাশয়! ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করিবেন। আমি লজ্জার ভয়ে প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করিতেও প্রস্তুত ছিলাম, আজ যদি নরেন্দ্রবাবুকে খুন করিয়াছি বলিয়া আপনারা আমার ফাঁসির হুকুম দিতেন, তাহা হইলেও আমি কোন বাক্যব্যয় করিতাম না। আমি প্রাণান্তেও পুত্রগণকে আমার প্রকৃত অবস্থার বিষয় জ্ঞাপন করিতে সক্ষম নহি। এখন আমার যাহা ব্যক্তব্য তাহা আপনাদের সকলের সাক্ষাতে বলিতেছি শ্রবণ করুন। আমার এই গুপ্তকথা আর কেহই

ইতিপূর্ব্বে জানিতেন না। আজ আপনারা এই তিনজনে প্রথমে আমার এই অদ্ভুত কাহিনী শ্রবণ করিতেছেন। আমার পিতা কোন একটি গবর্ণমেন্ট বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। তিনি একজন পণ্ডিত লোক। আমিও পিতার কৃপায় যথেষ্ট বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলাম। বিদ্যা শিক্ষা করিলেই যে অর্থ উপার্জ্জন হয়, এমন কোন কথা নাই। আমি যদিও যথেষ্ট বিদ্যালাভ করিয়াছিলাম, তথাপিও অনেকদিন পর্য্যন্ত একটা পয়সার মুখ দেখিতে পাই নাই। অবশেষে অনেক কষ্টের পর একখানা খবরের কাগজের সম্পাদকপদে প্রতিষ্ঠিত হইলাম। একদিন আমি এই সংবাদ পাইলাম যে, যে লোক ভিক্ষাবৃত্তি সম্বন্ধে একটী উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ রচনা করিতে পারিবেন, তিনি পুরস্কৃত হইবেন। আমি সেই সুযোগ ত্যাগ করিতে পারিলাম না। মনে করিলাম, কেবল স্বকপোলকল্পিত কতকগুলি আবর্জ্জনা না লিখিয়া প্রকৃত তথ্য অনুসন্ধান করিয়া এই কার্য্যে নিযুক্ত হওয়াই কর্ত্তব্য। আমি পূর্ব্বে একটি সখের থিয়েটারে কার্য্য করিতাম। ছদ্মবেশ আমার চির অভ্যস্ত ছিল। ছদ্মবেশে আমি এমন সিদ্ধহস্ত ছিলাম যে, আমাকে আমার অত্যন্ত আত্মীয়, এমন কি, আমার পিতা মাতা পর্য্যন্ত চিনিতে পারিতেন না। প্রবন্ধ লিখিবার সময় আমার সেই সকল বিষয় স্মরণ হইল। আমি তখন ছদ্মবেশ ধারণ করিলাম। এক অদ্ভুত আকৃতি করিয়া রাজধানীর প্রশস্ত পথে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলাম। যে আকৃতিতে আমি সকলের দয়া উদ্রেক করিয়াছিলাম, তাহার আর অধিক কি বর্ণনা করিব। আমার সেই অদ্ভুত কদাকার মূর্ত্তি আপনারা স্বচক্ষেই দেখিতে পাইয়াছেন। সেই কদাকার

মূর্ত্তিতে আমি সকলেরই দয়ার পাত্র হইলাম। প্রায় ছয় সাত ঘণ্টা এইরূপে দণ্ডায়মান থাকিবার পর আমি কার্য্যস্থানে আসিলাম। দেখিলাম যে, সেই একদিনেই আমি প্রায় কুড়ি টাকা উপায় করিয়াছি। তাহার পর আমি প্রবন্ধ লিখিলাম। সেইদিন নিজে ভিক্ষুক সাজিয়া যাহা যাহা করিয়াছি, যে যে বিষয় অবলোকন করিয়াছি, কি কৌশলে সাধারণের দয়ার পাত্র হইয়াছিলাম, এই সমস্ত ব্যাপার প্রবন্ধে লিখিলাম। আমার প্রবন্ধই সকলের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইল। আমি পুরস্কার পাইলাম। আর আমার নিজের ভিক্ষাবৃত্তির বিষয় স্মরণপথে আনিবার চেষ্টা করিলাম না।

কিছুদিন এইরূপে অতিবাহিত হইল, পরে একদিন আমার একবন্ধু আমার নিকট উপস্থিত হইল। পূর্ব্বে আমি তাহার নিকট হইতে প্রায় আড়াই শত টাকা কর্জ্জ লইয়াছিলাম, তখনও পরিশোধ করিতে পারি নাই। বলিতে গেলে, আমার দেনার বিষয় আমার একেবারে মনেই ছিল না। বন্ধুবর আসিয়া আমার নিকট হইতে অর্থ চাহিলেন। আমার হস্তে তখন এক কপর্দ্দক ছিল না। অথচ বন্ধুর বিশেষ প্রয়োজন। কি করি, তাহার নিকট হইতে সাত দিনের সময় লইলাম।

সেইদিন আবার আমার ভিক্ষাবৃত্তির কথা মনে পড়িল। আমি তখনই আমার প্রভুকে বলিয়া কার্য্য হইতে কিছুকাল অবসর গ্রহণ করিলাম। তারপর আবার সেইরূপ ছদ্মবেশ ধারণ করিলাম ও পুনরায় সহরে গিয়া ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিলাম। আপনারা সহজেই অনুমান করিতে পারিবেন, কেন আমি এরূপ ঘৃণাকর কার্য্যে লিপ্ত হইলাম। যখন আমি কঠোর পরিশ্রম

করিয়া এক মাসের পর মোট ত্রিশটী টাকা পাই এবং বিনা পরিশ্রমে একদিনে প্রায় ২০ কুড়ি টাকা উপায় করিতে পারি, তখন কেন আমি পরিশ্রম করিয়া অল্প অর্থ উপার্জ্জন করিতে পাইব, কিরূপেই বা আমি অনায়াসলব্ধ দৈনিক ২০ কুড়ি টাকার লোভ সম্বরণ করিব। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া আমি শেষোক্ত লভ্যজনক কার্য্যেই নিযুক্ত হইলাম।

কেবল একটী লোক আমার এই কার্য্য জানিত। সে সেই গুলির আড্‌ডার সর্দ্দার। সেই আমায় দয়া করিয়া তাহার আড্ডার মধ্যে একটী কামরা আমায় থাকিতে দিয়াছিল। অবশ্য আমি তাহাকে তাহার ঘরের ভাড়া স্বরূপ কিছু কিছু দিতাম এবং আমার এই গুপ্তকথা পাছে প্রকাশ করে এজন্যও তাহাকে আমার লভ্যের কিয়দংশ দিতাম। সুতরাং সে কাহাকেও আমার গোপনীয় রহস্য প্রকাশ করিত না।

অতি অল্প দিনের মধ্যেই আমি দেনা শোধ করিলাম বটে কিন্তু আমার এই লাভজনক ব্যবসা আর পরিত্যাগ করিতে পারিলাম না। শীঘ্রই দেখিলাম যে, আমার যথেষ্ট অর্থ সঞ্চিত হইয়াছে এবং দিন দিন আমি ধনবান হইতেছি। তখন আমি বিবাহ করিলাম ও কিছুদিন পরে আমার সন্তান-সন্ততি হইতে লাগিল। আমার স্ত্রী এ বিষয়ে কিছুই জানিত না। আমি তাহাকে এ সকল কথার কিছুই বলি নাই, তবে মধ্যে মধ্যে আমায় সহরে আসিতে হইত বলিয়া আমার স্ত্রীকে বলিতাম যে, সহরে আমার বিশেষ কার্য্য উপলক্ষে সময়ে সময়ে যাইতে হয়। গত সোমবার আমার দৈনিক ভিক্ষাবৃত্তির পর যেমন আমি গুলির আড্ডায় আগমন করিয়া আমার ছদ্মবেশ পরিত্যাগ করিয়াছি, অমনি

আমার স্ত্রীর সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়। কিজন্য আমার স্ত্রী ঐ স্থান দিয়া যাইতেছিল, তাহা ইতিপূর্ব্বেই আপনারা জ্ঞাত আছেন এবং কিজন্য আমি খুনী বলিয়া ধৃত হই, তাহাও আপনাদিগের অজ্ঞাত নহে।

আমার স্ত্রীকে দেখিয়া আমি অতীব আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম এবং তখনই অদৃশ্য হইলাম। আমি জানিলাম যে, আমার স্ত্রী সহজে ছাড়িবার নহে সুতরাং আমিও পুনরায় ছদ্মবেশ পরিধান করিয়া রহিলাম এবং পরে ধরা পড়িলাম! কারণ আমার পুত্র সেই ঘরে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে আমি সমুদায় পোষাক জলে ফেলিয়া দিতে পারি নাই। কেবল উপরের জামাটার পকেট তাম্রমুদ্রায় পূর্ণ করিয়া নদীগর্ভে ফেলিয়া দিয়াছিলাম। যদি আমার পুত্রের আসিতে বিলম্ব হইত, তাহা হইলে আমি অপর পোষাকগুলির অবস্থাও সেইরূপ করিতাম। কিন্তু অদৃষ্টের ভোগ কোথায় যাইবে। আমি অপর পোষাকগুলির বন্দোবস্ত করিবার পূর্ব্বেই আমার পুত্র আসিয়া সেইস্থানে উপস্থিত হইল এবং আমার পোষাকগুলি দেখিতে পাইয়া আমাকেই তাহার পিতার হত্যাকারী বলিয়া মনে করিয়া আমায় পুলিসের হস্তে সমর্পণ করিল। এই আমার ইতিহাস। এখন আপনারা ইহার যেরূপ বিচার করিবেন, আমি তাহাই অবনত মস্তকে গ্রহণ করিব। আর একটী কথা বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি, যখন দেখিলাম যে, আমার আর নিষ্কৃতি নাই, তখন আমি কোন একটী লোকের হস্তে আমার আংটী ও একখানি পত্র দিয়া আমার স্ত্রীর নিকট পাঠাইয়া দিতে অনুরোধ করি। বোধ হয়, আমার স্ত্রী সে পত্র পান নাই, সেইজন্যই এত গোলযোগ ঘটিয়াছে।

আমার বন্ধু বলিলেন, "তোমার সেই পত্র কেবলমাত্র গতকল্য তোমার স্ত্রীর হস্তে পতিত হইয়াছে।"

নরেন্দ্র। কি ভয়ানক! তবে ত আমার স্ত্রী এক সপ্তাহ কাল ভয়ানক কষ্টে দিনযাপন করিয়াছে। হায়! হায়! আমার পাপে তাহাকে এত কষ্ট সহ্য করিতে হইল। ভগবান! আমি কি পাপে এত শাস্তি পাইলাম তাহা বলিতে পারি না।

আমি। তুমি ত জান যে পুলিস, আড্ডার সর্দ্দারের উপর বিশেষ সন্দেহ করিয়াছিল। পুলিস ইহাও সাব্যস্ত করিয়াছিল যে, তোমার ন্যায় একজন অক্ষম লোকে অপরের সাহায্য ব্যতীত কোন লোককে হত্যা করিতে পারে না; তোমার নিশ্চয়ই একজন সঙ্গী ছিল। আর ইহাও আমাদিগের বিশ্বাস হইয়াছিল যে, আড্ডার কোন গুলিখোর তোমার ভয়ানক কার্য্যে সাহায্য করিতে পারিবে না। কারণ, তাহা হইলে অনেকেই তোমাদের কার্য্য লক্ষ্য করিবে। অতএব সেই আড্ডার সর্দ্দার ভিন্ন আর কোন্ লোক এ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারে? এইজন্য পুলিস সেই আড্ডাধারীকে সন্দেহ করিয়াছিল, কিন্তু তাহার বিপক্ষে কোন প্রমাণ না পাওয়াতে উহাকে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে হাজতে দিতে পারে নাই। সুতরাং তাহারা ভিতরে ভিতরে সর্দ্দারের কার্য্য-প্রণালী লক্ষ্য করিতেছিল এবং সেই কার্য্যের জন্য অনেক লোকও নিযুক্ত করিয়াছিল। এই হেতু সর্দ্দার তোমার প্রদত্ত পত্র যথাসময়ে ডাকঘরে দিতে পারে নাই। আমার বোধ হয়, সে নিজেও এ কার্য্য করিতে সক্ষম হয় নাই, অপর কাহারও হস্তে দিয়াছিল। সে হয়ত পত্র

ডাকে দিতে বিলম্ব করে। সেই জন্তই তোমার স্ত্রী যথাসময়ে তোমার পত্র পান নাই।

আমি নরেন্দ্র বাবুকে এই কথা বলিলে আমার বন্ধু বলিলেন, "ঠিক কথা! এ বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নাই। এখন আমার একটী কথা আছে। যদি পুলিস অনুগ্রহ করিয়া এই সম্বন্ধে আর কোন গোলযোগ না করিতে স্বীকৃত হয়, তাহা হইলে তুমিও আর কখনও ভিক্ষুকের কার্য্য করিতে পারিবে না। ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া ভিক্ষুকতা দ্বারা অর্থ উপার্জ্জন করিতে চিরকালের জন্য বঞ্চিত হইলে।"

আমি আসামীকে লক্ষ্য করিয়া কহিলাম, "নরেন্দ্র বাবু! আমি আপনাকে মুক্তি দিলাম। এ বিষয়ে আর কোন গোলযোগ হইবে না। আপনি ভদ্রলোক, সামান্ত ভ্রমের জন্য অনেক কষ্ট সহ্য করিলেন। এমন কি, যদি এই ভয়ানক রহস্তভেদ এত সহজে না হইত, তাহা হইলে আপনাকে হয়ত জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে হইত। আপনি যদি আপনার স্ত্রীকে এই বিষয় ইতিপূর্ব্বে জানাইতেন, তাহা হইলে কখনও এরূপ গোলযোগ ঘটিত না। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে এরূপ গোপনীয় বিষয় থাকা উচিত নহে। আপনি মুক্তি পাইলেন, অদ্য আপনাকে এখন আর একটী কার্য্য করিতে হইবে। আপনি বাটী প্রত্যাগমন করিয়া আপনার স্ত্রীকে এই বিষয় সত্য করিয়া বলিবেন,—ইহাই আমার আন্তরিক অভিপ্রায়।"

"আপনার কথা শিরোধার্য্য। কিন্তু জানিবেন যে, এ সকল কথা বলিতে আমায় যৎপরোনাস্তি অপমান বোধ করিতে হইবে।"

তখন আমার বন্ধু আমার দিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "আজ আপনি যেরূপ আসাধারণ ক্ষমতার পরিচয় দিলেন, তাহা ইতিপূর্ব্বে কখনও শ্রুতিগোচর হয় নাই। আজ আপনি কেবল যে পুলিসের কার্য্য করিলেন, এমন নহে, একটী পরিবারের সুখের কারণ হইলেন। একবার ভাবিয়া দেখুন, যদি আজ এ ভয়ানক অদ্ভুত রহস্যভেদ না হইত, যদি আজ নরেন্দ্র বাবু যে অপরাধে অপরাধী বলিয়া ধৃত হইয়াছেন, তাহাতে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষী হইয়াও শাস্তি গ্রহণ করিতে বাধ্য হইতেন, তাহা হইলে কি হইত? ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিই যে, তিনি তোমার মত বিচক্ষণ ব্যক্তিকে এমন কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছেন। ঈশ্বরের নিকট শেষ প্রার্থনা এই যে, তিনি যেন আপনাকে দীর্ঘজীবী করিয়া সর্ব্বদা সুস্থশরীর ও স্বচ্ছন্দমনে জীবন অতিবাহিত করিতে দেন।"

আমার বন্ধু, আসামী ও আমি তথা হইতে বাহির হইলাম। দ্বারেই গাড়ী ছিল, সকলে আরোহণ করিয়া অনতিবিলম্বে নরেন্দ্র বাবুর বাটীতে উপস্থিত হইলাম।

প্রথম আনন্দ উচ্ছ্বাস অতীত হইলে আমার বন্ধু, নরেন্দ্র বাবু ও তাহার স্ত্রীকে সঙ্গে লইয়া নির্জ্জনে গমন করিলেন। আমিও তাহাদের অনুসরণ করিলাম। তথায় আমার বন্ধু নরেন্দ্র বাবুর ছদ্মবেশের সেই অদ্ভুত রহস্য তাহার স্ত্রীকে বিশেষরূপে বর্ণনা করিয়া উভয়ের মধ্যে যাহাতে শান্তি স্থাপিত হয়, তাহার উপায় করিলেন। এই স্থানে আমাদিগের কার্য্যেরও শেষ হইল।

আমরা সেই স্থান হইতে বহির্গত হইয়া আমাদিগের আপন আপন স্থানে গমন করিলাম। এই মোকদ্দমার কথা সবিশেষ যিনি যিনি শ্রবণ করিয়াছিলেন, তিনিই পুলিসকে

প্রথম গালি না দিয়া ক্ষান্ত হন নাই; কিন্তু সংবাদপত্রে সকল কথা প্রকাশ হয় না।

সমাপ্ত।